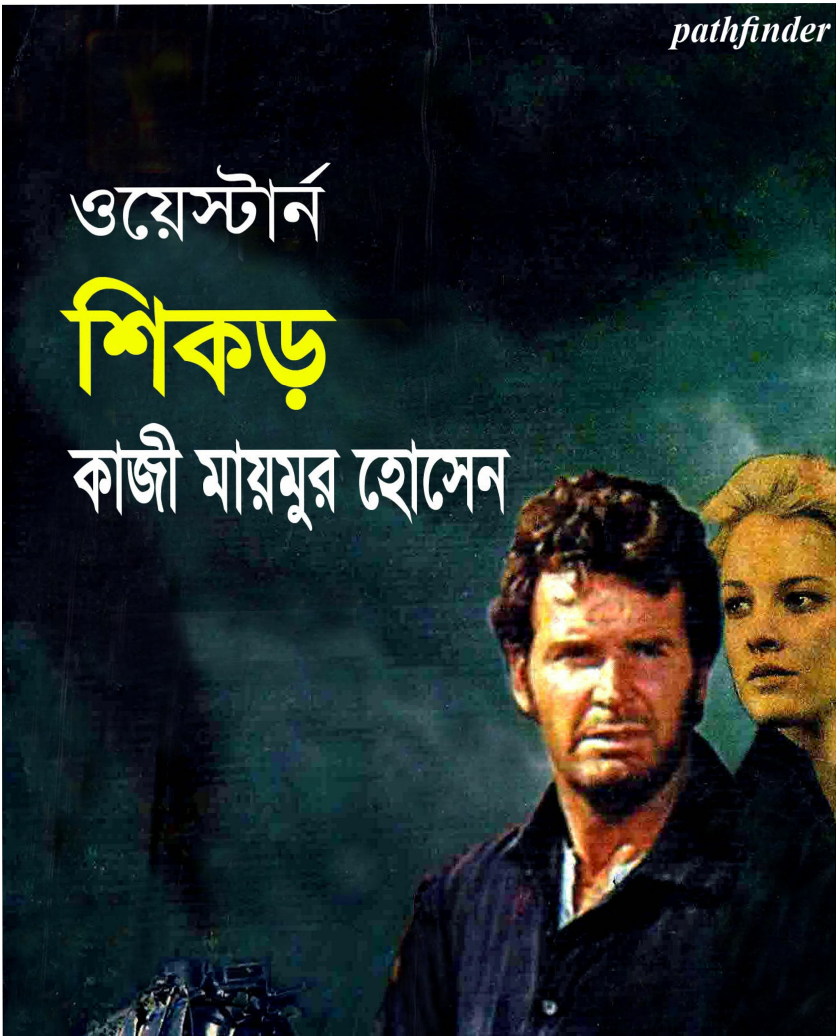

pathfinder
ওয়েস্টার্ন
শিকড়
কাজী মায়মুর হোসেন
Anik
সেবা
প্রকাশনী

ওয়েস্টার্ন

শিকড়

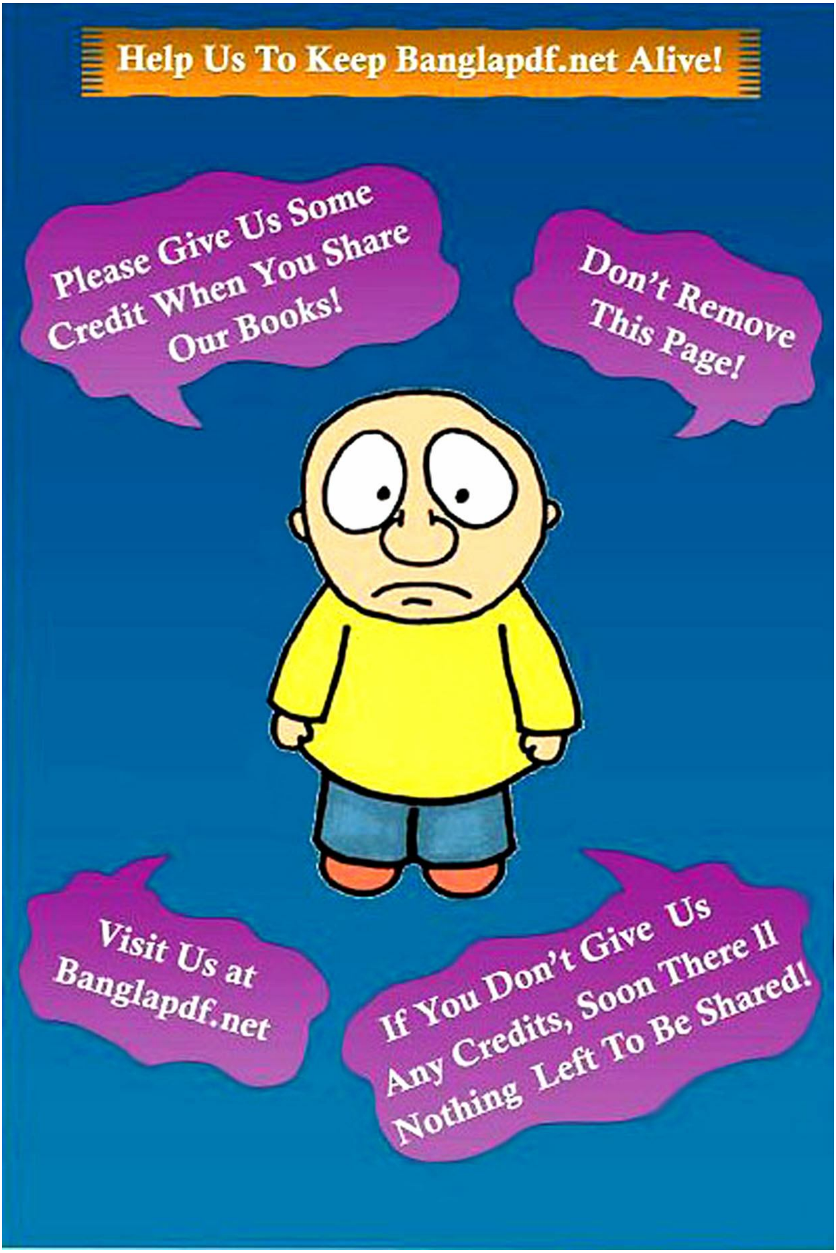
কাজী মায়মুর হোসেন

ছোটবেলার প্রতিদ্বন্দ্বী, চিরশত্রু মার্শাল ক্লিভ হেস্টিংসের নির্দেশটা চূড়ান্ত – পিস্তল ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে যেতে পারে রন মার্লো, তাতে পথের ফকির হয়ে গেলেও জানে বাঁচবে সে; আর যদি ঘাড়-ত্যাড়ামি করে, শহর ছেড়ে পালিয়ে না যায়, তার ঠাঁই হবে বুটহিলের গোরস্তানে।

পিস্তল ফ্ল্যাট শহরে যা খুশি তা-ই করছে মার্শাল হেস্টিংস এবং তার গলাকাটা খুনির দল, কারও সাধ্য নেই তাদের বিরুদ্ধে মুখ ফুটে কিছু বলে। রন যদি ক্লিভ হেস্টিংস ও তার খুনেদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, তা হলে ওর বাঁচবার আশা শূন্যের কোঠায়। কিন্তু কখনোই পিছিয়ে যায় না রন। জীবনে কখনও পিছায়নি। কাজেই এবারও ও ঠিক করল, পিছাবে না। টেক্সাসের ঘূর্ণিঝড়ের মতো ভয়ঙ্করভাবে এলো শো-ডাউন।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০


Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

ওয়েস্টার্ন

শিকড়

কাজী মায়মুর হোসেন

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষ্যাপা তিনজন, কালো দালান, ক্ষিপ্ত ঘাতক, আক্রোশ, ভয়াল শটগান, ধোঁকাবাজ, লুটপাট, অ্যাপাচি চীফ, অন্বেষা, সেই এরফান, হার্ডি স্লোন, ভূমিদস্যু। **খোন্দকার আলী আশরাফ:** কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী। **রওশন জামিল:** ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারী, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু। **শওকত হোসেন:** প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা। **প্রিন্স রিজভী তৌহিদ:** শেষ মার। **আলীমুজ্জামান:** মরুসৈনিক। **রকিব হাসান:** তৃণভূমি, নির্জনবাস। **হিফজুর রহমান:** শিকারী। **জাহিদ হাসান:** স্বর্ণবিষ, সোনালী মৃত্যু। **আসাদুজ্জামান:** দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজ:** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রুশহর। **বজলুর রহমান:** বাজি। **খসরু চৌধুরী:** ভুল।

আদনান শরীফ: পশ্চিম যাত্রা। **এ.টি.এম. শামসুদ্দীন:** শেষ প্রতিপক্ষ। **তাহের শামসুদ্দীন:** স্যান্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি। **কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ:** মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনূর হোসেন:** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা, কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর, জাতশত্রু।

কাজী মায়মুর হোসেন: সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক, বধ্যভূমি, দক্ষিণে বেনন, স্বর্ণঈগল, প্রবঞ্চক, দুর্জয় পশ্চিম, সীমান্তে সাবধান, দস্যু বেনন, সীমানা, দোষী, বিরান প্রান্তর, প্রতিজ্ঞা, কূটচাল, ক্যালিবার .৪৫, স্বপ্নের খামার, শেষ জংশন, শয়তানের আখড়া, বারুদ, তস্কর, সীমান্তে বিরোধ, নিঠুর আলাস্কা, কয়েদী, সমন-১, সমন-২, খুনে ক্যানিয়ন, মৃত্যু উপত্যকা, বন্দুকবাজ, লুণ্ঠন, উত্তপ্ত কারাগার, খলনায়ক, পরবাসী, অধিকার, শক্তপাল্লা। **ইফতেখার আমিন:** প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশি যাত্রা, দখলদার। **গোলাম মাওলা নঈম:** রোধ, দুঃসাহস, শোধ, মীমাংসা, সেয়ানে সেয়ানে, দুর্ভোগ, ত্রাস, পেছনে শত্রু, সামনে বিপদ, মাশুল, লালসা, হরণ, পতন, শর্ত, অপঘাত, উত্তরসুরি, খুনে শহর, তালাশ, মুখোশ, চালবাজ, দম্ভ, ঘাতক, ঘায়েল, আসামী, অহঙ্কার, দূরের পাহাড়-১, দূরের পাহাড়-২, নরকে, শকুন, দাপট, বিপত্তি, রক্ষা, ছোবল খেসারত। **টিপু কিবরিয়া:** অশুভ চক্র, হুমকি। **মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ:** ভবঘুরে, আউট-ল, রক্তপিশাচ, প্রতিঘাত, খুনের দায়, যমদূত। **শেখ আবদুল হাকিম:** ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ। **মাসুদ আনোয়ার:** আশ্রয়, জ্বালা, জেলঘুঘু, স্বর্ণলালসা, সংঘর্ষ, লিপ্সা, অপমান, অপচেষ্টা। **আবু মাহদী:** পাঞ্জর, গানম্যান, অভিসন্ধি, শো-ডাউন, ঠিকানা, ট্রেইল বস। **সুস্ময় আচার্য:** অপবাদ। **সায়েম সোলায়মান:** সঙ্কট, অবরুদ্ধ শহর, পরিবর্তন।

এক

ভেজা, জোরাল দমকা হাওয়া খেয়ে আসছে সুউচ্চ এলিফ্যান্ট-হেড বাট ছেয়ে থাকা ঘন-কালো মেঘরাশি থেকে, দুলিয়ে দিচ্ছে ন্যারো গেজ ট্র্যাকের উপর দিয়ে ছুটে চলা কমবিনেশন কোচটাকে। সিটের পিছনে ডানহাত রেখে ট্রেইনের দোলা সামলাচ্ছে রন মার্লো, জানালা দিয়ে দেখতে পাচ্ছে গম্ভীরদর্শন ঝড়ের মেঘ– মিউল হিল-এর চুড়োও ঢেকে ফেলেছে ওগুলো, চারপাশে একশো মাইল ছেয়ে রেখেছে পাগলা বাতাসের তাড়া খেয়ে।

মালপত্র-ভরা ফ্ল্যাটকার আর খালি গন্ডোলা নিয়ে ডিপোর কাছে এসে গতি কমাল ট্রেইন। শেষ-বিকেলের মৃদু আলোয় জানালা দিয়ে ভালমতো দেখা গেল না পিস্তল ফ্ল্যাট শহরটা।

গতি আরও কমল ট্রেইনের, ঝাঁকি খেয়ে স্থির হয়ে থেমে দাঁড়াল। চাপা কান্নার মতো শোনাল ছোট এঞ্জিনটার আওয়াজ, তারপর থেমে গেল এঞ্জিন।

এতক্ষণ কোলের উপর রাখা কাগজগুলো মাঝে মাঝে দেখছিল রন মার্লো, এবার ব্রিফকেস তুলে ওটার ভিতরে ভরল ও জরুরি কাগজ।

এর আগেও সামান্য মুনাফা হবে জেনে অনেক কাজ করেছে রন মার্লো, তবে এই পিস্তল ফ্ল্যাটে যে-রকম ঝুঁকি ওকে নিতে

হবে, সেরকম ঝুঁকি আগে কখনও নেয়নি ও। পুরোনো, বাতিল-প্রায় যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে মাইলের পর মাইল পাতাল-সুড়ঙ্গ থেকে খনিজ উত্তোলন করতে হবে। মুনাফা তোলা হবে খুবই কঠিন।

ট্রেইন থেমে যেতেই রনের পিছনে উঠে দাঁড়াল নীল, কৌতূহলী চোখওয়ালা এক প্রকাণ্ডদেহী লোক, মাথা ঠুকে গেল তার উপরের র‍্যাকের সঙ্গে। গাল দিয়ে উঠেছিল সে, মাঝপথে থেমে গেল বগিতে একজন ভদ্রমহিলা আছে মনে পড়ে যাওয়ায়। চিৎকার করে বলল, 'মালপত্র নামাও, সুইডিশ গাধারা, ফ্লিন্টস্টোন ফেনটনের পেছনে আসো। কালকে ভোরেই কাজ শুরু, পাথর কাটতে হবে সবাইকে, তার আগে চলো খানিক তাস পিটিয়ে নিই!'

রন ঘোষণা দিল: 'রানিং আয়ার্নে প্রথম রাউন্ড ড্রিঙ্ক আমার তরফ থেকে।'

হৈ-হৈ করে সিট ছাড়ল সবক'জন সুইডিশ মাইনার আর মেকানিক। তামা উত্তোলনকে পেশা হিসাবে নিয়েছে তারা, আজকাল তামার খনি-ব্যবসা লাভজনক না হওয়ায় বেতন পায় না নিয়মিত। বিনা পয়সায় ড্রিঙ্কের সুযোগ ছাড়তে রাজি নয় কেউ, যে-যার বেডরোল, কার্পেট-ব্যাগ, স্যাচেল আর লাঞ্চ-বাস্কেট নামিয়ে ফেলল র‍্যাক থেকে, তারপর হালকা মেজাজে ঠেলাঠেলি করতে করতে ফ্লিনস্টোন ফেনটনের পিছু নিল।

সবাই তারা মৃতপ্রায় খনি-শহর পিস্তল ফ্ল্যাটে এসেছে রন মার্লোর বিজ্ঞাপন দেখে। নতুন করে খনি চালু করবার ঘোষণা ছিল ওসব বিজ্ঞাপনে। এখনও ছাপা হচ্ছে বিজ্ঞাপনগুলো আরও অনেকেই আসবে। শহরে তাদের থাকবার ব্যবস্থা আছে কি না ভাবল রন।

দুই মিনিট পুরো হবার আগেই প্রায় খালি হয়ে গেল বগি। রন ছাড়া রইল এক যুবতী, আর যুবতীর উল্টোদিকের সিটে বসা

এক নিষ্ঠুর চেহারার লোক।

উঠে দাঁড়িয়ে লাস্যময়ী ভঙ্গিতে রনের দিকেই এগোল যুবতী। অবাক হয়ে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে থাকল রন। ওর কালো চোখে দেখা দিল অতীত স্মৃতির ঝড়।

লম্বা মানুষ রন, দেখে ব্যাঙ্কারের বদলে মনে হয় বড় কোনও রানশার। মাথায় একটা পানামা হ্যাট পরে আছে ও এখন, হ্যাটের কানায় গরুর দেশের কোঁকড়ানো একটা ভাব। সাদা শার্টের গলার রোতামটা খোলা চামড়া রঙের ট্রাউজার্স নেমে এসে ঢেকে দিয়েছে হিলছাড়া বুটজুতোর উপরের অংশ। এলোমেলো চুল আর তামাটে চামড়া রনের, দেখতে সুদর্শন-সুপুরুষ– ভাঙা নাকটা যদি উপেক্ষা করা যায়। বেশ একটা ফুলবাবুর মতো ভাব আছে ওর পোশাকে, কিন্তু লোহা-কাঠের মতোই শক্ত মানুষ আসলে ও, হাতুড়ির মতো নিরেট। মনটা অবশ্য নরম, জীবনে কারও কাছ থেকে উপকার পেলে ভোলে না কখনও। আর লিজা ট্রেইসি ওসব উপকারী মানুষদেরই একজন।

রনের মনে হলো, আরও আগেই লিজা ট্রেইসিকে চেনা উচিত ছিল ওর। তবে এটাও বুঝতে পারল, অন্যসব ব্যাপারে ব্যস্ত না থাকলে ঠিকই চিনতে পারত ও লিজাকে

যুবতীকে এগিয়ে আসতে দেখে ভাল লাগার একটা অনুভূতিতে ছেয়ে গেল ওর অন্তর। পিঠে ছড়িয়ে পড়ে চিকচিক করছে লিজার কালো চুল। বাদামী চোখ দুটোতে যেন ধূসর মেঘের আনাগোনা, ধোঁয়া-ধোঁয়া ভাবটা লুকিয়ে রাখছে নারীদের সহজাত চিরন্তন রহস্যময়তা। ধূসর রঙের লম্বা একটা স্কার্ট পরে আছে লিজা, ওর হাঁটবার রমণীয় ভঙ্গি দেখে বুকের ভিতরে পুরোনো সেই উত্তেজনা অনুভব করল রন।

পাশ কাটাতে শুরু করতেই হাত বাড়িয়ে খপ করে লিজার কব্জি চেপে ধরল বগির অন্য লোকটা।

উঠে দাঁড়াতেই পাশ থেকে দেখে তাকে চিনতে পারল রন।

অতীতের আরেকটা স্মৃতি এই ক্লার্ক ফাওল। তবে তিক্ত স্মৃতি।

ক্লার্ক ফাওলের চোয়াল-ভাঙা শেয়াল-শেয়াল চেহারা রনকে বলে দিল, এল পাসোর কোনও লাইব্রেরিতে বইয়ের র‍্যাকের মাঝখানে, কিংবা টেক্সাসের কোনও থিয়েটারের সামনের সারিতে দর্শক হিসেবে মানায় না ক্লার্ক ফাওলকে, মানায় মেইম্বির ব্রেকম্যান্স হোটেল-এর জেন্ট'স পার্লার বা রানিং আয়ার্ন সেলুনে।

কর্কশ গলা ক্লার্ক ফাওলের, বলবার ভঙ্গিতে কর্তৃত্ব আর নির্দেশের সুর। 'রূপসী তা হলে ফিরল!' লিজার গায়ে গা ঘেঁষে দাঁড়াল সে, মেয়েটার হাত থেকে হাতব্যাগটা নিয়ে নিতে ছোঁ মারল। 'ক্লার্ক ফাওল সবসময় রেডি। বিশেষ করে যে-মেয়েকে অনেকদিন আগে থেকে সে কাছে চায়, তার জন্যে বান্দা সবসময় হাজির।'

মুহূর্তে লিজার গাঢ় রঙের চোখ থেকে প্রসন্ন ভাবটা বিদায় নিল, দৃষ্টি হয়ে উঠল এলিফ্যান্ট-হেড বাট ছেয়ে থাকা বরফের মতো শীতল। একটু পিছিয়ে মূর্তির মতো স্থির হয়ে দাঁড়াল লিজা, চাপা গলায় বলল, 'যদি কখনও কোনও সময় কোনও কথায় তোমাকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকি, তা হলে সেটা আমার ভুল ছিল, ক্লার্ক। ...ছাড়ো আমাকে!'

গাল-নাক কুঁচকে যাওয়ায় বিশ্রী চেহারা হলো ক্লার্ক ফাওলের। সবসময় মেজাজ অনিয়ন্ত্রিত থাকে তার, রেগে যায় অল্পতেই। লিজা ট্রেইসির কব্জিতে হাতের চাপ বাড়িয়ে দেয়ায় রক্ত সরে সাদা হয়ে গেল তার আঙুলগুলো।

ব্যথা পেয়ে ফুঁপিয়ে উঠল লিজা।

'আমার সঙ্গে দাম দেখাতে এসো না,' ঠোঁট বাঁকা করে বলে উঠল ক্লার্ক ফাওল। আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু এতো জোরে হাত ঝটকা দিল লিজা যে, ওর কব্জিটা ছুটে গেল ক্লার্ক ফাওলের হাত থেকে। সোজা হয়ে দাঁড়াল লিজা, ব্যাপারটা

ইচ্ছেকৃত নয়, তবে চেষ্টা করলেও এর চেয়ে ভাল কেউ করতে পারত বলে মনে হয় না– ক্লার্ক ফাওল ঝুঁকে আসতেই তার থুতনির নীচের নরম মাংসে জোরে খোঁচা লাগাল লিজার কাঁধ তীব্র ব্যথায় ধূসর হয়ে গেল ক্লার্ক ফাওল, রাগে গর্জন ছেড়ে দু'হাত তুলে সামনে বাড়ল লিজাকে জাপ্টে ধরতে।

আর দেরি না করে ব্রিফকেসটা নামিয়ে রেখেই ঝড়ের মতো সামনে বাড়ল রন, খপ করে ধরে ফেলল ক্লার্ক ফাওলের বোতাম আঁটা পিনস্ট্রিপ কোটের সামনের অংশ, তারপর সামনে-পিছনে ঝাঁকি দিল জোরে জোরে।

হাতাহাতি লড়াইয়ে অনভিজ্ঞ নয় ক্লার্ক ফাওল, আর এখন প্রচণ্ড রেগে আছে, প্রতিপক্ষকে অপ্রস্তুত করে দিতে পেছনদিকে হেলে পড়ল সে, রন বাধ্য হয়ে সামনে ঝুঁকতেই হাতের তালুর কিনারা দিয়ে রনের ভাঙা নাকের হাড়ে আঘাত করল গায়ের জোরে।

ব্যথায় রনের মনে হলো, আগুন ধরে গেছে নাকে। উন্মত্তের মতো সামনে বাড়ল ও, ঘনঘন মাথা ঝাঁকাল দৃষ্টি পরিষ্কার করতে। তারই ফাঁকে ঘুসি ছুঁড়ল ডানহাতে।

সরে গিয়ে নাক বরাবর ঘুসিটা এড়িয়ে গেল ক্লার্ক ফাওল। মাথা থেকে ডার্বি হ্যাট পড়ে গেল তার, দু'পাশ দিয়ে নেমে আসা লাল রঙের জট পাকানো চুলের গোছা দেখে মনে হলো টেক্সাসের বুনো ষাঁড়ের অস্বাভাবিক দুটো শিং। রনের বুকে ধাক্কা দিল ক্লার্ক ফাওল, রন পিছিয়ে যেতে বাধ্য হওয়ায় দুই সারি সিটের মাঝ থেকে বেরিয়ে এলো ক্ষিপ্র চিতার মতো।

মাথা নিচু করে নিল রন, বামহাত ভাঁজ করে মাথা আর মুখ আড়াল করল। ওর বাহুর পেশি আর হাড়ের উপর পড়ল ক্লার্ক ফাওলের কয়েকটা ঘুসি। ব্যথা পেল রন, তবে আঘাতগুলো গুরুতর কোনও ক্ষতি করতে পারল না।

ক্ষিপ্ত ক্লার্ক ফাওলের আক্রমণ ঠেকাতে শুরু করল রন, মিনিট

প্যাঁচেক রক্ষা করল নিজেকে, তারপর লোকটা হাঁপিয়ে যাওয়ায় জোরে ঠেলা দিয়ে আবার তাকে ঢুকিয়ে দিল দু'সারি সিটের মাঝখানে, সরু জায়গাটায়। এবার আক্রমণে গেল রন, চোয়ালে ওর প্রচণ্ড ঘুসি খেয়ে সিধে হয়ে গেল ক্লার্ক ফাওল। ঠোঁটের কোণে এক ছোপ লাল রক্ত দেখা দিল তার। জ্যাব করল রন, তার পরপরই ডানহাতে ক্রস। ক্রসটা লাগল ঠিক যেখানে ও লাগাতে চেয়েছিল– ক্লার্ক ফাওলের সরু ঠোঁট দুটোর ওপর। দাঁতের সঙ্গে সংঘর্ষে চ্যাপ্টা হয়ে গেল লোকটার দুই ঠোঁট। পরপর আরও দু'বার ডানহাতি ক্রস করল রন। প্রত্যেকটা ক্রস লক্ষ্যে আঘাত হানল– থেঁতলে গেল ক্লার্ক ফাওলের গালের মাংস। হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল ক্লার্ক ফাওল। আরেকবার আঘাত করল রন। ওর স্ট্রেইট দড়াম করে নামল প্রতিপক্ষের চিবুকে।

এঞ্জিনের পোড়া-কয়লার ধুলো আর সিগারেটের টুকরোয় ভরা বগির মেঝেতে ধুপ করে চিত হয়ে পড়ে গেল ক্লার্ক ফাওল। চোখ দুটো খোলা। জ্ঞান হারানোয় চোখে মণি নেই, শুধুই সাদা অংশ দেখা গেল।

হাঁপরের মতো হাঁপাচ্ছে রন, শত্রু পর্যুদস্ত হয়েছে দেখে পিছিয়ে এলো এবার, ছড়ে যাওয়া রক্তাক্ত মুঠো জিভ দিয়ে ভিজানোর ফাঁকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখল ক্লার্ক ফাওলকে। রনের পাশে এসে দাঁড়াল লিজা। পাইনগাছে ভরা ক্যানিয়নের মিষ্টি, সতেজ সুবাস যেন লিজার আকর্ষণীয়, সুডৌল শরীর থেকে ভেসে আসছে, টের পেল রন। স্মৃতির দোলা আবারও জাগল ওর বুকে।

লিজার ঠোঁটে হাসির মৃদু রেখা, অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করছে যেন সে-ও; ভাবছে, এই প্রথম নয় যে ওর সম্মান রক্ষা করতে রুখে দাঁড়িয়েছে বেপরোয়া রন ম্যার্লো। জুয়াড়ীর মেয়ে বলে উচ্ছৃংখল খনি-শহর পিস্তল ফ্ল্যাটের গরীবদের বসতি ক্যানিয়ন স্ট্রিটে বাবার সঙ্গে থাকত সে। ধনী-গরীব– সব শ্রেণীর

তরুণদের হয়রানির শিকার হতে হয়েছে ওকে। সুযোগ নেবার চেষ্টায় বাদ যায়নি সে-সময়ের পিস্তল ফ্ল্যাটের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ডিয়ান হেস্টিংসের ছেলেও।

লিজার হাসি যেন আরেকটা কথা বলে দিল রনকে। কখনোই সাধারণ সাদাসিধে মেয়ে ছিল না লিজা, আর এখন যৌবনে পড়ে কোনও পুরুষকে ভয় পায় না ও, ভয় পায় না পুরুষ-শাসিত দুনিয়াটাকে। লিজার দৃঢ় মনোভাবটা ভাল লাগল রনের।

গুঙিয়ে উঠে নড়াচড়া করে বসল ক্লার্ক ফাওল, আপনা থেকেই চিবুকে হাত চলে গেল তার। ঠোঁটের কোনা থেকে দু'দিকের চোয়াল পর্যন্ত চামড়া ছড়ে লাল হয়ে গেছে ক্লার্ক ফাওলের। চোখে গনগনে আগুন নিয়ে রনের দিকে তাকাল সে।

বদমাশটার চোখে কীসের যেন ছায়া দেখল রন। সতর্কতা? ব্যথা? ভয়?

হাতের উল্টোপিঠে ঠোঁটের রক্ত মুছল ক্লার্ক ফাওল, মাথা ঝাঁকাল চিন্তা-ভাবনা পরিষ্কার করতে।

'যেখান থেকে আদরটুকু পেয়েছ, সেখানে আরও অনেক আদর জমা পড়ে আছে,' ঠাণ্ডা গলায় তাকে বলল রন। 'চাইলেই পেয়ে যাবে।'

উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল না ক্লার্ক ফাওল। লড়াইয়ের ইচ্ছা আপাতত দূর হয়েছে তার। তবে চেহারা বলে দিচ্ছে, শোধ নেবার সুযোগ পেলে ছাড়বে না সে কখনও।

লিজা ট্রেইসি বিড়বিড় করে বলল, 'ওকে নিয়ে চিন্তা করে সময় নষ্ট কোরো না, রন, যা দিয়েছ তার চেয়ে বেশি পাওনা হয়ে আছে ও অনেকদিন থেকে।' কথাটা বলে বিরক্ত চেহারায় ক্লার্ক ফাওলকে পাশ কাটিয়ে আইল ধরে পেছনের প্ল্যাটফর্মের দিকে হাঁটতে শুরু করল লিজা। ক্লার্ক ফাওলের চোখ অনুসরণ করল তাকে।

লিজার পিছু নিল রন, ক্লার্ক ফাওলকে পাশ কাটানোর সময় বলল, 'আমাকে যদি খোঁজো, তা হলে পেতে কোনও অসুবিধে হবে না তোমার, ক্লার্ক।'

বগির প্ল্যাটফর্মে রনের জন্যে অপেক্ষা করছিল লিজা। আস্তে করে মেয়েটার বাহু ছুঁলো রন, মৃদু গলায় বলল, 'যা ঘটল সেজন্যে আমি সত্যি দুঃখিত, লিজা।'

'দুঃখিত হবে কেন?' কাঁধ ঝাঁকাল লিজা ট্রেইসি। 'মনে হলো যেন অতীতের পুরোনো ঘটনা আবারও ঘটল।' রক্তিম হয়ে উঠল যুবতীর গাল দুটো। মনে হলো অস্বস্তিতে ভুগছে। তারপর কাটিয়ে উঠল অস্বস্তি, হাসল রনের পরিচিত সেই রহস্যময়, আকর্ষণীয় আন্তরিক হাসি।

'কিছু স্মৃতি থাকে যেগুলো চিরজীবন মনে রয়ে যায়,' বলে লিজাকে পাশ কাটাল রন, স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়ল। দেখতে পেল, প্ল্যাটফর্মের পুবদিকে একটা 'ওর' ওয়্যাগনের পাশে কোদালে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বেশ কয়েকজন লোক।

ডোরাকাটা ওভারঅল পরা এক লালচে চেহারার লোক ডিপোর হলুদ বিল্ডিঙের পাশে রাখা ভারী মেশিন-পত্র বাদামী তারপুলিন দিয়ে ঢাকতে সাহায্য করছে একজন কুলিকে।

প্ল্যাটফর্মের মাঝখানে এক সাদাচুলো বুড়োর সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে কন্ডাক্টর জ্যাক ওয়েড। তার পাশের মানুষটাকে চিনতে পারল রন। বুড়ো জিমি টমসন।

ট্রেইন খালি করে নেমে পড়েছে সব যাত্রী, ডিপোর ওয়েইটিং রুমে গিয়ে ঢুকেছে অনেকে, আবার ওখান থেকে বেরিয়েও গেছে, শহরের রাস্তা ধরে চলেছে নিজেদের গন্তব্যে। তাদের কথাবার্তার টুকরো আওয়াজ বাতাসে ছিঁড়েখুঁড়ে ভেসে এলো।

বিদ্যুৎ ঝলকে উঠতেই গুড়-গুড়-গুড়ুম করে গর্জন ছাড়ল আকাশ। ঝড়ো বাতাসের তাড়া খেয়ে কাত হয়ে মাটিতে পড়ল কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি।

লিজাকে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে নামাতে ঘুরে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিল রন। ওর দু'হাতের ভিতরে ধরা পড়ল লিজা। নারী-দেহের উষ্ণতাটুকু চমৎকার লাগল রনের, যতক্ষণ প্রয়োজন তার চেয়ে একটু বেশিক্ষণ লিজাকে ধরে রাখল ও, তারপর ছেড়ে দিল অনিচ্ছাসত্ত্বেও।

মৃদু হাসল লিজা, 'বৃষ্টি এড়াতে হলে তাড়াতাড়ি যেতে হবে আমাদের,' বলে হাঁটতে শুরু করল।

ক্যানিয়নের ওদিক থেকে ধেয়ে আসছে ঝড়ো হাওয়া, সেই হাওয়া তাড়িয়ে আনছে শীতল বৃষ্টির ধূসর পর্দা। যত কাছে আসছে, তত পুরু দেখাচ্ছে পর্দাটা। উঁচু কটনউড গাছগুলো বাতাসের ঝাপ্টায় হেলছে-দুলছে, পাতাগুলো আওয়াজ করছে সরসর করে।

রন আর লিজাকে পাশ কাটাতে দেখল প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো দুই বুড়ো। কন্ডাক্টর জ্যাক ওয়েডের কথা খানিকটা কানে এলো রনের। '...আরেকটা ডলার। এজেন্টের চেয়ারে বসে পাছায় ফোস্কা ফেলে রোজগার করো তুমি। আর আমি করি চলন্ত ট্রেইনে পায়চারি করে– ঝড়-বৃষ্টিতে ভিজতে হোক আর রোদে পুড়তে হোক, মাফ নেই।'

আপনমনে মাথা দোলাল জিমি টমসন, তারপর লিজার দিকে তাকিয়ে দ্রুত বলল, 'তোমার ব্যাগ আমি ক্লার্কের ওখানে পৌঁছে দেব।' নীল, বিষণ্ণ চোখে রনকে দেখল সে। 'হ্যালো, রন।'

জিমি টমসনকে ধন্যবাদ দিল লিজা। জ্যাক ওয়েড ও জিমি টমসনের সঙ্গে ভদ্রতা করে দু'একটা কথা বলল রন, তারপর লিজার পাশে এগোল আবার। ওরা দু'জন ডিপোর কাছে পৌঁছুতেই শুকনো কাঠের প্ল্যাটফর্মে পটপট আওয়াজ তুলল বৃষ্টির প্রথম ফোঁটাগুলো।

ওয়েইটিং রুমের দরজা বন্ধ করে দেয়ার পর বাতাস আর বৃষ্টির আওয়াজ কমে গেল, রন জিজ্ঞেস করল, 'বিয়ে করেছ

তুমি, লিজা?' শেষদিকে ওর গলার আওয়াজ মিশে গেল বজ্রপাতের গর্জনে।

'আমার জীবনের আরেকটা ভুল,' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল লিজা। 'প্যাট্রিক টমসনের দরকার ছিল রান্না করা আর কাপড় ধোয়ার জন্যে একটা মেয়েমানুষ, এ ছাড়া আর কিছু নয়। নিজে সবসময় আমার বাবার কাছ থেকে টাকা চেয়ে নিয়ে জুয়া খেলায় মগ্ন থাকত। সংসারের কোনও দায়িত্ব পালন করতে কখনোই চায়নি প্যাট্রিক। সংসারের দিকে কোনও খেয়াল ছিল না ওর।'

স্টেশনের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল বুড়ো টমসন, বৃষ্টির পানিতে ভিজে গেছে। ভাঁজ করা কনুই থেকে পানি ঝরছে, পানি ঝরছে হাতের দামি স্ট্র সুটকেস থেকেও। 'আর কিছু নেই তো, লিজা?' জিজ্ঞেস করল সে।

'খুব কম জিনিসই আছে আমার,' মৃদু গলায় বলল লিজা।

দুঃখিত চেহারায় মাথা দোলাল বুড়ো টমসন, ভাবুক চোখে মুখোমুখি দাঁড়ানো রন আর লিজাকে দেখল। আধখোলা দরজা দিয়ে ঢুকল বাতাসের খানিকটা ঝাপ্টা, লিজার এক গোছা চুল তুলে নিয়ে খেলা করে চলে গেল ঘরের কোনায়, ওখানে নিভন্ত স্টোভের পেছনে জড়ো হওয়া কাগজের টুকরো ওড়াল।

দরজাটা বন্ধ করে দিল বুড়ো টমসন। 'তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে না, রন, ববিকে দিয়ে তোমার ব্যাগ-ব্যাগেজ নামিয়ে রেখেছি। ওগুলো পৌঁছে দেবে ও।'

'হাওয়ার্ডস হোটেলে উঠব,' জানাল রন।

'তা তো উঠবেই,' বলল বুড়ো টমসন, 'বড়লোক ব্যাঙ্কার আর কোথায় উঠবে?'

জিমি টমসনের কণ্ঠে খানিকটা হিংসা আছে টের পেয়ে একটু অবাক হলো রন।

লিজার দিকে ফিরল টমসন। 'আসছি আমি, দেরি হবে না,

লিজা। ...একটু অপেক্ষা করতে পারবে?'

লম্বা স্কার্টটা মেঝে থেকে দু'ইঞ্চি উপরে তুলে আস্তে আস্তে নাড়তে শুরু করল লিজা, মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ চিন্তিত চোখে, তারপর মুখ তুলল, চিবুক উঁচু করে বলল, 'দরকার নেই, আমি রনের সঙ্গে যাচ্ছি।'

মুখটা নির্বিকার রেখে মাথা দোলাল বুড়ো টমসন, ঘরটা আড়াআড়ি পেরিয়ে চলে গেল এজেন্টের অফিসের দরজায়, অফিসে ঢুকে যাবার আগে ওখান থেকে বলল, 'হয়তো শেষপর্যন্ত লাভ হবে না, লিজা।'

বন্ধ দরজাটার দিকে তাকাল লিজা, চিন্তা করায় চেপে বসল ঠোঁট দুটো। রনের দিকে চেয়ে বলল, 'আমার মন-মানসিকতা এমন নয় যে মেইমি জেন্ট্স্ পার্লার-এর মেয়েদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে বাকি জীবন কাটাব। কিন্তু মিস্টার টমসনের ধারণা তার ছেলেকে ত্যাগ করা আমার নিষ্ঠুরতা। আগেও আমি নর্দমা থেকে প্যাট্রিককে তোলার চেষ্টা করতে পিস্তল ফ্ল্যাটে এসেছি। মিস্টার টমসন মনে করে চেষ্টা করলে প্যাট্রিককে আমি বদলাতে পারব। কিন্তু এখন আর ততটা নিশ্চিত নই আমি।' রনের চোখে তাকাল লিজা। 'সত্যি বলতে এটাও আর জানি না যে, চেষ্টা করে দেখতে চাই কি না।'

রন নরম গলায় বলল, 'তুমি সবসময় আমার কাছে সেই ছোট্ট লিজা ট্রেইসিই থাকবে, কারও মিসেস নয়।'

আন্তরিক মিষ্টি হাসিটা দেখা দিল লিজার ঠোঁটে। বেশিক্ষণ মন খারাপ করে থাকবার মেয়ে সে নয়। 'দশ বছর আসলে যেন ছিল একশোটা বছর, রন। ...বড় হয়ে যাওয়া লিজাকে তুমি কতটুকু চেনো?'

'আমার সম্বন্ধেই বা কী জানো তুমি?' পাল্টা জিজ্ঞেস করল রন।

'মাটিতে কান রাখি আমি,' বলল লিজা। 'আর ছোটবেলায়

যেমন থাকে, তার চেয়ে খুব একটা বদলায় না কখনও পুরুষমানুষ। বড়জোর একটু ভাল বা মন্দ হয়।' হাসিটা চওড়া হলো লিজার। দু'গালে টোল পড়ল। 'সেই ছোটবেলায় দু'হাত বাঝাই এল পাসোর খবরের কাগজ নিয়ে যে-ছেলেটাকে মেইমি জেন্টস থেকে শুরু করে সবখানে বিলি করতে দেখতাম, তার চেয়ে আজকের তোমাকে বেশি সম্মানী লোক মনে করতে পারছি না আমি, রন।'

'কাগজের কাজকারবার করা ব্যাঙ্কার হবার জন্যে খুব দরকারী, লিজা,' মৃদু হাসল রন।

'তা-ই?' হাসিটা মুছে গেল লিজার ঠোঁট থেকে। ওর উম্বাকৃতি মুখে দেখা দিল বিষণ্ণতার ছাপ। 'ছেলেবেলায় আর সবার মতো খেলাধুলোর জন্যে কখনও সময় পাওনি তুমি। হয় কাজ করেছ, নয়তো লড়াই– কখনও নিজের জন্যে, কখনও আমার জন্যে।'

হঠাৎ সজোরে খুলে গেল ওয়েইটিং রুমের দরজা, তেড়েফুঁড়ে ভিতরে ঢুকল ক্লার্ক ফাওল তোবড়ানো, ভেজা ডার্বি হ্যাট কুঁচকে আছে তার, বাঁহাতে ধরা রুমাল দিয়ে মুখের নীচের অংশ ঢেকে রেখেছে। তবে নীল চোখ দুটো জ্বলছে তার প্রতিহিংসার আগুনে। ডানহাতে ধরে রেখেছে সে কালো একটা ছোট ব্যাগ। লিজার উপর থেকে ঘুরে ক্লার্ক ফাওলের জ্বলন্ত দৃষ্টি স্থির হলো রনের উপর, তারপর দ্রুত হেঁটে এজেন্টের অফিসে ঢুকে গেল সে।

দরজাটা খুলতেই টেলিগ্রাফ মেশিনের খটাখট আওয়াজ ঢুকল ওয়েইটিং রুমে। চকিত বিদ্যুৎ-চমকে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ছোট অফিসের ভিতরটা। সেই উজ্জ্বল আলোয় দেখা গেল, বুড়ো টমসন ডেস্কের দিক থেকে মুখ তুলে তাকাল ক্লার্ক ফাওলের দিকে।

পরের বজ্রপাতের আওয়াজটা শুরু হতেই অফিসে ঢুকে

গায়ের জোরে দরজাটা বন্ধ করে দিল ক্লার্ক ফাওল।

রন বলল, 'ক্লার্কের আচরণে মনে হচ্ছে না আগের পরিচয় ঝালিয়ে নিতে খুব একটা আগ্রহী ও।'

রেইলরোড অ্যাভিন্যুতে বেরিয়ে যাবার দরজার কাছে চলে গিয়েও আবার ফিরে এলো লিজা, রনের সামনে এসে ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়াল, হাত রাখল রনের বাহুতে। 'আমি তোমার সঙ্গে শীতল আচরণ করিনি, রন। তবে আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক ভাল বলে পিস্তল ফ্ল্যাটে কোনও সুবিধে পাবে না তুমি। তুমি এ-শহর থেকে চলে যাবার পর আমার পেছনে উঠে পড়ে লেগেছিল ক্লার্ক ফাওল। কীভাবে যেন ওর ধারণা হয়েছে আমার ওপর অধিকার আছে ওর। একবারের জন্যেও হাল ছাড়েনি তার পর থেকে।' চিবুক নিচু করে নিল লিজা, গলার স্বর নামাল। 'নিষ্ঠুর শোনালেও এটা অনেকটাই সত্যি যে, বলতে গেলে ক্লার্ক ফাওলকে এড়াতেই প্যাট্রিক টমসনকে বিয়ে করেছিলাম আমি। অনেকেই এ-কথা বলে তিরস্কারও করেছে আমাকে।'

বাহুতে রাখা লিজার হাতটা অন্যহাতে আলতো করে ধরল রন, নিচু গলায় বলল, 'তা হলে হয়তো ঠিক সময়েই ফিরে এসেছি আমি।'

'আমার বোঝা উচিত ছিল যে তুমি ফিরবে,' প্রয়োজনের চেয়ে একটু বেশিক্ষণ রনের চোখে তাকাল লিজা, তারপর দৃষ্টি নামিয়ে নিল। 'তুমি সবসময় জেদী মানুষ ছিলে, রন। একবার কোনওকিছু করবে ঠিক করলে কেউ তোমাকে ফেরাতে পারত না।' রনের বাহু থেকে হাত সরিয়ে নিল যুবতী। 'কখনও তোমার কোনও সাহায্যে আসিনি আমি। তোমার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। অথচ দেখো, এই আমার জন্যে আবারও বিপদে জড়িয়ে গেলে তুমি।'

'ক্লার্ক ফাওল বিপদ ঘটাবে আমার?' হেসে ফেলল রন। 'কখনও আমাকে বিপদে ফেলতে পারেনি ও। এখনই বা কেন

ওর কথা ভেবে দুশ্চিন্তা করব!'

'ক্লার্কের নিজের ক্ষতি করার সাধ্য হয়তো নেই,' সরে দাঁড়িয়ে বলল লিজা, 'তবে পিস্তল ফ্ল্যাটের ডেপুটি শেরিফ ও। আর ওর পেছনে আছে তোমার পুরোনো শত্রু– ক্লাইভ হেস্টিংস। সে...'

এজেন্টের অফিসের দরজা খুলে গেল, একবারও রন বা লিজার দিকে না তাকিয়ে রেইলরোড অ্যাভিন্যুর দিকের দরজাটা খুলে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল ক্লার্ক ফাওল। ক্ষণিকের জন্য দমকা বাতাস ঢুকল ঘরে, তারপর সুইং দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আবার অস্পষ্ট হয়ে গেল ঝড়ের আওয়াজ।

লিজা বেসুরো গলায় বলল, 'ওর হাতে ওটা নিশ্চয়ই আমার সুটকেস ছিল না?'

অফিস থেকে বেরিয়ে নিঃশব্দে দু'জনের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে বুড়ো জিমি টমসন। এবার সে বলে উঠল, 'ক্লার্ক বলল ও বিলেল বাড়ির ওদিকে যাচ্ছে। সুটকেসটা ও নিয়ে যাওয়ায় কোনও সমস্যা হয়নি নিশ্চয়ই?' বুড়োর বলবার সুরে পরাজয়ের সুরটা স্পষ্ট চিনতে পারল রন।

কী ঘটেছে সেটা লিজাও বুঝতে পেরেছে, বুড়ো টমসনকে লজ্জা থেকে বাঁচাতে তাড়াতাড়ি করে বলল, 'না, কোনও সমস্যা নেই!' জিমি টমসন ধীরে ধীরে অফিসের দিকে ফিরে যাচ্ছে, দেখল লিজা, তারপর এজেন্টের অফিসের দরজাটা আবার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় রনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভাবছি...' কথাটা শেষ না করেই রেইলরোড অ্যাভিন্যুর দিকের দরজাটা খুলে বাইরে পা রাখল ও।

লিজার পিছু নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলো রন।

দুই

তুমুল ঝড়-বৃষ্টির কারণে ব্রেকম্যানের হোটেলে মেইমির পার্লার থেকে হেস্টিংসদের প্রকাণ্ড ম্যানসন পর্যন্ত রেইলরোড অ্যাভিন্যুর রাস্তাটা পরিণত হয়েছে লালচে কাদার নদীতে। পিস্তল ফ্ল্যাটের অতি ধনী আর অতি গরীবদের বসতি দুটোর সংযোগ রক্ষা করছে এই রাস্তাটাই। রাস্তার দু'পাশে অ্যাডোবি আর কাঁচাহাতে তৈরি কাঠের বাড়ি-ঘরগুলোয় একসময় ছিল জমজমাট সেলুন, দোকান, গ্রোসারি স্টোর আর বোর্ডিং হাউস। এখন ডেভ [illegible] এর মার্কেন্টাইল কোম্পানি, নিভেন হাওয়ার্ড-এর হোটেল, [illegible] পিলারের হার্ডওয়্যার ও টিন শপ আর রানিং আয়ার্ন সেলুন ছাড়া পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে সবগুলো বাড়ি। উপার্জনের উপায় না দেখে পশ্চিমের উর্বর, নিচু সমতল ভূমিতে গরুর ব্যবসা করতে ছড়িয়ে পড়েছে শহরের বেশিরভাগ বাসিন্দা। মাত্র কয়েকটা পরিবার এখনও রয়ে গেছে পিস্তল ফ্ল্যাটে।

রন যে-শহরটা চিনত, সেটা ছিল ছোট জামা গায়ে দ্রুত বেড়ে ওঠা একটা বাচ্চার মতো। এখন শহরের পরিত্যক্ত এই জীর্ণ অবস্থা দেখে ওর মনে হলো বৃদ্ধ কোনও কঙ্কালসার মানুষকে দেখছে। ঝড়ের শেষ-বিকেলের মৃদু আলোয় জনশূন্য শহরটা যেন নীরবে বলছে, এখানে নতুন করে জনবসতি গড়ে উঠবার কোনও সম্ভাবনা নেই।

তারপরও, পরিত্যক্ত খনির তামা উত্তোলন করে শহরটাকে আবার নতুন জীবন দিতে চাইছে রন।

এ-শহরটা গড়ে তুলেছিল তামার খনি। তামার খনি আবারও শহরটাকে জীবন দিতে পারবে।

ডিয়ান হেস্টিংসের মতো কিছু মানুষ তামা মাইনিং করে সমৃদ্ধ করেছে অ্যারিযোনাকে। কিন্তু সেটা ছিল তখন, যে-সময় মাটি খুঁড়লেই পাওয়া যেত দলা দলা তামা। প্রচুর খনিজ পাওয়ায় তামার দাম পড়ে যায়। এখন অ্যারিযোনার তামার খনি-শিল্প বড় ব্যবসা হিসাবে শুধুই অতীতের স্মৃতি।

খনিজ ফুরিয়ে যাওয়ায় ক্লিফটন, মোরেন্সি, বিসবি আর জেরোম-এর মতো জমজমাট শহরগুলো রাতারাতি পরিণত হয়েছে প্রায়-জনশূন্য গ্রামে। পিস্তল ফ্ল্যাটের তামার প্রাচুর্যও নেই আর, মাইনারদের শাবল এখন আর খুঁজে পায় না চাক চাক তামা। কবেই নিভে গেছে স্মেলটারের আগুন, হাজার হাজার ডলারের যন্ত্রপাতি ফেলে রেখে কাজ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে ডিয়ান হেস্টিংসের ইউনাইটেড ফেডারাল কপার মাইনিং কম্পানি।

মিউল হিলের খনিতে এখন তামা আছে শুধু শত শত বহুতল সুড়ঙ্গের ছাদ ধরে রাখা অসংখ্য পিলারগুলোতে।

অনেকদিন হলো ডিয়ান হেস্টিংসকে শুইয়ে দেয়া হয়েছে কবরে। পিস্তল ফ্ল্যাট ছেড়ে নিচু জমিতে রানশ করে চলে গেছে দশ হাজার মানুষ, ঠিক যেমনি করে বানের পানি সরে যায় ভাটির দিকে। ইউনাইটেড ফেডারালের মালিকানা হারিয়ে গেছে নানারকম আইনী বিরোধে।

পিস্তল ফ্ল্যাটে এখন আর হৈ-হুল্লোড়, গোলমাল নেই যে বেতনের দিনগুলোতে ভিড়ে-ভরা রেল-রাস্তা, ক্যানিয়ন বা হোগান্স অ্যালিতে টহল দিতে হবে রন মার্লোর বাবার মতো শক্ত কোনও দৃঢ়চিত্ত ল-ম্যানকে। ঠিক তেমনিই, কোনও দরকার নেই ইউনাইটেড ফেডারাল-এর তৈরি ধসে পড়া-পড়া খনি-মুখের সামনে জড় করে রাখা জং ধরা যন্ত্রপাতিগুলোর।

একসময় পঞ্চাশ মাইল দূরের জংশন থেকে মিউল হিল খনি পর্যন্ত প্রায় বিরতিহীনভাবে চলত ট্রেইনের আনাগোনা। এখন জ্যাক ওয়েড এবং তার মতো কয়েকজন বয়স্ক ট্রেইনম্যান সপ্তাহে দু'দিন খনির নাছোড়বান্দা কিছু মজুরকে নিয়ে আসে, নিয়ে যায়।

মৃত-প্রায় শহরটার উপর দিয়ে বয়ে চলেছে ঝড়ো হাওয়া, রোদে শুকনো বিল্ডিংগুলো নানারকম আওয়াজ করছে, রেল-রাস্তা আর ক্যানিয়নের সংঙ্গমস্থলে পুঁতে রাখা লোহার খুঁটিতে সরসর আওয়াজ তুলে বাড়ি খাচ্ছে দড়ি। তবে এসব দিকে খেয়াল নেই রনের। ওর মন জুড়ে আছে হোগান্স অ্যালি। এখানে, এই পিস্তল ফ্ল্যাটেই ওর শিকড়।

চোখের সামনে অতীতের একটা দৃশ্য ভেসে উঠল রনের।

ঠিক এরকমই এক বৃষ্টিভেজা দিনে ঝড়ো বাতাস বইছিল আজ থেকে এগারো বছর আগে। বুড়ো টমসন তার ডেস্ক আর টেলিগ্রাফ যন্ত্র ছেড়ে গিয়েছিল খানিকক্ষণের জন্য, রনকে জানিয়েছিল একটা দুঃসংবাদ।

সীমান্তের কোনও এক গানম্যান তার নামডাক আরেকটু বাড়িয়ে নিয়েছে। মারা গেছে ওর বাবা ডিক মার্লো।

লিজাও বোধহয় অতীতের কথাই চিন্তা করছে, কারণ একটু পরে মুখ খুলল ও: 'মনে পড়ে, ঠিক এখানে ক্লাইভ হেস্টিংস, ক্লার্ক ফাওল আর লিউট ফেরিস হঠাৎ করে ঝাঁপিয়ে পড়ে পেটাতে চেয়েছিল তোমাকে?'

'হ্যাঁ, মনে আছে,' মৃদু গলায় বলল রন। আরেকটা কথা মনে পড়ল ওর। সেদিন যেন নতুন সেই কবরটা থেকে ডিক মার্লোর গলা শুনতে পেয়েছিল ও: "তুমি যখন বিপদে পড়বে, তখন নিয়ম ধরে সবকিছু করতে হবে এমন কোনও কথা নেই। জলদি করে সবচেয়ে শক্ত লাঠিটা তুলে নাও, ওটা দিয়ে পিটিয়ে পথ করে নাও নিজের।"

রন বলল, 'ইয়েট্‌স্ স্যামসনের জ্বালানী কাঠের ওয়্যাগন থেকে তুলে নেয়া মেসকিটের ডাল ওই লড়াইয়ের ফলাফল আমার দিকে এনে দিয়েছিল।'

'মিস্টার মার্লোর কবরের মাটি শুকাবার আগেই তোমার জীবনটা অতিষ্ঠ করে তুলতে চেয়েছিল ওরা,' মৃদু গলায় বলল লিজা।

'বাবার বা আমার সহজে বন্ধুত্ব হতো না কারও সঙ্গে। বাবা বলত, এটা ভাল আইনের লোক হবার মাসুল। তুমি আর তোমার বাবা ছাড়া আমাদের প্রতি কোনও সহানুভূতি ছিল না ক্যানিয়নের আর কারও। বাবা ধনী-গরীব সবাইকে এক মাপকাঠিতে মাপত, বাড়তি খাতির করত না কাউকে, ছাড়ও দিত না কাউকে, তাই হেস্টিংসদের মতো বড়লোকদের সঙ্গেও মিশতে পারতাম না আমরা।'

'আসলেই,' সায় দিল লিজা ট্রেইসি। 'মিস্টার মার্লো এ-শহরে এসে পরিস্থিতি শান্ত করার আগে যারা অস্থির ছিল একটু শান্তির আশায়, সেই তারাই মিস্টার মার্লো মারা যাবার বারো ঘণ্টা পেরোবার আগেই হয়ে গেল শহরের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। ডিয়ান হেস্টিংস! লী ফাওল! টম ফেরিস! এখন তাদের ছেলেরা চালাচ্ছে পিস্তল ফ্ল্যাট। আরেকজন মার্লো এখানে শান্তিতে থাকতে পারবে না, রন। এরইমধ্যে ক্লার্ক ফাওলের পা মাড়িয়ে দিয়েছ তুমি।'

রানিং আয়ার্ন সেলুনের কাছে চলে এসেছে রন ও লিজা। অনেক আগে বোতল থেকে পড়ে যাওয়া হুইস্কির বাসি গন্ধ পেল ওরা। মাইনারদের প্রথম রাউন্ড ড্রিঙ্ক বোধহয় শেষ হয়েছে, গল্পগুজবে মত্ত হয়ে হৈ-হল্লা করছে তারা।

সেলুনটাকে পাশ কাটিয়ে এলো ওরা দু'জন, বনিলাস সেতু পেরোতে শুরু করল। ক্রীকের উপর সরু একটা সেতু। দু'পাশে রেইলিং। দু'জন পাশাপাশি হাঁটলে শরীরে শরীর ঘষা খায়।

সেতুটা পেরোবার সময় পুরোনো দিনের রোমাঞ্চকর স্মৃতি জাগল রন ও লিজার মনে।

লিজার বাবা বিল ট্রেইসি ও রনের বাবা ডিক মার্লোকে প্রায় বন্ধুই বলা যায়, তবে দু'জনের চলবার পথ ছিল দু'দিকে।

বিল ট্রেইসি ছিল সীমান্তের সৎ একজন পেশাদার জুয়াড়ী। ডিক মার্লো যখন মারা গেল, খেলা বাদ দিয়ে উঠে পড়ল বিল ট্রেইসি, খুঁজে বের করে অদ্ভুত একটা প্রস্তাব দিল রনকে।

'কেউ নেই তোমার। মা-ও নেই, বাবাও নেই। যাবার কোনও জায়গা নেই তোমার। লিজারও মা নেই। ওর শুধু আমি আছি, আর আমি বেশিরভাগ সময়ই বাইরে বাইরে থাকি। সতেরো বছর বয়সের তুলনায় বেশ শক্তপোক্ত হয়ে উঠেছ তুমি, কাউকে ভয়ও পাও না। আর এখন, আমার মনে হচ্ছে এই ক্যানিয়নে মায়ের চেয়ে লিজার অনেক বেশি দরকার একজন সাহসী বড়ভাই। ...তো কী বলো, থাকবে তুমি আমাদের সঙ্গে?'

সেই থেকে ট্রেইসি পরিবারের সঙ্গে একই বাসায় বসবাস শুরু করল রন– ছিল, যতদিন না ছটফটে কিশোরী থেকে হঠাৎ করে রহস্যময়ী এক অদ্ভুত সুন্দরী তরুণী হয়ে গেল লিজা।

তারপর এক দুপুরে কিচেনে ঢুকল তরুণ রন। ব্যস্ত হয়ে বাসন ধুচ্ছিল লিজা। দরজায় দাঁড়িয়ে প্রথমবারের মতো লিজার পরিপূর্ণ দু'ঠোঁট, কোমরের রমণীয় বাঁক, বাসায় পরবার পুরোনো পোশাকের নীচে সুডৌল উরু খেয়াল করল রন। লিজা ঘুরে দাঁড়াতেই ওর চোখ আটকে গেল তরুণীর সুউন্নত বুকে। পোশাক ছাড়া লিজাকে কল্পনায় দেখতে পেল ও। খোলা কালো চুল ছড়িয়ে আছে ধবধবে সাদা দু'কাঁধে...

পুরোনো সেই সহজ সম্পর্কটা হারিয়ে গেল কোথায় যেন। আর... যত দ্রুত সম্ভব শহর থেকে হারিয়ে গেল রন মার্লোও।

সেতু পেরিয়ে নিভেন হাওয়ার্ডের হোটেলের দিকে বাঁক নিল রন ও লিজা। ঝমঝমিয়ে নেমেছে বৃষ্টি, সেই সঙ্গে ঝড়ো হাওয়ার

দাপট। লিজার চুলগুলো কালো দড়ির মতো হয়ে গেল বৃষ্টিতে ভিজে। হাওয়ার দাপটে উড়ছে সেই দড়ি, রনের মুখ স্পর্শ করছে। মিষ্টি একটা সুবাস পেল রন।

'তুমি চলে যাবার পর আবারও বাবার ওপরেই বর্তাল আমার সমস্ত দায়িত্ব,' নিচু গলায় বলল লিজা। 'সাধ্যমতো আমাকে আগলে রাখতে চেষ্টা করেছে বাবা, কিন্তু এমন সব জিনিস আমি শুনলাম, দেখলাম, যেগুলো পৃথিবীতে আছে বলে জানতাম না। তুমি থাকলে কখনও শুনতাম না বা জানতাম না ওসব।'

'এ-ই হয়তো ভাল হয়েছে, লিজা দুনিয়া চেনা ভাল একটা শিক্ষা। এমনকী মেয়েদের জন্যেও।'

'হতে পারে। ওসব জেনে আমার কোনও ক্ষতি হয়েছে তা বলব না, রন।' গ্রীবা ঘুরিয়ে রনের দিকে তাকিয়ে হাসল লিজা। দু'জনের সম্পর্কের আড়ষ্টতা যেন কমল এতে খানিক।

চুটকি বাজিয়ে রন বলল, 'আরে, ভুলেই গিয়েছিলাম প্রায়! ছেলেদের একটা ড্রিঙ্ক কিনে দেব কথা দিয়েছি। ব্রিফকেসটা হোটেলে রেখেই সেলুনে ফিরতে হবে আমাকে।'

'কোনও দরকার নেই, রন, আমিই ওটা পৌঁছে দেব ওখানে,' বলল লিজা। 'ওরা তোমার জন্যে সেলুনে অপেক্ষা করবে।'

'আচ্ছা,' একটু দ্বিধা করল রন, তারপর বলল, 'তাড়াতাড়িই ফিরব, হয়তো ফিরে এসে দেখব তুমি হোটেল ছেড়ে রওনা হওনি। তোমাকে মিস্টার ট্রেইসির ওখানে পৌঁছে দিতে পারব আমি।'

'অপেক্ষা করতে কোনও অসুবিধে নেই আমার,' মিষ্টি করে হাসল লিজা। ব্রিফকেসটা নিয়ে নিল রনের হাত থেকে।

হ্যাট খুলে লিজাকে সম্মান দেখাল রন, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে পা বাড়াল রানিং আয়ার্ন সেলুনের দিকে।

*

রন মার্লো ও লিজা ট্রেইসি রানিং আয়ার্ন পেরোনোর মিনিটখানেক

পরে কাঁধের ধাক্কায় সেলুনের ব্যাটউইং ডোর খুলে বোর্ডওয়াকে পা রাখল মাতাল জুয়াড়ী প্যাট্রিক টমসন। দামাল হাওয়ার তাড়া খেয়ে বরফ-শীতল বৃষ্টি আছড়ে পড়ল তার ফ্যাকাসে মুখে। যতক্ষণ পেরেছে নতুন আসা মাইনারদের আশাব্যঞ্জক কথা শুনেছে প্যাট্রিক টমসন, এবং শেষে তিক্তবিরক্ত হয়ে উঠেছে। তামা-শূন্য ফোঁপড়া খনির উপর পড়ে আছে এই পিস্তল ফ্ল্যাট শহরটা, কাজেই নিঃস্ব খনিটা থেকে কীভাবে প্রচুর তামা পাওয়া যাবে, কীভাবে বড় গর্ত খুঁড়ে তামা উত্তোলন করলে লাভ হবে, বা যেসব বুম টাউনের নামও শোনেনি কখনও– সব এক কান দিয়ে ঢুকে আরেক কান দিয়ে বেরিয়ে গেছে তার।

বোর্ডওয়াকে দাঁড়িয়ে একটু ইতস্তত করল প্যাট্রিক টমসন। সন্ধ্যার নেমে আসা অন্ধকারে অগ্রসরমান পায়ের আওয়াজ পেয়ে উত্তরদিকে তাকাল। সারাদিন বেশ মদ গিলেছে সে, সেই মদ পেটের ভিতরে যেন পাক দিল তার। টের পেল, শরীরটা হঠাৎ থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে।

ওই মহিলা! সেই একই হাঁটবার ভঙ্গি! প্রতিটা পদক্ষেপ ওকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে তার কাছ থেকে! বোতলের ভূত নয় ওই মেয়ে। লিজা না হয়ে যায় না ও!

ঘুরে দাঁড়িয়ে লিজার দিকে একপা এগোল সে, তারপর চিনতে পারল লিজার পাশে হেঁটে যাওয়া চওড়া কাঁধের শক্ত গড়নের লোকটাকে। সহজ ভঙ্গিতে লিজার সঙ্গে হাঁটছে সে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে হুড়মুড় করে আবার সেলুনে ঢুকল প্যাট্রিক টমসন। দরজার পাশে থমকে দাঁড়াল। মদের নেশার সঙ্গে মিতালী করে যেন তার মনের ভিতরে বাড়তে শুরু করল রাগ ও হতাশা। নেশা ও তিক্ত অনুভূতি তাকে আরও নীচ করে তুলল। প্যাট্রিক টমসন দেখল না যে, লিজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার রানিং আয়ার্নের দিকে ফিরতি পথ ধরেছে রন মার্লো।

রন যখন রানিং আয়ার্ন সেলুনে এসে ঢুকল, তখন ভিড় করে

থাকা লোকজন দেখতে দেখতে দেয়ালের দিকে পিঠ দিয়ে সরতে শুরু করেছে মাতাল প্যাট্রিক টমসন।

কাউন্টারের সামনে গিয়ে প্রকাণ্ডদেহী ফ্লিন্টস্টোন ফেলটনের সঙ্গে কথা বলল রন। মাতাল টমসন চলে গেল একটা টেবিলের কাছে। ওটাতে বসে আছে ক্যানভাসের কোট পরা এক লোক। তার কোটের পকেটে একটা রূপার নক্ষত্র। একদৃষ্টিতে কোথায় যেন তাকিয়ে আছে সে, কিন্তু মনে হয়, দেখছে না আসলে কিছুই।

রনের কানের কাছে মুখ নিয়ে এলো ফ্লিন্টস্টোন ফেনটন: 'আমরা তোমার জন্যে অপেক্ষা করিনি।'

আস্তে করে মাথা দুলিয়ে বারম্যানের বাড়িয়ে দেয়া হুইস্কির বোতল ও গ্লাস নিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে মার্শালের দিকে তাকাল রন।

ক্লিভ হেস্টিংস পরিণত বয়সে চওড়া, ভারী এক লোকে পরিণত হয়েছে। তার বিছের মতো মোটা, কালো ভ্রূ দুটোর নীচে সার্বক্ষণিক অধৈর্যের দৃষ্টি। ফোলা চেহারাটা থেকে ফুটে বেরুচ্ছে অনমনীয় জেদ। ওই জেদ তার জন্মগত, সেই ছেলেবেলা থেকে সোনার চামচ ঠোঁটে নিয়ে বেড়ে উঠবার ফল। কোটিপতি ডিয়ান হেস্টিংস ছেলের কোনও চাওয়া অপূর্ণ রাখেনি কখনও।

রন দেখল, প্যাট্রিক টমসনের কথার জবাবে ভাবলেশহীন চেহারায় কী যেন বলল ক্লিভ হেস্টিংস। ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল প্যাট্রিক টমসন, হাত বাড়াল ক্লিভ হেস্টিংসের সামনে রাখা হুইস্কির বোতলের দিকে।

খপ করে টমসনের হাতটা ধরল ক্লিভ হেস্টিংস, তার ভারী, কর্কশ কণ্ঠস্বর শুনতে পেল রন: 'অনেক খেয়েছ তুমি আমার কাছ থেকে।' ক্লিভ হেস্টিংসের গলার আওয়াজটা অন্য সবার কথাগুলোকে তলিয়ে দিল, নড়ে গেল বারের উপরে রাখা কাঁচের গ্লাস-বোতল।

গ্লাসে ড্রিঙ্ক ঢালল রন, গ্লাসটা নিয়ে বারের পাশ দিয়ে হেঁটে চলে গেল খালি একটা টুলের কাছে, তারপর বসল। ও যেখানে বসেছে, সেখান থেকে ক্লিভ হেস্টিংসের টেবিলটার দূরত্ব সামান্যই। প্যাট্রিক টমসনকে বলতে শুনল ও: 'রন মার্লো এসেছে পিস্তল ফ্ল্যাটে।'

কাউন্টারে রাখা গ্লাসটার দিকে ঝুঁকে বসল রন, বারের পিছনের পুরোনো, কালচে আয়নাটায় দেখতে পেল, প্যাট্রিক টমসনের কব্জি ছেড়ে দিয়েছে ক্লিভ হেস্টিংস।

বোতল কাত করে গ্লাসে হুইস্কি ঢালল প্যাট্রিক টমসন, তারপর গ্লাস তুলে দীর্ঘদিনের অভ্যস্ততায় জিভে না ছুঁইয়ে ঢক করে গিলে নিল হুইস্কিটুকু। মদ বোধহয় তাকে বেশ খানিকটা সাহস এনে দিল, কারণ ক্লিভ হেস্টিংসের চোখে একদৃষ্টিতে তাকাতে চেষ্টা করল সে। 'মনে হচ্ছে না তুমি খুব চিন্তিত।'

'চিন্তিত হবার কোনও কারণ আছে?'

'রন মার্লোর কাছে একসময় খুব নাজেহাল হতে তুমি– তুমি, ফাওল আর ফেরিস।'

'জুতো এখন অন্য পায়ে– যে-পায়ে আমি লাথি মারি।'

মনে হলো কথাটা কানে যায়নি প্যাট্রিক টমসনের, নিজের চিন্তায় ডুবে গেল সে। একটু পরে বলল, 'রন যদি না থাকত, তা হলে লিজা কখনোই ছেড়ে যেত না আমাকে।' টমসনের বলবার ভঙ্গিতে ঝগড়াটে একটা ভাব প্রকাশ পেল। সেই সঙ্গে বিস্ময়ও আছে, যেন চিন্তাটা এই প্রথম মাথায় এসেছে তার।

ভ্রূ কুঁচকে তাকে দেখল ক্লিভ হেস্টিংস। 'রন মার্লো তখন ছিল নিউ ইয়র্কে। আট বছর তার সঙ্গে কোনও দেখা হয়নি লিজার। ...কী বলতে চাও আসলে, টমসন?'

'ও আমার আর লিজার সম্পর্ক ভেঙে দিয়েছে,' জেদী স্বরে বলল প্যাট্রিক টমসন। 'সবসময় লিজা বলত রন এরকম, রন ওরকম– এমনকী রন মার্লো বাথরুম থেকে বেরুলে কীভাবে

তোয়ালে ভাঁজ করে রেখে আসত সেটাও মনে রেখেছে লিজা। মনে হতো ওরা যেন আসলে বিবাহিত ছিল।'

ঠোঁট বাঁকা হয়ে গেল ক্লিভ হেস্টিংসের। চোখের ভারী পাতা নামিয়ে সরু চোখে টমসনকে দেখল সে। 'হয়তো বিয়ে করাই উচিত ছিল ওদের– যেভাবে একসঙ্গে সময় কাটাত ওরা... আর বিল ট্রেইসি প্রায় সারাক্ষণ বাইরে বাইরে থাকত।'

বারের উপর গ্লাসটা নামিয়ে রেখে ঘুরে বসল রন, তবে প্যাট্রিক টমসনকে টেবিলের উপর জোরে ঘুসি মারতে দেখেও নড়ল না। টেবিলের উপর লাফ দিয়ে উঠল হুইস্কির বোতলটা। চোখ গরম করে ক্লিভ হেস্টিংসের দিকে তাকিয়ে থেকে টলতে টলতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল প্যাট্রিক। তার কোমরের ধাক্কা লাগল টেবিলের কোনায়। পড়ে যাচ্ছিল বোতল, কিন্তু দশাসই শরীরের তুলনায় অস্বাভাবিক দ্রুততায় বোতলটা ধরে ফেলল ক্লিভ হেস্টিংস। বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠল তার চেহারায়, ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, 'কী হচ্ছে!'

রাগের আগুন যেরকম দ্রুত জ্বলে উঠেছিল, তেমনি দ্রুত নিভে গেল প্যাট্রিক টমসনের অন্তর থেকে। রাগ নেই হয়ে যেতেই উজবুকের মতো চেহারা হলো তার, অনিশ্চয়তা আর ভয়ের দোলাচলে দুলতে শুরু করল সে, তারপর কী বলবে ভেবে না পেয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে ব্যাট উইং দরজার দিকে রওনা হলো, বেত খাওয়া কুকুরের মতো বেরিয়ে গেল সেলুন ছেড়ে।

বোতলটা এক হাতে ধরে বসে একদৃষ্টিতে টলটলায়মান প্যাট্রিক টমসনের চলে যাওয়া দেখল ক্লিভ হেস্টিংস, তারপর পকেট হাতড়ে বিশ্রী গন্ধওয়ালা সস্তা তামাকের তৈরি ফাটা একটা চুরুট বের করে কামড়ে ধরল বড় বড় চৌকো দাঁতে। গভীরভাবে চিন্তা করছে সে এখন, কিন্তু চোখের দৃষ্টি মরা মাছের মতো ভাষাহীন, ভারী চেহারায় কোনও ধরনের অনুভূতির সামান্যতম বহিঃপ্রকাশ নেই। একটু পরে চেয়ারে হেলান দিয়ে

বসল সে। চিবানোর ভঙ্গিতে চোয়াল নাড়ছে, সেই সঙ্গে আস্তে আস্তে ঘুরছে দাঁতে ধরা চুরুট।

রনের মনে হলো, ক্লিভের হাতে আসলে কোনও কাজ নেই, ধীরেসুস্থে মজা করে হুইস্কি গিলছে সে, অবসর কাটাচ্ছে শহরের একমাত্র সেলুনে।

আরও কয়েক মিনিট পার হবার পর ঘরের ভিতরে চোখ বুলাতে শুরু করল ক্লিভ হেস্টিংস। তার চোখ স্থির হলো এসে রনের ওপর।

দু'জন দু'জনের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকাল রন মার্লো ও ক্লিভ হেস্টিংস।

বারের আরেকদিকে সরব হয়ে উঠেছে ফ্লিন্টস্টোন ফেনটন। হঠাৎ অন্য সবার গলার আওয়াজ ছাপিয়ে উঠল তার কণ্ঠস্বর: 'কী করে করবে? বাষ্পের কোদাল ব্যবহার করবে মিস্টার মার্লো, রেলগাড়ির বগি ব্যবহার করবে। ইলেকট্রিসিটি তো আছেই। আর আমরা দেব রক্ত-ঘাম।'

তার পাশের আরেকজন মাইনার কী যেন বলল। জবাবে হেঁকে উঠল ফেনটন: 'খরচ বেশি! তাতে তোমার কী? খরচ তো আর তোমাকে করতে হচ্ছে না! খরচ তো দেবে মিস্টার মার্লো। টাকা জোগাড় করা তার কাজ। আর কাজটা সে খুব ভালমতই জানে। ওই টিলার যেখানে সবচেয়ে বেশি তামা আছে, সেখানেও তামার পরিমাণ শতকরা দু'ভাগের বেশি নেই। তবে মিস্টার মার্লোর পার্টনার জানে কীভাবে ওখান থেকে লাভ তুলতে হবে।'

আরেকজন প্রশ্ন করায় ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ফেনটন। বারের উপর হাতের চাপড় মেরে জোর গলায় বলল, 'যন্ত্রপাতি? যন্ত্রপাতি কোত্থেকে এলো তাতে কার কী? মিস্টার মার্লো হয়তো তার পানামা হ্যাটের ভেতর থেকে বের করবে ওসব– তো?' প্রশ্নকারী মাইনারের পিঠে আন্তরিক একটা চাপড় দিল ফেনটন।

চাপড় খাওয়া মাইনার উবু হয়ে প্রায় মিশে গেল বার কাউন্টারের সঙ্গে। 'আরে, মজা করে ড্রিঙ্ক করো! আগেও আমি ওই দু'জনের সঙ্গে কাজ করেছি। মিস্টার মার্লো পকেটের পয়সা আর হিসেব-নিকেশ দিয়ে জাদু দেখায়, আর তার পার্টনার দেখায় বোতল-ভরা অ্যাসিড দিয়ে। দু'জনের কাজ শেষ হবার আগেই তাদের পকেটে আসতে শুরু করে কচকচে ডলার। সেই সঙ্গে ডলার আসে আমাদের পকেটে। ...এবারও আসবে। সবাই অনেক টাকা পাব আমরা।'

রনের উপর থেকে সরে গেল ক্লিভ হেস্টিংসের কঠোর দৃষ্টি। টানটান স্নায়ু খানিকটা শিথিল হলো রনের, ক্লিভ কার দিকে তাকিয়েছে দেখতে ঘাড় ফেরাল ও।

কাঁধের ধাক্কায় ব্যাট উইং দরজা খুলে সেলুনে এসে ঢুকেছে ক্লার্ক ফাওল, পিস্তল ফ্ল্যাট শহরের ডেপুটি শেরিফ। বৃষ্টিতে ভিজে গায়ের কোট কুচকুচে কালো হয়ে গেছে তার। ভেজা স্ট্র সুটকেস হাতে দ্রুতপায়ে ঘর পেরিয়ে হেস্টিংসের টেবিলে গিয়ে একটা চেয়ার টেনে বসল সে। তার মাথায় এখনও তোবড়ানো, কোঁচকানো ডার্বি হ্যাট, ঠোঁটের কোণে রক্ত।

'কী ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল ক্লিভ হেস্টিংস।

'রন মার্লো শহরে এসেছে!'

'জানি,' বলল হেস্টিংস। তবে কথাটা ক্লার্ক ফাওল বোধহয় শুনতে পায়নি, আরও কী যেন বলতে যাচ্ছিল সে, গুড়গুড় করে উঠল হেস্টিংসের গলা: 'সাবধান, ক্লার্ক।'

কিন্তু রাগের কারণে স্বাভাবিক সতর্কতা হারিয়েছে ক্লার্ক ফাওল। হেস্টিংসের দিকে ঝুঁকে এলো সে, কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'ঠিক আমাদের হাতের মুঠোয় চলে এসেছে মার্লো, যেখানে ওকে চেয়েছিলাম আমরা।' উঠে দাঁড়িয়ে সুটকেসটা তুলে নিতে হাত বাড়াল সে।

হেস্টিংস নিচু গলায় বলল. 'তমি সবসময় মাথা গরম করে

সব কাজ ভণ্ডুল করো, ক্লার্ক।' ধীরেসুস্থে উঠে দাঁড়াল হেস্টিংস। দাঁড়ানোয় বোঝা গেল কত প্রকাণ্ড আকারের লোক সে। তবে বেশ মোটা হয়ে গেছে। নিচু করে ঝোলানো কার্ট্রিজ বেল্টের উপর দিয়ে নেমে এসেছে তার বিরাট বপু। নেড়েচেড়ে হোলস্টার ঠিক করে নিল ক্লিভ হেস্টিংস, রিভলভারের সাদা বাঁটে আলতো চাপড় মারল, তারপর মাথায় ঠিকমতো বসিয়ে নিল চওড়া ব্রিমের কালো রঙের হ্যাট।

ক্লার্ক ফাওল অপমানিত গলায় বলল, 'আমি জানি কী করতে হবে।'

তার কাঁধে কোদালের ফলার মতো প্রকাণ্ড, ভারী হাতটা রাখল ক্লিভ হেস্টিংস, তারপর বলল, 'মাথা ঠাণ্ডা করো।' ঘুরে তাকাল সে রনের দিকে, ক্লার্ক ফাওলকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার হাতের মুঠোয় চলে এসেছে ও, তা-ই না? আমার সঙ্গে এসো, নইলে তোমার হাত ভেঙে বেরিয়ে যাবে ও।'

রনের উপর থেকে দাম্ভিক দৃষ্টি সরিয়ে নিল হেস্টিংস, তারপর রওনা হলো দরজার দিকে। প্রশিক্ষণ দেয়া বাঁদরের মতো তার পিছু নিল ক্লার্ক ফাওল।

দু'জনের আকস্মিক চলে যাওয়াটা রানিং আয়ার্নের পরিবেশে বাহ্যিক কোনও পরিবর্তন আনল না। তবে রন মার্লো মনে রাখল কথাটা। ক্লিভ হেস্টিংসের অপ্রকাশিত শত্রুতাটা অন্তর দিয়ে অনুভব করেছে ও, টের পেয়েছে পরিণত বয়সেও ওকে সেই আগেরই মতো প্রচণ্ড ঘৃণা করে ক্লিভ হেস্টিংস। ওর কাজে বিরোধিতা করবার সুযোগ পেলে খুব খুশি হবে লোকটা।

তিন

ড্রিঙ্কটা শেষ করে সবার বিল মিটিয়ে রানিং আয়ার্ন সেলুন থেকে বেরিয়ে এলো রন মার্লো, ক্লার্ক ফাওল ও ক্লিভ হেস্টিংসের টুকরো কথাবার্তা শুনে চিন্তিত বোধ করছে। পিস্তল ফ্ল্যাটে খুব একটা বিরোধিতা আশা করেনি ও। ভেবেছিল নদীর স্রোতের মতো বয়ে যাওয়া বছরগুলোয় পুরোনো শত্রুতার পলি ক্ষয়ে শেষ হয়ে গেছে।

এখন রেল-রাস্তার পাশে হাঁটতে হাঁটতে ভাবল, শুধুই ওর বিপক্ষে কাজ করেছে সময়।

নিভেন হাওয়ার্ডের হোটেলের ঘের-দেয়া বারান্দা থেকে রাস্তার দিকে তাকাল রন। বাতাসের বেগ বেড়েছে আরও। দমকা হাওয়ায় দুলছে বৃষ্টির ভারী পর্দা, রাস্তায় স্রোত বইয়ে দিচ্ছে। দূরে দেখা যায় না বৃষ্টির পর্দাটার কারণে। রেল-রাস্তা ও তার পরের ডেভ বেল-এর মার্কেন্টাইল কম্পানি অদৃশ্য হয়েছে দৃশ্যপট থেকে।

হাওয়ার্ডস হোটেলের লবিতে ঢুকল রন। ভিতরে ঝড়ের আওয়াজ একেবারেই অস্পষ্ট, মনে হয় বহুদূরে গোঙাচ্ছে কেউ। জুলাই মাসের উষ্ণতা এখনও রয়ে গেছে লবিতে। বাতাসে পোড়া তামাকের বাসি গন্ধ। বাতাসের দাপটে ছিন্নভিন্ন মেঘের ফাঁক দিয়ে অস্তাগামী সূর্যের একচিলতে লাল রশ্মি ঢুকেছে এককোণের জানালা গলে। পুরোনো কার্পেটে বিচিত্র নক্সা তৈরি করেছে রশ্মিটুকু, শেষপ্রান্ত ছুঁয়ে দিয়েছে হোটেলের ডেস্কটাকে।

ডেস্কের পিছনে বসে কবুতরের খোপের মতো ছোট ছোট খুপরিতে চিঠি ভরছে এক লোক। রনের পদশব্দ পেয়ে ঘুরে তাকিয়ে হাসল সে।

হাসিটা পুরোপুরি পেশাদারী, তবে তাতে খানিকটা উষ্ণতা নেই, তা নয়। নিক হাওয়ার্ডকে চিনতে পারল রন। ও যখন জমজমাট পিস্তল ফ্ল্যাটের ব্যস্ত রাস্তাগুলোয় খবরের কাগজ বিক্রি করত, তখন হোটেলের কাজে বাবাকে সাহায্য করত নিক হাওয়ার্ড। গত কয়েকবছরে, বয়সের ছাপ পড়ে গেছে নিক হাওয়ার্ডের চেহারায়। ডেস্কে বসে থাকতে থাকতে দু'কাঁধ সামনের দিকে ঝুঁকে এসেছে খানিকটা। তবে গালদুটো এখনও নিটোল, লালচে। সোনালী চুল অবশ্য পাতলা হতে শুরু করেছে।

'তিনজন অপেক্ষা করছে তোমার জন্যে, রন,' বলল সে।

হোটেলের ফাটলধরা চামড়ার একটা চেয়ারে চুপচাপ সলজ্জ ভঙ্গিতে বসে আছে লিজা ট্রেইসি, কোলের ওপর ফেলে রেখেছে শিথিল দু'হাত।

'অপেক্ষা করেছ তুমি,' বলে লিজার দিকে চেয়ে হাসল রন।

লিজা ট্রেইসির দিকে তাকানোয় নিক হাওয়ার্ডের হাসিটা একটু ম্লান হলো। রনের মনে পড়ল, হাওয়ার্ডস হোটেল তৈরি হয়েছিল অভিজাত শ্রেণীর জন্য। আগে হলে এ-হোটেলে কোনও জুয়াড়ীর মেয়েকে স্বাগত জানানো হতো না।

ডেস্কের উপর একটা চাবি রেখে নিক হাওয়ার্ড বলল, 'সত্যি কথা বলতে প্রায় যে-কোনও ঘরে উঠতে পারো তুমি, রন। হোটেলে এখন দু'তিনজনের বেশি অতিথি কখনোই থাকে না।'

মৃদু হাসল রন, নিক হাওয়ার্ডের চেহারা থেকে বরফ গলে গেছে দেখে হাত বাড়িয়ে দিল। 'টের পাবার আগেই দেখবে তোমার কয়লা রাখার জায়গাটাও দখল হয়ে গেছে, নিক। অনেকদিন থাকব বলে এখানে এসেছি আমি। দু'জন আমরা

একই উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করব।'

ক্লান্ত ভঙ্গিতে রনের হাতটা ধরল নিক হাওয়ার্ড, চাপ দিয়ে ছেড়ে দিল। জিজ্ঞেস করল, 'কী বলছিলে, রন?'

'টাকার কথা বলছিলাম,' বলল রন, 'বলছিলাম নতুন পিস্তল ফ্ল্যাটের কথা।'

'টাকার রোজগার করতে কোনও আপত্তি নেই আমার, রন,' বলল নিক হাওয়ার্ড। 'আর পিস্তল ফ্ল্যাট যদি আবারও নতুন জীবন ফিরে পায়, তা হলে তো খুবই ভাল।' একটু ইতস্তত করল সে, খুকখুক করে কেশে তারপর বলল, 'তোমার ব্যাপারে খারাপ কোনও মনোভাব নেই আমার, তবে শহরের কারও কারও আছে। ডিক মার্লো আমার চেয়ে মাত্র বছর দশেকের বড় ছিল, কিন্তু তাকে সত্যিকারের একজন সাহসী পুরুষ মনে করতাম আমি।'

'আমিও তা-ই মনে করতাম, এখনও করি,' বলল রন।

'এই ডেস্কে বসে ওই জানালা দিয়ে দেখেছি কীভাবে ডিয়ান হেস্টিংসকে হারিয়ে দিয়েছিল তোমার বাবা,' বলল নিক হাওয়ার্ড। 'তোমার হয়তো মনে আছে, এখানে তখন বার ছিল আমাদের। সারাদিন বারে পড়ে ছিল ডিয়ান হেস্টিংস, ফুঁসছিল তোমার বাবার ওপর।' খানিকটা ক্ষমাপ্রার্থনার দৃষ্টিতে লিজার দিকে তাকাল নিক হাওয়ার্ড। 'প্রচুর হারছিল ও বিল ট্রেইসির কাছে, চাইছিল বিল ট্রেইসিকে শহর থেকে বের করে দিক মার্শাল। কিন্তু ডিক মার্লোর কাছে কে কী, তার চেয়ে মানুষের নাগরিক অধিকার সবসময় বেশি গুরুত্ব পেত। ডিয়ান হেস্টিংসকে তোমার বাবা মুখের ওপর বলে দিল, ডিয়ান হেস্টিংসের অনেক ব্যবসায়িক চুক্তির চেয়ে সৎভাবে খেলেছে বিল ট্রেইসি; হুঁশিয়ার করে দিল, যদি শোনে কেউ বিল ট্রেইসিকে কোনওভাবে উত্ত্যক্ত করছে, তা হলে দেরি না করে ডিয়ান হেস্টিংসকে খুঁজে বের করে জবাবদিহি করবে সে। সেই সন্ধ্যায়

অভ্যাসমতো রেল-রাস্তায় পায়চারি করতে বের হলো তোমার বাবা।

'তাকে দেখতে পেয়েই বার থেকে বেরিয়ে গেল ডিয়ান হেস্টিংস। আগেই অস্ত্র বের করে ফেলেছিল সে। তোমার বাবা তখন সেতুর ওদিকে দাঁড়িয়ে। হেস্টিংসকে ঠাট্টা করল ডিক। হেস্টিংস হাতের অস্ত্র খালি করে ফেলার আগে ড্র-ই করল না। দু'জনের দূরত্ব ছিল বড়জোর পঞ্চাশ গজ। অল্প আলো আর হেস্টিংসের উত্তেজনা, এ দুটোর ওপর জুয়া খেলেছিল তোমার বাবা। সবগুলো গুলি লক্ষচ্যুত হলো ডিয়ান হেস্টিংসের, কিন্তু তোমার বাবা ফুটো করে দিল তাকে। ইচ্ছে করলে হেস্টিংসকে খুন করতে পারত, কিন্তু করেনি। এরকম একটা অশান্ত শহরে হাসির পাত্র হওয়ায় কখনোই তোমার বাবাকে ক্ষমা করতে পারেনি ডিয়ান হেস্টিংস। একমাসের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠল সে, তবে বিছানায় পড়ে থাকলেই ভাল হতো।'

নিক হাওয়ার্ডের চোখে কীসের যেন ছায়া ঘনাল, দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে, বিষণ্ণ গলায় বলল, 'পিস্তল ফ্ল্যাটে আমরা অতীত আঁকড়ে ধরে বাস করি।' হঠাৎ করে প্রসঙ্গ পাল্টাল সে 'আমি গরম পানি পাঠিয়ে দেব, রন

'পরে, নিক,' মৃদু গলায় বলল রন। 'আগে আমি লিজাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।'

দু'আঙুলে তুড়ি বাজাল নিক হাওয়ার্ড। 'ভুলেই গিয়েছিলাম, কর্নেল মার্শল্যান্ড বলেছেন তুমি এলেই যেন তাঁকে খবর দিই।' ডেস্কে রাখা একটা রূপার ঘণ্টি বাজাল সে। শব্দের প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যাবার আগেই ছুটন্ত পদশব্দ শোনা গেল, এগিয়ে আসছে। করিডর থেকে বেরিয়ে ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়াল কোঁকড়ানো চুলের এক কিশোর। লিজার দিকে তাকাল নিক হাওয়ার্ড, কিন্তু কথা বলল রনের উদ্দেশে: 'কর্নেলের মেয়ে শনিবার পৌঁছেছে, আমাকে বলে রেখেছে, তুমি এলে যেন

তাকেও খবর দিই।' ছেলেটার দিকে ঘাড় ফেরাল সে। 'স্যামি, মার্শল্যান্ডদের জানাও মিস্টার মার্লো এসে পৌঁছেছেন।'

*

মিশেল মার্শল্যান্ড মেয়েদের তুলনায় বেশ লম্বা, পপলার গাছের মতো ঋজু, ভরাট দেহ, হাঁটাচলায় ধীর, আকর্ষণীয়া। মায়ের দিক থেকে স্লাভ ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ান রক্ত পেয়েছে সে, ফলে চোয়াল একটু উঁচু, চুলগুলো কাঁচা সোনার মতো সোনালী। রনকে অবাক করে দিয়ে করিডর থেকে বেরিয়ে এলো সে, ঠোঁটে অভ্যর্থনার হাসি।

মিশেলকে আন্তরিক আলিঙ্গন করল রন।

'অবাক হয়েছ?' রনকে জিজ্ঞেস করল মিশেল, রনের কাঁধের উপর দিয়ে তাকাল লিজা ট্রেইসির দিকে।

'একটু অবাক হয়েছি,' বলল রন। 'হাওয়ার্ড'স পিস্তল ফ্ল্যাটের সেরা হোটেল, তবে আমি ভেবেছিলাম তুমি চলে আসার আগেই সুন্দর কোনও বাড়ির ব্যবস্থা করে ফেলতে পারব তোমার জন্যে।'

হাসিটা চওড়া হওয়ায় চোখের কোণ কুঁচকে উঠল মিশেলের। 'বাকি জীবন যদি আমাকে করিডরের শেষমাথায় বাথরুমের রাজ্যে যেতে হয়, আর ফাটা বেসিনে মুখ-হাত ধুতে হয়, তা হলে এখনই অভ্যস্ত হয়ে নেয়া ভাল।'

'কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, মিশেল, আগামী কিছুদিন কর্নেল বা আমি তোমাকে সময় প্রায় দিতে পারব না বললেই চলে।'

রনের বাহুডোরে হেলান দিল মিশেল, আঙুল তুলে রনের দু'ঠোঁটে রাখল আলতো করে। 'তোমাদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখতে কাউকে না কাউকে তো দরকার হতোই। বাবা আমাদের বিয়ের জন্যে এরইমধ্যে হেস্টিংস ম্যানশন কিনে নেবার কথাবার্তা চালাচ্ছে।'

পিছিয়ে দাঁড়াল রন। 'ক্লিভ হেস্টিংস যদি জানে যে বাড়িটা

আমার জন্যে কেনার কথা ভাবা হচ্ছে, তা হলে আকাশছোঁয়া দাম হেঁকে বসবে।'

মিশেলের নীল চোখ স্থির হলো লিজার বাদামী চোখে। রন নিচু গলায় বলল, 'ও মিসেস টমসন, আমার পুরোনো বান্ধবী। লিজা, মিস মার্শল্যান্ড, আমার বাগদত্তা।'

'মিসেস টমসন! আচ্ছা! অনেকবার রনের মুখে তোমার কথা শুনেছি, কিন্তু রন একবারও বলেনি তুমি এতো সুন্দরী।' মিশেলের গলা শুনলে যে-কেউ বলবে নিখাদ প্রশংসা করেছে সে, কিন্তু লিজার বুঝতে অসুবিধে হলো না, আসলে নিজের সঙ্গে ওকে তুলনা করে দেখছে মিশেল মার্শল্যান্ড।

হঠাৎ কিছু একটা হারানোর অনুভূতি হলো লিজার, তবে সেটা কী, তা বুঝতে পারল না। একটু আড়ষ্ট গলায় বলল, 'আশা করি রন আমার সম্বন্ধে ভাল কথাই বলেছে।'

নিষ্পাপ বিস্ময়ে যেন বড় বড় হয়ে উঠল মিশেল মার্শল্যান্ডের চোখ। 'অন্যকিছু বলারও উপায় ছিল?'

নিজের ভিতরে একটা বাঘিনীকে গর্জন ছাড়তে শুনল লিজা। মিষ্টি হেসে রনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'রন, আমাকে সঙ্গ দিতে ক্যানিয়ন পর্যন্ত যাবার কোনও দরকার নেই তোমার। ক্যানিয়ন তো আমি হাতের তালুর মতোই চিনি।'

চলে যাবার জন্য প্রায় ঘুরে দাঁড়াল লিজা, কিন্তু কর্নেল মার্শল্যান্ডকে লবিতে ঢুকতে দেখে থামতে হলো ওকে।

কর্নেল হেনরি মার্শল্যান্ড বেশ বেঁটে লোক, সবসময় ভাল খাবার, ভাল মদ আর মাঝেমধ্যে তেমন ভাল নয় এরকম মেয়েমানুষের সঙ্গ তার খুব পছন্দের। উচ্ছৃংখল জীবনযাপনের ফলে মনমেজাজের কোনও স্থিরতা নেই কর্নেলের, বেহিসাবী খাওয়া আর ও মদ্যপানের কারণে গোল একটা ভুঁড়ি হয়েছে, সর্বক্ষণ তিরতির করে হাত কাঁপে তার।

আরও দুটো ব্যাপারে কর্নেলের প্রবল আগ্রহ আছে। একটা

হচ্ছে তার মেয়ে মিশেল, দ্বিতীয়টা ধাতু বিষয়ক যে-কোনও জটিল সমস্যা।

খনির কাজে জড়িতরা কর্নেল মার্শল্যান্ডকে বলে ভূতত্ত্বের জাদুকর, অত্যন্ত প্রতিভাবান একজন মানুষ। তবে সামাজিক পরিমণ্ডলে ওরকম উঁচু চোখে দেখা হয় না তাকে।

লিজাকে দেখে থমকে দাঁড়াল কর্নেল মার্শল্যান্ড, ভাব দেখে মনে হলো পুরোনো কোনও বন্ধুকে বলছে, গমগম করে উঠল তার কণ্ঠ: 'একা যাবে! কী বলছ, মাই ডিয়ার! একসঙ্গে ডিনার করব আমরা।' রনের উপর থেকে আবার লিজার দেহে সেঁটে গেল কর্নেলের দৃষ্টি। 'ডিনারের পর রন হয়তো ভদ্রতা করে তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবার দায়িত্বটা আমার ওপর ছেড়ে দেবে।'

কর্নেলের আন্তরিক আচরণে কোথায় যেন খাদ আছে বলে মনে হলো লিজার, ঠিক যেমন গলদ পেয়েছে ও মিশেলের উষ্ণ, অথচ কপট ভাল ব্যবহারে। তবে দু'জনের আচরণের কী ওকে বিব্রত করছে, সেটা বুঝতে পারল না লিজা।

'ধন্যবাদ,' বলে চুপ হয়ে গেল লিজা। বুঝতে পারছে, ওর কথা শুনছে না কর্নেল, ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে ওর ঠোঁটের নড়াচড়া দেখছে। তাৎক্ষণিক ভাবে কর্নেলের প্রতি অপছন্দের অনুভূতি সৃষ্টি হলো ওর।

কর্নেল মার্শল্যান্ডের পুরু একখানা স্বাস্থ্যবান গোঁফ আছে, সেটার দু'প্রান্ত দুই তর্জনী বাঁকিয়ে উঁচু করে চওড়া হাসল সে তামাকের দাগ পড়া আঁকাবাঁকা ছোট ছোট হলদে দাঁতগুলো দেখতে পেল লিজা। চশমার পিছনে চকচক করছে লোকটার চোখ দুটো, ঠিক যেন তুষার বা বরফে প্রতিফলিত সূর্যের আলো– ঝকঝকে ভাবের আড়ালে পুরোপুরি শীতল।

নীরবতা ভাঙল রন: 'লিজার বাবা ওর জন্যে অপেক্ষা করছে, কর্নেল। বাসায় ফিরতে দেরি করতে চাইছে না ও।'

'স্বাভাবিক,' বলল কর্নেল, 'মেয়েদের যা কর্তব্য।'

'একটু পরেই ফিরে আসব আমি,' ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে মিশেলকে বলল রন।

অল্প একটু মাথা দোলাল মিশেল, হাসিটা আড়ষ্ট দেখাল ওর। 'দেরি কোরো না, রন। অনেককিছু আলোচনা করে ঠিক করতে হবে আমাদের।'

দরজার দিকে ফিরে মনে মনে বলল লিজা, তোমাদের আলোচনায় আমার নামটা আসবেই। মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি চাপল লিজার, শক্ত করে রনের হাতটা আঁকড়ে ধরে এগোল ও, নিচু গলায়, কিন্তু মিশেল শুনতে পাবে এমনভাবে বলল, 'রন, ওর কথা আমাকে বলোনি কেন তুমি?'

'বলার সময় পেলাম কই বলো, আসলে...' কথা শুরু করেও থেমে গেল রন, একটু দেরিতে বুঝতে পেরেছে, ওর অস্বস্তিটা উপভোগ করছে লিজা, প্রশ্নটা করেছে মিশেলকে শুনিয়ে।

গমগম করে উঠল কর্নেল মার্শল্যান্ডের কণ্ঠ: 'রাতের খাবার খেয়েই প্ল্যান নিয়ে বসতে হবে, রন। সময় কিন্তু খুব কম।' গোল ভুঁড়িতে চাপড় দিল সে। 'মিস্টার হাওয়ার্ডকে মিটিঙে ডেকেছি আমি। মিস্টার ডেভ বেল আর ম্যাক পিলারকেও ডাকা হয়েছে। ন'টায় মিটিং। মিটিঙে ঠিক করতে হবে কীভাবে আমরা...'

রন বলল, 'লিজা, তোমাকে বলা হয়নি, কর্নেল মার্শল্যান্ড আসলে আমার পার্টনার।'

গ্রীবা ঘুরিয়ে কর্নেলের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল লিজা, মার্শল্যান্ডের চোখে সেই পুরোনো ঝকমকে আলোটা দেখতে পেল আবারও। নিচু গলায় বলল লিজা, 'সরব পার্টনার, কোনও সন্দেহ নেই।'

হো-হো করে হেসে উঠল কর্নেল, জবাবে রসিকতা করে কিছু বলত, কিন্তু দ্রুত এগিয়ে দরজা মেলে ধরল রন লিজার জন্য।

দু'সেকেন্ড লবির আরেকদিকে দাঁড়ানো মিশেলকে দেখল লিজা, তারপর সোজাসাপ্টা বলল, 'আশা করি তুমি সুখী হবে, রন।' ওর কথায় সন্দেহের সুরটা চাপা থাকল না। মাথা উঁচু রেখে লবি থেকে বেরিয়ে এলো লিজা।

পিছু নিল রন। বাড়িগুলোর ছাদের উপর দিয়ে হুঙ্কার ছেড়ে বয়ে চলেছে ঝড়ো হাওয়া, বৃষ্টি যেন ধূসর একটা নিরেট দেয়াল। লিজা হঠাৎ থেমে দাঁড়ানোয় ওর পিঠে হোঁচট খেল রন।

বৃষ্টির দেয়ালের কারণে থমকে দাঁড়ায়নি লিজা। অন্য একটা দেয়াল ওকে থামিয়ে দিয়েছে।

তারা দু'জন হোটেলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। বৃষ্টি বা ঝড়ো হাওয়ার দিকে দু'জনের একজনেরও মনোযোগ নেই। ক্লার্ক ফাওল ও ক্লিভ হেস্টিংস।

দু'জনের নিষ্পলক চোখের হিংস্র ভাষা হাতুড়ির মতো বাড়ি দিল রনের বুকে। লিজার বাহুতে হাত রেখে দুই ল-ম্যানের মুখোমুখি দাঁড়াল রন। অস্বস্তিকর নীরবতায় কাটল কিছুক্ষণ। শুধু শোঁ-শোঁ শব্দ করছে ঝড়ো হাওয়া। রনের চুপচাপ ভাব দেখে ধৈর্য হারিয়ে ফেলল ক্লার্ক ফাওল, হাতে তার লিজার স্ট্র সুটকেস, ওটা সামনে এনে দেখাল সে।

তার পিছনে, ভরসা দিতেই বোধহয়, নজরদারীতে থাকা ম্যাসটিফের মতো নির্বিকার চেহারায় দাঁড়িয়ে আছে ক্লিভ হেস্টিংস, যেন অটল পাহাড়।

'আমার সুটকেস নিয়ে কী করছ তুমি, ক্লার্ক?' তীক্ষ্ণ শোনাল লিজার গলা।

রেগে যাচ্ছে, টের পেল রন। আস্তে করে কাঁধ ঝাঁকাল ও, অস্বস্তি ঝেড়ে ফেলে ক্লার্ক ফাওল ও ক্লিভ হেস্টিংসের উপস্থিতির কারণ বুঝতে চেষ্টা করল, সেই সঙ্গে তৈরি হয়ে গেল, প্রয়োজনে লড়বে।

'সাবধান, রন,' গম্ভীর গলায় সতর্ক করল হেস্টিংস। 'পিস্তল

ফ্ল্যাটে আসার পর বিশ মিনিট পেরোনোর আগেই গোলমাল শুরু করে দিয়েছ তুমি। পিছু হটো, লবিতে ঢোকো।'

নির্দেশটা মানবে কি মানবে না পুরো একমিনিট চিন্তা করল রন, তারপর সিদ্ধান্ত নিল, মারামারিতে জড়িয়ে পড়ে অপকার ছাড়া উপকার হবে না ওর। লিজার উপস্থিতি এবং হেস্টিংসের হাতটা রিভলভারের বাঁটে– দুটো ব্যাপার ওর সিদ্ধান্তকে তরান্বিত করল। লিজাকে ঘুরিয়ে আবার লবিতে ঢুকল রন।

করিডর হয়ে ঘরের দিকে রওনা হয়েও লবিতে লোক ঢুকবার আওয়াজ পেয়ে ঘুরে দাঁড়াল কর্নেল মার্শল্যান্ড ও মিশেল। করিডরের অন্ধকারের সামনে দাঁড়ানোয় মিশেলের ফরসা চেহারা ও চুড়ো করে বাঁধা সোনালী চুল পরিষ্কার দেখা গেল। কর্নেলের মন চলে গিয়েছিল টেস্ট টিউব, খনিজের নমুনা, নানারকম ফর্মুলায়; চেহারায় বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠল তার। অবশ্য বিরক্তির চিহ্ন মুখ থেকে দ্রুতই মুছে ফেলল সে।

হঠাৎ করেই উত্তেজনা দেখা দিল ডেস্কের পিছনে বসা নিক হাওয়ার্ডের চেহারায়।

ডেস্কের সামনে এসে ঘুরে দাঁড়াল রন। ওর একপাশে লিজা, আরেকপাশে কর্নেল ও মিশেল।

মার্শাল হেস্টিংসের বুটজুতোর উপরের অংশটা হাঁটু-সমান উঁচু, ওটার ভিতরে ডাক ট্রাউজার্স গুঁজে রেখেছে সে। ঢোলা জ্যাকেট ও শিথিল হ্যাট বৃষ্টিতে ভিজে কালো দেখাচ্ছে। এককালের প্রতাপশালী হেস্টিংস পরিবারের উত্তরসূরী মনে হচ্ছে না তাকে দেখে, মনে হচ্ছে ভবঘুরে কোনও বেকার কাউবয়। হেস্টিংসের পোশাকের তুলনায় রনের সাধারণ বেশভূষাও টুক্সেডোর মতো জাঁকজমকপূর্ণ লাগছে।

থুতনিতে গজানো খোঁচা-খোঁচা দাড়িতে হাত ঘষল ক্লিভ হেস্টিংস, লবির নীরবতায় খসখস আওয়াজটা স্পষ্ট শোনা গেল। ধীর গলায় চিবিয়ে চিবিয়ে বলল সে, 'ব্যাঙ্কিং ব্যবসা

হয়তো অনেক টাকা এনে দিয়েছে তোমার পকেটে, রন, কিন্তু টাকার গরমে তোমার মগজ ভরে গেছে বাসি মুতে, যে-কারণে ঠিকমতো চিন্তা-ভাবনা করতে পারো না তুমি। মার্লোদের কখনোই পাত্তা দেয়নি এ-শহরের কেউ, এখানে ফিরে এসে বুদ্ধিমানের কাজ করোনি তুমি।'

ক্লিভ হেস্টিংসের প্রচ্ছন্ন হুমকি রাগিয়ে দিল রনকে, নিচু গলায় বলল রন, 'টাকা রোজগার করতে হলে যোগ্যতা লাগে, ক্লিভ।' উদ্দেশ্যমূলক ভাবে লোকটার পোশাকের দিকে তাকাল ও। 'তুমি হয়তো শুধু নিজের মনের কথাই বলেছ। অন্যরা শূন্য থেকে ওপরে উঠতে চায়, সম্পদের পাহাড়ের ওপর থেকে জীবন শুরু করে নোংরা নর্দমায় নামতে চায় না।'

কথাগুলো শুনে ক্লিভ হেস্টিংসের ফোলা গালের লাল-লাল শিরাগুলো নীল রং ধরল। ঘড়ঘড়ে গলায় হেস্টিংস্ বলল, 'তা হলে তা-ই হোক।' তাকাল সে ক্লার্ক ফাওলের দিকে। 'একটা একটা করে কাজ সারো, ক্লার্ক। শীঘ্রি রন মার্লো বুঝে যাবে তার সম্বন্ধে অন্যদের কী মনোভাব।'

চোখ সরু করে রনের দিকে তাকাল ক্লার্ক ফাওল, দৃষ্টিতে ঘৃণা। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'তুমি যদি ট্রেইনে মহান ত্রাণকর্তা সাজতে ব্যস্ত হয়ে না উঠতে, তা হলে এটা দেখতে পেতে।' হাতের মুঠো খুলে ডেপুটি শেরিফের রূপার তারা দেখাল সে। এবার নিচু গলায় বলল, 'আমি এদিকের এলাকায় আইনের প্রতিনিধিত্ব করি।'

ফ্যাকাসে চেহারায় মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে কী ঘটে দেখছে মিশেল। ঘনঘন শ্বাস পড়ছে তার। কর্নেল জড়িয়ে পড়েছে ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে। মনোযোগ বাড়ছে বলে হাসিটা দূর হয়ে যাচ্ছে তার ঠোঁট থেকে, বিদায় নিচ্ছে চোখের ঝিলমিলে ছটা।

ডেস্কের পিছনে কাঠ হয়ে বসে আছে উত্তেজিত নিক হাওয়ার্ড। রনের পাশে চুপ করে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আশঙ্কায়

সময় কাটাচ্ছে লিজা।

'আইনের লোক আমার কাছে কী চায়?' নীরবতা ভেঙে জিজ্ঞেস করল রন।

'তুমি নাক গলানোয় আরেকটু হলেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল সুপরিকল্পিত একটা ফাঁদ, বলল হেস্টিংস। 'গোয়েন্দা হিসেবে রেইল ডিপোতে নিজের দায়িত্ব পালন করছিল ফাওল।'

ডেপুটি শেরিফের ব্যাজটা পকেটে পুরল ক্লার্ক ফাওল।

হঠাৎ করেই লিজাকে জিজ্ঞেস করল হেস্টিংস, 'তা হলে এটা তোমার সুটকেস?'

লিজা বিপদে আছে বুঝে ফাঁদে পড়ে গেছে বলে মনে হলো রনের। বুঝতে পারল না ঘটনা কোন্‌দিকে মোড় নিচ্ছে। টানটান হয়ে উঠল ওর স্নায়ু। ঠিক যেন অতীতের পিস্তল ফ্ল্যাটে ফিরে এসেছে ও, ওকে বিপদে ফেলতে বয়সের তুলনায় ইঁচড়েপাকা ক্লিভ হেস্টিংস জোট বেঁধেছে ক্লার্ক ফাওলের সঙ্গে। বরাবরের মতোই দু'জন তারা ক্যানিয়নে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের শত্রুদের শায়েস্তা করতে। বিশেষ করে ওকে আর লিজাকে হেনস্তা করতে।

চাপা গলায় বলল রন, 'কোনও স্বীকারোক্তি দিয়ো না, লিজা।'

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল ক্লার্ক ফাওল। তার ডানহাতি ঘুসিটা আসতে দেখল রন, কিন্তু সরে যাবার তুলনায় দেরি হয়ে গেছে তখন। ওর চোয়ালে লাগল ঘুসিটা। পাল্টা মারতে হাত তুলবার আগেই পাশ থেকে এগিয়ে ওর হাতদুটো পিছমোড়া করে আটকে ফেলল ক্লিভ হেস্টিংস।

ফাওলের ফ্যাকাসে রঙের চোখ দুটো রক্ত-লাল হয়ে উঠেছে রাগে, চোখের ভাষায় একইসঙ্গে ফুটে বেরুল অনিয়ন্ত্রিত প্রচণ্ড রাগ ও বিজয়ের উল্লাস। দু'পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে বামহাত ঘুরিয়ে দ্বিতীয় ঘুসিটা মারল সে।

ঘরটা চোখের সামনে আবছা হয়ে মিলিয়ে গিয়ে আবার দৃশ্যপটে ফিরে এলো রনের, ক্লিভ হেস্টিংসের গায়ে নেতিয়ে পড়ল ও।

নাক দিয়ে ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজ ছেড়ে ডানহাতে তৃতীয় ঘুসিটা ছুঁড়ল ক্লার্ক ফাওল। রনের চোয়ালের হাড়ের ওপর দড়াম করে পড়ল তার ঘুসি। হাঁটুর সমস্ত শক্তি হারাল রন, পড়ে যেত, কিন্তু ওকে তুলে ধরে কায়দামতো আটকে রাখল ক্লিভ হেস্টিংস। মনে মনে আশা করছে, এবার দেরি না করে ঘুসির পর ঘুসি চালাবে ক্লার্ক ফাওল।

বিস্ময় সামলে নিয়ে এগোতে শুরু করল কর্নেল মার্শল্যান্ড, দ্বিধায় ভুগছে, ভাবছে, চেষ্টা করে দেখবে কি না হবু জামাইয়ের উপর এই অন্যায় আক্রমণ ঠেকানোর।

নিক হাওয়ার্ড চেঁচিয়ে উঠল: 'এখানে এসব চলবে না, হেস্টিংস!' কথাটা শেষ করেই ডেস্কে চাপড় মারল সে। আওয়াজটা শুনে মনে হলো গুলি ছোঁড়া হয়েছে পয়েন্ট টুটু বোর পিস্তল থেকে।

'আমি কিছু করছি না,' ঘড়ঘড় করে উঠল ক্লিভ হেস্টিংস। 'মার্লোকে বলো, ধস্তাধস্তি না করে যাতে।'

রনকে পাশ কাটিয়ে ক্লার্ক ফাওলের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল দুঃসাহসী লিজা, চ্যালেঞ্জ করবার সুরে বলল, 'পারলে আমাকে মারো দেখি!'

দৃষ্টি খানিকটা পরিষ্কার হয়ে আসায় লিজার মাথার উপর দিয়ে ফাওলকে দেখতে পেল রন। শরীরটা ঢিল করে দিল ও, হেস্টিংসের দেহে ভর দিয়ে শক্তি ফিরে পাবার চেষ্টা করল কয়েক সেকেন্ড পর একটু সুস্থির হয়ে টের পেল, ফোঁস-ফোঁস করে ওর ঘাড়ের উপর নিঃশ্বাস ফেলছে হেস্টিংস।

টানটান উত্তেজনাময় পরিবেশে লিজার কণ্ঠস্বর যেন তপ্ত কড়াইতে তেল পড়বার মতো আওয়াজ করল: 'ওটা আমার

সুটকেস নয়।'

চরকির মতো ঘুরে লিজার দিকে ফিরল ক্লার্ক ফাওল, এতো দ্রুত হাঁ করা মুখটা বন্ধ করল যে দাঁতে দাঁত বাড়ি খাওয়ার আওয়াজটা শোনা গেল স্পষ্ট।

'ওই চাপা আমার সঙ্গে মেরো না, লিজা,' হিসহিস করে বলল সে। 'সেই রিয়ো গ্র্যান্ড থেকে সিউড্যাড পর্যন্ত ওটাকে চোখে চোখে রেখেছি আমি। নিজে দেখেছি ডিপোতে ওটার রিসিট তোমাকে দিয়েছে সৌকো হান। তারপর সেই এল পাসো থেকে তোমাকে অনুসরণ করে এসেছি।' বড় করে শ্বাস নিল ফাওল। 'সুটকেসের রিসিটটা দাও।'

লিজাকে উদ্ধারের কোনও উপায় নেই, অনুভব করল রন। কে জানে কী আছে সুটকেসে! ভিতরের জিনিসটা হয়তো ক্লার্ক ফাওলই রেখেছে লিজাকে ফাঁসানোর জন্য। সুটকেসের রিসিট প্রমাণ করে দেবে যে, সুটকেসটা আসলেই লিজার। তাতে ক্ষতি কী সেটা জানে না রন, তবে গোটা ব্যাপারটায় নোংরামির গন্ধ পেল ও। বলে উঠল: 'লিজা, সুটকেসটা...' আর কিছু বলতে পারল না, একহাতে ওর মুখ চেপে ধরল ক্লিভ হেস্টিংস।

হঠাৎ পিছু হটে পিঠ দিয়ে হোঁৎকা লোকটার পেটে গুঁতো দিল রন, ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল নিজেকে। কিন্তু হোলস্টার থেকে রিভলভার বের করে ফেলেছে ক্লার্ক ফাওল, অস্ত্রটার নল দিয়ে ওর থুতনির নীচে জোরে খোঁচা মেরে বসল সে।

আঘাতটার তীক্ষ্ণ ব্যথা প্রায় অচেতন করে তুলল রনকে। অস্পষ্টভাবে টের পেল ও, শীতল ধাতু স্পর্শ করছে ওর দুই কব্জি।

কয়েক সেকেন্ড পর ওর পিছন থেকে সরে গেল ক্লিভ হেস্টিংস। টলতে থাকল রন, ভারসাম্য বজায় রাখতে চেষ্টা করল, সেই ফাঁকে দম নিল বড় করে। দৃষ্টি একটু পরিষ্কার হবার পর কব্জিতে আটকানো হ্যান্ডকাফের দিকে তাকাল বোকার মতো।

ওর অবস্থা দেখে ছুটে এসে চিৎকার করে উঠল মিশেল: 'রন!'

অপ্রত্যাশিত এই নিষ্ঠুর আক্রমণের পর মিশেলের তীক্ষ্ণ গলার আওয়াজ যেন সবার মধ্যে একটা সচেতনতা সৃষ্টি করল। প্রত্যেকে বুঝল, ক্লার্ক ফাওল যা করেছে, সেটার কার্যকারণ ব্যাখ্যা করা আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে তার জন্য।

দ্রুতহাতে লিজার কাছ থেকে হাতব্যাগ কেড়ে নিল ক্লার্ক ফাওল, ওটা খুলে ভিতরের জিনিসপত্র ডেস্কের উপর ছড়িয়ে দিয়ে আঙুল চালাল ব্যস্ত ভঙ্গিতে। দ্বিতীয়বার খুঁজল সে, তারপর মুখ তুলে তাকিয়ে টিটকারির হাসি হেসে বলল, 'লিজা, ভেবো না রিসিট এখানে নেই বলে পার পেয়ে গেলে। কোনও মহিলাকে দিয়ে তল্লাশী করাব তোমাকে আমি। তোমার শরীরের সবখানে খুঁজে দেখবে সে জানি, শরীরেরই কোথাও লুকিয়ে রেখেছ তুমি রিসিট।'

শান্ত গলায় কর্নেল মার্শল্যান্ড বলল, 'ডেপুটি শেরিফ, সবকিছুরই একটা নিয়ম আছে। ...এমনকী এই পিস্তল ফ্ল্যাটেও।'

রাগে লাল চেহারার ক্লার্ক ফাওলের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকল লিজা, কথা বলতে পারল না, তারপর ভাষা ফিরে পেয়ে বলল, 'মনে তো হচ্ছে তুমি নিজেই আমাকে তল্লাশী করবার সুযোগটা হাতছাড়া করবে না।' বাঁকা হাসি হাসল লিজা। 'তুমি আর তোমার সঙ্গী ওই ষাঁড়টা– যে-ষাঁড় মানুষের দু'হাত আটকে রাখে, আর সেই সুযোগে তুমি মানুষটাকে মারো– ওই ষাঁড়... হাঁপিয়ে যাওয়ায় থেমে গেল লিজা।

মাথা নিচু হয়ে গেল ক্লিভ হেস্টিংসের, কালো পাপড়ির নীচ দিয়ে লিজার দিকে তাকাল সে, কপালে গভীর কয়েকটা ভাঁজ পড়ল। আবার ভাষা ফিরে পেয়ে টিটকারির সুরে বলল লিজা, 'ডিয়ান হেস্টিংসের টাকাগুলো খুইয়ে বসার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের

স্বাভাবিক সাহসও হারিয়ে বসেছ নাকি, ক্লিভ?'

জুনিয়র হেস্টিংসের চোখে ভয়ঙ্কর অসন্তোষ দেখল রন, বুঝতে ওর দেরি হলো না, লিজার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। ক্ষিপ্ত ষাঁড়ের মতো মাথা দোলাল ক্লিভ হেস্টিংস, চেহারা দেখে মনে হলো নিরস্ত্র কাউকে খুন করতেও বাধবে না তার এখন।

আরেকবার লবিতে যুক্তির উপরে বন্যতা স্থান পাচ্ছে বুঝে চেঁচিয়ে উঠল নিক হাওয়ার্ড: 'এখানে আর কিছু নয়, খবরদার!'

'নাক গলাতে এসো না, হাওয়ার্ড!' কর্কশ, ঘড়ঘড়ে গলায় নিক হাওয়ার্ডের উপর রাগ ঝাড়ল ক্লিভ হেস্টিংস।

কাঁপা-কাঁপা গভীর শ্বাস টানল ক্লার্ক ফাওল। 'তোমাকে গ্রেফতার করা হলো, লিজা।' কথাটা শেষ করেই ঘুরে দাঁড়াল সে, পিস্তলের নলের মতো করে তর্জনী তাক করল রনের দিকে। 'তোমাকেও। পিস্তল ফ্ল্যাটে আসার পর থেকে নোংরা নাকটা যেখানে খুশি গলাচ্ছ তুমি। এবার বুঝবে...' শয়তানি হাসি নিয়ে কর্নেল মার্শল্যান্ডের দিকে ফিরল সে। 'এমনকী পিস্তল ফ্ল্যাটেও নিয়ম আছে, কর্নেল।' বিজয়ীর গর্ব চেপে রেখে মাথা কাত করে ক্লিভ হেস্টিংসকে খুশি খুশি গলায় বলল সে এবার, 'ক্লিভ, এক্ষুনি কমিশনার টম ফেরিসের কাছে বন্দিদের নিয়ে যাব আমরা

চার

রেইলরোড অ্যাভিন্যুর রাস্তাটা ফাঁকা পড়ে আছে, হাওয়ার তাড়া খেয়ে দু'পাশের পরিত্যক্ত বাড়িগুলোর সামনে বেড়ে থাকা

ছাউনির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে বৃষ্টির ছাঁট। নীরবে রন মার্লোর পাশে হাঁটছে ক্লিভ হেস্টিংস, ঝড়ের তাণ্ডব নিয়ে মোটেই চিন্তিত নয়। লিজার পাশে ভিজা সুটকেস হাতে নিয়ে হনহন করে চলেছে ক্লার্ক ফাওল। সবার পিছনে কর্নেল মার্শল্যান্ড, বেঁটে মানুষ বলে অন্যদের সঙ্গে তাল মেলাতে প্রায় দৌড়াতে হচ্ছে তাকে।

চিবুকের যেখানে ক্লার্ক ফাওলের রিভলভারের নল খোঁচা দিয়েছে, সে-জায়গাটা দপদপ করছে রনের, গা গুলাচ্ছে, মনে হচ্ছে বমি হয়ে যাবে যে-কোনও সময়। এখনও কাঁপছে ওর দু'হাঁটু। তারপরও ধৈর্য ধরে থাকল ও। মানসিকভাবে যতটা অসুস্থ বোধ করছে, শারীরিকভাবে ততটা নয়।

হতে পারে রন মার্লো নিজের জন্মস্থানে, এই পিস্তল ফ্ল্যাটে শিকড়ে ফিরে আসা এমন একজন যুবক, যে অচেনা দুনিয়ায় চলেফিরে বেড়িয়ে ভাল করেছে অর্থনৈতিক ভাবে, কিন্তু এ-মুহূর্তে তার প্রত্যাগমনে আর যা-ই হোক, অভ্যর্থনা জানাতে খুশিতে ট্রাম্পেট বাজাচ্ছে না কেউ।

বৃষ্টির ঝমঝম আওয়াজে সবার জুতোর খটখট শব্দ চাপা পড়ে যাচ্ছে। ম্যাক পিলারের হার্ডওয়্যার ও টিন শপের পর মার্শালের অফিস, সেটার সামনে পৌঁছে লালচে কাদার নদীতে পরিণত রেল-রাস্তায় পড়ল সবাই। রাস্তার আরেকদিক থেকে ঘোড়ায় চড়ে পার হতে চাইল এক লোক, কিন্তু দ্রুত ছুটে আসা এক অশ্বারোহীকে এড়াতে পিছিয়ে যেতে হলো তাকে।

সন্ধ্যার অন্ধকারে হাত মুঠো করে তুলে ছুটন্ত অশ্বারোহীকে গাল দিল পিছিয়ে যাওয়া ঘোড়সওয়ার: 'মর শালা, প্যাট্রিক টমসন!'

ঝড়ো বাতাস তার গলার আওয়াজটা পরিষ্কার ভাসিয়ে নিয়ে এলো রন মার্লোর কানে।

সামনেই রেইলট্র্যাকের উঁচু বাঁধ। বৃষ্টিতে ভিজে পিছলা হয়ে

আছে দুরমুস করা ঢালের লাল মাটি। কাদার কারণে ভারসাম্য বজায় রেখে বাঁধে উঠতে-নামতে গিয়ে সতর্ক থাকতে হলো সবাইকে।

বাঁধ থেকে নেমে ছোট চার্চটা পার হলো দলটা, ক্লিভ হেস্টিংসের নির্দেশে রাস্তার ধারে একটা বাড়ির সামনে থামল সবাই। 'এ-বাড়িতেই ঢুকতে হবে,' নির্দেশের সুরে বলল হেস্টিংস।

যখন তখন খসে আসবে এরকম একটা স্ক্রিন ডোর দিয়ে আবছা আলোকিত ঘরটায় ঢুকল রন। রোলটপ টেবিলের উপর বসানো লণ্ঠনটার মৃদু আলোয় চার দেয়ালে বইয়ের র‍্যাক দেখা গেল। রনের ঠিক পিছনেই থাকল লিজা। বাড়ির ভিতরে কোথায় যেন বেজে উঠল একটা ঘণ্টি। কর্কশ একটা গলা সাড়া দিল: 'আসছি।'

টেবিলের পিছনের পর্দা-ঢাকা দরজা খুলে মাঝারি উচ্চতার এক লোক ঢুকল ঘরে। চিনতে পারল রন, এ-ই লিউট ফেরিস।

তরুণ আর মাঝবয়সী লিউট ফেরিসের মধ্যে যে পরিবর্তন এসেছে, তাতে বিস্মিত হয়ে গেল রন। ফেরিসের চোখের নীচে বড় বড় পুটুলি। ঠোঁটের দু'পাশ ও চোখের কোণে অসংখ্য ভাঁজ। ক্লান্ত ব্লাডহাউন্ডের মতো বিষণ্ণ দেখাল তাকে। খুব সাবধানে ভারসাম্য বজায় রেখে চেয়ারের কাছে হেঁটে গেল সে, তবে চেয়ারে বসবার সময় টলে উঠল। বাসি হুইস্কির টক গন্ধ নাকে এলো রনের।

চেয়ারে বসবার আগে কারা এসেছে সেটা খেয়ালও করল না লিউট ফেরিস, বসে পড়ে চট করে দেখে নিল আগন্তুকদের, তারপর ছোট্ট করে মাথা দোলাল ক্লিভ হেস্টিংসের উদ্দেশে।

'মার্শাল?'

গোটা ব্যাপারটা সাজানো বলে মনে হলো রনের। যা ও আশা করেছিল, ক্লিভ হেস্টিংস ভারী গলায় বলল, 'আমার কেস

নয়, জাজ। ক্লার্ক ফাওলের।'

রনের চোখে স্থির হলো লিউট ফেরিসের দৃষ্টি। লণ্ঠনের আলোয় হলদে চোখের পটভূমিতে ধূসর-নীল দেখাল লিউট ফেরিসের মণি দুটো। লোকটার অপলক দৃষ্টি তাকে ফিরিয়ে দিল রন, চোখ দেখে বুঝল, একটুও বদলায়নি লিউট ফেরিস, ছোটবেলায় যেরকমভাবে মার্বেল খেলায় চুরি করত, সেরকমই অসৎ আছে এখনও।

কীভাবে জিতছে, কার কী ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে তাতে, সেসব ধর্তব্যের বিষয় নয়, লিউট ফেরিসকে জিততেই হবে সবসময়।

'বিবাদী-পক্ষ, আগেই বলে দিচ্ছি, আপনারা যা বলবেন সেটা পরে আপনাদেরই বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হতে পারে,' অভ্যস্ত সুরেলা গলায় বলল লিউট ফেরিস, কথা শেষ করে চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ রাখল সামনের দেয়ালে। 'শুরু করো, ডেপুটি শেরিফ।'

লিজার সুটকেসটা ফেরিসের সামনে টেবিলের উপর রেখে ফিতে খুলল ক্লার্ক ফাওল, ডালা খুলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে আঙুল তাক করল সুটকেসের ভিতরে। লিউট ফেরিস ঝুঁকল কী আছে দেখতে, তবে ক্লিভ হেস্টিংসের কোনও গরজ দেখা গেল না। সুটকেসে মহিলাদের পোশাকের উপরে চারকোনা বেশ কয়েকটা কৌটো দেখতে পেল রন।

'ওপিয়াম,' বলে উঠল ক্লার্ক ফাওল। 'ইউএস ট্রেজারির স্ট্যাম্প নেই একটাতেও। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এগুলোর জন্যে কর দেয়া হয়নি। বেআইনী ভাবে স্মোকিং ওপিয়াম বহনের দায়ে লিজা ট্রেইসিকে অভিযুক্ত করছি আমি।'

লণ্ঠনের হলদে আলো পড়ছে উপস্থিত সবার মুখে, খানিকটা হলদে আভা যেন গলিত মোমের মতো লেগে থাকছে চোখে-মুখে। আলোটা লিউট ফেরিসের চেহারায় এনে দিয়েছে পিশাচ-সাধকের নীচতা, ক্লার্ক ফাওলকে দেখে মনে হচ্ছে আজন্মের ক্ষুধার্ত, ক্লিভ হেস্টিংসের ফোলা চেহারাটা আলো-ছায়ায় বিদঘুটে

কোনও জন্তুর মতো দেখাচ্ছে।

ক্লার্ক ফাওল বলল, 'এটা, এবং আরও কিছু ব্যাপার- যেগুলো আপাতত জানাচ্ছি না আমি- সবকিছু স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে দেবে যে অভিযুক্ত লিজা ট্রেইসি আসলে দোষী।'

ঠোঁট বাঁকা করে হাসল লিউট ফেরিস, বলল, 'লিজা, গ্র্যান্ড জুরি ঠিক হলে তাদের সামনে দাঁড়াতে হবে তোমাকে। ততক্ষণ তোমাকে আমি আটকে রাখছি না, তবে কেউ জামিনদার না হলে পিস্তল ফ্ল্যাট ছেড়ে যেতে পারবে না তুমি।' একটু থেমে সে বলল, 'এবার পরেরজনের কেস, ডেপুটি শেরিফ।'

স্বভাবের বিরুদ্ধে এতক্ষণ চুপ করে ছিল কর্নেল মার্শল্যান্ড, এবার সে হঠাৎ করেই বলে উঠল: 'বিচারের নামে লজ্জাজনক প্রহসন হচ্ছে এখানে, নিয়মের নামে অনিয়ম হচ্ছে। আত্মপক্ষ সমর্থন করার অধিকার আছে অভিযুক্তদের, উকিল নিয়োগের অধিকার আছে।'

টেবিলের উপর কিল বসাল লিউট ফেরিস, টেবিল নড়ে ওঠায় কালো কালির একটা দোয়াত পড়ে গেল মেঝেতে, পুরোনো কার্পেটে ছড়িয়ে পড়ল কালি। নিজেকে সামলে নিল ফেরিস, তবে ফ্যাকাসে হয়ে রইল তার চেহারা। 'এই এলাকায় আইনের সব কাজ আমিই করি,' প্রায় চেঁচিয়ে বলল সে। 'বাইরের কারও মতামতের কোনও দরকার নেই আমাদের। কারও উপদেশও দরকার নেই।'

কর্নেল পাল্টা জবাব দিল, 'সাবধানে কথা বলুন, জাজ। এমনকী আপনিও বাড়াবাড়ি করে ফেলতে পারেন। তখন কিন্তু বিচারকের আসন রক্ষা করতে পারবে না আপনাকে।' কথাগুলো বলতে গিয়ে আরও খেপে গেল কর্নেল, স্বভাবসুলভ বড় বড় কথা ঝাড়তে শুরু করল। তার ছোটখাটো শরীরটা থেকে যেন ছিটকে বের হলো অমিত তেজ। হঠাৎ করেই অনিশ্চয়তায় ভুগতে শুরু করল লিউট ফেরিস।

ভারী গলায় বলে উঠল ক্লিভ হেস্টিংস: 'ডেপুটি, বিবাদীর বিরুদ্ধে কী কেস আছে সেটা জাজকে জানাও।' আসলে ফেরিসকে সামলে উঠতে সময় করে দিল সে।

দ্রুত বলে চলল ক্লার্ক ফাওল। জানাল ট্রেইনে কী ঘটেছে। তার নিজের বিরুদ্ধে যায় এমন সব কথাই চেপে গেল সে সতর্কতার সঙ্গে। তার কথা শেষ হবার পর লিউট ফেরিস বলল, 'তুমি মোটেই বদলাওনি, রন মার্লো। সবসময় মারামারি করতে মুখিয়ে থাকো তুমি।'

'মনে পড়ে না এমন কাউকে কখনও মেরেছি, যার পিটুনি পাওনা ছিল না,' বলল রন। 'আজকে যা হয়েছে সেটা ভুল বোঝাবুঝি। ক্লার্ক ফাওল গায়ে হাত দিয়েছিল লি...'

'আইনের অফিসারের গায়ে হাত তোলা শাস্তিযোগ্য অপরাধ,' বলে উঠল হেস্টিংস।

তার দিকে তাকাল না রন, লিউট ফেরিসের উদ্দেশে বলল, 'আমি তখন জানতাম না ক্লার্ক ফাওল আইনের লোক তবে জানলেও পরিস্থিতি পাল্টাত না। কোনও মহিলা লাঞ্ছিত হচ্ছে দেখলে আমি যা করেছি, সেটাই করত অন্য যে-কেউ।'

'নিজের দোষ স্বীকার করে নিলে তুমি,' বলল লিউট ফেরিস। 'তুমি হয়তো বদলাওনি, রন, কিন্তু আমরা বদলেছি। বড়দের দুনিয়ায় বাস করি আমরা। একটু আগে ডেপুটি শেরিফ ক্লার্ক ফাওল যা বলল, তার ফলে তোমাকে গ্র্যান্ড জুরির সামনে উপস্থিত করাতে আমি বাধ্য। জেলখানায় থাকতে না চাইলে জামিন দিতে পারো তুমি। জামিন এক হাজার ডলার।'

নীরবতা নামল ঘরে। একঝলক বাতাস ঝটকা দিয়ে খুলে দিল স্ক্রিন ডোর। ঝড়ের আওয়াজ বাড়ল ঘরে। আবার বন্ধ হয়ে গেল দরজা, দূরে কোথায় যেন ঘণ্টি বেজে উঠল। ঘাড় ফিরিয়ে কর্নেল মার্শল্যান্ডের দিকে তাকাল লিউট ফেরিস, চোখে শোধ নেবার দৃষ্টি।

হতবাক হয়ে গেল রন। ভেবে পেল না কাউকে প্রাপ্য পিট্টি দেয়ায় এক হাজার ডলার জামিন ধরা হতে পারে কী করে।

টিটকারির সুরে বলল ক্লিভ হেস্টিংস, 'তুমি তো বিরাট ব্যাঙ্কার, তা-ই না? জামিন দিতে তো কোনও অসুবিধে হবার কথা নয় তোমার!'

সম্বিত ফিরে পেয়ে রন জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাঙ্ক-ড্রাফট দিলে চলবে নিশ্চয়ই?'

'এখানে কোনও ব্যাঙ্ক নেই,' ফেরিসের হয়ে জবাব দিল হেস্টিংস।

কলমের নিব দিয়ে নখের ময়লা পরিষ্কার করল লিউট ফেরিস।

'নিউ ইয়র্কের ব্যাঙ্কের ড্রাফট দেব,' বলল রন।

'ওই ব্যাঙ্কে তোমার আসলেই টাকা আছে কি না সেটা নিশ্চিত হবার কোনও উপায় নেই আমাদের,' বলল হেস্টিংস।

রাগে গা জ্বলে গেল রনের, তবে চেহারায় তার কোনও ছাপ পড়ল না।

লিজার গলায় টিটকারি ঝরল, 'তুমি একটুও বদলাওনি, ক্লিভ তোমাদের একজন রনকে ধরে রাখো, অন্যরা লাথি মারো।' আড়ষ্ট পরিবেশে সবাই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আস্তে করে রনের বাহুতে হাত রাখল লিজা। 'আবারও তোমাকে বিপদে ফেলে দিয়েছি আমি, রন। চলে যাচ্ছি আমি। আমি চলে গেলে ওরা হয়তো তোমার সঙ্গে শত্রুতা কম করবে।' ঘুরে দাঁড়িয়ে স্ক্রিন দরজার কাছে চলে গেল ও।

কর্নেল মার্শল্যান্ড তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজাটা খুলে ধরল ওর জন্য। ঘণ্টির শব্দ নীরবতা ভেঙে দিল। লিজা বেরিয়ে যেতেই হঠাৎ হো-হো করে হেসে উঠে থেমে গেল অপ্রস্তুত ক্লার্ক ফাওল। সবাই তার দিকে বিরক্তি নিয়ে তাকাল।

কপালের শিরাগুলোর ভিতরে রক্তের দাপাদাপি টের পেল

রন। তবে কথা বলল শান্ত গলায়: 'উকিল চাইছি আমি।'

আস্তে করে মাথা নাড়ল লিউট ফেরিস, বড় করে শ্বাস ফেলে বলল, 'আমি এ-শহরের একমাত্র উকিল। তোমার কেস নিতে আগ্রহ বোধ করছি না আমি।' সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে এমন ভঙ্গিতে টেবিলের উপর কলম নামিয়ে রাখল সে। 'মার্শাল, বিবাদী যদি জামিন না দিতে পারে, তা হলে যথাসময় আসার আগে পর্যন্ত তাকে জেলখানায় রাখবে তুমি। গ্র্যান্ড জুরি ঠিক হলে তখন বিচারের কাজ শুরু হবে।'

ভ্রূর উপরে ঘামের বিন্দু জমছে, আঙুল দিয়ে ওগুলো মুছে ফেলল রন। বুঝতে পারছে, ওকে নিয়ে যে ষড়যন্ত্রের জাল বোনা হচ্ছে, সেটার কারণ শুধুই ছেলেবেলার শত্রুতা নয়। আপাতত এ নিয়ে চিন্তা করবে না, ঠিক করল রন। প্রথম কাজ মুক্ত থাকা। মুক্ত-স্বাধীন থাকতে হবে ওকে, না হলে সমস্ত কাজ পণ্ড হবে।

জনসমক্ষে বক্তৃতাকারী রাজনৈতিক নেতাদের মতো জোর গলায় ঘর কাঁপিয়ে বলল কর্নেল মার্শল্যান্ড, 'বিচারের নামে প্রহসনের কথা অনেক শুনেছি, কিন্তু এই প্রথম নিজের চোখে দেখলাম। ...এখন ধরা যাক রন মার্লোর জামিন আমি দেব– এল পাসোর ব্যাঙ্কের ড্রাফট– তা হলে চলবে?'

অনিশ্চয়তা পেয়ে বসল লিউট ফেরিসকে, চট্ করে হেস্টিংসের দিকে তাকাল সে। হেস্টিংস বলল, 'এই লোকের ব্যাপারে কিছুই জানেন না আপনি, কর্নেল।'

'যা জানি সেটা যথেষ্ট,' গমগম করে উঠল কর্নেল মার্শল্যান্ডের কণ্ঠস্বর। 'ক'দিন পর আমার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হবে ওর।'

পরবর্তী নৈঃশব্দ্যে বাড়ির পিছন থেকে তক্তা ককানোর আওয়াজ শোনা গেল।

'বন্দির হাত থেকে হ্যান্ডকাফ খুলে দাও, ডেপুটি,' বলল ফেরিস।

ধাতব একটা আওয়াজ হলো হ্যান্ডকাফ খোলায়। খসখস

আওয়াজ তুলল লিউট ফেরিসের কলম। ওটা দিয়ে দ্রুতহাতে ব্যাঙ্ক-ড্রাফট লিখছে কর্নেল মার্শল্যান্ড।

*

কর্নেল মার্শল্যান্ড আর রন যখন জাজ লিউট ফেরিসের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো, দক্ষিণ দিক থেকে আটটার ঘণ্টা দিল একটা ঘড়ি– সুরেলা আওয়াজটা ঝড়ো হাওয়ায় ভেসে এলো। উত্তর ও পুবে মেঘের কোলে ঘনঘন ঝিলিক দিচ্ছে বিদ্যুৎ। বৃষ্টি কমে ইলশে-গুঁড়িতে পরিণত হয়েছে। ছোট ছোট কণাগুলো চোখে-মুখে এসে পড়ছে বলে ভাল দেখতে পেল না ওরা।

রন বলল, 'মনে হচ্ছে এবারের অভিযানে তুমি এমন এক লোকের সঙ্গে যোগ দিয়েছ, যার শত্রুর অভাব নেই এ-শহরে।'

'কোনও কাজে বাধা না এলে সে-কাজ শেষ করে পাওয়া যায় না মূল্যবান কিছু,' বলল কর্নেল। বরাবরের মতোই গমগম করল তার গলা, কিন্তু রন টের পেল, খানিকটা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে মার্শল্যান্ড।

ওরা হাওয়ার্ড হোটেলের লবিতে ঢুকতেই সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মিশেল। ডেস্কে হাওয়ার্ডকে দেখা গেল না।

'তোমার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম, রন,' বলল মিশেল। মেয়েটার গলায় একইসঙ্গে প্রকাশ পেল উদ্বেগ, অভিযোগ, ধৈর্যহীনতা ও রাগ। মিশেলের বলবার ভঙ্গি রনের ভিতরেও ওই একইধরনের প্রচ্ছন্ন অনুভূতি জন্ম দিল।

কর্নেল মার্শল্যান্ড যখন বলল, 'আমি যাচ্ছি, রাতের মিটিঙের জন্যে তৈরি হতে হবে ' নিজেকে অবহেলিত মনে হলো রনের। কর্নেল যোগ করল, ডিনার বাদ দিচ্ছি আমরা। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও, রন। অনেক কাজ পড়ে আছে। এখনও কীভাবে কী করব, তা-ই ঠিক করা হয়নি।' মেয়ের উদ্দেশে মৃদু মাথা দুলিয়ে রওনা হয়ে গেল সে। বেঁটেমতো মোটা এক লোক, দৃঢ়পায়ে হাঁটছে।

মিশেলের সামনে গিয়ে মুখোমুখি দাঁড়াল রন। মেয়েটা ওর কাঁধ সমান উঁচু। বড় বড় চোখে ওকেই দেখছে, চোখে খুঁজছে কী যেন। তারপর আলতো করে আঙুল বুলিয়ে দিল কেটে-ছড়ে যাওয়া আঘাতগুলোয়। নরম গলায় জিজ্ঞেস করল, 'ওরা কি তোমাকে খুব ব্যথা দিয়েছে, রন?'

'আমাকে ব্যথা দিতে হলে দু'জনের বেশি লোক থাকতে হবে ওদের দলে,' শুকনো গলায় বলল রন।

বুকের মাঝখানে হাত রাখল মিশেল, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'ওরা আমাকে এখানে ব্যথা দিয়েছে। প্রার্থনা করি এরকম ঘটনা যেন আর কখনও না ঘটে।' একটু থেমে জিজ্ঞেস করল মিশেল, 'কী কারণে এরকমটা হলো, রন?'

শুরু থেকে খুলে বলল রন। জানাল ট্রেইনে ক্লার্ক ফাওলের সঙ্গে দেখা হওয়া থেকে জাজ ফেরিসের বাড়িতে জামিন দেয়া পর্যন্ত, সবই।

পুরোটা সময় চুপচাপ শুনল মিশেল, একবারের জন্যও ওর চোখ সরল না রনের মুখ থেকে, তারপর বিস্মিত গলায় বলল মিশেল, 'তা হলে সবই ওই মেয়েলোকটার জন্যে? একটা ওপিয়াম চোরা-কারবারীর জন্যে?'

ধৈর্য ধরে বোঝানোর চেষ্টা করল রন: 'লিজা ওপিয়াম চোরা-কারবারী নয়, মিশেল। ব্যাপারটা সাজানো। এই ষড়যন্ত্রের পেছনে আছে ক্লিভ হেস্টিংস।'

'কিন্তু কেন? ছোটবেলায় তোমাকে পছন্দ করত না, শুধু সে-কারণে?'

'সেটা একটা কারণ। আরেকটা কারণ, ওর পরিবারের সম্পত্তি ছিল ওই তামার খনি। এখন ওটা থেকে মুনাফা তুলে বিরাট বড়লোক হয়ে যাব আমরা। আরও কোনও জোরাল কারণও আছে– আমি ঠিক ধরতে পারছি না এখনও।'

রনের শার্টের বোতামগুলোতে আঙুল বোলাল মিশেল। হঠাৎ

করে জিজ্ঞেস করল, 'রন, লিজা মেয়েটার ব্যাপারে আগে কখনও আমাকে কিছু বলোনি কেন তুমি?'

'জানতাম না পিস্তল ফ্ল্যাটের হাজার মাইলের মধ্যে আছে ও,' বলল রন, অস্বস্তি বোধ করল। 'ওর কথা বলার কোনও দরকার বোধ করিনি।'

রনের দু'কাঁধে হাত দুটো রাখল মিশেল, আস্তে করে কাঁধ দুটো ঝাঁকিয়ে নিচু গলায় বলল, 'আমি আজকেই মাত্র বুঝতে শুরু করেছি, কতখানি কম জানি আমি তোমার সম্বন্ধে।'

বড় করে শ্বাস ফেলল রন। 'মিশেল, আমি...'

দুঃখিত চেহারায় মাথা নাড়ল মিশেল। 'তোমার কঠোরতা সম্বন্ধে, রন। নিউ ইয়র্কে...'

'পিস্তল ফ্ল্যাট একটা আলাদা দুনিয়া, মিশেল,' অসম্ভব ক্লান্তি বোধ করল রন। 'তুমি যে-ধরনের সামাজিক আচরণে অভ্যস্ত, সেসবের কথা এখানে কেউ শোনেওনি কখনও।'

'থাক, আর বোলো না। মানিয়ে তো নিচ্ছি। তা ছাড়া, এখন শোনার সময় নেই একদম। বাবা চিন্তিত হয়ে পড়েছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ শুরু করতে চাইছে।'

'পরিচ্ছন্ন হয়ে নিয়ে কর্নেলের সঙ্গে বসতে দেরি হবে না আমার।'

মিশেলের হাসিটুকুতে মিশে থাকল বিষণ্নতা। 'চলো, আমি তোমার সঙ্গে হাত লাগাচ্ছি।'

রন আপত্তির সুরে বলল, 'মানুষ কী বলবে, মিশেল?'

কাঁধ ঝাঁকাল মিশেল। 'পুরুষমানুষের ঘরে কোনও মেয়েমানুষ গেলে যা বলে তা-ই বলবে। বলতে দাও ওদের। আর তুমিই তো বলেছ, আমরা নিউ ইয়র্কে নেই।' এবার মিষ্টি করে হাসল মিশেল রনের দিকে চেয়ে। 'চলো।'

আবছা আলোকিত করিডর ধরে রনের পাশে হাঁটল মিশেল। শেষমাথায় শুধু জ্বলছে একটা বাতি। বাতিটা পার হয়ে মিশেল

বলল, 'আমি জানি তোমার রুম কোন্‌টা। মিস্টার হাওয়ার্ডকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়েছি। মনে হয় আমার কৌতূহল দেখে অতি উৎসাহী অভদ্র মেয়ে মনে করেছেন ভদ্রলোক আমাকে।'

মিশেলের সঙ্গ সচেতন করে তুলল রনকে। মিশেলের দেহের সুবাস নাকে এলো ওর। দু'জন ওরা পৌঁছে গেল নির্দিষ্ট ঘরের সামনে। দরজাটা খোলা দেখল রন। বিছানার পাশে গাদা করে রাখা হয়েছে ওর ব্যাগেজ।

'দাঁড়াও একটু, মিশেল, বাতিটা জ্বেলে নিই।'

উষ্ণ ঘরটায় ঢুকে ম্যাচের কাঠি জ্বেলে লণ্ঠনটা খুঁজে সলতেয় আগুন দিল রন। পিছনে, দরজায় শিকল লাগানোর অস্পষ্ট আওয়াজটা কানে এলো ওর। ফিরে তাকিয়ে দেখল, দরজার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মিশেল, লণ্ঠনের আলোয় ওর সোনালী চুলগুলো ঝিকমিক করছে। নীল একটা গাউন পরে আছে ও, কলারটা চওড়া কাট-এর। কলারে কিছু একটা করেছে, যে-কারণে এখন আর ওখানটা আগের মতো কারুকার্যময় নেই, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে বুকের মাঝখানে গভীর খাঁজ, স্তনের গোলচে আভাস। দরজার কালো প্যানেলের সামনে ও যেন দক্ষ কোনও চিত্রশিল্পীর বহুযত্নে সৃষ্টি কোনও তৈলচিত্র।

মৃদু মাথা নেড়ে হাসল রন, নরম গলায় বলল, 'এখন তো মনে হচ্ছে এমনকী তুমিও আমাকে বিপদে ফেলতে চাইছ!'

'উঁহুঁ,' দুষ্টু হাসল মিশেল। 'যাদের ক'দিন পর বিয়ে, সেরকম দু'জন নারী-পুরুষ একসঙ্গে থাকলে আর কী বিপদ হবে, বলো তো, রন?'

দীর্ঘ কয়েকটা পদক্ষেপে দরজার কাছে চলে গেল রন, মিশেলের দু'পাশ দিয়ে হাত বাড়িয়ে দরজায় থাবা রাখল। এগোবার উপায় থাকল না মিশেলের। নড়ল না মিশেল, ঠোঁট ফাঁক করল একটু, চোখ নামিয়ে নিল।

দু'জনের মুখ খুব কাছাকাছি।

'কেমন লাগছে আমাকে দেখতে, রন?' বড় করে শ্বাস নিল মিশেল। বুকটা ফুলে উঠল ওর।

মিশেলের পুরুষ্টু ঠোঁটের উপর চোখ আটকে গেল রনের, বুঝতে চেষ্টা করল ওর না-বলা কথা। জবাবটার জন্য অপেক্ষা করল। এলো না কোনও জবাব। যখন এলো, সেটা মুখের ভাষায় নয়।

দরজা থেকে হাত সরিয়ে দু'হাতে পাঁজাকোলা করে মিশেলকে তুলে নিল রন, ওর মনে হলো একহাতে যেন মিশেলের ক্ষীণ কটি পেঁচিয়ে ধরতে পারবে ও। মুখ নামাল রন। ওর গায়ে সেঁটে গেল মিশেল, ঠোঁট দুটো ব্যস্ত হয়ে উঠল কঠোর দুটো ঠোঁট খুঁজতে।

কীসের যেন একটা বাধা সাড়া দিতে দিল না রনকে, আস্তে করে মিশেলকে নামিয়ে দিল ও। শিথিল হয়ে গেল মিশেল, এলিয়ে পড়ল ওর গায়ে। অপেক্ষা করছে। রন তাকে বুকে পিষছে না কেন দেখতে ধীরে ধীরে মদির চোখ মেলে তাকাল।

আস্তে করে পিছু হটল রন, হাত সরিয়ে নিল মিশেলের কাঁধ থেকে। সরে এলো। সরে এসে কিছুই অনুভব করল না, এমনকী একটু আগের সেই উষ্ণতাটুকুও নয়। অস্বাভাবিক এই শীতল অনুভূতিটা ভিতরে ভিতরে নড়িয়ে দিল ওকে– যেন কিছুই হারায়নি ও, হারানোর কিছু ছিলই না।

বড় বড় চোখে রনের চোখে তাকাল মিশেল, দৃষ্টিতে বিস্ময়। আস্তে আস্তে মিশেলের ঠোঁটের কোনায় বাঁকা হাসি দেখা দিল, রনকে পাশ কাটিয়ে ওয়াশস্ট্যান্ডের কাছে চলে গেল ও। বেসিনে পানি ঢেলে বলল, 'সেই ফাটা বেসিন। ...বসো, রন। দেরি করা যাবে না, বাবা তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

তোয়ালে দিয়ে দক্ষতার সঙ্গে রনের কাটা-ছেঁড়াগুলো পরিষ্কার করে দিল ও, তারপর তোয়ালেটা বেসিনে ফেলে ঘুরে দাঁড়াল। 'আমি যাচ্ছি। শার্ট পরে শহরের বুড়োদের সঙ্গে

আলাপটা সেরে ফেলো, রন।' দরজার কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল মিশেল, গ্রীবা কাত করে প্রেমিকের চোখের দিকে তাকাল। 'মিটিঙের পরে যদি আমাকে সময় দিতে পারো, তা হলে এসো, অপেক্ষায় থাকব আমি।' একটু থেমে জিজ্ঞেস করল, 'এখানে কাজ করা সহজ হবে না, তা-ই না, রন?'

কর্নেল মার্শল্যান্ডের বলা কথাগুলো মনে পড়ায় রন বলল, 'যা কিছু মূল্যবান, সেসব বিনা কষ্টে, সহজে আসে না, মিশেল।'

দরজা খুলে করিডরে বেরিয়ে গেল মিশেল। রনকে দরজায় দাঁড়াতে দেখে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'আমি কি খুব সহজেই কাছে এসেছিলাম, রন?' জবাবের অপেক্ষা না করেই হাঁটতে শুরু করল মিশেল।

দরজায় একা দাঁড়িয়ে থাকল রন, এতো সহজে মিশেলকে ভুলে যেতে পারছে ভেবে বিব্রতই বোধ করল ও। জোর করে অন্যদিকে সরাল মনটাকে।

ক্লার্ক ফাওল ও লিউট ফেরিসের সঙ্গে আজকে সন্ধ্যায় যা হলো সেটা চিন্তায় স্থান পেল ওর, সেই সঙ্গে ভাবল বেপরোয়া ক্লিভ হেস্টিংসের শত্রুতার কথা।

পাঁচ

কারও সামনে রাগ সামলে রাখবার প্রয়োজন খুব কমই হয় ক্লিভ হেস্টিংসের। পিস্তল ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা অনেক আগেই বুঝে গেছে, তার বিরোধিতা করা চলবে না, তাতে লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি। কর্নেল মার্শল্যান্ড, লিজা আর রন মার্লো খেপিয়ে দিয়েছে

ক্লিভ হেস্টিংসকে। ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে সে।

কর্নেল মার্শল্যান্ড ও রন মার্লো চলে যাবার পর ক্লার্ক ফাওলের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকল ক্লিভ হেস্টিংস।

'একটা ড্রিঙ্ক হলে ভাল হতো,' নড়েচড়ে বসে অস্বস্তি ভরে বলল ক্লার্ক ফাওল।

'জানি ভাল হতো তোমার,' টিটকারির সুরে বলল লিউট ফেরিস। 'আরও ভাল হতো মেয়েমানুষের কাছে যেতে পারলে।'

রেগে গেল ফাওল। 'দেখো, ফেরিস...'

সামনের দিকে শরীরের ভর দিল হেস্টিংস, খট্ করে মেঝেতে পড়ল তাকে বহন করা চেয়ারের পায়া দুটো। ক্লার্ক ফাওলকে ধমক দিল সে, 'আগে তুমি আমার কথা শোনো! ফাঁদে আটকা পড়েছ তুমি। এবার তোমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার না-ও করতে পারি আমি।'

রাগ আরও বাড়ল ক্লার্ক ফাওলের, ত্যাড়া গলায় সে বলল, 'মার্লোকে হেনস্তা করার সুযোগ এনে দিয়েছি আমি তোমাকে। আর কী চাও?'

'মার্লোকে শেষ করতে চাইলে খুব কাছ থেকে গোলাভরা কামান দাগতে চাইব আমি, মাত্র একটা বুলেট আছে এরকম কোনও রিভলভার দিয়ে দূর থেকে গুলি করতে চাইব না,' চোখ গরম করে ফাওলকে দেখল হেস্টিংস। 'আমরা তোমার সঙ্গে ছিলাম, কারণ আর কোনও উপায় ছিল না তখন আমাদের সামনে। এবার জবাব দাও, কোন্ আক্কেলে লিজার সুটকেসে ওপিয়াম রাখতে গেছ তুমি?'

'তোমরা জিজ্ঞেস করলেই পেটের সবকথা বলতে হবে নাকি আমাকে?' জোর দিয়ে বলতে চাইলেও ক্লার্ক ফাওলের গলায় পরাজয়ের সুরটা চাপা থাকল না।

'আমি জানতে চাইলে পেটের কথা তো বলবেই, যা বলতে বলব, তা-ই বলবে,' গুড়গুড় করে উঠল ক্লিভ হেস্টিংসের

কণ্ঠস্বর। 'তবে এখনই তার দরকার নেই। বইয়ের পাতার মতো তোমাকে পড়ে ফেলতে পারি আমি, ক্লার্ক। তোমার উদ্দেশ্য ছিল লিজাকে বিপদে ফেলা। আর কাকতালীয় ভাবে ওখানে তখন হাজির ছিল রন মার্লো।'

জাজ ফেরিসের দিকে তাকাল ফাওল। 'ড্রিঙ্ক কি এখানে দেবে, ফেরিস, নাকি রানিং আয়ার্ন সেলুনে যেতে হবে আমাকে?'

রাগ সামলে শান্ত গলায় বলল ক্লিভ হেস্টিংস, 'বোতল কোথায় আছে তুমি জানো, ফাওল। নিয়ে এসো।'

বিড়বিড় করে গাল দিতে দিতে লিউট ফেরিসের চেয়ারের পিছনের পর্দা দেয়া দরজা হয়ে ভিতরে চলে গেল ফাওল। ঠোঁটের কোণ নীচের দিকে নামিয়ে ভ্রূ উঁচু করে হেস্টিংসের দিকে তাকাল ফেরিস।

জবাবে ভারী কাঁধ দুটো ঝাঁকাল হেস্টিংস।

চট্‌জলদি ফিরে আসায় মার্শালের শ্রাগ করাটা দেখতে পেল ক্লার্ক ফাওল। খেঁকিয়ে উঠল সে, 'কাঁধ ঝাঁকালে কেন?'

লিউট ফেরিস বলল, 'বড্ড বেশি মাথা গরম তোমার, ক্লার্ক।'

'মাথা গরম?' হুইস্কির বোতল ও তিনটে গ্লাস নিয়ে এসেছে ফাওল, ওগুলো টেবিলের উপর নামিয়ে রাখল সে। আবার কিছু বলতে হাঁ করেছিল, কিন্তু ক্লিভ হেস্টিংস থামিয়ে দিল তাকে।

'বৈঠার হাতল ভেঙে ফেলো না, ফাওল, গভীর পানিতে অনেকদূর নৌকা বাইতে হবে আমাদের।'

একটা গ্লাসে হুইস্কি ঢালল ক্লার্ক ফাওল। 'কাব্য করে কথা বোলো না, আমার মাথায় ঢোকে না।'

'মনে হয় খুলে বললেও মাথায় ঢুকবে না তোমার,' ঠাণ্ডা গলায় বলল হেস্টিংস। 'এবার বলো, লিজা যখন ওর বাবাকে বলবে কীভাবে ওকে ফাঁদে ফেলেছ তুমি, আর সে আসবে তোমাকে ধরতে, তখন কী করবে ভাবছ?'

চোখ পিটপিট করল ফাওল। 'আমার মনে হয় বলবে না লিজা। যদি বলে– আমরা তো সবাই একসঙ্গে আছি, তা-ই না?' দুঃসাহসী বিল ট্রেইসি অস্ত্রহাতে তাকে খুঁজতে আসতে পারে ভেবে অস্বস্তিতে পড়ে গেল ফাওল। লিউট ফেরিসের ধূসর মাথার দিকে তাকাল সে। কেউ কোনও কথা না বলায় অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি হলো ঘরে। ভ্রূর ঘাম মুছল ক্লার্ক ফাওল।

উঠে দাঁড়িয়ে জানালার ধারে আরেকটা চেয়ারে গিয়ে বসল ক্লিভ হেস্টিংস। ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ তুলে প্রতিবাদ জানাল পুরোনো চেয়ার। লিউট ফেরিসের দিকে তাকাল হেস্টিংস। 'আমরা সবাই একসঙ্গে আছি, লিউট?'

জবাব দিল না ফেরিস। হেস্টিংস ধীর গলায় বলল, 'আমার মনে হয় আমাদের পরিকল্পনা খুলে বলার সময় হয়েছে, লিউট। সাবধান না থাকলে আমাদের স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই থেকে যাবে, অবস্থার কোনও উন্নতি হবে না শেষপর্যন্ত।' ফাওলের দিকে তাকাল সে। 'আমাদের স্বপ্ন... পরিকল্পনা শুরু হয়েছে এখানে, শেষও হবে এই পিস্তল ফ্ল্যাটেই।' যেন নিজের সঙ্গে কথা বলছে, এমন গলায় সে বলে গেল: 'নানারকম ঝামেলার মধ্য দিয়েও ইউনাইটেড ফেডারাল মাইনিং কম্পানি চালিয়ে গেছে আমার বাবা ডিয়ান হেস্টিংস; মারা যাবার আগে এই খনিটা আমাকে লিখে দিয়ে গেছে।'

ভ্রূ কুঁচকে কথা শুনছে ক্লার্ক ফাওল। হেস্টিংস কী বলতে চাইছে সেটা মাথায় ঢুকছে না তার।

মৃদু হেসে লিউট ফেরিস বলল, 'ডিয়ান হেস্টিংসের ছেলে হয়েও খুব ভাল কিছু করতে পারোনি তুমি।'

'যা করেছি তা করেছি,' তিক্ত গলায় বলল ক্লিভ হেস্টিংস। 'আগে যদি জানতাম ওই খনিতে এখনও তামা আছে, তা হলে ওটাকে ঘাড় থেকে না নামিয়ে ধরে রাখতাম।' চিন্তার ছাপ পড়ল হেস্টিংসের চেহারায়। 'হয়তো জানো, এখনও খনিতে খানিকটা

অংশ আছে আমার। কিছু টাকা এখনও পাই আমি, ক্রেতারা শোধ করেনি।'

'বিক্রি হয়ে গেছে, টাকাও পেয়ে যাবে, কাজেই খনিতে আসলে কোনও অধিকার নেই তোমার,' সিদ্ধান্তের সুরে বলল লিউট ফেরিস।

'তারপরও আমার ধারণা অধিকার বজায় রাখতে ওটুকু অংশই যথেষ্ট, যে-কারণে তোমাকে বলেছিলাম, চুক্তি বাতিল করে খনির ওই অংশ তুমি ফিরিয়ে আনো,' ঘড়ঘড় করে উঠল ক্লিভ হেস্টিংস। 'চেষ্টা করতে গিয়ে কী দেখলে তুমি, ফেরিস?'

দু'সঙ্গীর দিকে পালা করে তাকাল ক্লার্ক ফাওল, অভিযোগের সুরে বলল, 'আমরা তো পার্টনার। আমি তা হলে এসব জানি না কেন?'

হেস্টিংসকে সামান্য মাথা দোলাতে দেখে লিউট ফেরিস বলল, 'তোমার বোঝার সুবিধের জন্যে শুরু থেকে বলছি। এল প্যাসোতে গিয়েছিলাম আমি হোবার্ট অ্যান্ড স্টাফ-এর অফিসে। ইউনাইটেড ফেডারালের ভূ-সম্পত্তি তারাই দেখাশোনা করে। ওখানে প্রথমেই আমার দেখা হয় ডেভ বেল-এর সঙ্গে। সে-ও একটা প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিল ওখানে। আমি একাই ওখানে খনির ব্যাপারে আগ্রহী লোক ছিলাম না।'

'না, আমিও আগ্রহী ছিলাম,' তিক্ত গলায় বলল ক্লিভ হেস্টিংস।

'কিন্তু খনিটা তুমি বিক্রি করে দিয়েছিলে,' নরম সুরে মনে করিয়ে দিল ফেরিস। 'যা-ই হোক, দেরি হয়ে যায় আমাদের। আরেকদল ব্যবসায়ী আগেই কিনে নেয় খনি। ডেভ বেল যখন হোবার্ট অ্যান্ড স্টাফ-এর অফিসে জিজ্ঞেস করে, করা কিনেছে খনিটা, ওখান থেকে জানানো হয়, মার্লো অ্যান্ড মার্শল্যান্ড ফার্ম কিনেছে খনি।'

'ইশ্!' আফসোস করল ক্লার্ক ফাওল।

'এই হচ্ছে অবস্থা,' বলল ফেরিস। 'মনে হয় তুমি ছাড়া অন্য সবাই জানত খনিটাতে "ওর" আছে। তুমি জানতে পারলে না কেন, ক্লার্ক, মেইমি-র মেয়েরা খুব বেশি ব্যস্ত রেখেছিল বুঝি তোমাকে?'

হাঁ করা মুখটা খপ করে বন্ধ করল ক্লার্ক ফাওল।

টেবিলের উপর কাগজের ছোটখাটো একটা স্তূপ জড়ো করল লিউট ফেরিস। 'সুখের দিন শেষ। নতুন করে গড়ে উঠবে পিস্তল ফ্ল্যাট, কিন্তু শহরটা তখন আমরা চালাব না।'

'আমি অতটা নিশ্চিত নই,' গা-ছাড়া ভাবে বলল হেস্টিংস। 'রানিং আয়ার্নে নতুন আসা মজুররা বলাবলি করছিল আগামী একশো বছর খনিতে কাজ করতে পারবে তারা। একশো বছরে অনেককিছুই ঘটতে পারে। আসলে কয়েকদিনই যথেষ্ট। শুধু খানিকটা সময় দরকার আমাদের।'

ক্লার্ক ফাওল ব্যস্ত হয়ে বলল, 'এখন যদি রন মার্লোকে জেলে ভরা যায়, ক্লিভ? তা হলেই তো...'

'আমরাও তা-ই ভেবেছি,' বলল হেস্টিংস। 'না হলে ভাবছ এমনি এমনি তোমাকে সহযোগিতা করেছি আমরা?'

শিরা-ওঠা হাত দুটো টেবিলের উপর রাখল লিউট ফেরিস, মাথাটা বুকের কাছে ঝুঁকিয়ে উঁচু করল কাঁধ দুটো। স্বল্প আলোয় তাকে দেখে মনে হলো কোনও গারগয়েল। কাঁপা হাতে গ্লাসে হুইস্কি ঢালল সে, মদে চুমুক দিয়ে বলল, 'হেস্টিংসদের খনি আবার চালু হবে, এটা শহরের সবার স্বপ্ন। ডেভ বেল, নিক হাওয়ার্ড, ম্যাক পিলার, তুমি, আমি, ক্লার্ক, ফ্র্যাঙ্কন– পুরোনো দিনগুলো যাদের মনে আছে, তারা সবাই চায় চালু হোক ওই খনি।' ফাওলের দিকে চেয়ে বাঁকা হাসল লিউট ফেরিস। 'বুড়ো জিং ওয়াং-এর খদ্দেররা বোধহয় অপেক্ষায় আছে লিজার সুটকেসে রাখা ওপিয়ামগুলো নিয়ে কখন তুমি ওখানে পৌঁছাবে।' পিঠ সোজা করে আঙুলগুলো ধীরে ধীরে ছড়াল সে টেবিলের

উপর, ঠোঁট দুটো বাঁকিয়ে আঙুলের দিকে তাকাল, মনে হলো একটা একটা করে গুনে দেখছে সবক'টা আছে কি না। আত্মগত ভাবে বলল, 'অনেক বেশি দেরি করে ফেলেছি আমরা। ইউনাইটেড ফেডারাল-এর জমি বিক্রি হয়ে যাবার আগেই...'

'এ-ই ভাল হয়েছে,' তাকে থামিয়ে দিল ক্লিভ হেস্টিংস। 'হোবার্ট অ্যান্ড স্টাফ বড় ওকালতি ফার্ম, ওদের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারতাম না আমরা। কিন্তু মার্লোর ওপর পারব।'

মাথা উঁচু করল লিউট ফেরিস, জ্বলজ্বল করে উঠল তার চোখ দুটো। আস্তে করে মাথা দুলিয়ে ক্লার্ক ফাওলের দিকে তাকাল সে। 'আমাদের পদ্ধতিটা এমন হতে হবে, যাতে কেউ কিছু টের না পায়।'

'যেমন?' রাগ প্রকাশ পেল ফাওলের কণ্ঠে।

বড় করে শ্বাস ফেলল ক্লিভ হেস্টিংস, তারপর ধীর স্বরে বলল, 'ওপিয়ামের কৌটাগুলো পৌঁছে দিয়ে আমাদের অংশের টাকা নিয়ে এসো জলদি করে। ফেরার পথে কাপড়গুলো লিজাকে ফিরিয়ে দিয়ে আসবে।'

'কেন?' প্রতিবাদের সুরে জিজ্ঞেস করল ফাওল। 'কোর্টে কেস উঠলে তখন প্রমাণ হিসেবে দরকার হবে ওগুলো।'

বিড়বিড় করে ফাওলকে গালি দিল হেস্টিংস, কিন্তু লিউট ফেরিস শান্ত কণ্ঠে বলল, 'ক্লিভ যা বলছে সেটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমাকে। কোনওরকমের কোনও কেস উঠবে না কোর্টে।'

উঠে দাঁড়িয়ে দরজার কাছে চলে গেল ক্লিভ হেস্টিংস, ওখান থেকে বলল, 'আমরা এখানে বসে বকবক করছি, আর ওদিকে কাজ শুরু করে দিয়েছে রন মার্লো।' লিউট ফেরিসের দিকে তাকাল সে। 'আইনের বই ঘেঁটে দেখো মার্লোকে ঠেকাবার কোনও পথ আছে কি না। অন্তত দেরি করিয়ে দেয়া দরকার ওকে।'

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল ক্লিভ হেস্টিংস। ঝড়ের আওয়াজ ঢুকল ঘরে।

*

রন মার্লোর সঙ্গে শহরের আদি নাগরিকদের মিটিংটা হলো কর্নেল মার্শল্যান্ডের ঘরে। শহর ছেড়ে চলে যাওয়া একশো দুটো পরিবারের পক্ষে কথা বলল এলাকার অন্যতম ধনী মানুষ, জেনারেল স্টোরের মালিক ডেভ বেল, হার্ডওয়্যার স্টোরের মালিক ম্যাক পিলার ও হাওয়ার্ড হোটেলের মালিক নিক হাওয়ার্ড। বাবার রেখে যাওয়া হোটেলটা ছাড়াও শহরের আশপাশে বেশ অনেকখানি জমি আছে নিক হাওয়ার্ডের।

মিটিঙে সভাপতিত্ব করল কর্নেল মার্শল্যান্ড। কর্নেল ও রনের সামনের টেবিলের উপর থাকল বেশ কিছু কাগজ। তার মধ্যে আছে এঞ্জিনিয়ার ও ধাতু বিশেষজ্ঞদের রিপোর্ট, ইউনাইটেড ফেডারাল মাইনিং কম্পানির কর্মকাণ্ডের খতিয়ান।

নতুন করে পরিচিতির পালা চুকতেই সময় নষ্ট না করে কাজের কথায় চলে এলো কর্নেল মার্শল্যান্ড।

'ভদ্রমহোয়গণ, পিস্তল ফ্ল্যাটে এই সেদিনও তামার ব্যবসাই ছিল সব। অ্যারিযোনায় তামার খনি-ব্যবসা ছিল সমস্ত ব্যবসার রাজা। তারপর মারা গেল সেই রাজা। কিন্তু ওয়াল স্ট্রিটের প্রতিদিনের রিপোর্ট বলছে, দিন পাল্টেছে, আবার দারুণ বাজার পাবে তামা।' বেঢপ আঙুলের মোটা মোটা গাঁট গুনে একটা একটা করে বলে যেতে শুরু করল কর্নেল, 'বিদ্যুতের যুগে প্রবেশ করেছি আমরা। বিদ্যুৎ পরিবহন করতে তামার জুড়ি নেই। টেলিগ্রাফ, টেলিফোনের তার, বৈদ্যুতিক তার তৈরিতে তামার বিকল্প নেই বললেই চলে। তামা দিয়ে তৈরি হচ্ছে বয়লার, স্টিলস, রান্নার সরঞ্জাম, নানারকমের অসংখ্য পাইপ, পেরেক, তার, নাম-ফলকের প্লেট, বজ্রবিদ্যুৎ থেকে রক্ষা পাবার খুঁটি– আরও যেসব জিনিস তৈরি করতে তামা দরকারী,

সেগুলোর নাম সারারাত বলে যেতে পারব আমি।'

ডেভ বেল-এর শীর্ণ হাত টেবিলের উপর শিথিলভাবে পড়ে আছে। কর্নেল থামতেই শুকনো গলায় সে বলে উঠল: 'বলার কোনও দরকার নেই। তামা দিয়ে কত কী তৈরি হয় তা আমরা জানি। এটাও আমাদের অজানা নেই যে, ক্লিভ হেস্টিংস ইউনাইটেড-এর মালিকানা বিক্রি করতে পেরে জানে বেঁচেছে। সহজে পাওয়া যাবার মতো সমস্ত তামা তোলা হয়ে গেছে ওই খনি থেকে।' ঝুঁকে বসল ডেভ বেল, গর্তে ঢোকা কাছাকাছি বসানো উজ্জ্বল চোখ দুটো রাখল কর্নেল মার্শল্যান্ডের চোখে। 'আমাদের ঠিক কী গেলাতে চাইছেন, কর্নেল?'

'বলছি,' একটুও দমে গেল না মার্শল্যান্ড। 'একদম সাদা কথায় বুঝিয়ে দিচ্ছি।' মুঠো করা হাত দুটো কাঁধের উপর দিয়ে শহরের পিছনের টিলাগুলোর দিকে তাক করল কর্নেল। 'ওই মিউল হিলে পঞ্চাশ মিলিয়ন টন তামা ছিল। এখনও মিলিয়ন মিলিয়ন টন নিচু গ্রেডের তামা আছে। কিন্তু ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বলে উত্তোলন করা সম্ভব হয়নি।' সামনে রাখা কাগজগুলোর উপর থাবা রাখল কর্নেল। 'আমার তালুর নীচে যে-কাগজগুলো আছে, সেগুলোতে লেখা আছে কীভাবে ওই তামা লাভজনকভাবে উত্তোলন করা সম্ভব। আমার পরিকল্পনা মতো কাজ করা হলে নামকরা মাইনিং এঞ্জিনিয়ার থাকব না আমি শুধু, হয়ে যাব ধাতুবিজ্ঞানের জগতে বিরাট এক যুগান্তকারী আবিষ্কারক।' জ্বলজ্বলে চোখে ডেভ বেলের দিকে তাকাল মার্শল্যান্ড। 'সেজন্যে আপনাদের কাউকে তেমন কোনও অবদান রাখতে হবে, তা নয়। আমার ধাতু-সংগ্রহ-প্রক্রিয়া রন মার্লো আর আমাকে রাজাদের চেয়েও বেশি ধনী করে তুলবে। সেই সঙ্গে ধনী হয়ে উঠবেন আপনারাও— যদি সাহায্যের হাত বাড়াতে ভুল না করেন।'

কর্নেল মার্শল্যান্ডের কথার ফাঁকে সবার উপর চোখ বুলাল

রন। চেহারা দেখে মনে হলো নিক হাওয়ার্ড ও ম্যাক পিলার অবিশ্বাস নিয়ে শুনছে কথাগুলো।

ডেভ্ বেলের নিস্পৃহ চেহারা দেখে কিছুই বুঝবার উপায় নেই। কর্নেল থেমে যাওয়ায় সে বলল, 'একটু খুঁতখুঁতে স্বভাবের লোক আমি, কর্নেল। আপনার কথা আমাকে হতাশ করেছে। ভেবেছিলাম এখানে পড়ে থাকা যন্ত্রপাতি ন্যায্য-মূল্যে আপনাদের কাছে বিক্রি করতে পারব, খানিক লাভ হবে তাতে আমার। আগে থেকে অনুরোধ করে বিক্রি করতে নিষেধ না করলে ওসব যন্ত্র আমি অন্য অনেক উৎপাদকের কাছে আরও বেশি লাভে বিক্রি করতে পারতাম।' কথাগুলো বুঝবার জন্য সময় দিল ডেভ বেল, তারপর আবার শুরু করল, 'কর্নেল, আপনি যে পরিকল্পনা করেছেন, তাতে এখন দেখা যাচ্ছে যে-কাজে হাত দিতে চাইছেন, সে-তুলনায় প্রাথমিকভাবে খুব কম টাকার মেশিনই আপনি কিনবেন। অথচ এটা পরিষ্কার যে, কাজ শুরু করতে হলে প্রচুর মূলধন দরকার হবে আপনাদের। অত টাকা আমাদের প্রাক্তন খবরের-কাগজওয়ালা হকারের আছে কি না তাতে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। কর্নেল, মূলধন জোগাড় করবেন কী করে আপনি?'

ডেভ বেলের সরু দু'ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটে উঠল, চেয়ারে হেলান দিল সে, বিজয়ীর দৃষ্টিতে তাকাল সবার দিকে। রন মার্লোর উপরে এসে স্থির হলো তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

হাত দিয়ে কাগজ সরিয়ে টেবিলের উপর দু'হাত রাখল রন, দু'হাতের আঙুলগুলো পেঁচিয়ে টান দিয়ে খুলল, তারপর শান্ত গলায় বলল, 'খুঁটিতে টান দিয়ে টাকা জোগাড় করব আমরা। মিউল হিলের ভেতরটা মৌচাকের মতো ফোঁপড়া। ওই অজস্র সুড়ঙ্গের ছাদ যাতে ধসে না পড়ে, সেজন্যে হাজার হাজার কলাম রেখে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে আরও ভেতরের দিকে যেতে হয়েছে মজুরদের। তামার পরিমাণ যেখানে খুব বেশি, কলামগুলো সবই

কিন্তু সেখানে। আমাদের জরিপে দেখা গেছে, ওখানে যে-পরিমাণ উন্নতমানের তামা আছে, সেগুলো বিক্রি করে মেশিন কেনার টাকা জোগাড় করা বা সমস্ত প্রাথমিক খরচ সহজেই মেটানো সম্ভব। আমাদের এখন দরকার উন্নতমানের কনসেন্ট্রেটর, মেরামত করা একটা স্মেলটার, তামা পরিশোধনের জন্যে বড় একটা ট্যাঙ্কি, আর কর্নেলের পদ্ধতিতে খনিজ উত্তোলন করতে বিদ্যুৎ তৈরির শক্তিশালী একটা জেনারেটর।' দম নিতে থামল রন, দেখল ডেভ বেলের আত্মপ্রত্যয়ী ভাবটা বিদায় নিয়েছে, চেহারায় খেলা করছে সতর্ক আগ্রহ।

'কলামগুলো থেকে টাকা আসার আগে তো ওগুলোকে খসিয়ে ফেলে তামা বের করতে হবে,' বলল ডেভ বেল। ম্যাক পিলারের দিকে চট্ করে তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিল সে। 'যারা হাল না ছেড়ে নিজের দায়িত্বে খনিতে তামা খুঁজেছে, তারা তো এতদিন বসে নেই– তা ছাড়া, যা ভাবা হচ্ছে, কলামগুলো থেকে সে-পরিমাণ টাকার তামা না-ও বের হতে পারে।'

'ওটা নিয়ে কোনও চিন্তা নেই,' ডেভ বেলের কথা উড়িয়ে দিল রন, 'আমরা ভাবছি মজুরদের বেতনের কথা। কালকে থেকে কাজ শুরু করবে তারা, করতে থাকবে যতদিন না আরও লোক আসে– পুরোদমে কাজ চালু করতে পারি আমরা।'

'থাকার জায়গা পাবে কোথায় অত লোক?' নিক হাওয়ার্ডের গলাটা অস্ফুট শোনাল।

উত্তেজনার ছাপ পড়ল ম্যাক পিলারের চোখে: 'মানুষ জিনিসপত্র কিনবেই। পিস্তল ফ্ল্যাটের জনসংখ্যা যদি ওরকমভাবে বাড়তে থাকে, তা হলে সপ্তাহ ফুরোবার আগেই দোকানের সমস্ত তাক খালি হয়ে যাবে আমার।'

অন্য দু'জনের তুলনায় ডেভ বেল অনেকটাই সংযত, সে বলল, 'মিস্টার মার্লোর প্রস্তাবটা নিঃসন্দেহে বিবেচনাযোগ্য।'

ডেভ বেলের দিকে তাকাল রন, শান্ত গলায় বলল, 'আগামী সপ্তাহের শেষে মজুরি দিতে হবে আমাদের। দিতে আমরা পারব কি না সেটার ওপর নির্ভর করে তোমার ব্যবসা বাড়বে কি না, মিস্টার বেল।' থামল রন, অপেক্ষা করল, তারপর ওর বক্তব্য অন্যরা বুঝবার পর বলল, 'আমরা চাইছি চলতি মূলধন তোমরাই জোগান দাও। ঋণ হিসেবে টাকাগুলো দেবে তোমরা।'

'এখন যে-হারে ঋণ দেয়া হয়, সে-হারে?' জিজ্ঞেস করল ডেভ বেল।

'অবশ্যই।'

হাসল ডেভ বেল। নেতিবাচক ভঙ্গিতে আস্তে করে মাথা নাড়ল। 'ব্যক্তিগত ভাবে বেশকিছু টাকার ঝুঁকি নিতে রাজি ছিলাম আমি, কিন্তু সেটা ঋণ হিসেবে নয়। খনির অর্ধেক মালিকানার বদলে টাকা ঢালতে রাজি আছি আমি।'

হতবাক হয়ে ডেভ বেলের দিকে তাকাল রন। কর্নেল মার্শল্যান্ড নাক দিয়ে ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করল। হাওয়ার্ডের দিকে তাকাল রন। 'নিক? তুমি কী বলো?'

কাঁধ ঝাঁকাল নিক হাওয়ার্ড। 'ভেবে দেখতে হবে আমাকে।'

'পিলার?'

'আমি বেলের সঙ্গে আছি,' জবাব দিল হার্ডওয়্যার স্টোরের মালিক।

ডেভ বেলের দিকে ফিরে তাকাল রন, মেকি হাসিটা ঠিক একইভাবে ফিরিয়ে দিল, তারপর দুঃখপ্রকাশের সুরে বলল, 'লোভ খুব খারাপ জিনিস, মিস্টার বেল। তোমরা ভাবছ বেকায়দা অবস্থায় পেয়েছ আমাদের, তাই...'

'আমি এখনও মনস্থির করিনি, ব্যস,' বলল হাওয়ার্ড।

'তা হলে আরও পরিষ্কার করে বলি,' কর্নেল মার্শল্যান্ডের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল রন, হাসিটা বিন্দুমাত্র ম্লান হলো না ওর, 'ডেভ বেল মনে করছে অর্থনৈতিক ভাবে ফাঁদে পড়েছি

আমরা। ভাবছে ফাঁকি দিতে পারিনি আমরা তাকে।'

দৃষ্টির উজ্জ্বলতা হ্রাস পেল ডেভ বেলের, খানিকটা আহত বোধ করে সে বলল, 'ফাঁকি দিচ্ছ তা ভাবিনি আমি, মার্লো, পুরো ব্যাপারটাই আসলে ব্যবসা।'

'হ্যাঁ, ব্যবসা, খুব ভাল ব্যবসা, মিস্টার বেল,' শুকনো গলায় বলল রন। 'তুমি যা লাভ করছিলে, তার চেয়ে বেশি লাভ হবে এরকম একটা প্রস্তাব দিয়েছিলাম আমরা, কিন্তু আরও অনেক বেশি চাইছ তুমি। ঠিক আছে, খনিতে য-পরিমাণ তামা আছে তার হিসেব দেখলে এল পাসোর ব্যাঙ্ক ঠিকই ঋণ দেবে আমাদের। তাদেরকে অংশীদারও করতে হবে না। তোমাদের শুধু এটাই পরামর্শ দেবার আছে, বেশি করে মালামাল আনাও, পিস্তল ফ্ল্যাট নতুন করে জমে উঠবে। ...আমার আর কিছু বলার নেই। এখানে কষ্ট করে আসার জন্যে সবাইকে ধন্যবাদ।'

এভাবে হঠাৎ প্রত্যাখ্যাত হয়ে নড়ে গেল ডেভ বেল, একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল সে, 'কত টাকা দরকার তোমাদের, মার্লো?'

কাঁধ ঝাঁকাল রন। 'আগামীকাল রাতে টাকা জোগাড় করতে রওনা হবে কর্নেল। যদি তোমরা কেউ ঋণ দিতে আগ্রহ বোধ করো, তা হলে ট্রেইনের সময় হবার আগে যোগাযোগ করতে পারো।'

শেষ হয়ে গেল মিটিং।

নিক হাওয়ার্ডের পাশে করিডর ধরে হাঁটতে গিয়ে রন খেয়াল করল, মিশেলের ঘরের দরজার তলা দিয়ে কোনও আলোর রেখা আসছে না। আন্দাজ করল, ঘুমিয়ে পড়েছে মিশেল।

খানিকটা অনিচ্ছা নিয়ে হোটেল ছেড়ে ঝড়ের মধ্যে অন্ধকারাচ্ছন্ন রেল-রাস্তায় বেরিয়ে গেল ম্যাক পিলার ও ডেভ বেল।

লবির একটা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে হলুদ

রেইনকোট গায়ে এক লোক, পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে নিক হাওয়ার্ডের দিকে এগিয়ে এলো সে। কার্পেটে দাগ ফেলল তার কাদামাখা বুটজুতো। জোর গলায় কথা বলে সে, কিন্তু কেন যেন শুনতে খারাপ লাগে না।

'নিক, তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম,' বলল সে। রন আন্দাজ করল, এই লোক সবসময় নির্দেশ দিতে অভ্যস্ত। তবে এখন তার কণ্ঠস্বরে একইসঙ্গে দাবী ও অনুরোধের সুর ফুটে উঠেছে। 'কিছু টাকা ধার হিসেবে দরকার আমার।'

'যা লাগে নেবে, জর্জ,' আন্তরিক স্বরে বলল নিক হাওয়ার্ড, 'তবে তার আগে পরিচয় করিয়ে দিই রন মার্লোর সঙ্গে।' রনের বাহুতে হাত রাখল সে। 'জর্জ ব্রাউন এই এলাকার সবচেয়ে বেশি জমির মালিক, রন। যদি মিউল হিলের ওপর থেকে চারপাশে তাকাও, জর্জের জমি ছাড়িয়ে দৃষ্টি যাবে না তোমার।'

নৌকার বৈঠার মতো চওড়া, কড়া পড়া শক্ত হাতটা বাড়িয়ে দিল জর্জ ব্রাউন, করমর্দন শেষে বলল, 'জমি থাকলেও পকেটে পয়সা নেই বলেই আসতে হলো।' পকেট থেকে ভাঁজ করা খবরের কাগজের একটা টুকরো বের করল সে, ওটা ধরিয়ে দিল নিক হাওয়ার্ডের হাতে।

পাশ থেকে কাগজের লেখাগুলো চোখে পড়ল রনের। ডেনভার পোস্ট-এর একটা বিজ্ঞাপন। লিখেছে, ক্যানসাস সিটির একটা ঘোড়া নিলামের ফার্ম মেয়ার কিনছে। মেয়ারগুলোর দাম ষাট ডলার করে দিচ্ছে তারা।

জ্বলজ্বল করে উঠল জর্জ ব্রাউনের চোখ। 'অ্যাপাচিদের কম্বলে যত উকুন থাকে, তার চেয়েও বেশি বুনো ঘোড়া আছে মিউল মাউন্টেনে। কারও সম্পত্তি না ওগুলো। মেয়ারগুলো ধরে ধরে ক্যানসাস সিটিতে পাঠাব আমি। লোকের কোনও সমস্যা নেই, দিনে এক ডলার বেতনে সারাদিন বাঙ্কহাউসের ধারে অলস ঘোরাঘুরি করছে আমার কাউবয়রা। নয়শো ডলার পেলে

যে-পরিমাণ ঘোড়া আমি ক্যানসাস সিটিতে পাঠাতে পারব, তাতে চল্লিশ হাজার ডলার উঠে আসতে দেরি হবে না।'

'অবিশ্বাস্য,' বিড়বিড় করল রন।

'বিরাট একটা সুযোগ,' অধৈর্য কণ্ঠে বলল জর্জ ব্রাউন। 'কী বুঝলে, নিক?'

নিক হাওয়ার্ড দ্বিধায় ভুগে রনের দিকে তাকাল। 'ব্যাংক ব্যবসায় ভাল করেছ তুমি, রন। তুমিই ভাল বলতে পারবে।'

রন জিজ্ঞেস করল, 'খবরের কাগজটা কতদিন আগের, ব্রাউন?'

'কতদিন আগের তাতে কী যায় আসে? হবে হয়তো কয়েক সপ্তাহ।'

'প্রথম দফা ঘোড়া জোগাড় করতে কতদিন লাগতে পারে?'

'এখানে দাঁড়িয়ে বকবক না করলে কয়েকদিনের মধ্যে ট্রেইন ভরে ঘোড়া পাঠাতে পারব।' হাসি-খুশি চেহারায় চিন্তার ছাপ পড়ল ব্রাউনের। 'কী ভাবছ? আমি তো বলছি এটা বিরাট একটা সুযোগ।'

মাথা নাড়ল রন। 'তুমি যখন ঘোড়া নিয়ে ক্যানসাস সিটিতে পৌঁছুতে পারবে, ততদিনে এই খবরটা হয়ে যাবে অন্তত এক মাসের পুরোনো। তুমি এটাও জানো না আরও কতগুলো রাজ্যে এই বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। রকি মাউন্টেইনের আশপাশের সবগুলো ঘোড়া এতোদিনে করালে ঢোকানো হয়ে গেছে, অথবা ওগুলো আছে এখন ক্যানসাস সিটির পথে। ঘোড়ার দাম ওখানে এতো পড়ে যাবে যে ঘোড়া বিক্রি করে তোমার যাতায়াত খরচা আর ঘোড়ার খাবারের দামও উঠবে না।'

'কিন্তু ঝুঁকিটা নেব আমি,' একরোখা গলায় বলল জর্জ ব্রাউন। 'নিক জানে, ও চাইলে যা টাকা নেব তার বদলে ওই দামের গরু দিয়ে দেব ওকে।'

কাঁধ ঝাঁকাল রন। 'আমি হলে এক পয়সাও খরচ করতাম না।'

'কেন?'

'গরু দিয়ে যখন তোমাকে ঋণ শোধ করতে হবে, তখন টাকা ধার দিয়েছিলাম বলে হাজারটা গালি দেবে তুমি আমাকে। মানুষ এমনই হয়।'

নিক হাওয়ার্ড সন্দেহের সুরে বলল, 'ওরকম ভাবে টাকা চাই না আমি, জর্জ। বেহুদা বদনামের ভাগী হবো কেন!'

রনের দিকে কড়া চোখে তাকাল জর্জ ব্রাউন, তারপর হলুদ রেইনকোটের নীচে কাঁধ দুটো জোরে ঝাঁকি দিল। চেহারা দেখে মনে হলো সমস্ত রসবোধ হারিয়েছে সে। হ্যাঁচকা টানে খবরের কাগজের টুকরোটা নিক হাওয়ার্ডের হাত থেকে নিয়ে আবার ভাঁজ করে পকেটে রেখে বলল, 'টাকা দেবার মতো লোক আরও আছে, নিক। তাদের শহুরে কোনও উপদেষ্টা নেই। এমন উপদেষ্টা নেই যারা ঘোড়ার ব্যাপারে কিছুই জানে না।'

'ব্যাপারটা তুমি এভাবে নিচ্ছ বলে আমি সত্যি দুঃ...'

'এভাবেই নিচ্ছি,' কড়া গলায় নিক হাওয়ার্ডকে থামিয়ে দিল জর্জ ব্রাউন, ঝট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে পা বাড়িয়ে বলল, 'কেন এসেছিলাম ভুলে যাও।'

গটগট করে হেঁটে দরজা খুলে লবি থেকে বেরিয়ে গেল জর্জ ব্রাউন। দরজা খোলায় ঝড়ের জোরাল আওয়াজ ঢুকেছিল লবিতে, দরজাটা বন্ধ হয়ে যেতে আবার আবছা হয়ে গেল শব্দটা।

খানিক পর নিক হাওয়ার্ড বলল, 'তোমার ধারণা সত্যি হলে হয়, নইলে বলব একজন ভাল বন্ধু হারিয়েছি আমি।'

রন বলল, 'আর আমি বানিয়েছি আরেকজন শত্রু।'

ছয়

পরদিন ভোর এলো ম্লান আলো নিয়ে। বাতাস আগের মতোই জোরাল। ফুলে ওঠা মেঘরাশি এলিফ্যান্ট-হেড বাটকে লুকিয়ে রেখেছে। মিউল হিলের চুড়ো ঘিরে রেখেছে ঝিরিঝিরি বৃষ্টির অযুত-নিযুত কণা। ঘুম থেকে জেগে ওঠা পিস্তল ফ্ল্যাটকে স্বাগত জানাতেই যেন ডিপোতে ঢুকল একটা হালকা রেলগাড়ি।

হাওয়ার্ড'স হোটেলের বারান্দায় এসে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল রন, তারপর রাস্তায় নেমে রেল-রাস্তা ধরে পশ্চিমে এগোল। বোর্ডওয়াকে খটখট আওয়াজ করছে ওর বুটজুতো, তারপর শব্দটা তলিয়ে যাচ্ছে বনিলাস সেতুর নীচ দিয়ে দ্রুত বহতা স্রোতের কলধ্বনিতে।

সেতুর মাঝখানে থেমে নীচের ক্রীকের দিকে তাকাল রন, লালচে রঙের তীব্র স্রোতে ভেসে যেতে দেখল পাড় থেকে উপড়ে যাওয়া একটা ঝোপ, ক্যানিয়নের উপরদিকে যেসব চাইনিজরা থাকে তাদের কারও মুরগির ঘর; আরও আছে টিনের ক্যান, কাগজ, হাবিজাবি নানান জিনিস।

একটা চিন্তা এলো রনের মাথায়।

এই ছুটে চলা স্রোত উপর থেকে নেমে শহর ছাড়িয়ে গিয়ে আরও সিকি মাইল নামবে, তারপর ছড়িয়ে পড়বে নীচের মেসায়, ওখানে সমস্ত পানি শুষে নেবে শুষ্ক জমি, পানির কোনও অস্তিত্ব থাকবে না– কিন্তু শহরের আবর্জনাগুলো ঠিকই পড়ে থাকবে মেসায়।

মানুষের জীবনের সঙ্গে এই স্রোতের অদ্ভুত একটা মিল আছে। তারুণ্য থেকে স্বপ্ন আর উচ্চাশা মানুষকে তাড়িয়ে ফেরে, কিন্তু এই স্রোত যতটুকু চিহ্ন রেখে যাচ্ছে, ততটুকু চিহ্ন জীবনের শেষে পৌঁছে ক'জন মানুষ রাখতে পারে পৃথিবীর বুকে? অথচ মৃত মানুষটার খারাপ কাজ, ব্যর্থতাগুলো জীবিতদের মনে রয়ে যায় আবর্জনার মতো।

সকালের নাস্তার জন্য আগুন জ্বালা হয়েছে, পুড়ছে মেসকিটের ডাল, সকালের এলোমেলো বাতাসে ভেসে আসছে তার সুবাস। বাড়ি-ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে যে-যার মতো দিনের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে মানুষ। দূরে কে যেন কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল, কুলকুচির আওয়াজটা শোনা গেল অস্পষ্টভাবে।

মেইমি জেন্টস থেকে বেরিয়ে এলো ক্লার্ক ফাওল। মাথা নিচু করে হাঁটছে। একবারও কোনওদিকে না তাকিয়ে ঢুকে গেল জিং ওয়াঙের রেস্টুরেন্টে।

খনিজ বহনের উঁচু দেয়ালে ঘেরা ওয়্যাগন চালিয়ে নীচের রেল-রাস্তার কালভার্ট পার হলো দু'জন লোক। তাদের চেহারা দেখতে পেল না রন, তবে মাথায় মাইনারদের ক্যাপ দেখে বুঝল লোকগুলোর পেশা কী। তাদের পায়ের কাছে কোদাল-শাবলও চোখে পড়ল ওর। ক্যানিয়নের পুবদিকে গিয়ে স্মেলটার ও তারও পিছনের মিউল হিলের রাস্তায় পড়ে এগিয়ে গেল ওয়্যাগন।

সেতু থেকে নেমে রেল-রাস্তা ধরে হেঁটে রানিং আয়ার্ন সেলুন পাশ কাটাল রন। ঠিক তখনই সজোরে খুলে গেল সুইং ডোর, এদিক-ওদিক না তাকিয়ে বালতি হাতে বেরিয়ে এলো এক ঝাড়ুদার, বালতির নোংরা পানি ছুঁড়ে দিল রেল-রাস্তার ধীর লালচে স্রোতে। চট্ করে তাকিয়ে এক পলকের জন্য ঝাড়ুদারের চেহারা দেখতে পেল রন। সরু মুখটা ওর পরিচিত। প্যাট্রিক। লোকটা লিজার স্বামী প্যাট্রিক টমসন।

উঁচু হিলের বুটজুতো পরে দু'হাতে দুটো কারবাইড লণ্ঠন নিয়ে ডিপো থেকে বের হলো ফ্লিন্টস্টোন ফেনটন, রেল-রাস্তা পার হয়ে জিং ওয়াঙের রেস্টুরেন্টের সামনে রনের অপেক্ষায় দাঁড়াল সে; রন কাছাকাছি হতেই ওর পিছনের দিকে ইঙ্গিত করল। 'বেকার কোনও মাইনারকে গর্ত খোঁড়া হয়েছে জানাও, দুনিয়া পার হয়ে ছুটে আসবে সে সবার আগে হাজির হতে।'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রন। রেল-রাস্তার শেষমাথায় ক্ষণিকের জন্য উঠে গেছে বৃষ্টির পর্দা, ফলে ওখানে একপাশে রাখা ছাউনি-ঢাকা একটা ওয়্যাগন দেখতে পেল ও। ক্যাম্পের আগুন থেকে ধোঁয়া উঠছে, আগুনটা ঘিরে বসে আছে বেশ কয়েকজন মানুষ।

রেস্টুরেন্টে ঢুকবার আগে রন বলল, 'আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে ওদের জন্যে।'

জিং ওয়াঙের রেস্টুরেন্ট লম্বা একটা ঘর। একসময় মাইনারদের উপস্থিতিতে সবসময় গমগম করত জায়গাটা। এখন এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বেশ কিছু টেবিল। বেশিরভাগই খালি। বাতাসে ভাসছে কফি ও ভাজা মাংসের সুবাস।

'চিনে লোকটার সঙ্গে খাবারের ব্যাপারে চুক্তি করেছি,' বলল ফেনটন। 'আমার লোকরা খাওয়া সেরে নিয়েছে। কাজও শুরু করে দিয়েছে সবাই। মালটানা গাড়ি, ট্র্যাক– সব ঠিক করতে হবে, তার আগে খনি থেকে তামা বের করা যাবে না।'

পার্টিশনের ওধার থেকে মেয়েলি গলায় ঝগড়ার আওয়াজ পাওয়া গেল। ক্যানিয়ন থেকে বোধহয় বেশ কয়েকজন চাইনিয মেয়েকে কাজে নিয়েছে জিং ওয়াং। পার্টিশনের দরজায় দেখা দিল হলদে একটা মুখ, তারপর এক তরুণী ঢুকল খাবার-ঘরে।

দূরের একটা টেবিলে দরজার দিকে মুখ করে বসেছে ক্লার্ক ফাওলার, টেবিলের তলা দিয়ে ছড়িয়ে দিয়েছে পা দুটো। সর্বক্ষণ

তামাক চিবানোয় চোয়াল নড়ছে তার। রন ঢুকতেই কড়া চোখে ওকে দেখল ফাওল, আস্তে করে পা টেনে নিল, মনে হলো যেন কুণ্ডলী পাকাল কোনও বিষাক্ত সাপ।

সোজা তার দিকে হাঁটা দিল রন।

হাত থেকে কাঁটাচামচ ফেলে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল ক্লার্ক ফাওল। লম্বা হাত দুটো দেহের পাশে ঝুলছে তার, মুঠোগুলো টেবিলক্লথের উপর রাখা। টেবিলে উরু ঠেকিয়ে থামল রন, একদৃষ্টিতে তাকাল ফাওলের শেয়ালের মতো চোখা মুখে। ওর নাকটা ফাওলের নাক থেকে বড়জোর আঠারো ইঞ্চি দূরে থাকল।

ডেপুটি শেরিফকে বিব্রত হয়ে উঠতে দেখল রন, দেখল কীভাবে আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ দূর হয়ে যাচ্ছে তার চেহারা থেকে। মনে মনে বলল ও, ভয় পাচ্ছ তুমি, ক্লার্ক ফাওল। তারপর ওর মনে পড়ল, পিছনে ক্লিভ হেস্টিংস না থাকলে কখনোই মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারে না ফাওল।

'গতকাল খুব মজা করেছ তুমি,' ধীর গলায় বলল রন। 'আর কোনও মজা পাবে না তুমি আমার কাছ থেকে। শীঘ্রি পিস্তল ফ্ল্যাটের সবচেয়ে বড় মাথা হতে যাচ্ছি আমি। তোমার মতো লোকদের বেশিদিন জায়গা হবে না পিস্তল ফ্ল্যাটে।' ফাওল কিছু বলতে পারে ভেবে খানিক অপেক্ষা করল রন, লোকটা কিছু বলছে না দেখে যোগ করল, 'ওই টিনের তারা তোমার কোনও কাজে আসবে না। যা বললাম সেটা ভেবে দেখো। ভেবে দেখে কী করবে সিদ্ধান্ত নিয়ো।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার পাশের টেবিলে ফেনটনের সঙ্গে বসল রন।

'মিস্টার মার্লো, দিলে তো বেচারার খিদেটা নষ্ট করে,' স্বভাবসুলভ জোর কণ্ঠে মন্তব্য করল ফ্লিন্টস্টোন ফেনটন।

চেয়ার পিছনে ঠেলে উঠে দাঁড়াল ক্লার্ক ফাওল, রনের উপর

থেকে একবারের জন্যও চোখ না সরিয়ে চলে গেল দরজার কাছে, বেরিয়ে গেল রেস্টুরেন্ট ছেড়ে।

ফেনটন বলল, 'আগে কোনও ব্যাঙ্কারকে দেখিনি সকালের নাস্তা শেষ না করেই কারও বারোটা বাজাতে, মিস্টার মার্লো। আজকে তোমার মেজাজ খারাপ। পারতপক্ষে তোমার ধারেকাছে থাকতে চাই না আজ।'

সেদ্ধ ডিম স্টেক, কড়া কফি দিয়ে নীরবে নাস্তা সেরে নিল দু'জন, তারপর বিল মিটিয়ে বেরিয়ে এলো রেস্টুরেন্ট থেকে। রাস্তায় দাঁড়াতেই ওদের সামনে এসে দাঁড়াল বিরাট আকৃতির এক লোক। ফেনটনের চেয়েও অন্তত তিন ইঞ্চি লম্বা হবে সে। হাতের মুঠোগুলো মরচের মতো লাল। 'মিস্টার মার্লো?' ফেনটনের দিকে তাকাল সে।

রনের দিকে মাথা কাত করে দেখাল ফেনটন। 'এই যে বস্।'

রাস্তার শেষমাথা দেখাল দানব। 'কাজ করতে এসেছি। পরিবারে সাতজন আছে আমার, ওয়্যাগনে ভিজতে হচ্ছে, নড়াচড়ার জায়গা নেই। একজন বলল তোমার সঙ্গে দেখা করতে।'

রনের দিকে তাকাল ফেনটন। 'বলেছিলাম না দুনিয়ার আরেকপ্রান্ত থেকেও এসে হাজির হয়ে যাবে?'

'দুপুরের আগেই তোমার পরিবারের থাকার জায়গা করে দেব,' দানবকে আশ্বাস দিল রন। 'আর কাজের ব্যাপারে কথা বলতে হলে মিস্টার ফেনটনের সঙ্গে বলো। যত বিনয়ই ও করুক, এখন থেকে খনির কাজে সব লোক ও-ই ভাড়া করছে।' ফেনটনের দিকে তাকিয়ে হাসল রন, মাইনারের ধন্যবাদের জবাবে মৃদু নড করে ধীরপায়ে রওনা হয়ে গেল। একটু পর ওকে ধরে ফেলল ফেনটন।

ক্যানিয়ন থেকে লিজাকে বৃষ্টিতে ভিজে আসতে দেখল রন।

লিজার হাতে একটা শপিং বাস্কেট। গায়ে পুরুষদের কোট, ভিজে কালো হয়ে গেছে। রনকে দেখে হাসল লিজা।

'বাবা জানতে চায় তার পছন্দের হকার বড় হয়ে কেমন হয়েছে। আমি বলার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু বাবা বলল আমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি দশফুট লম্বা হয়ে গেছ।'

'হতাশ হতে হবে মিস্টার ট্রেইসিকে,' মৃদু হাসল রন। ওর মনে হলো লিজার উষ্ণ হাসিটুকু যেন দিনের সমস্ত কর্মব্যস্ততা থামিয়ে দিয়েছে। হঠাৎ একটা চিন্তা মাথায় এলো ওর, রন বলল, 'একটা চাকরি পেলে কেমন হয় তোমার, লিজা? মার্শল্যান্ড অ্যান্ড মার্লোর ইউনাইটেড ফেডারালের রিয়াল এস্টেট এজেন্ট হতে পারো তুমি।'

হাসিটা ম্লান হলো লিজার। 'এমনিতেই অনেক ঝামেলায় আছো তুমি, রন। আমি আর ঝামেলা বাড়াতে চাই না।'

কথাটা উড়িয়ে দিল রন। 'বাজি ধরে বলতে পারি তুমি আমাদের সম্পদ বলে বিবেচিত হবে। রেল-রাস্তার পুবপাশে যে বাড়িগুলো আছে, ওগুলো আমাদের– এক লোক তার পরিবার নিয়ে চলে এসেছে ওখানে, ওই বাড়িগুলোর একটায় তাকে থাকার ব্যবস্থা করে দাও। এটাই তোমার প্রথম কাজ। ওকে বোলো, ও বেতন পাবার পর ভাড়া কত হবে সেটা ঠিক করব আমরা। আরও অনেকে পরিবার-পরিজন নিয়ে আসবে, তাদের দিকে খেয়াল রাখতে হবে তোমাকে। সবগুলো বাড়ি ভাড়া হয়ে যাওয়া পর্যন্ত আপাতত এই কাজই করতে থাকো। যারা একা আসবে, তারা নিজেদের থাকার জায়গা নিজেরাই ঠিক করে নিতে পারবে।'

রন ঠাট্টা করছে না বুঝে হাসির রেখাটা মুছে গেল লিজার ঠোঁট থেকে। আস্তে করে মাথা দুলিয়ে ও বলল, 'ঠিক আছে, রন কিন্তু সবক'টা বাড়ি ভাড়া হয়ে যাবার পর?'

'ওয়্যারহাউস আর খালি দালান আছে অনেক– ওগুলোর

বেশিরভাগই কিনে নিয়েছি আমরা। আমি একটা লিস্ট তৈরি করে দেব তোমাকে। সেই অনুযায়ী ভাড়া দেবে তুমি।'

ক্যানিয়নের মুখে এসে থামল বাদামী তারপুলিনে ঢাকা একটা ফ্রেইট ওয়্যাগন, ওটার সিটে বসা লোকটা জিজ্ঞেস করল, 'তামার খনিটা কোন্‌দিকে?' জবাবের অপেক্ষা না করেই বলল, 'মালপত্র রাখব কোথায়? পরিবার নিয়ে এসেছি। সঙ্গে গৃহস্থালী জিনিসপত্রও আছে।'

তার পাশে, সিটে বসে আছে কাঁধে ভেজা কম্বল জড়ানো এক মহিলা। শীতে কাঁপছে সে। মহিলার পিছন থেকে তারপুলিন সরিয়ে উঁকি দিল আট-নয় বছরের একটা ছেলে।

ঠাট্টা করে রনকে স্যালিউট করল লিজা, পা বাড়িয়ে বলল, 'বেতন হালাল করতে চললাম!' লোকটার সামনে থেমে দাঁড়াল ও। 'ওয়্যাগন ঘুরিয়ে আমার পেছনে এসো।' কথা শেষ করে একবারও পিছনে না তাকিয়ে সোজা হাঁটা ধরল লিজা রেল-রাস্তার পুব পাশের বাড়িগুলোর দিকে।

ওদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে ফ্লিন্টস্টোন ফেনটন বলল, 'মিস্টার মার্লো, এই প্রথম একটা মেয়েকে দেখলাম, যাকে অর্ধেক রাত ধরে বোঝাতে হলো না কেন কীভাবে কী করতে হবে।'

বিল ট্রেইসির নীরব বাড়িটার পিছনের ক্যানিয়নে অ্যাডোবির তৈরি ব্যারাকের মতো ঘরগুলোয় থাকে চাইনিযরা। শহরটা আবার কখনও নতুন করে জীবন ফিরে পাবে সে-আশায় এখনও রয়ে গেছে তারা। তাদের বাড়ির সামনের রাস্তায় ওয়্যাগন চলাচলের দাগ দেখতে পেল রন। কিছুক্ষণ আগেই ও-পথে ওয়্যাগন গেছে।

শহরের শেষ বাড়িটা পেরোনোর আধমাইল পর পানি পার হয়ে খনিতে যাওয়া সুড়ঙ্গে ঢুকতে হবে লোকগুলোকে। ওখানে ক্যানিয়নের নিচু অংশ থেকে শুরু হয়েছে সুড়ঙ্গ। ভোরে যে 'ওর'

ওয়্যাগনটা দেখেছিল রন, সেটা সুড়ঙ্গ-মুখের খানিকটা ভিতরে, বৃষ্টির আওতার বাইরে থেমেছে, দেখল ও।

ওটার পাশ দিয়ে টিলার পেটের ভিতর চলে গেছে জং পড়া রেললাইন।

'এই স্তরে তো কাউকে আমি কাজে লাগাইনি!' বিস্মিত কণ্ঠে জানাল ফ্লিন্টস্টোন ফেনটন। ওয়্যাগন পেরিয়ে জল-হাওয়ার আড়াল পেয়ে লণ্ঠন জ্বালল সে। সাদা আলোয় দেখা গেল, রেললাইনের ধারে পড়ে আছে ভাঙা কোদালের কয়েকটা পুরোনো হাতল।

উবু হয়ে ওগুলোর একটা তুলে নিয়ে চিন্তিত চোখে দেখল রন। আরেকটা তুলে নিল ফেনটন। কোনও কথা বলল না কেউ।

টিলার একশো গজ ভিতরে তামার বিরাট একটা স্তর পাওয়া গিয়েছিল, ওখান থেকে খুঁড়ে নেয়া হয়েছে প্রায় সমস্ত তামা, এখন শূন্য জায়গাটা একটা মেঝে-ঢালু অন্তহীন হল-ঘরের মতো দেখাচ্ছে। হল-ঘরের ছাদ ধরে রেখেছে বহু কলাম বা পিলার। ওই পিলারগুলোতে আছে প্রচুর তামা। খনি বন্ধ করে দেবার সময় প্রকাণ্ড খোঁড়লের ছাদ ধসে পড়বে বলে পিলারগুলো ভেঙে তামা সংগ্রহ করা হয়নি।

টিলার গহ্বরের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে না লণ্ঠনের আলো। ফাঁকা জায়গাটা যেন শুষে নিচ্ছে সমস্ত শব্দ। এমনকী ফেনটন যখন জোর গলায়, 'কলামগুলো খুঁড়ে ফোঁপড়া বানিয়ে দিয়েছে কেউ,' বলল, তখনও মৃদু শোনাল শব্দটা।

তবে ওই মৃদু কথাগুলোই অনুরণন তুলল রনের বুকে। কর্নেল মার্শল্যান্ড আর ও প্রাথমিক কাজের টাকা জোগাড় করবার জন্য পুরোপুরি নির্ভর করছে এই কলামগুলোর উপর। শুধু তা-ই নয়, রনের পরিকল্পনা অনুযায়ী এগুলোর তামা বিক্রি থেকেই আসবে প্রয়োজনীয় অফিস বিল্ডিং তৈরির টাকা। কেউ যদি

এতদিনে খনির পিলারগুলো ফোঁপড়া বানিয়ে দিয়ে থাকে, তা হলে দেরি না করে খরচ কমাবার জন্য নতুনভাবে হিসাব কষতে হবে ওকে, সেইসঙ্গে বাইরে থেকে আরও অনেক বেশি টাকা সংগ্রহের ব্যবস্থা নিতে হবে।

'চলো, দেখা যাক কতটা কী ক্ষতি করে দিয়েছে ওরা,' বলল রন।

'তাড়াতে হবে শালাদের,' লণ্ঠনের আলোয় রেললাইনের বাঁক ধরে এগোতে শুরু করে বলল ফেনটন। ইউনাইটেড ফেডারালের চাকরি করেছে সে বেশ অনেকদিন, একটু পর বিড়বিড় করে জানাল, রেললাইন সরানো হয়েছে আগের জায়গা থেকে।

ধীর পায়ে বিদঘুটে চেহারার ক্ষতবিক্ষত, ভুতুড়ে পিলারগুলোর মাঝ দিয়ে সামনে বাড়ল দু'জন। ওদের জুতোর আওয়াজ মিলিয়ে গেল লক্ষ লক্ষ টন পাথর আর স্তব্ধ বাতাসে।

'অ্যারোয়োর তলা থেকে সুড়ঙ্গটা শুরু করতে চেয়েছিলাম আমি,' জানাল ফেনটন। 'বড় কোনও বন্যা হলে পুরোপুরি তলিয়ে যাবে এই খনি। আমার কথা শুনে বনিলাস ক্যানিয়নে শেষে বাঁধ তৈরি করে ইউনাইটেড ফেডারাল।'

সামনে আলো দেখতে পেল ওরা, সাবধানে এগিয়ে একটু পর দু'জন লোককে দেখতে পেল। একটা পিলারের গায়ে শাবল চালাচ্ছে তারা, কেরোসিনের দুর্বল বাতির আলোয় কাজ করছে, পিলার থেকে খসিয়ে গুহার মেঝেতে জড় করছে তামা, সেখান থেকে তুলছে জংধরা রেললাইনের ওপর দাঁড়ানো একটা কার্ট-এ।

ফেনটন ও রনকে কাছে এসে দাঁড়াতে দেখে কাজ থামিয়ে দিল তারা। একজন ভর দিল তার কোদালের হাতলে, অন্যজন বেপরোয়া ভঙ্গিতে দু'হাতে তুলে ধরে থাকল শাবল।

সকালে ক্লার্ক ফাওলের সঙ্গে একদফা হয়ে যাওয়ায়

এমনিতেই মেজাজ ভাল নেই রনের, তারওপর এই লোকগুলো ওর পকেট থেকে টাকা সরাচ্ছে দেখে রেগে গেল আরও। বাতাসে ঘুরে যাওয়া দ্রুতগতি চাবুকের মতো হিসহিস করে উঠল ওর কণ্ঠ: 'এখানে কাজ করার অনুমতি কে দিয়েছে তোমাদের?'

মাইনার দু'জন ছ'ফুটের কম হবে না লম্বায়। চওড়া শরীর। খুব চালাক হয়তো নয় তারা, কিন্তু বোকাও নয়। পেশার কারণেই কাউকে তোয়াক্কা করে চলবার মানসিকতা নেই দু'জনের একজনেরও। তবে রনের কড়া গলা খানিকটা থমকে দিল তাদের, অস্বস্তিতে ফেলে দিল প্রশ্নটা। পরস্পরের দিকে তাকাল তারা, ধীরে ধীরে দু'জনের চেহারায় ফুটে উঠল অপমানের ছাপ।

'কে প্রশ্ন করছে?' শাবলওয়ালা জিজ্ঞেস করল একটু থমকে, তারপর একহাতে শাবলটা বাগিয়ে ধরে সামনে বাড়ল। শাবলের একপ্রান্ত বাড়ি খেল রেললাইনের সঙ্গে, তারপর গেঁথে গেল পিলার থেকে খসানো তামার স্তূপের ভিতরে। ওটা টান দিয়ে তুলে আবার দু'হাতে শাবলটা ধরল সে, রনের খুব কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দেরি না করে শাবল চালাতে পারবে।

অন্যজন বলে উঠল: 'শহুরে মানুষ, শিফ! সাবধান!' কোদাল তুলে ফেনটনের দিকে এগোল সে।

খুশিমনে হাতে ধরা কোদালের হাতলটা ড্রামবাদকের মতো ঘোরাল রন, প্রচণ্ড জোরে বাড়ি বসিয়ে দিল শেফ-এর শাবল ধরা হাতে। কব্জির পেশিতে বাধা পেয়ে লাফ দিয়ে উঠল কোদালের মোটা হাতল। ব্যথায় কাঁপতে শুরু করল লোকটা, বিকৃত চেহারায় হাত ঝাঁকাতে শুরু করল যন্ত্রণায়, হাত থেকে শাবল পড়ে গেল তার।

নড়ল না তার সঙ্গী।

রনের পাশে দাঁড়িয়ে নিজের হাতলটা চালাল ফেনটন। ওটা লাগল কম্পিত মাইনারের পাঁজরে।

পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকল রন, দুই মাইনারের হাত দুটো ভাঙতে যে বিন্দুমাত্র বাধবে না, সেটা স্পষ্ট বলে দিল ওর কঠোর চেহারা। শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল রন, 'কে তোমাদের অনুমতি দিয়েছে এখানে কাজ করার?'

'তামা যা পাই তার থেকে একটা অংশ আমরা ক্লিভ হেস্টিংসকে দিই,' যন্ত্রণাকাতর গলায় বলল মাইনার শিফ।

'কী কারণে তোমাদের ধারণা হলো এই খনিতে ওর কোনও অধিকার আছে?'

শিফ-এর সঙ্গী ত্যাড়া সুরে বলল, 'খনিটা তো ওর, নাকি?'

'এখন আর না। খনি আমি কিনে নিয়েছি। যন্ত্রপাতি নিয়ে বেরিয়ে যাও এখান থেকে! হেস্টিংসকে জানিয়ে দিয়ো, যে-পরিমাণ তামা তোমরা সরিয়েছ, আইনে যদি তার দামটা ক্ষতিপূরণ পাবার উপায় থাকে, তা হলে ওর এবং তোমাদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করে নেব আমি।'

প্রতিবাদ করতে মুখ হাঁ করেও কীসে নিজের ভাল বুঝে বন্ধ করে ফেলল শিফ, তারপর বলল, 'আমরা একা কাজ করছি না এখানে। মোট দশজন আমরা লাভ দিচ্ছি ক্লিভ হেস্টিংসকে। তোমার মাতবরী এতো সহজে মেনে নেবে না ওরা।' আস্তে করে শাবলের দিকে হাত বাড়াল সে, শাবলটা তুলে রনের দিকে তাকাল।

তার মাথায় যদি ওটা দিয়ে আঘাত করবার চিন্তা থেকেও থাকে, রনের অগ্নিদৃষ্টি তার সে-ইচ্ছা দমিয়ে দিল। রনকে পাশ কাটিয়ে হাঁটতে শুরু করল সে খনি থেকে বেরিয়ে যাবার রেললাইনের দিকে। লণ্ঠন ও পানির ক্যান্টিন তুলে নিয়ে তাকে অনুসরণ করল তার সঙ্গী। একটু পরেই চোখের আড়ালে চলে গেল দু'জন।

চিন্তিত চেহারায় রন বলল, 'ওরা যদি সত্যি ভেবে থাকে খনিটা হেস্টিংসের, তা হলে ওদের চাকরি দিতে আপত্তি থাকবে

না আমার।'

'মিস্টার মার্লো, তুমি বলেছ চাকরি আমি দেব,' আপত্তির সুরে বলল ফ্লিন্টস্টোন ফেনটন। 'এরা জাত হাই-গ্রেডার, পকেটে পয়সা আসবে টের পেলে যে-কোনও খনির বারোটা বাজিয়ে দেবে শয়তানগুলো। কিছুতেই কাজে নেব না আমি ওদের।'

খনির প্রথম স্তরের আরও ভিতরের দিকে এগিয়ে চলল রন ও ফেনটন। যেতে যেতে কীভাবে কাজ শুরু করবে সেটা ব্যাখ্যা করল ফেনটন। দুপুরের আগে রন নিশ্চিত হয়ে গেল, ওর মাইন সুপারইন্টেন্ডেন্ট ভাল বোঝে নিজের কাজ। বিদায় নিয়ে উপরে উঠবার জন্য রওনা হয়ে গেল রন।

*

দুপুরে পর্দা-ঢাকা ক্লসিটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ব্রেকম্যান্স হোটেলের মক্ষীরানী মেইমি, গতকাল বিকেলে যে-কোট ঝুলিয়ে রেখেছিল, ওটা নামাল ক্লসিট হ্যাঙ্গার থেকে।

ক্লার্ক ফাওল নিজের ব্যাগ থেকে যে-সুটকেসে ওপিয়াম ভরেছিল, সেটা থেকেই এসেছে ওই কোট।

আবার ঘরের মাঝখানে ফিরে এলো মেইমি, কাউচের পাশে দাঁড়াল। কাউচে শুয়ে ছাদের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ক্লার্ক ফাওল। মেয়েটা পাশে এসে দাঁড়ানোয় রক্তলাল চোখে তার দিকে তাকাল ফাওল, তবে বলল না কিছু।

গায়ের সঙ্গে কোট ধরে ওটা নিভাঁজ করতে শুরু করল মেইমি; চর্চিত, সুরেলা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কার কোট এটা, ক্লার্ক?'

'তাতে তোমার কী! আরেকটা ড্রিঙ্ক এনে দাও আমাকে।'

'বিল ট্রেইসি যদি টের পায় এই কোট আমার ঘরে আছে, তা হলে বিপদ ঘটবে আমার,' বলল মেইমি। 'অথবা রন মার্লো যদি জানে, তা হলে...'

মেজাজ খারাপ করে উঠে বসল ক্লার্ক ফাওল, দু'পাশে টলতে শুরু করল। রাগে চেহারা থেকে রক্ত সরে গেল তার, সারামুখের গোল গোল ফ্যাকাসে দাগগুলো স্পষ্ট হলো আরও। কর্কশ গলায় বলল সে, 'শরীর ভাল হবার পর ওটা এখান থেকে সরিয়ে ফেলব আমি।'

একটু চুপ করে থেকে মেইমি বলল, 'লিজা টমসন কিন্তু সত্যি ভাল মেয়ে। ওকে তুমি কোনও বিপদে ফেলতে চাইলে তাতে নিজেকে জড়াব না আমি। ...আর রন মার্লোও কখনও খারাপ ব্যবহার করেনি আমার সঙ্গে।'

গাল দিয়ে উঠল ক্লার্ক ফাওল, উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়েই হাত ঘুরিয়ে চড় মারল। সরে যেতে চেষ্টা করল মেইমি, তবে সময়মত সরতে পারল না। চোয়ালে জোরাল চড় খেয়ে ভারসাম্য হারাল মেইমি, দেয়ালে গিয়ে ধাক্কা খেল পিঠ দিয়ে।

ক্লার্ক ফাওল দাঁত খিঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ভাল মেয়ের কী জানো তুমি?' বুনো রাগটা আরও বেড়ে গেল তার, আবার মেইমিকে ধরতে সামনে বাড়ল সে।

ফাওলের বাড়ানো দু'হাতের আওতা থেকে সরে যেতে চেষ্টা করল মেইমি, কিন্তু এবারও দেরি করে ফেলল। ভয়ে চিৎকার করতে হাঁ করল মেয়েটা, কিন্তু গলা দিয়ে কোনও আওয়াজ বের হলো না। ফাওলের ঘুসিতে ঠোঁট দুটো থেঁতলে গেল তার, উপরের ঠোঁট ফেটে বেরিয়ে এলো একঝলক রক্ত। রক্তের সঙ্গে খসে পড়ল সামনের একটা দাঁত। ধুপ করে পড়ে গেল মেইমি।

মেয়েটার পাশে দাঁড়িয়ে মাথাটা হঠাৎ করেই শীতল হয়ে উঠল ক্লার্ক ফাওলের, নিচু গলায় বলল সে, 'সময় এলে শোধ নেব আমি রন মার্লোর ওপর। আর কখনও ভুলেও ওর কথা বলতে এসো না আমাকে।'

যে-কোটের কারণে এই বিশ্রী কাণ্ডটা হলো, সেটা মেইমির হাত থেকে টেবিলের উপর পড়ে গিয়েছিল, সেখানেই পড়ে

আছে। ওটা তুলে নিল ফাওল, গোল করে পাকিয়ে ছুঁড়ে দিল মেইমির দিকে। এবার হ্যাট তুলে নিয়ে বেরিয়ে এলো সে ঘর থেকে, পিছনে দড়াম করে বন্ধ করে দিল ঘরের দরজা।

ক্লার্ক ফাওল বেরিয়ে যাবার পর ধীরে, খুব ধীরে, সাবধানে উঠে বসল মেইমি, চোখ সরল না তার লিজার কোটের উপর থেকে।

*

বাড়িগুলোতে নতুন আগতদের তুলে দিতে সারাদিনই প্রায় ব্যস্ত থাকল লিজা। ঝড়ো আবহাওয়া সত্ত্বেও এলো অনেক মাইনার। দুপুরের আগেই বিশটা পরিবার আশ্রয় নিল তাদের জন্য বরাদ্দ করা বাড়িতে। একাকী পুরুষদের থাকবার জন্য কোনও ব্যবস্থা করতে বলে দেয়নি রন, তবে তাদের জন্যও একটা চিন্তা এলো লিজার মাথায়।

দুপুরের খাবার সময় হলে জুয়া খেলবার ঘরগুলোর পিছনে বাবার ব্যক্তিগত অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকল লিজা, চুলোর আগুন উসকে কফি চড়িয়ে দিল। কফি গরম হতে দিয়ে চলে এলো একসময় যে-ঘরে থাকত ও, সে-ঘরে; পরে নিল শুকনো কাপড়। কিচেনে ফিরে আসবার আগে আবারও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চিন্তা করে দেখল মনের কোণে উঁকি দেয়া ভাবনাটা । চুলোর আগুনে চুল শুকাতে শুকাতে আগের একটা চিন্তার কারণে সিদ্ধান্ত পাল্টাল আপাতত।

নিজের আইনী ঝামেলার কথা বাবাকে বলেনি ও।

বিল ট্রেইসি সহজেই সবার সঙ্গে মিশে যাওয়ার মতো মানুষ। বয়স হওয়ায় আচরণে আরও ভদ্র হয়েছে বিল ট্রেইসি। এখন আর নিজের ছোট্ট আস্তানা থেকে বের হতে চায় না সে, পারতপক্ষে জড়াতে চায় না কোনও ঝামেলায়।

কিন্তু লিজা ওর বাবার মনের অনন্ত গহীন, রহস্যময় গভীরতার কথা জানে। কখনও কখনও সেজন্য বাবাকে ভয় লেগে ওঠে ওর।

এমন সময়ও এসেছে, যখন বিল ট্রেইসিকে মনে হয়েছে বিস্ফোরণোন্মুখ একটা আগ্নেয়গিরি। অবশ্য সবসময় লিজার সঙ্গে নরম আচরণ করেছে মানুষটা।

পুরুষশাসিত সমাজে চলতে গিয়ে কম পুরুষ তো দেখেনি লিজা, ফলে আন্দাজ করতে পারে, ওর বাবার ভিতরে ইস্পাতের মতো দৃঢ় একটা স্নায়ু আছে। খেয়াল করে দেখেছে লিজা, বাবার সামনে কখনও অসাবধান হয় না কোনও পুরুষ, ভুলেও অভদ্রতা বা বাড়াবাড়ি করে না। লিজা আঁচ করতে পারে, আপাত ভদ্র আচরণের আড়ালে ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক একটা মানুষ বাস করে ওর বাবার ভিতরে।

হয়তো সে-কারণেই সভ্যতা থেকে এতদূরে এভাবে একাকী জীবন কাটাতে চেয়েছে বাবা, মনে মনে বলল লিজা।

বিল ট্রেইসির সিক্সগানের বাঁটে অনেকগুলো আঁচড়ের দাগ আছে। প্রতিটা দাগ একজন করে মৃত মানুষের জন্য।

দাগগুলো দেখেছে লিজা, কিন্তু কখনও বাবাকে এ-ব্যাপারে কোনও প্রশ্ন করেনি।

বাবার আসবার শব্দ পেয়ে মগে ভরে ধোঁয়া-ওঠা গরম কফি টেবিলে রাখল লিজা।

ঘরে ঢুকে মেয়েকে দেখে হাসল বিল ট্রেইসি, চেয়ারে বসতে বসতে ঠাট্টা করে বলল, 'ধারেকাছে সুন্দরী মহিলা থাকলে মনটা ভাল লাগে বেশ।'

নিজের জন্য একটা কাপে কফি ঢেলে চুমুক দিল লিজা, বাবার ধূসর মাথাটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'একটা কথা ভাবছিলাম, বাবা।'

ভারী ভ্রূর নীচ দিয়ে স্নেহের চোখে মেয়েকে দেখল জুয়াড়ী। জানালা দিয়ে ঢুকে তার চুলে পড়ল বিকেলের আলো। চকচক করে উঠল মাথার দু'পাশের রূপালী চুল।

'বেশিরভাগ মেয়েমানুষই কিছু ভাবে না,' মৃদু হাসল সে।

‘কী ধরনের ভাবনা এসেছে তোমার মনে?’

‘শহরে অনেক মাইনার আসছে। তাদের জন্যে একটা বোর্ডিং হাউস দরকার।’

‘বোর্ডিং হাউস চালানো এরকম একটা শহরে কোনও মেয়ের জন্যে খুব কঠিন, লিজা। বিশেষ করে কমবয়সী, সুন্দরী কোনও মেয়ের জন্যে।’

‘নিজের দিকে খেয়াল রাখতে জানি আমি, বাবা।’

‘তা ঠিক,’ ক্লান্ত শোনাল বিল ট্রেইসির কণ্ঠ। ‘সবসময় নিজের দিকে খেয়াল রেখেছ তুমি। অবশ্য কখনও কখনও নাক না গলিয়ে পারিনি আমি। আসলে এটা ভাবতেই কষ্ট হতো যে তোমার জীবনটা শুধুই তোমার। সবসময় তোমাকে সেই ছোট্ট মেয়েটা মনে হয়েছে আমার। এখনও হয়। যেন বড় হওনি তুমি। সবসময় মনে হয়েছে, এখানে, এই জঘন্য পরিবেশে তোমাকে বেড়ে উঠতে দেয়া উচিত হয়নি আমার। এরকম পরিবেশে কোনও মেয়েরই বাস করা উচিত নয়।’

কাপটা নামিয়ে বাবার পাশে গিয়ে দাঁড়াল লিজা, বাবার কাঁধে দু’হাত রেখে চাপ দিল। বাবার শরীর থেকে সাবান ও সিগারের মিশ্র গন্ধ ভেসে এলো ওর নাকে। গন্ধটা ওকে মনে পড়িয়ে দিল অনেকদিন আগের অস্পষ্ট স্মৃতি। সময় যেন পিছিয়ে গেল ওর জন্য। তখন তিনজন ছিল ওরা... ঠিক মনে পড়ে না সেটা কবের কথা... কিন্তু সুখের একটা স্বপ্ন ছিল যেন সে-সময়টা।

‘আমি অন্য কোথাও বড় হতে চাইতাম না, বাবা,’ মৃদু গলায় বলল লিজা।

আস্তে করে ওর হাতে চাপড় দিল জুয়াড়ী। ‘এই বোর্ডিং হাউস– কোনও না কোনও ব্যবসায়ী মহিলা খুলবেই। প্যাট্রিকের ব্যাপারে কী ভাবছ তুমি, লিজা?’

‘জানি না, বাবা। সত্যিই জানি না।’

'আসলে...' দ্বিধায় ভুগল কঠোর মানুষটা, 'আমি জিজ্ঞেস করতে চাইনি... রন মার্লোকে পছন্দ করো তুমি? আমার মন বলে রনকেই তোমার পছন্দ। যদি তা-ই হয়, তা হলে প্যাট্রিকের সঙ্গে আর কোনওরকমের কোনও সম্পর্ক রাখা ভুল হবে। প্যাট্রিক যদি তোমাকে বিরক্ত করে, তা হলে এবার আমি হয়তো একটু নাক গলাতে পারি।' সোজা হয়ে বসল বিল ট্রেইসি। লিজা কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নেয়ায় ভেস্ট-এর পকেট হাতড়ে সিগার বের করে ধরাল।

লিজা খেয়াল করল, জবাব দেবার জন্য ওকে চাপাচাপি করল না বাবা। নরম গলায় ও বলল, 'একটা বাড়ি, কয়েকজন কাজের মেয়ে আর কিচেনে রান্নার কাজে সাহায্য করার জন্য দু'জন রাঁধুনি দরকার হবে আমার।' দুপুরের খাবার তৈরি করবার জন্য ঘুরে রওনা হলো ও কিচেনের দিকে।

'হাওয়ার্ড হোটেলের পেছনে বিনের পুরোনো বাড়িটা হলে কেমন হয়?' জিজ্ঞেস করল বিল ট্রেইসি। 'জায়গাটা খনি আর স্মেলটারের কাছে। আমিও কাছাকাছিই থাকছি তা হলে। অনেক চাইনিয মেয়ে আছে, যাদের চাকরি দরকার। খুশিমনে তোমার কাজ নেবে ওরা।'

খুশিতে জ্বলজ্বল করে উঠল লিজার মুখ। 'ভাবছি বাড়িটা কার– রন মার্লো, না নিক হাওয়ার্ডের।'

'ইউনাইটেড ফেডারালের হোল্ডিং ছিল।'

'তা হলে ওটার মালিক এখন রন।' দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল লিজা। 'আমি এখনই যাচ্ছি ওকে...'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও!' হেসে ফেলল বিল ট্রেইসি। 'দুপুরের খাবারের কী হবে?'

হেসে ফেলল লিজাও। 'একটু পরেও খেতে পারব আমরা, বাবা!'

শান্ত চোখে মেয়েকে ঘরে গিয়ে ঢুকতে দেখল জুয়াড়ী।

দেখল তারই একটা পুরোনো কোট গায়ে চাপিয়ে বেরিয়ে এলো লিজা। 'ওই পুরোনো ন্যাকড়া পোরো না,' হুঁশিয়ার করল ট্রেইসি, 'শেষে ঠাণ্ডায় মারা পড়বে। ...গরম কোট নেই তোমার?'

থমকে দাঁড়াল লিজা। 'নেই।' বাবাকে কথা বলবার সুযোগ দিল না ও, দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ল বাড়ি ছেড়ে।

বৃষ্টি কমে গেছে, ঝিরঝির করে পড়ছে। বাতাসের জোরও কমে গেছে অনেক। বাবার বাড়ি আর বিন-এর দালানের মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটা দ্রুত হেঁটে পার হলো লিজা, বিনের দালান পেরিয়ে বাঁক ঘুরে চলে এলো হাওয়ার্ড'স হোটেলের সামনে; লবিতে ঢুকল রনের খোঁজে।

রেল-রাস্তার দিকে মুখ করা বাড়িগুলোর পিছন দিয়ে ফাঁকা জায়গা পেরিয়ে মেইমিকে হেঁটে যেতে দেখল না ও।

*

লিজা বাড়ি থেকে বের হবার পাঁচ মিনিট পর বিল ট্রেইসির পিছনের দরজায় টোকা দিল মেইমি। 'কাম ইন!' ভিতর থেকে বলল জুয়াড়ী। কেউ সাড়া না দেয়ায় খানিকটা বিরক্ত হয়ে উঠে গিয়ে দরজা খুলল সে।

দরজায় বিল তাকে দেখতে পেয়েই ঝট করে লিজার কোট ধরা হাতটা সামনে নিয়ে এলো মেইমি। কোট নিয়ে মেয়েটার কাটাছেঁড়া চেহারার দিকে তাকাল হতভম্ব বিল ট্রেইসি। 'মেইমি, কী এটা?'

'লিজার কোট।'

'কিন্তু...'

'লিজার সুটকেসে যখন ওপিয়াম ভরে রাখে, তার পরে এটা আমার কাছে রেখে গিয়েছিল ক্লার্ক ফাওল।'

'কী বললে! ক্লার্ক ফাওল!'

'আমাকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারবে না কিছু। ক্লার্ককে

জিজ্ঞেস কোরো।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে রওনা হয়ে গেল মেইমি, পিছনের উঠানে জমা কাদা-পানির পুকুরে ছপছপ পা ফেলে তড়িঘড়ি করে চলে গেল বাড়ির কোনা ঘুরে। পিছন থেকে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে থাকল বিল ট্রেইসি।

রন মার্লোর লোকজন স্মেলটার মেরামতের কাজ শুরু করেছে, ধাতুর সঙ্গে ধাতুর সংঘর্ষে ঢং-ঢং আওয়াজ হচ্ছে। কিন্তু সচেতন ভাবে শব্দটা শুনতে পেল না মেইমি। তার চোখে ভাসছে হঠাৎ পাথরের মতো কঠোর হয়ে যাওয়া বিল ট্রেইসির নিষ্ঠুর, পুরুষালী চেহারা। কানে শুনতে পেল মেইমি তার ইস্পাতের মতো কণ্ঠ: 'কী বললে! ক্লার্ক ফাওল!'

মনে মনে বলল মেইমি, 'ক্লার্ক ফাওল, আর কখনও আমাকে মারতে পারবে না তুমি।' স্কার্ট উঁচু করে নর্দমায় নেমে কাদা-পানি পার হলো সে, বাড়িগুলোর পিছনের উঠান ধরে কয়েক মিনিট পর পৌঁছে গেল ব্রেকম্যান্স হোটেলে, নিজের পার্লারে।

সাত

ফেনটনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রেললাইনের বাঁকের কাছে, সমতলে চলে আসতে মই বেয়ে একশো ফুট উঠতে হলো রন মার্লোকে। খেয়াল করল ও, রেললাইনের স্লিপারগুলো এখানে নতুন, ধূসর রং করা। সুড়ঙ্গের মুখে গাছের গুঁড়ির ফ্রেমের ভিতর দিয়ে দিনের আলো চোখে পড়ল ওর। বাতাস এসে আলতো করে ছুঁয়ে দিল ওকে।

সুড়ঙ্গ থেকে বের হয়ে হয়েস্টহাউস-এর গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল রন। ভেজা বাতাস টান দিল ওর কোটে। খনির অফিস বিল্ডিংগুলো সব ওর নীচে টিলার কোলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। দেখা যাচ্ছে পুরোনো কনসেনট্রেটরের দীর্ঘ ঢাল, গ্যালভানাইজ করা লোহার ছাউনি দেয়া কামারের আস্তানা। বর্জ্য ফেলবার গহ্বরের কিনারায় চলে গেছে জং-ধরা দুটো রেললাইন। আরও নীচে থেকে যেন আকাশ ছুঁতে চাইছে স্মেলটার থেকে পরিত্যক্ত জিনিসের স্তূপ। স্মেলটারের পিছনে ওই যে পানিতে ভেজা কালো রঙের পিছলা পাথরের বিরাট টিলা– আজকের ধূসর, মেঘলা আকাশের আলোয় চিকচিক করছে।

টিলার এই উচ্চতা থেকে ক্যানিয়নের দিকে তাকালে স্পষ্ট দেখা যায় গোটা শহর। কাদা-পানির ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে খেয়াল করল ও, একসময় কতখানি বড় হয়ে উঠেছিল পিস্তল ফ্ল্যাট।

রেল-রাস্তার দিকে মুখ করে আছে প্রধান ব্যবসায়িক দালানগুলো, দূর থেকে ওগুলোর গায়ে গা ঘেঁষা সমতল ছাদ দেখে মনে হচ্ছে প্রাচীন কোনও ধ্বংসাবশেষের অংশ।

রাস্তার পাশে উঁচু বাঁধের উপর দিয়ে গেছে রেললাইন। রেল-রাস্তার আরেকধারে ছড়ানো ছিটানো কিছু একাকী বাড়ি-ঘর– যেন পাল থেকে সরে যাওয়া কয়েকটা হারানো ভেড়া। ডেভ বেলের বিরাট মার্কেন্টাইল কম্পানি, ছোট্ট চার্চ, বুড়ো ফেরিসের বাড়ি। ওই বাড়িতে এখন আইনের অফিস খুলেছে লিউট ফেরিস। দালানগুলোর মাঝখানে পড়ে আছে কাদায় ভরা অনেক ফাঁকা জায়গা।

শহরের পুবপ্রান্তে উঁচু জমিতে প্রাসাদোপম হেস্টিংস ম্যানসন, প্রকাণ্ড সব সিকামোর ও কটনউড গাছের ঘন সবুজ পাতার আড়ালে লুকিয়ে আছে প্রায়। সিকামোরের সাদা কাণ্ডগুলো রূপালী দেখাচ্ছে হালকা বৃষ্টিতে। পশ্চিমে ওই যে

ব্রেকম্যানের হোটেল, চ্যাপ্টা ধরনের অ্যাডোবি দালান।

দু'জগতের দালান দুটোর মাঝখানে ফাঁকা বাড়িগুলো যেন একটা ত্রিভুজ তৈরি করেছে। ত্রিভুজের রেখাগুলো থেকে ক্রমে সরু হয়ে গেছে বাড়িগুলোর সারি, চোঙের মতো হয়ে ঢুকেছে ক্যানিয়নের ভিতরে। টিলার উপরে পুরোনো খনিটা যেন একটা টুপি, ওটা থেকে নীচের দিকে পিস্তল ফ্ল্যাট শহরটা কোনও মানুষের ভাঙাচোরা দেহ।

স্মেলটারের বিরাট আকৃতিটাকে পাশ কাটাতে শুরু করে ওটার ভিতরে লোকজনের কাজ করবার আওয়াজ শুনতে পেল রন। খোলা জায়গাটা দিয়ে তাকিয়ে ছাউনির পাশের ভেন্টিলেটার দিয়ে প্রবেশ করা আলোয় দেখতে পেল মানুষের আবছা মূর্তি।

চলবার গতি বাড়িয়ে মূল ক্যানিয়নে ফিরে এসে খানিকটা এগোতেই চাইনিযদের প্রথম বাড়িটা পড়ল। ওখানে রনকে দেখে লাফানোর ফাঁকে ঘেউ-ঘেউ শুরু করল হাড্ডিসার একটা বাদামী কুকুর, দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে এলো কয়েকফুট, তারপর অস্বস্তি নিয়ে কাদার মধ্যে বসে ব্যস্ত হয়ে পড়ল পিছনের পা দিয়ে গা চুলকাতে।

আমার মনের অবস্থাও ওই কুকুরটার মতো, মনে মনে বলল রন। কোথাও গিয়ে চুপচাপ বসে অস্বস্তি ভুলে থাকার চেষ্টা করতে পারলে ভাল হতো।

পিলারগুলোর হাই-গ্রেড তামা হারানো বিরাট একটা আঘাত ওর জন্য। কর্নেল মার্শল্যান্ডকে কথাটা জানাতে হবে ভেবে বিব্রত হয়ে উঠল রন। তিনটা বাড়ি পর বিল ট্রেইসির বাড়ির পিছন থেকে ক্যানিয়ন ধরে দ্রুত চলে যেতে দেখল ও এক মেয়েকে। বৃষ্টির ছাঁট থেকে বাঁচতে মাথা নিচু করে রেখেছে মেয়েটা. নর্দমায় নেমে পার হলো, বাড়িগুলোর পিছনের উঠান পেরিয়ে. বাঁক নিয়ে চলে গেল দৃষ্টির আড়ালে।

মেইমি, আপন মনে বলল রন। *ও মেইমি না হয়ে যায় না।* ওভাবে দীর্ঘ পদক্ষেপে কখনও হাঁটতে দেখেনি ও আর কোনও মেয়েকে। বিল ট্রেইসির বাড়িতে কী করছিল মেইমি? একটা সময় ছিল যখন বিল ট্রেইসি শহরের বাজে দিকগুলোর বিষয়ে খানিকটা বিলাসী ছিল। ওই বিলাসী ভাবটা অর্থলোভীদের টেনে আনত তার জুয়ার টেবিলগুলোয়।

কর্নেল মার্শল্যান্ডের সঙ্গে জরুরি ভিত্তিতে কথা হওয়া দরকার বলে আপাতত মাথা থেকে মেইমিকে দূর করে দিল রন, দ্রুত হেঁটে পার হলো বিল ট্রেইসির বাড়িটা। একসময় ওটা ওর আশ্রয় ছিল। পরে সময় করে বিল ট্রেইসির সঙ্গে দেখা করবে, ঠিক করেছে ও।

হোটেলের লবিতে ঢুকতেই ওকে দেখে নিক হাওয়ার্ড বলল, 'কয়েক মিনিট আগেও লিজা এখানে ছিল, তোমাকে খুঁজছিল। ওকে জানিয়েছি তুমি খনিতে গিয়ে থাকতে পারো, বা ডিপোতে যন্ত্রপাতি বুঝে নিচ্ছ হয়তো।'

মৃদু গলায় হোটেল-মালিককে ধন্যবাদ দিল রন।

'মিস মার্শল্যান্ডও তোমাকে খুঁজেছে,' জানাল হাওয়ার্ড। 'যখনই ফেরো, জানাতে বলে দিয়েছে, তাকে তার ঘরে পাবে।'

'আর কর্নেল?'

'এই একটু আগে বুড়ো টমসনের সঙ্গে বেরিয়ে গেল, বোধহয় ডিপোতেই গেছে দু'জন। ভেজা আবহাওয়া থেকে ভারী কিছু যন্ত্র সরানো দরকার বলে চিন্তিত হয়ে পড়েছিল বুড়ো টমসন।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে লবি থেকে আবার বেরিয়ে এলো রন। বনিলাস সেতু পেরোনোর সময় লক্ষ করল, ডেভ বেলের দোকানের সামনের বারান্দায় দু'জন পুরুষ ও একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছে। তাদের সবার মনোযোগ হোগান্স অ্যাল্লির দিকে।

গলিটার কাছাকাছি পৌঁছে রেল-রাস্তার মোড়ে কাদার মধ্যে

প্যাট্রিক টমসনকে পড়ে থাকতে দেখল রন। রানিং আয়ার্ন থেকে বাড়ির দিকে ও পর্যন্তই আসতে পেরেছে প্যাট্রিক টমসন। তার বুড়ো বাবা ছেলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে অসহায় ভঙ্গিতে। রনকে কাছিয়ে আসতে দেখে বুড়ো টমসনের ঠোঁটের দু'কোণে তিক্ততার কয়েকটা গভীর রেখা পড়ল।

'যেতে পারো, সাহায্যের কোনও দরকার নেই আমার,' বলল সে। 'কর্নেল ডিপোতে গেছে।'

জিমি টমসনের কথার কোনও জবাব দিল না রন, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ডেভ বেলের দোকানের দিকে। বারান্দায় অন্য দর্শকদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে ব্যবসায়ী।

'সাহায্যের কোনও দরকার নেই আমার,' আবারও বলল জিমি টমসন।

এবারও জবাব দিল না রন, দু'কাঁধ ধরে প্যাট্রিক টমসনকে তুলে দাঁড় করিয়ে দিল। পড়ে যেত পাঁড় মাতাল যুবক, রন ধরে থাকায় পড়ল না। চোখ মেলে ভ্রূ কুঁচকে কে তাকে তুলেছে দেখতে চেষ্টা করল সে, না পেরে জড়ানো গলায় দুর্বোধ্য কী যেন বলল।

একটা কথাও না বলে রনের পাশে চলে এলো জিমি টমসন, ছেলেকে বয়ে নিতে হাত লাগাল। দু'জন মিলে খানিকটা বয়ে, খানিকটা টেনে টমসনের বাড়িতে নিয়ে গেল ওরা প্যাট্রিককে।

শোবার ঘরে মাতাল ছেলের ভেজা কাপড় বদলাতে বুড়োকে সাহায্য করল রন, তারপর তাকে শুইয়ে দিল বিছানায়, কম্বলের নীচে।

চুপ করে পড়ে থাকল প্যাট্রিক, বালিশের পটভূমিতে কুচকুচে কালো দেখাল তার ভেজা চুলগুলো। ঘন ঘন শ্বাস নিতে চেষ্টা করছে সে, চেষ্টা করতে গিয়ে হাঁপাচ্ছে।

'ঘুমালে ঠিক হয়ে যাবে,' বলে রনকে নিয়ে সামনের ঘরে চলে এলো জিমি টমসন। মেঝেতে পাতা পুরোনো, ছেঁড়া

কার্পেটের দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকাল সে, আনমনে দু'হাত কচলাতে শুরু করল। 'কোনওভাবে যদি মদের কাছ থেকে দূরে রাখতে পারতাম ওকে...'

'যারা বিক্রি করে তাদের বলে দেখেছ, যাতে ওর কাছে বিক্রি না করে?'

মুখ তুলে তাকাল টমসন, চেহারা দেখে মনে হলো ভুলেই গিয়েছিল রনের উপস্থিতি।

'ব্লেক হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল আমার কথা। রানিং আয়ার্ন তো ও-ই চালায়। ব্লেক বলেছিল, আমি যদি দেখি ডেভ বেল প্যাট্রিকের কাছে সিল করা বোতলের মদ বিক্রি করছে না, বিল ট্রেইসির ওখানে গিয়ে গিলে আসছে না ও, বা মেইমি ওকে মদ দিচ্ছে না, তা হলে সে-ও প্যাট্রিকের কাছে মদ বিক্রি বন্ধ করে দেবে।'

'তারপর?'

'ডেভ বেল আমার কথা শুনবে। আর আমি অনুরোধ করার পর থেকে একফোঁটা মদও প্যাটের কাছে বিক্রি করেনি বিল ট্রেইসি। আমি জানি।'

'আর মেইমি?'

রাগের ছাপ পড়ল বুড়োর চেহারায়। 'কী বলতে চাইছ, রন! আমি তো আর ওই মেয়েলোকটার হাতে-পায়ে ধরতে পারি না, নাকি?'

'তুমি যদি চাও তা হলে আমি ওকে বলে দেখতে পারি, দরজার কাছে চলে গেল রন, 'মেইমি হয়তো আমার অনুরোধ রাখবে।'

বুড়ো টমসন আবারও দুঃখিত চেহারায় ছেঁড়া কার্পেট দেখতে শুরু করায় আস্তে করে দরজা লাগিয়ে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এলো রন। রেল-রাস্তার কাছে পৌঁছুতে পৌঁছুতে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেল ওর। মিনিট দুয়েক পর সজোরে সুইং ডোর খুলে

রানিং আয়ার্নে ঢুকল ও, সোজা গিয়ে দাঁড়াল ফাঁকা বার-কাউন্টারের সামনে। মোটা এক লোক কাউন্টারের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে জিজ্ঞেস করল, 'ব্লেক কোথায়?'

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল মোটা লোকটা। ভেজা, নোংরা ন্যাকড়া দিয়ে মুছতে শুরু করল কাউন্টার, নিজের ঘুরন্ত হাতের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমিই ব্লেক। কীসের দরকার আমাকে? কার দরকার?'

'আমি রন মার্লো,' শান্ত গলায় বলল রন। 'তোমার সেলুনটা বন্ধ করে দেব আমি।'

ধীরে ধীরে হাত ঘুরিয়ে মুছবার গতি কমাল ব্লেক, তারপর হাতটা স্থির করে চোখ তুলে তাকাল রনের দিকে। নিচু গলায় বলল, 'ও, তুমিই সেই লোক, যে খনি চালু করছ।' আবার মুছতে শুরু করল সে কাউন্টার, কিন্তু চর্বির পিছনে তার চোখ দুটো সরল না রনের ওপর থেকে। 'তুমি হয়তো ক্লার্ক ফাওলের মতো ফালতু লোকের সঙ্গে টক্কর দিয়ে জিততে পারো, কিন্তু আমার সঙ্গে কোনও বাড়াবাড়ি চলবে না।'

'চলবে। এই বিল্ডিংটা আমার।'

কথাটা ভেবে দেখল ব্লেক, তারপর মোটা হাতটা ন্যাকড়া থেকে উঠিয়ে পিছনের বার হাতড়ে এক বোতল হুইস্কি ও দুটো গ্লাস নিয়ে কাউন্টারের উপর নামিয়ে রেখে বলল, 'এসো একটু ড্রিঙ্ক করি, মিস্টার মার্লো আলাপ করা যাক।'

অসম্মতিসূচক মাথা নাড়ল রন। আড়ষ্ট গলায় বলল, 'অন্য কোনও সময়। কম্পানির কাছ থেকে বাড়িটা কেনার সময় তাদের এজেন্টের কাছে জেনেছি, আঠারো মাস ভাড়া দাও না তুমি।'

চোখ দুটো একটু বড় হলো ব্লেকের। 'কেউ তোমাকে মিথ্যে বলেছে, মিস্টার মার্লো। নিয়মিত ভাড়া দিই আমি।'

'কাকে ভাড়া দাও?'

'ক্লিভ হেস্টিংসকে– আর কাকে?' রনের দিকে চোখ পিটপিট করে তাকাল ব্লেক। 'ইউনাইটেড যদি আঠারো মাস ধরে ভাড়া না পেয়ে থাকে, তা হলে দায়ী হবে কে?'

'সেটা তুমিই ভেবে দেখো।'

মলিনতার ছাপ পড়ল ব্লেকের চেহারায়। নিচু গলায় সে বলল, 'ভাড়া পেয়ে যাবে তুমি।'

'মনে হয় না তোমার টাকা আমি নিতে চাইব।'

ভ্রূ উঁচু করল ব্লেক। 'মানে?'

'মদ গিলে নিজেকে সামলাতে পারে না এমন লোকের কাছে যে মদ বিক্রি করে, তার ব্যাপারে কোনও সহানুভূতি নেই আমার।'

উপলব্ধির ছাপ পড়ল ব্লেকের হোঁৎকা চেহারায়। 'তুমি একটু আগে বুড়ো টমসনের সঙ্গে কথা বলছিলে।' একটু থেমে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'ব্যবসা করতে নেমেছি আমি... তারপরও, ঠিক আছে, একজন কাস্টমার কমলে মরে যাব না আমি কথা দিচ্ছি, প্যাট্রিকের কাছে আর মদ বিক্রি করব না।' গোল মাথাটা নাড়ল সে। 'তবে দেরি হয়ে গেছে অনেক। অ্যালকোহলিক হয়ে গেছে ও। একভাবে না একভাবে ঠিকই মদ জোগাড় করে নেবে প্যাট্রিক।' ন্যাকড়াটা তুলে নিয়ে রনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল সে, 'মেইমির ব্যাপারটা কী হবে?'

'প্যাট্রিকের কাছে কিছুই বিক্রি করবে না ও।'

'খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কথাটা বললে, মিস্টার মার্লো।'

'কারণ আছে তার,' বলে সেলুন থেকে বেরিয়ে এলো রন। কর্নেলের সঙ্গে দেখা করে পরিস্থিতি জানানো খুব জরুরি, আরও অনেক টাকা জোগাড় করতে হবে ওদের, কিন্তু লিজার কথা মনে করে দ্রুতপায়ে ডিপোর উল্টোদিকে ব্রেকম্যানের হোটেলে গিয়ে ঢুকল ও। খবরের কাগজ নিয়ে যখন এখানে আসত, তখনকার স্মৃতি মনে পড়ল ওর।

কাউন্টারের পিছনে বসা লোকটা তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিল, ওকে হনহন করে এগিয়ে যেতে দেখে নরম সাদা হাতদুটো নেড়ে আপত্তি জানাতে শুরু করল সে, সেই সঙ্গে ঘুমজড়ানো মেয়েলি গলায় থামতে বলল বারবার।

ভ্রূক্ষেপ না করে সোজা মেইমির দরজার সামনে গিয়ে থামল রন, জোরে জোরে টোকা দিল দরজায়। প্যানেলের ওপাশে পায়ের মৃদু শব্দ এগিয়ে আসতে শুনল ও, তারপর কয়েক ইঞ্চি খুলে গেল দরজা, উঁকি দিল মেইমি।

মেইমিকে স্পষ্ট মনে আছে রনের অপূর্ব সুন্দরী এক মহিলা। শহর-নিয়ন্ত্রকদের পাড়ায় বড় বড় বাড়িতে ডিয়ান হেস্টিংসের মতো যেসব বড়লোকরা থাকত, তাদের তুলনায় পিস্তল ফ্ল্যাটের সমাজে ওর নিজের অবস্থান ছিল মেইমির কাছাকাছি। কিন্তু আজকে, এতদিন পর দেখে সেদিনের মেইমির সঙ্গে আজকের মেইমির বিস্তর পার্থক্য খুঁজে পেল ও।

গড়িয়ে যাওয়া বছরগুলো অনেকটাই ধসিয়ে দিয়েছে মেইমিকে। মেইমির চোখের নীচে ও চিবুকের তলায় চামড়া ঝুলতে দেখল রন। ফুলে আছে উপরের ঠোঁট, নীচের ঠোঁটের চেয়ে অস্বাভাবিক ভাবে সামনে বেড়ে আছে অনেকখানি।

'ক্লার্ক এখানে নেই,' ভোঁতা গলায় বলল মেইমি

'ওকে যত কম দেখি ততই ভাল বোধ করব,' গম্ভীর শোনাল রনের গলা, মেয়েটার কথা থেকে অনেক কিছুই আন্দাজ করতে পারছে। মেইমির চেহারায় পরিবর্তন আ... দেখল ও। মেয়েটা কী না কী ভেবে বসবে চিন্তা করে দ্রুত বলল ও, 'প্যাট্রিক টমসনের ব্যাপারে কথা বলতে এসেছিলাম।

চুপ করে থাকল মেইমি, মাথাটা একটু সা... ঝোঁকাল। উঁচু হয়ে উঠল পেন্সিল দিয়ে আঁকা নকল ভ্রূ দু... রনের বক্তব্য শুনবার জন্য অপেক্ষা করছে ... কী যেন ... হয়েছে কেন? ধাঁধায় পড়ে গেল রন, ভেবে ... বলল, 'ব্লেক,

করতেও বাধবে না ওর।'

এবার রনের গলায় সামান্য কাঠিন্য প্রকাশ পেল: 'আমি যদি জানতে পারি প্যাট্রিক টমসন আবারও এখানে এসেছে, তা হলে রেইলরোড অ্যাভিন্যুতে তোমাকে নামিয়ে দিতে বাধ্য হবো আমি, মেইমি। এ-বাড়ির দরজায় তখন তালা ঝুলবে।'

'সত্যি তুমি ক্লিভ হেস্টিংসের সঙ্গে বিরোধে যাবে?'

'যাব।'

'ঠিক আছে,' সামান্য দ্বিধা করে বলল মেইমি, 'টমসনকে ঢুকতে দেব না আমি। তবে ঝামেলা করবে ও। কোথাও না কোথাও কোনও অঘটন বাধাবে।' খানিকটা পাশ ফিরে আবার সোজা হলো মেইমি। 'রন, জানি না তুমি কী করেছ ক্লার্ক ফাওলের সঙ্গে, কিন্তু তোমার ওপর ভীষণ খেপে আছে ও। সাবধান থেকো। ওর পক্ষে দুনিয়ার সমস্ত খারাপ কাজ করা সম্ভব।' হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘরের ভিতরে পা বাড়াল মেইমি।

'ধন্যবাদ, মেইমি,' মেয়েটার পিছনে বলল রন, তারপর হাত বাড়িয়ে আস্তে করে দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিল।

রেল-রাস্তায় বেরিয়ে এসে ঝড়ো বাতাসের পুরো তাণ্ডব মোকাবিলা করতে হলো ওকে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে পকেট থেকে সিগার বের করল ও, হাত দিয়ে বাতাস আড়াল করে সিগারটা ধরাল। ম্যাচের কাঠিটা ফেলে দিয়ে বারান্দা থেকে নামতেই শুনতে পেল লিজার গলা, ওকেই ডাকছে।

দু'জন মুখোমুখি হবার পর ঘন ঘন শ্বাসের ফাঁকে লিজা বলল, 'সবখানে খুঁজেছি তোমাকে।' চোখ দুটো হঠাৎ বড় হয়ে উঠল ওর, রনের কাঁধের উপর দিয়ে ব্রেকম্যানের জীর্ণ লবির দিকে তাকাল। 'ভাবিনি এখান থেকে বের হতে দেখব তোমাকে।'

সিগারটা মুখ থেকে নামাল রন, মৃদু হাসল। 'ব্যবসার কাজে মানুষকে কখনও কখনও অদ্ভুত সব জায়গায় যেতে হয়, লিজা।'

কথা বাড়াল না লিজা। অন্য চিন্তা মাথা জুড়ে আছে ওর। চিন্তিত কণ্ঠে বলল, 'রন, বাবাকেও কোথাও পাচ্ছি না। কয়েক মিনিট আগে বাড়ি ফিরে গিয়েছিলাম, ওখানে নেই বাবা।'

'না থাকাটা কি অস্বাভাবিক?'

'এক্ষেত্রে, হ্যাঁ। ক্লার্ক ফাওলের সঙ্গে তোমার বা আমার যা ঘটেছে, তার কিছুই আমি বাবাকে জানাইনি। যতদূর জানি ব্যাপারটা অন্য কারও কাছ থেকেও শোনেনি বাবা। কিন্তু ব্রামবৌ জিমের কাছে শুনলাম, তাস বাটার ফাঁকে একবার বেরিয়ে মেইমিকে দেখেছে ও, আমাদের বাড়ির পেছনের উঠানে ঢুকে বাবাকে আমার কোটটা দিয়েছে মেইমি...' থেমে বড় করে দম নিল লিজা, তারপর বলল, 'ক্লার্ক যখন আমার সুটকেসে ওপিয়াম ভরে, তখন সুটকেস থেকে কিছু না কিছু বের করতে হয়েছিল তাকে। আমার কোট সরিয়ে ফেলে ক্লার্ক। বোধহয় ওটা মেইমিকে দিয়েছিল সে। জানি না বাবাকে ওটা কেন ফিরিয়ে দিয়েছে মেইমি, কিন্তু ব্রামবৌর কাছে শুনলাম, বহুদিন পর বাবাকে অস্বাভাবিক একটা কাজ করতে দেখেছে সে– ঘরে ঢুকে বারের পেছন থেকে গানবেল্ট-হোলস্টার নিয়ে পরে বাবা, তারপর একটা কথাও না বলে বেরিয়ে চলে যায়। ভয় লাগছে, বাবা বোধহয় ক্লার্ক ফাওলকে খুঁজতে বেরিয়েছে।'

কথাগুলো চিন্তা করে দেখে রন বলল, 'তুমি বোধহয় অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ছ, লিজা। তুমিই তো বলেছ, ক্লার্ক ফাওলের শয়তানি সম্বন্ধে কিছু জানে না তোমার বাবা। কোথাও খুঁজতে যাবার আগে চলো মেইমির কাছ থেকে জেনে নিই কী বলেছে ও মিস্টার ট্রেইসিকে।' কথাগুলো বলে ওর মনে পড়ল মেইমির সতর্কবাণী। রনের মন বলল, মেইমি শুধু শুভাকাঙ্ক্ষী হিসাবে কথাগুলো বলেনি ওকে, বলেছে সম্ভবত নিজের গর্বে আঘাত লাগায়– ক্লার্ক ফাওলের উপর প্রচণ্ড রেগে আছে মেইমি।

লিজার বাহুতে হাত রেখে ব্রেকম্যানের লবিতে ঢুকবার জন্য

ঘুরে দাঁড়াতে গিয়েও ডিপোর প্ল্যাটফর্মে একটা নড়াচড়া দেখতে পেয়ে থামতে বাধ্য হলো ও।

ডিপোর দিকে খেয়াল করেনি লিজা; ও বলল, 'বাবাকে আমি বলিনি মানেই এই নয় যে বাবা জানে না চুপচাপ মানুষ, জেনেও হয়তো প্রকাশ করেনি আমার কাছে।'

ডিপোর শেষমাথা থেকে কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে ডকের উপরে উঠেছে ক্লিভ হেস্টিংস, ধীর পায়ে এগোচ্ছে হলুদ বিল্ডিংটার দিকে। রনের মনে হলো, কোনও একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে যাচ্ছে লোকটা ওদিকে। লিজাকে ও বলল, 'একা যেতে যদি ভয় না পাও, তা হলে মেইমিকে জিজ্ঞেস কোরো মিস্টার ট্রেইসিকে কী বলেছে ও, জরুরি একটা কাজে এক্ষুনি ডিপোতে যেতে হচ্ছে আমাকে। একটু পরেই চলে আসব।'

আহত ভাব ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল লিজার হতাশ চোখ দুটো থেকে, আড়ষ্ট গলায় লিজা বলল, 'বাবাকে সাহায্য করার তুলনায় তুমি যদি অতিরিক্ত ব্যস্ত থাকো, তো ভয় পাব কেন! ছোটবেলা থেকে মেইমিকে চিনি আমি।' থুতনি উঁচু করে দ্রুতপায়ে ব্রেকম্যানের লবিতে ঢুকে গেল লিজা।

ওর পিছনে জোরে বন্ধ হলো দরজাটা।

রেল-রাস্তার দিকে ফিরে তাকাল রন। হাতটা আপনাআপনি চাপড় মারল উরুতে। মনে মনে বলল ও, সিক্সগান নিয়ে বেরোনো উচিত ছিল। এটা নিউ ইয়র্ক নয়!

রেল-রাস্তার কাদায় নেমে ক্লার্ক ফাওলকে দেখতে পেল রন, হোগানের গলি থেকে বেরিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে ডিপোর দিকে। কাঁধের উপর দিয়ে একবার পিছনে তাকাল লোকটা

ক্লিভ হেস্টিংসকে দেখা গেল না কোথাও।

লোডিং প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে ওয়েইটিং রুম পাশ কাটিয়ে ক্লার্ক ফাওলকে দালানের কোনা ঘুরতে দেখল রন। ওকে খেয়াল করেনি ফাওল।

কী ঘটছে ভেবে দেখল রন। পরিষ্কার হয়ে গেল ওর কাছে সব। ঠিক এভাবেই সৈন্যদের খেলিয়ে কানাগলিতে নিয়ে যায় অ্যাপাচি যোদ্ধারা। রেল-রাস্তা পেরোনোর পর হাঁটবার গতি কমাল রন, ওর সন্দেহ সত্যি কি না দেখতে অপেক্ষায় থাকল।

একমিনিট পর হোগানের গলি থেকে দৃঢ়পায়ে বেরিয়ে এলো বিল ট্রেইসি। রাস্তার এমাথা-ওমাথায় চোখ বোলাল সে, রনকে একপলক দেখে আবার এগোল, আড়াআড়ি ভাবে ডিপোর দিকেই যাচ্ছে।

দ্রুত এগিয়ে দু'জনের মাঝখানের দূরত্ব কমিয়ে ফেলল রন, পানি ঝরানো কটনউড গাছগুলোর তলা দিয়ে এমন একটা পথ তৈরি করে হাঁটছে যে, ডিপোর ওয়েইটিং রুমের কাছাকাছি গিয়ে জুয়াড়ীর সামান্য আগে থাকবে ও।

দিনটা আরও ধূসর হয়ে গেছে। শীতও বেড়েছে বেশ। বাতাসে এটা-ওটা নড়ে নানারকম শব্দ হচ্ছে, কোনটা কীসের, বোঝা শক্ত। আওয়াজগুলো কী সেই পুরোনো পিস্তল ফ্ল্যাট শহরের, যেখানে প্রতিদিন বন্দুকযুদ্ধে মারা যেত অন্তত একজন মানুষ?

ওয়েইটিং রুমের দরজার কাছে পৌঁছে গেল রন, পিছনে স্পষ্ট শুনতে পেল কাদার মধ্যে বিল ট্রেইসির নিশ্চিত পা ফেলবার শব্দ।

কাঁধের উপর দিয়ে নিচু গলায় রন বলল, 'ঘুরপথে যাও, মিস্টার ট্রেইসি।' মনে মনে ও আশা করল, ওঁৎ পেতে কেউ বসে থাকলে বিপরীত দিক থেকে বয়ে আসা বাতাসে ওর কণ্ঠ শুনতে পাবে না সে।

এবার দরজা খুলে অন্ধকারাচ্ছন্ন ওয়েইটিং রুমের ভিতরে উঁকি দিল ও। প্ল্যাটফর্মে যাবার খোলা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ভ্রূ কুঁচকে রাখা ক্লিভ হেস্টিংসকে কী যেন বোঝাচ্ছে জ্যাক ওয়েড তার কথার শেষ অংশ শুনতে পেল রন।

...অনেকদিন পর এখানে স্পেশাল ট্রেইন এলো... জংশনে গাড়ি বোঝাই জর্জ ব্রাউনের ঘোড়া নিয়ে যাব আমরা, বদলে ওখান থেকে নিয়ে আসব খনির যন্ত্রপাতি, মজুর বা... হঠাৎ বড়লোক হয়ে যাবার পথ নাকি খুঁজে পেয়েছে জর্জ ব্রাউন... তারপর স্পেশাল ট্রেইন আবারও আসবে, শিডিউল বলে আর কিছু থাকছে না... স্মেলটার, খনি আর মিল-এর যন্ত্রপাতি এতো বেশি আসছে যে সরিয়ে কূল পাচ্ছি না আমরা...

হঠাৎ কথা থামিয়ে হেস্টিংসের উদ্দেশে মাথা দোলাল ওয়েড, কৌতূহলী চোখে রনকে দেখে নিয়ে বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে তার পিছনে দরজাটা বন্ধ হবার আগে ভেসে এলো প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো রেল এঞ্জিনের হাঁপানোর শব্দ, একপাশ খোলা বগিতে ওঠানো গরুগুলোর প্রতিবাদ।

ঘরে ঢুকে ক্লিভ হেস্টিংসের মুখোমুখি হলো রন দু'জন দাঁড়িয়ে আছে দুই দরজার দিকে পিঠ দিয়ে। হেস্টিংসের সঙ্গে রনের দূরত্ব ঠিক একুশ ফুট। ব্যবধানটা ভরে আছে সারাজীবনের অপছন্দের মনোভাবে।

বিস্ময়ের ছাপ ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল হেস্টিংসের চেহারা থেকে। ধীরপায়ে রনকে এগিয়ে আসতে দেখল সে, তারপর দু'পা ফাঁক করে দৃঢ় ভঙ্গিতে দাঁড়াল, দু'হাতের বুড়ো আঙুল ট্রাউজার্সের ওয়েইস্টব্যান্ডের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে বিরাট বপুর নীচে খানিকটা টেনে নামাল ট্রাউজার্স। বেশ খানিকটা নীচে কাত হয়ে ঝুলছে তার গানবেল্ট, হোলস্টারে ভরা সিক্সগানটা উরুর পাশে, আরও নীচে।

প্ল্যাটফর্মের দরজা দিয়ে একমিনিট আগে বেরিয়ে গেছে জ্যাক ওয়েড, হঠাৎ ওই দরজা খুলে ছিটকে ভিতরে ঢুকল ক্লার্ক ফাওল। রিভলভারটা হোলস্টারে আলগা ভাবে পোরা ছিল তার, রনকে দেখে অস্ত্রটা তালুর ধাক্কায় হোলস্টারের ভিতরে ভালমতো গুঁজল সে

ক্লিভ হেস্টিংসের ভারী চেহারায় রাগ-ক্ষোভের মিশ্র ছাপ পড়ল। গলার গভীর থেকে উঠে এলো ঘড়ঘড় একটা চাপা শব্দ।

একপাশে সরে ক্লার্ক ফাওল এবং নিজের মধ্যে হেস্টিংসকে রাখল রন। স্বাভাবিক গলায় বলল, 'তুমি খনি থেকে তামা চুরি করেছ, হেস্টিংস। ইউনাইটেড ফেডারালের প্রাপ্য ভাড়াও মেরে দিয়েছ। তবে কখনও ভাবতে পারিনি বিল ট্রেইসিকে ফাঁদে ফেলে খুন করতে চেষ্টা করবে তুমি।'

ধরা পড়া অপরাধীর অন্যায় রাগ প্রকাশ পেল হেস্টিংসের চেহারায়। লাল হয়ে উঠল সে।

একপাশ ফিরে ডানহাত ঘুরিয়ে হেস্টিংসের চোয়াল লক্ষ্য করে ঘুসি মারল রন। প্রকাণ্ডদেহী বলেই হয়তো হেস্টিংস ধীর. সরতে পারল না সে, চোয়ালের হাড়ের উপর প্রচণ্ড ঘুসিটা হজম করতে হলো তাকে।

মুঠির হাড় থেকে কাঁধ পর্যন্ত ব্যথায় ঝনঝন করে উঠল রনের।

মাথা ঝাড়া দিয়ে উন্মত্তের মতো পাল্টা হাত চালাল হেস্টিংস। নিচু হয়ে সরে গেল রন, তারপরও ওর মাথার তালুতে ঘষা খেল হেস্টিংসের মুঠো। ব্যথাটা এমনই যে, রনের মনে হলো দেবে যাওয়া খুলি গেঁথে গেছে ওর মগজে, সেই সঙ্গে ভেঙে গেছে ঘাড়। নিজেকে কংক্রিটের মেঝেতে ছয় ইঞ্চি গেঁথে যাওয়া মানুষ বলে মনে হলো ওর। তাড়াহুড়ো করে পিছু হটল রন, ওর শোল্ডার ব্লেড ধাক্কা খেল দেয়ালের সঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে ঝট করে সরে গেল ও, নইলে ওর পেট ফাটিয়ে দিত ক্লিভ হেস্টিংসের সবুট লাথি।

পড়ো বার্নের দেয়াল যেভাবে ধসে পড়ে, সেভাবে হুড়মুড় করে সামনে বাড়ল ক্লিভ হেস্টিংস। একবার অপ্রস্তুত রন মার্লোকে নাগালের মধ্যে পেলে ঘুসিয়ে ভর্তা বানাতে দেরি হবে না তার

দ্রুত বামপাশে সরল রন, কাঁধের জোরে পরপর দু'বার ঘুসি মারল হেস্টিংসের পেটে। রনের বামহাতের মুঠো ঘষা খেল মার্শালের গানবেল্টের ধাতব বাকলের সঙ্গে। ডানহাতি ঘুসিটা লাগল আরও উপরে– কব্জি পর্যন্ত ডেবে গেল রনের। হুউউশ করে সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেল হেস্টিংসের পেট থেকে, ব্যথায় দু'ভাঁজ হয়ে গেল সে।

দানবটাকে মোকাবিলা করা সম্ভব। সম্ভব ওটাকে হারিয়ে দেয়া।

চোখের কোণে প্ল্যাটফর্মের দরজা খুলে যেতে দেখল রন। ক্লার্ক ফাওল এগিয়ে এসে ওর উপর আক্রমণ শানাতে চেষ্টা করছিল, এক লাফে তার পিছনে চলে গেল বিল ট্রেইসি। পরেরবার রন যখন ওদিকে তাকাল, দেখল খুঁটির মতো সোজা হয়ে স্থির দাঁড়িয়ে আছে ডেপুটি শেরিফ, হোলস্টার থেকে উধাও হয়েছে তার রিভলভার।

ডানহাত পিছনে নিয়ে গায়ের জোরে ঘুসি মারল হেস্টিংস। ওটা এড়াতে সরে গেল রন, আর ঠিক তখনই হেস্টিংসের বাঁহাতি ঘুসি পড়ল ওর পাঁজরের উপর। পিছলে গিয়ে বেসামাল হয়ে পিছিয়ে ঘর ছেড়ে হল-এ বেরিয়ে চলে গেল রন।

তাড়া করে এলো হেস্টিংস। তাকে দু'ফুটের মধ্যে আসতে দিল রন– সামলে নিয়েছে ইতিমধ্যে– তারপর দ্রুত সরে গেল একপাশে, দু'হাত এক করে মুগুরের মতো ঘুরিয়ে মেরে বসল লোকটার কানের পিছনের হাড্ডিতে।

থামবার সুযোগ পেল না ক্লিভ হেস্টিংস, তার নিজের গতির সঙ্গে যোগ দিল রনের আঘাত, ধুপ করে মাথাটা দেয়ালে বাড়ি খেল তার ঘরের মধ্যে তার মাথার সঙ্গে দেয়ালের সংঘর্ষের আওয়াজটা শোনাল পাকা তরমুজে লাঠির বাড়ির শব্দের মতো। দেয়ালের রুক্ষ প্লাস্টারে লেগে ছড়ে গেল লোকটার চিবুক।

হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল হেস্টিংস। সামলে নেবার কোনও

সুযোগ তাকে দিল না রন, এগিয়েই মুঠি করে ধরল হেস্টিংসের তেলতেলে চুল, তারপর বিন্দুমাত্র দয়া না করে মাথাটা বারকয়েক জোরে জোরে ঠুকে দিল দেয়ালের সঙ্গে।

বিবশ হয়ে গিয়েও আত্মরক্ষার স্বাভাবিক তাগিদে ঘুরে বসে ধাক্কা দিয়ে রনকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করল ক্লিভ হেস্টিংস। সরল না রন, সামনে ঝুঁকে একের পর এক ঘুসি মারতে শুরু করল আধবসা হেস্টিংসের মুখে। এক মিনিট পেরোনোর আগেই প্রকাণ্ড মুখটা রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল দানবের।

একটু পিছিয়ে হেস্টিংসের লম্বা হাতদুটোর আওতার বাইরে দাঁড়িয়ে দম ফিরে পাবার চেষ্টা করল এবার রন। দু'হাত যেন অসাড় হয়ে গেছে ওর। শত্রুর মোকাবিলা করতে হলে ওগুলোতে সাড়া ফিরে পাওয়া দরকার।

হঠাৎ সামনে ঝুঁকল ক্লিভ হেস্টিংস, তারপর মুখ থুবড়ে মেঝেতে পড়ে স্থির হয়ে গেল।

হাঁপাতে হাঁপাতে অজ্ঞান লোকটার দিকে তাকাল রন। কান ভোঁ-ভোঁ করছে ওর, সেই গুঞ্জনের মাঝ দিয়ে বিল ট্রেইসির গলা শুনতে পেল। 'এবার হয়তো তোমার বলার সময় হয়েছে লিজার কোট মেইমির কাছে কীভাবে গেল, ক্লার্ক।'

বাইরে প্ল্যাটফর্মে রেল-এঞ্জিনের পাশে দাঁড়িয়ে হাত তুলে রেললাইন দেখাল জ্যাক ওয়েড। জবাবে হুইসল বাজাল ড্রাইভার, কুউ-কুউ শব্দ তুলল। একটু পরেই রওনা হবে রেলগাড়িটা।

এঞ্জিনের ফোঁস-ফোঁস আওয়াজের উপর দিয়ে আড়ষ্ট, কাঁপা গলায় বলল জুয়াড়ী, 'শুয়োরের বাচ্চা... কী ভেবেছিলি?' সিক্সগানটা সজোরে ক্লার্ক ফাওলের মাথার পাশে নামিয়ে আনল সে।

টলমল করতে করতে দরজার সঙ্গে গিয়ে ধাক্কা খেল ফাওল। খুলে গেল দরজা, প্ল্যাটফর্মের মেঝেতে ধুপ করে পড়ে

গেল সে। পড়েই থাকল, উঠবার কোনও চেষ্টা করল না। চোখে ভয় নিয়ে তাকিয়ে দেখল বিল ট্রেইসির নিষ্ঠুর হাসি।

'একটা সুযোগ দিচ্ছি তোকে, ক্লার্ক। ট্রেইনটা শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে।' সিক্সগান তুলে নলটা ক্লার্ক ফাওলের বুকে তাক করল বিল ট্রেইসি।

মেরুদণ্ডের হাড়গুলো বরফ দিয়ে তৈরি বলে মনে হলো ফাওলের, কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল সে, তারপর কুঁজো হয়ে দৌড় দিল পিছনের বগিটার দিকে। হেলেদুলে রওনা হয়ে গেল রেলগাড়ি।'

বগির দরজায় জ্যাক ওয়েডকে দেখা গেল, হাঁ করে তাকিয়ে আছে সে বিল ট্রেইসির দিকে।

সিক্সগানটা তুলল ট্রেইসি, তাক না করেই গুলি করল। ছুটন্ত ফাওলের একফুট সামনে কাঠের কুচি ছিটিয়ে প্ল্যাটফর্মে গাঁথল বুলেট।

বৃষ্টিতে ভেজা বড় বড় কিছু যন্ত্রের সামনে দু'জন লোকের সঙ্গে কথা বলছিল কর্নেল মার্শল্যান্ড, গুলির আওয়াজে চরকির মতো ঘুরে দাঁড়াল সে, তারপর দু'সেকেন্ড পেরোনোর আগেই আলাপ ভুলে বিরাট বিরাট লাফে যন্ত্রপাতির আড়াল নিল তিনজন।

তবে ফাওলের লাফটাই সবচেয়ে বিরাট, ছুটন্ত রেলগাড়ির শেষ বগির পাশ থেকে লাফ দিয়ে রেইলিং ধরে ফেলল সে দক্ষ বাঁদরের মতো, তারপর রেইলিং টপকে হুড়মুড় করে পড়ে গেল পিছনের প্ল্যাটফর্মের মেঝেতে। পড়েই উঠে দাঁড়াল আবার। সঙ্গে সঙ্গে বগির পিছন-দেয়ালে গুলি করল বিল ট্রেইসি। বসে পড়ে তাড়াতাড়ি হামাগুড়ি দিয়ে বগির দরজার দিকে এগোল ফাওল। ততক্ষণে বুদ্ধিমানের মতো দরজা থেকে অদৃশ্য হয়েছে জ্যাক ওয়েড।

রেলগাড়িটা দূরে চলে যেতেই নীরবতা যেন চেপে বসল

ডিপোতে, তারপর রেল-রাস্তায় শোনা গেল মানুষের উত্তেজিত কথাবার্তার আওয়াজ। ওয়েইটিং রুমের ভিতরে কয়েক পা এগোল ট্রেইসি, রনকে বলল, 'রন, মনে হয় না ক্লার্ক আর ফিরবে কখনও।'

রেইলরোড অ্যাভিন্যুর দিকে ওয়েইটিং রুমের যে দরজাটা আছে, সেটা খুলে গেল, ছুটে ভিতরে ঢুকল লিজা। চেহারা একদম ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ওর। বিড়বিড় করে কী যেন বলতে বলতে ঠিক একই সময় প্ল্যাটফর্মের দিকের দরজা দিয়ে ঢুকল কর্নেল মার্শল্যান্ড।

রনকে দেখেই থমকে দাঁড়াল লিজা, রাগী স্বরে বলল, 'তুমি আমাকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলে... তুমি! তুমি!' রাগের কারণে আর কিছু বলতে পারল না ও, একবার মাত্র অনড় ক্লিভ হেস্টিংসের দিকে তাকিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেল বাবার সামনে।

মাত্র জ্ঞান ফিরতে শুরু করেছে দানবের। অল্প অল্প গোঙাচ্ছে সে, নড়ছে।

মেয়ের কাঁধে হাত রেখে কাছে টানল বিল ট্রেইসি, নরম গলায় জিজ্ঞেস করল, 'যাচ্ছ কোথাও?'

'আসছিলাম বেঁচে আছো না মরে গেছ সেটা দেখতে।' লিজার বলবার হালকা ভঙ্গিটা এমনই যে, মনে হয় রাতের খাবারের পর কৌতুককর কিছু বলল। কিন্তু রন ঠিকই বুঝল, কী পরিমাণ দুশ্চিন্তা লুকিয়ে আছে ওই নির্লিপ্ত ভাবের আড়ালে।

'সশরীরে এখনও বিদ্যমান,' হাসল বিল ট্রেইসি। রনকে দেখাল। 'হেস্টিংসকে ব্যস্ত রেখেছিল রন, সেই সঙ্গে আগ্রহী করে তুলেছিল ফাওলকে, আর আমি সেই সুযোগে ফাওলের পেছনে চলে আসি। ওর অস্ত্রই ওর পিঠে ধরেছিলাম।'

ধীরে ধীরে উঠে বসল ক্লিভ হেস্টিংস, এদিক-ওদিক তাকাল। চোখে ফাঁকা দৃষ্টি।

রনের দিকে তাকাল লিজা, নিচু গলায় বলল, 'আমার মতোই তুমিও ক্লিভকে চেনো, রন। আজ যা হলো সেটার প্রতিশোধ নেবা চেষ্টা ও করবেই।'

আট

পরদিন ভোর এলো পুবাকাশে রক্তলাল ছোপ নিয়ে। ঘুম থেকে জেগে ঘরের ভিতরে উজ্জ্বল সূর্যালোক দেখতে পেল রন। কিন্তু একটু পরেই ঘন মেঘের আড়ালে আবার মুখ লুকাল সূর্য, বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল নতুন করে।

ব্যায়ামপুষ্ট পেটা শরীরে শার্ট চাপানোর সময় জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রন। রাস্তাটা ব্যস্ত হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যে। রেল-রাস্তাকে যেখানে আড়াআড়ি ভাবে কেটেছে গভীর নালা, সে-জায়গাটা পার করে হালকা একটা ক্যারিঅল টেনে আসছে ধূসর রঙের ল্যাংড়া একটা ঘোড়া। ক্যারিঅলের উঁচু চাকার স্পোকগুলোর মাঝ দিয়ে ফেনা তুলে ছুটে যাচ্ছে কাদাটে পানি।

এলাকার প্রত্যন্ত কোথাও থেকে একযোগে এসে হাজির হলো রেইনকোট পরা বারোজন অশ্বারোহী। জর্জ ব্রাউনের হয়ে যারা ফাঁদ পেতে ঘোড়া ধরবে, এরাই তারা, আঁচ করল রন।

বিল ট্রেইসির বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো লিজা, হেঁটে চলে গেল বিন-এর পরিত্যক্ত বাড়ির সামনে, তারপর ভিতরে ঢুকল।

বসে থাকার মেয়ে নয় ও, আপনমনে বলল রন। *ভবিষ্যৎ দেখে সে অনুযায়ী পরিকল্পনা করার বুদ্ধি রাখে লিজা। আমি কি রাখি?*

চিন্তাটা মাথায় আসতেই ব্যাগ খুলে .৪৪ কোল্ট ভরা হোলস্টার বের করল রন, ওটার লূপের ভিতর দিয়ে বেল্টে ঢুকিয়ে ঝুলিয়ে নিল। অস্ত্রটার পরিচিত ওজন মনে স্বস্তির একটা ভাব এনে দিল ওর।

ঘর ছেড়ে লবিতে এসে নিক হাওয়ার্ড ও কর্নেল মার্শল্যান্ডকে দেখতে পেল ও, কথা বলছে দু'জন। রনের কোল্ট লক্ষ করল কর্নেল, তবে এ-ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করল না, মাথা কাত করে হাওয়ার্ডকে দেখাল। 'মিস্টার হাওয়ার্ডের কাছে জিজ্ঞেস করছিলাম এদিকে এরকম বৃষ্টি সবসময় লেগেই থাকে কি না।'

'মাঝে মাঝেই একটানা এক সপ্তাহও বৃষ্টি হয়,' বলল রন। 'খরার পর বৃষ্টি এখন সবাই চাইছে। বিশেষ করে গরু-ব্যবসায়ীরা।'

'ব্লেকের রানিং আয়ার্ন বৃষ্টির পুরো সময়টা ভাল ব্যবসা করবে,' বলল নিক হাওয়ার্ড। 'যাদের একটা গরুও আছে, তারাও খুশিমনে ড্রিঙ্ক করবে এ-বছরের বাছুরগুলোর স্বাস্থ্য কামনা করে।'

আস্তে করে মাথা দুলিয়ে সায় দিল রন, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'নিক, ডেভ বেল কি ঋণ দেবে এমন কোনও আভাস দিয়েছে?'

'আমাকে অন্তত দেয়নি,' ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল নিক হাওয়ার্ড। 'তোমাদের হতাশ করতে চাই না, তবে না বলে পারছি না, যদি অন্য কোথাও থেকে টাকা জোগাড় করতে পারো, তা হলে সেটাই তোমাদের জন্যে ভাল হবে। ডেভ বেল ঘাড়-ত্যাড়া লোক।'

'আর তুমি কী করবে ভাবছ?'

খানিক অনিশ্চয়তায় ভুগল হাওয়ার্ড। 'ডেভ বেল চালাক মানুষও, রন। এখনও কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারিনি আমি।'

অধৈর্যভাবে নাক দিয়ে শব্দ করল মার্শল্যান্ড। 'মানুষের কী

কী দরকার? ডেভ বেল বা তুমি বুঝতে পারছ না এ-শহরের উন্নতির সম্ভাবনা পুরোপুরি জড়িয়ে আছে ওই খনির সঙ্গে? সেইসঙ্গে তোমাদের ভাগ্যও।'

'খনির একটা অংশ চাইছে ডেভ বেল,' কর্নেলকে মনে করিয়ে দিল রন।

'রক্ত!' রেগে দিয়ে বলল মার্শল্যান্ড, 'আমাদের রক্ত চাইছে ও!'

'ড্যাডি!" ঘুরে তাকিয়ে ওরা দেখল, এগিয়ে আসছে মিশেল মার্শল্যান্ড। 'টাকা জোগাড় করা তো রনের কাজ, তা-ই না?'

তরুণীর দিকে হেঁটে গেল রন। শীঘ্রি এই দেবীসুলভ সোনালী সৌন্দর্য একান্ত ওর নিজের হবে। ক্ষণিকের জন্য আত্মবিশ্বাসের অভাবে ভুগতে হলো ওকে। চোখের সামনে যেন দেখতে পেল লিজা ট্রেইসিকে: যখন শহরের বেশিরভাগ মানুষই ঘুমিয়ে কাদা, সম্ভবত অঘোরে ঘুমাচ্ছে মিশেলও, তখন বৃষ্টিতে ভিজে বিন-এর বিল্ডিঙের দিকে চলেছে লিজা।

রনের বাড়ানো দু'হাতে ধরা দিল মিশেল, সামান্য হেলান দিল গায়ে, তারপর সরে গেল। রনের অস্ত্রটার দিকে মনোযোগ চলে গেল তার। মিশেলের মন অন্যদিকে ফেরাতে হালকা গলায় রন জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কথাটায় বিশেষ কোনও ইঙ্গিত আছে, মিশেল?'

'টাকা জোগাড় করার ব্যাপারে?' ভ্রূ উঁচু করল মিশেল। 'কথাটা ঠিক না? টাকা জোগাড়... মার্শালদের পেটানো... তোমার কাজ নয়?' বাবার দিকে একবার তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিল মিশেল। 'গুজব খুব দ্রুত ছড়ায়, রন। আমি অবশ্য তোমার কাছ থেকে কিছু শুনিনি। মনে হয় ব্যবসার কাজে তুমি এত ব্যস্ত যে, আমাকে দেবার মতো সামান্য সময়টুকুও নেই তোমার। গতকাল আমার সঙ্গে দেখা করতে আসোনি তুমি।' জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল মিশেল। 'এটাও বুঝতে পারছি না আজকে

আমাকে নিয়ে নাস্তা করতে যেতে তোমাকে আমি অনুমতি দেব কি না।'

'মিশেল,' ক্ষমাপ্রার্থনার দৃষ্টিতে কর্নেলের দিকে তাকাল রন। 'হেনরি, ওকে একটু বুঝিয়ে বলুন, পরের ট্রেইন ধরতে হলে আপনার সঙ্গে জরুরি আলাপ করা প্রয়োজন আমার।'

ঝটকা খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল মিশেল। 'তার মানে তুমি বলতে চাইছ এখনও আমাকে দেবার মতো সময় নেই তোমার?'

'ট্রেইন ছেড়ে যাবার পর...'

যেরকম হঠাৎ করে রাগ প্রকাশ করেছিল, তেমনি দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে চুপ করে থাকল মিশেল, তবে চেহারা থেকে রাগের ছাপ দূর হলো না। 'ঠিক আছে,' ধীর গলায় বলল মিশেল, 'কোনও সমস্যা নেই। আশা করি তুমি দয়া করে জিং ওয়াংকে বলবে, আমার নাস্তা যেন ঘরে দিয়ে যায়?'

'এই তো আমার মেয়ের মতো কথা,' খুশি হয়ে বলল কর্নেল মার্শল্যান্ড। 'আমরা কাজের মানুষ, আমাদের মতো কাজের মানুষদের ব্যাপারে একটু ধৈর্য তো ধরতেই হয়, নাকি, মিশেল!'

চলে যাবার সময় রনকে পাশ কাটাল মিশেল, ঠোঁটে আড়ষ্ট হাসি। অন্যরা হয়তো ওর বিড়বিড় করে বলা কথাগুলোর কোনও অর্থ করতে পারল না, তবে রন স্পষ্ট শুনল: 'আমাকে সময় দিতে না পারলেও মিসেস টমসনকে ঠিকই সময় দিতে পারছ তুমি। শুনলাম কালকে তোমার মারামারির সময় উপস্থিত ছিল সে।' রাজকীয় ভঙ্গিতে গ্রীবা সোজা করে করিডর ধরে হেঁটে চলে গেল মিশেল।

পিছন থেকে তাকিয়ে থাকল রন, ওর চোয়ালের একটা পেশী তিরতির করে কাঁপল বারকয়েক।

'বাদ দাও, রন,' বলল মার্শল্যান্ড। 'আজ সকাল থেকেই মেজাজ খারাপ ওর। ঠিক হয়ে যাবে নিজেই। চলো, খেতে যাওয়া যাক।'

ক্যান্টনিয ভাষায় নতুন দু'জন ওয়েইট্রেসকে দ্রুত নির্দেশ দিচ্ছে জিং ওয়াং, তবে রন ও কর্নেলের অর্ডার নিজে এসে নিল সে। কাগজে অর্ডার লিখে নিতে নিতে বলল, 'হঠাৎই ব্যবসা বেড়ে গেছে। সত্যি তুমি খনি চালু করবে, মিস্তার মার্লো?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে আরও অনেক মেয়েকে চাকরি দিতে হবে আমার,' বলে কিচেনে ফিরে গেল জিং ওয়াং। ভিতর থেকে তার উঁচু গলার চিৎকার শোনা গেল, রাঁধুনিকে ধমকাচ্ছে।

এল পাসো যাত্রা নিয়ে আলাপে ডুবে গেল মার্শল্যান্ড ও রন। একটু পর রেস্টুরেন্টে ঢুকল ক্লিভ হেস্টিংস। চামড়া-মাংস ছেঁচে যাওয়া চেহারা থেকে স্বাভাবিক রং বিদায় নিয়েছে তার, ফোলা চোখ দুটোর চারপাশে ঘন কালো ছোপ। রনকে দেখে ওদের টেবিলের দিকে হনহন করে এগিয়ে এলো সে।

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল রন, ওর ডানহাতটা থাকল টেবিলের কিনারায়, সিক্সগানের বাঁট থেকে তিন ইঞ্চি দূরে।

মাথা নাড়ল হেস্টিংস। 'রানিং আয়ার্ন সেলুনে অনেকক্ষণ ছিলাম আমি,' বলে ঘরের শেষপ্রান্তের আরেকটা টেবিলে গিয়ে বসল।

ভ্রূ কুঁচকে গেল মার্শল্যান্ডের। 'কী বলতে চাইল লোকটা? কালকের অপ্রীতিকর ঘটনার জন্যে দুঃখপ্রকাশ করল নাকি?'

'না।' গম্ভীর কণ্ঠে বলল রন, 'বলতে চাইল, পরেরবার যখন আমরা মুখোমুখি হবো, তখন মদের নেশা থাকবে না ওর।'

নাস্তা শেষ করে কর্নেলের কাছ থেকে বিদায় নিল রন। তার আগে বলল, 'যতখানি নীচে পানি থাকবে ভেবেছিল ফেনটন, তার চেয়ে বেশ ওপরের স্তরেই পানি আছে। যদি দরকার হয়, তা হলে খনিতেই পাবেন আমাকে।'

পথে লিজার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ওর। বিনের বিল্ডিং থেকে মাত্র বেরিয়েছে লিজা। রনকে দেখে মৃদু হাসল ও, বলল,

'এরকম পুরোনো একটা বাড়ি মেরামত করে ভাড়াটে বসাতে হলে কী কী দরকার হবে সেটার লিস্ট করা সহজ কাজ নয়।'

'লিস্ট করে কী হবে?'

'একটা বোর্ডিং হাউস খুলব আমি ওখানে, যদি তোমার কোনও আপত্তি না থাকে।'

'নেই আপত্তি।'

হালকা বাতাসে বৃষ্টির মিহি কণা উড়ছে চারপাশে। ভেজা ভেজা হয়ে গেল লিজার দু'গাল। রাস্তার ধারের ক্যানিয়ন গাল্চ্ থেকে ছুটন্ত কাদা-পানির খলখল-ছলছল আওয়াজ আসছে। কথা বলতে গিয়ে গলা উঁচু করতে হলো ওদের দু'জনকে।

রাস্তায় নতুন ব্যস্ততা নজর কাড়ল রনের। লিজার কাছে জিজ্ঞেস করল ও, 'জানো, কী ব্যাপার– লিজা?'

বিল ট্রেইসির বাড়ি আর বিনের বিল্ডিঙের মাঝখানে বিরাট একটা চাতাল আছে কংক্রিটের। একসময় ওখানে একটা ওয়্যারহাউস ছিল। ওটা আগুনে পুড়ে যাওয়ায় মেঝেটাই শুধু রয়েছে এখনও। ওই কংক্রিটের চাতালের দিকে উবু হয়ে হাতুড়ি দিয়ে গজাল গাঁথছে লাল দাড়িওয়ালা এক শক্তপোক্ত লোক। তার পাশে পড়ে আছে ক্যানভাসের স্তূপ। মনে হলো তাঁবু খাড়া করতেই গজাল ঠুকছে সে কংক্রিটে।

লোকটাকে সাহায্য করছে খড়-রঙা চুলওয়ালা একটা ছেলেটা, বয়স দশের বেশি হবে না।

চাতালে একটা ওয়্যাগন তোলা হয়েছে। ওটার সিটে দুধের বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে বসে আছে এক মহিলা।

'ডেভ বেলের সম্পত্তি ওটা,' লিজাকে বলল রন। ওরা দু'জন আরও কাছে যাবার পর গলা উঁচু করল ও, 'মিস্টার, শহরে খালি বাড়ি থাকতে বৃষ্টির মধ্যে ক্যাম্প করছ কেন?'

হাঁ হয়ে গেল লোকটা, স্লেজ হাতুড়ি নামিয়ে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল। 'দোকানের ওই লোকটা... ডেভ বেলের স্টোর

দেখাল সে, 'আমাকে বলল এই চাতালগুলোতে কম ভাড়ায় থাকতে দেবে। আমাকে এমন ধারণা দিয়েছে যে শহরের আর কোনও জায়গা খালি নেই।'

রন নরম গলায় জিজ্ঞেস করল, 'ভাড়া কত নিয়েছে তোমার কাছ থেকে?'

লাল হয়ে গেল লোকটার চেহারা। 'কম না। এই টাকায় অন্য কোথাও আস্ত একটা বাড়ি ভাড়া নিতে পারতাম আমরা।'

লিজার দিকে তাকাল রন। 'ভাড়া দেবার মতো খালি বাড়ি আছে, লিজা?'

ওয়্যাগনে বসা মহিলার দিকে চেয়ে হাসল লিজা। 'তাঁবুটা তুলে রেখে দাও। রেল-রাস্তা ধরে এক ব্লক গিয়ে ডানদিকে মোড় নেবে। বাঁ পাশের দ্বিতীয় বাড়িটা খালি আছে। ওটার মালিক রন মার্লো। অনেকদিন কেউ থাকে না, কাজেই বাড়ির ভেতরটা পরিষ্কার করে নিতে হবে তোমাদের।'

'রন মার্লো? আমি তো ওই ভদ্রলোকের কাজ করতেই এসেছি।' হতাশভাবে কাঁধ ঝাঁকাল লোকটা। 'একমাসের জন্যে এই চাতাল ভাড়া নিতে গিয়ে প্রায় সব টাকা শেষ হয়ে গেছে আমাদের।'

রন বলল, 'তোমার জায়গায় আমি হলে দোকানের লোকটাকে বলতাম, আরও ভাল একটা জায়গা পেয়ে গিয়েছি, আমার টাকা যেন সে ফেরত দেয়।'

'সহজ লোক মনে হয়নি লোকটাকে আমার। টাকা যদি ফেরত দিতে রাজি না হয়?'

কোমরে হাত রেখে মাইনারের ফ্যাকাসে নীল চোখ দুটোর দিকে তাকাল লিজা। 'দেখে তো মনে হয় শরীরে যথেষ্ট শক্তি আছে তোমার, না দিলে কেড়ে নেবে।' ঘুরে ওয়্যাগনে বসা মহিলার দিকে ফিরল লিজা। জবাবে অস্পষ্ট হাসির রেখা ফুটে উঠল মহিলার ঠোঁটে। লিজা তাগাদা দিল, 'বাচ্চাদের সরিয়ে

নাও বৃষ্টি থেকে। তোমার স্বামী মিস্টার রন মার্লোর হয়ে কাজ শুরু করার পর বাড়িভাড়া কত হবে সেটা ঠিক করা যাবে।'

রনের দিকে চেয়ে চোখ টিপে ক্যানিয়ন ছেড়ে রেল-রাস্তার দিকে রওনা হয়ে গেল লিজা। মনে মনে বলল: টাকা-পয়সার ব্যাপারে লোভের শেষ নেই ডেভ বেলের। মার্কেন্টাইল দোকানের চওড়া সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠল ও, ভাবল, কোথায় যাচ্ছে রন এই সকালবেলা।

এতো সকালেও দোকানের ভিতর কয়েকজন কাস্টমার দেখল লিজা। সবাই তারা অপরিচিত।

ওকে দেখে মেঝেতে ছড়ানো-ছিটানো মালপত্রের মধ্য দিয়ে পথ করে এগিয়ে এলো ডেভ বেল। লোকটা কাছে আসা পর্যন্ত বিব ওভারঅলের একটা স্তূপের পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করল লিজা। ওভারঅলগুলোর নতুন-নতুন গন্ধটা ভাল লাগল ওর।

'অনেকদিন পর দেখলাম তোমাকে, লিজা,' বলল ডেভ বেল। বিব্রত মনে হলো তাকে। সরাসরি কাজের কথায় এলো সে এবার। 'যেভাবে শহরে লোক আসছে, তাতে সাহায্যের হাত দরকার আমার। ভাল বেতন দেব। তুমি আগ্রহী?'

রাগী লোক ডেভ বেল, একরোখা মানুষ। শহরের বাচ্চারা সবসময় ভয় পেত ডেভ বেলকে। তার সামনে দাঁড়িয়ে অস্বস্তিতে ভুগতে শুরু করল লিজা, কিন্তু ওর অস্বস্তি দূর হয়ে গেল বৃষ্টির মধ্যে সেই মহিলা ও তার দুই বাচ্চার দুরবস্থার কথা চিন্তা করে।

লিজা বলল, 'চাকরি হয়ে গেছে আমার, মিস্টার বেল। রন মার্লোর রিয়াল এস্টেট-এ কাজ করছি আমি। মার্শল্যান্ড অ্যান্ড মার্লো ফার্মের খালি বাড়িগুলো আমিই ভাড়া দিই।' সরাসরি কথা না বললে কোনও ফল পাওয়া যাবে না বুঝে এবার ও বলল, 'একটু আগে তোমার কাছ থেকে তোমার এক ভাড়াটেকে নিয়ে নিয়েছি আমি– লাল চুল লোকটার। শীঘ্রি অগ্রিম দিয়ে যাওয়া টাকা ফেরত চাইতে আসবে সে।'

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসল ডেভ বেলের। 'কাজটা কি ন্যায়সঙ্গত হলো, লিজা?'

ডেভ বেলের চোখের দিকে নিষ্পলক তাকাল লিজা। 'দুধের শিশুর দেখাশোনা করছে এমন এক মহিলাকে বৃষ্টির মধ্যে সিমেন্টের মেঝে ভাড়া দেয়া কি ন্যায়সঙ্গত?'

ক্ষণিকের জন্য গাল থেকে রক্ত সরে গেল ডেভ বেলের। একটু থমকে গিয়ে সে বলল, 'লোকটা যখন আসে, তখন খুব ব্যস্ত ছিলাম আমি। পরিবারের কথা যদি আমাকে সে বলেও থাকে, শুনিনি। ওর অগ্রিম আমি ফিরিয়ে দেব। ওরকম কাজ করে টাকা কামানোর কোনও দরকার পড়ে না আমার।'

'শীঘ্রি মালামাল না কিনলে টাকা কামাতেও পারবে না তুমি,' মৃদু হাসল লিজা। 'এখনই তোমার অনেকগুলো তাক খালি হয়ে গেছে।'

মাথা দোলাল ডেভ বেল। 'সেজন্যেই তো বিশ্বস্ত সাহায্যকারী দরকার আমার, লিজা। অর্ডার লিখে পাঠানোর জন্যে খানিকটা সময় তো পেতে হবে আমাকে!'

একটা তাকের দিকে পাশ ফিরল লিজা, কাঁধের উপর দিয়ে বলল, 'প্রচুর গ্রোসারির অর্ডার দাও, মিস্টার বেল। শীঘ্রি বোর্ডিং হাউস খুলছি আমি। জিনিসপত্র তোমার কাছ থেকেই কিনতে চাই।' একটু থেমে বলল, 'তবে আগে মূল্যতালিকা দেখব। তুমি যে-দাম ধরবে, তার চেয়ে এল পাসোতে যদি কমে পাই, তা হলে ওখান থেকে কিনতে বাধ্য হবো।'

আহত চেহারায় কাঁধ দোলাল ডেভ বেল। দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে দিয়ে বিষণ্ন স্বরে বলল, 'তুমি কি আমাকে একটা ডলারও মুনাফা করতে দেবে না, লিজা?'

ব্যবসায়ীর কপট হতাশ ভঙ্গি দেখে হেসে ফেলল লিজা। 'একেই বলে ব্যবসা, মিস্টার বেল।'

হেসে ফেলেও গম্ভীর হয়ে গেল ডেভ বেল, বলল, 'বুঝতে

পারছি খুব চালাক কাস্টমারের সঙ্গে ব্যবসা করতে হবে আমাকে। ঠিক আছে, কী আর করা, ন্যায্য দামই ধরব না হয়!'

বিরাট আকৃতির এক লোক একপাশের গাল ফুলিয়ে তামাক চিবাচ্ছে, অধৈর্যভাবে ডেভ বেলকে ডাকল সে।

'আসছি, শিফ,' বলে লিজার উদ্দেশে হাত নেড়ে এগিয়ে গেল ডেভ বেল।

মনে মনে হিসাব কষতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল লিজা। খানিকক্ষণ পর এক বোল্ট কাপড়ের গুণগত মান, রং, ডিযাইন ও পরিমাণ পছন্দ হওয়ায় কিনবে ঠিক করল। বুঝতে ওর দেরি হলো না, নতুন এই ব্যস্ত পিস্তল ফ্ল্যাটে এক সপ্তাহের আগেই শেষ হয়ে যাবে ডেভ বেলের দোকানের সমস্ত মালামাল।

'জঘন্য ডিযাইন, তা-ই না?'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে মিশেল মার্শল্যান্ডকে দেখতে পেল লিজা। ওর হাতে ধরা কাপড়ের বোল্ট-এর কোনা দেখাচ্ছে মেয়েটা তর্জনী তুলে।

'আমার কাছে ভাল লেগেছে,' রাগ হলেও শান্ত গলায় বলল লিজা।

'আমি বলতে চাইছি, কাপড়টা আসলে একদম পুরুষালী।'

'পুরুষরা থাকবে এরকম ঘরের জন্যেই নিচ্ছি এই কাপড়।'

'ও।'

'হাওয়ার্ড হোটেলের পেছনে একটা বোর্ডিং হাউস খুলব আমি। অবিবাহিত পুরুষদের জন্যে বোর্ডিং হাউস।'

'জানি ওদের তুমি সামলাতে পারবে, মিসেস টমসন।'

কাপড়টা আঙুল দিয়ে ঘষে দেখল লিজা। মনে মনে বলল, এই মিশেল-মেয়েটা গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধাতে চাইছে। শান্ত গলায় বলল ও, 'পুরুষদের সামলানো সহজ, মিস মার্শল্যান্ড। ওরা সরল-সোজা হয়, মেয়েমানুষের চেয়ে প্যাঁচ অনেক কম থাকে ওদের মনে।'

খানিকটা উপরে উঠল মিশেল মার্শল্যান্ডের ভ্রূ। গলায় এবার কাঠিন্য প্রকাশ পেল: 'তুমি যদি পুরুষদের অতোই চেনো, তা হলে কালকে তোমার বাবাকে সামলাতে পারলে না কেন?'

'কী বলতে চাইছ তুমি, মিস মার্শল্যান্ড?'

'তুমি যদি সরাসরি ক্লার্ক ফাওলের সঙ্গে ট্রেইনে যা ঘটেছে, বা ওপিয়ামের ব্যাপারটা তাকে খুলে বলতে, তা হলে গতকাল ডিপোতে ওরকম জঘন্য পরিস্থিতি সৃষ্টি হতো না।'

লিজার হাসিতে গর্ব ঝরল। 'বাবা খুঁজে বের করে ক্লার্ক ফাওলকে শহর-ছাড়া করেছে, এটাই তো তুমি বলতে চাইছ? ভ্রূ. ওটা এড়ানোর কোনও উপায় ছিল না। তবে বলতেই হয়, দ্রুত ঘটেছে যা ঘটার।' হাসিটা আরেকটু চওড়া হলো লিজার। 'যা-ই হোক, আমি তো আগেই বলেছি, পুরুষরা সরল-সোজা হয়, মেয়েমানুষের চেয়ে প্যাঁচ অনেক কম থাকে ওদের মনে।'

'হ্যাঁ, সেটা তুমি বলেছ।' রাগের স্পষ্ট ছাপ ফুটে উঠল মিশেলের সুন্দর চেহারায়। গলাটা ভারী শোনাল আগের চেয়ে: 'তবে মেয়েরাও সোজা-সাপ্টা হতে পারে। তুমি যখন সরল-সোজা কথা পছন্দ করো, তো আমিও তোমাকে সরল-সোজা কথাই বলব। তুমি নিশ্চয়ই চিন্তা করে দেখোনি কোনও জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে ওই পরিস্থিতির কারণে? একবারও ভেবেছ, মার্শাল হেস্টিংস অস্ত্র ঝোলানোর মতো সুস্থ হলেই রনকে খুঁজতে বের হবে?'

'নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতা রনের আছে।'

'তুমি এমনভাবে কথা বলছ, যেন গোলাগুলি কোনও ব্যাপারই নয়।'

'এর চেয়েও অনেক খারাপ বহুকিছু ঘটে। এখানে আমরা বুনো একটা এলাকায় বাস করি, মিস মার্শল্যান্ড।'

'রন আর আমার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে,' বলল মিশেল। 'ক'দিন পরেই আমাদের বিয়ে। না বলে পারছি না এখন আমার

মনে হচ্ছে তুমি যেখানে থাকো, সেখানেই গোলমাল হয়, আর তাতে কোনও না কোনওভাবে জড়িয়ে যায় রন।'

মিশেল মার্শল্যান্ড মাত্র গর্জন করতে শুরু করেছে, ভাবল লিজা। কখন নখ বের করে আক্রমণ হানবে সে-অপেক্ষায় থাকল ও।

আবার মুখ খুলল মিশেল, 'কী ঘটছে চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছ তুমি, মিসেস টমসন। রাতারাতি বিরাট একটা শহরে পরিণত হবে পিস্তল ফ্ল্যাট। সত্যিকার অর্থে বাবা আর রনই হবে পিস্তল ফ্ল্যাটের মালিক। তারাই চালাবে পুরো শহর।' বড় করে শ্বাস টানল মিশেল। 'এই শহরে কোনও মহিলা-চালিত বোর্ডিং হাউস, বা জুয়াড়ীর জুয়াখানার জায়গা হবে না।'

মিশেল মার্শল্যান্ডকে আপাদমস্তক দেখল লিজা, তারপর বলল, 'পিস্তল ফ্ল্যাট চালাতে হলে তোমার বাবা আর রনকে এখনও বহু পথ পাড়ি দিতে হবে। ...একটা কথা জেনে রাখো, রন মার্লোর দিকে কখনও হাত বাড়াইনি আমি। ওকে পাবার জন্যে আমার সঙ্গে লড়াই করে জিততে হবে না তোমাকে।' এবার কথা বলবার ভঙ্গিতে নিজের স্পষ্ট বিরক্তি ফুটিয়ে তুলল লিজা: 'পুরুষদের ধরে রাখতে হলে মেয়েদের যে যোগ্যতা লাগে, তার কিছুই তোমার মধ্যে দেখিনি আমি। রন আর তোমার মধ্যে সত্যিকারের কোনও গভীর সম্পর্ক আছে বলেও মনে হয়নি আমার। আর সে-কারণেই প্রেমের প্রতিযোগিতায় হেরে যেতে পারো ভেবে দুশ্চিন্তা করো তুমি। আর সেই দুশ্চিন্তা থেকেই কর্নেল মার্শল্যান্ডের মেয়ে আর রনের হবু বউ বলে নিজেকে জাহির করো, চেষ্টা করো নিজের গুরুত্ব বাড়াতে।' দম নিতে থামল লিজা, তারপর দম ফিরে পেয়েই প্রতিবাদ করতে চাওয়া মিশেল মার্শল্যান্ডকে থামিয়ে দিয়ে দেরি না করে বলে চলল, 'তো কে কাকে শহর থেকে তাড়াচ্ছে? কীভাবে তাড়ানো হবে সেটা কোনও ব্যাপার নয়– কে তাড়াবে সেটাই ব্যাপার.

তা-ই না?' একটু ঝুঁকে মিশেলের মুখের কাছাকাছি মুখ নিয়ে গেল লিজা 'পিস্তল ফ্ল্যাট থেকে লিজা ট্রেইসিকে কেউ তাড়াতে পারবে না, মিশেল মার্শল্যান্ড। কথাটা কখনও ভুলে যেয়ো না।'

মাঝরাতে মিছিল শেষে মানুষ যেমন দ্রুত যার যার পথে চলে যায়, তেমনি করে চেহারা থেকে সমস্ত ভদ্রতা বিদায় নিল মিশেলের; হাতে ধরা ভারী ব্যাগটা দিয়ে পাশ থেকে লিজার মুখ লক্ষ্য করে বাড়ি মারতে চেষ্টা করল সে।

না পিছিয়ে সামনে বাড়ল লিজা, বামহাত বাড়িয়ে ঠেকিয়ে দিল ব্যাগ, সেইসঙ্গে ডানহাতের তালুর কিনারা দিয়ে মেরে বসল মিশেলের থুতনিতে।

টালমাটাল হয়ে পিছাল অপ্রস্তুত মিশেল, মেঝেতে রাখা একগাদা ঘোড়ার নালে পা পড়তেই ভারসাম্য হারাতে শুরু করল। কাত হয়ে পড়ল কভারঅলের র‍্যাকের উপর, র‍্যাক নিয়ে হুড়মুড় করে পড়ে গেল মেঝেতে। ওকে ঢেকে দিল কভারঅলগুলো।

'হ্যাঁ, মেয়েরাও সহজ-সরল হতে পারে,' মন্তব্য করল লিজা। দেরি না করে দোকান থেকে বেরিয়ে এলো ও।

জর্জ ব্রাউন যখন ডেভ বেলের দোকানে ঢুকছে, ঠিক তখনই বেরিয়ে এলো মিশেল। চুলগুলো এলোমেলো হয়ে আছে তার, ফ্যাকাসে চেহারায় তীব্র রাগের ছাপ।

হ্যাট ছুঁয়ে মিশেলকে সম্মান জানাল জর্জ ব্রাউন, তারপর দোকানে ঢুকতে গিয়ে বুঝতে পারল মেয়েটার অবস্থা বেসামাল। ঘুরে তাকিয়ে দেখল, রেল-রাস্তা ধরে হনহন করে হেঁটে চলেছে মিশেল মার্শল্যান্ড, রেলরোডের বাঁধে উঠতে গিয়ে পিছলাল সে, তারপর বাঁধের ওপাশে চলে যাওয়ায় আর দেখা গেল না তাকে।

চোখ ফিরিয়ে পাশে ডেভ বেলকে দেখতে পেল জর্জ ব্রাউন। জিজ্ঞেস করল, 'দোকানে খুব বেশি ভিড়?'

মাথা নাড়ল ডেভ বেল। 'না। দুই মহিলার লড়াই। মনে

হলো লিজা ট্রেইসিই জিতল।'

ঠোঁট গোল করে শিস বাজাল জর্জ ব্রাউন। 'লড়াইটা দেখতে পেলে খুশি হতাম। ...কী নিয়ে লাগল ওদের?'

'জানি না। দোকানের আরেকদিকে ছিলাম। তবে খেপে গিয়েছিল দু'জনই।' ব্রাউনের দিকে মুখ তুলে তাকাল বেল। 'কী দরকার তোমার, জর্জ?'

'টাকা।' ডেভ বেলের মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে যেতে দেখে আন্তরিক হাসল জর্জ বাউন। 'বেশি না।'

দোকানের পিছনে এক কোনায় নিজের অফিসে ব্রাউনকে নিয়ে এলো ডেভ বেল, বসল এলোমেলো ভাবে কাগজ ছড়ানো একটা ডেস্কের পিছনে কাঠের খটখটে চেয়ারে। তার সামনে লোহার টুলে বসল জর্জ ব্রাউন, দেরি না করে বলল, 'বুঝলে, সেন্ট লুইসের বাজারে একেকটা ঘোড়া ষাট ডলার করে বিক্রি হচ্ছে। তো এখন...'

*

দোকান থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামবার সময় ক্লিভ হেস্টিংসের সঙ্গে দেখা হলো জর্জ ব্রাউনের। মার্শালের চেহারা দেখে তার মনে হলো, যেন হেস্টিংসের মুখটা জোর করে ঠেলে দিয়ে কেউ কাঁচের জানালা ভেঙেছে। কেটেছড়ে ফুলে গেছে পুরো মুখ, লালচে হয়ে আছে।

'ডেভ বেলকে আগ্রহী করতে পারলে তোমার ঘোড়ার ব্যবসায়?' জিজ্ঞেস করল হেস্টিংস।

জবাবে পকেটে চাপড় দিল ব্রাউন। 'এরইমধ্যে ঘোড়া ধরতে লোক পাঠিয়ে দিয়েছি। বেলের কাছ থেকে ধার নিতেও অসুবিধে হয়নি তেমন। তবে সুদ দিতে হবে অনেক।'

'তাতে কী, একমাসের মধ্যেই তো যা নিয়েছ তার একশোগুণ টাকা রোজগার করে ফেলতে পারবে তুমি, তা-ই না?'

'তা ঠিক।' খুশিমনে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল জর্জ ব্রাউন।

দোকানে ঢুকে আবছা আলোয় চোখ সইয়ে নিল ক্লিভ হেস্টিংস। ভেজা রেইনকোট খুলে স্বস্তি বোধ করল। ডেস্কেই পেল সে ডেভ বেলকে। দোকান-মালিক খতিয়ানের খাতা নিয়ে লেখালেখির কাজে ব্যস্ত। পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকাল বেল, নির্বিকার চেহারায় দেখল হেস্টিংসের বিধ্বস্ত চেহারা।

'ব্রাউনকে তোমার কাছে পাঠিয়েছিলাম,' বলল হেস্টিংস।

সাবধানে খতিয়ানের খাতা বন্ধ করে উপরের একটা তাকে রেখে দিল ডেভ বেল। 'তুমি নিজে ধার দিলে না কেন?'

'অত টাকা আপাতত নেই আমার। থাকলে দিতে দেরি করতাম না।'

'কেন?'

'সময়মতো ক্যানসাস সিটিতে পৌঁছাতে পারবে না ব্রাউন, ঘোড়ার দামও যা ভাবছে তার দশভাগের একভাগও পাবে না।'

সরু দু'ঠোঁট চেপে কথাটা চিন্তা করে দেখল ডেভ বেল। পকেট থেকে বের করে একটা সিগার দাঁতে কামড়ে ধরে চিবাতে শুরু করল ক্লিভ হেস্টিংস। ফোলা চোখ দুটোতে তার মরা মাছের দৃষ্টি।

'আর কিছু বলবে?' জিজ্ঞেস করল ডেভ বেল।

মুখ থেকে সিগার নামিয়ে ওটা দেখতে শুরু করল ক্লিভ হেস্টিংস। 'পিস্তল ফ্ল্যাট... রন মার্লো... টাকা।'

'তা হলে তো তোমার ভাবার মতো বহু কিছু আছে দেখছি।'

'আছেই তো। হাওয়ার্ড আর তোমার কাছ থেকে টাকা ধার নিতে চেয়েছে নাকি রন মার্লো?'

'ম্যাক পিলারের কাছ থেকেও। গোটা ব্যাপারটায় কোনও গোপনীয়তা নেই।'

'এটা ভেবে দেখেছ, যদি তুমি টাকা না দাও, বা দিতে দেরি করো, তা হলে অন্য কোনওখান থেকে সহজে টাকা জোগাড়

করতে পারবে না রন? তা-ই যদি হয়, তা হলে খনিটা হয়তো আবারও বিক্রির জন্যে উঠবে। দামও পড়ে যাবে তখন অনেক।''

সামনে ঝুঁকে টেবিলের উপর থেকে একটা পেন্সিল তুলে নিল ডেভ বেল, তারপর বলল, 'এমনটা হবেই তা বলা যায় না।' হেস্টিংস পরবর্তীতে কী বলবে সেটা আন্দাজ করে নিয়ে আগেই জিজ্ঞেস করল সে, 'খনিটা কিনতে পারলে লাভ কী আমাদের?'

'মার্শল্যান্ড যে পদ্ধতিতে তামা বের করতে চাইছে, সেটা আমাদের জানাবে না সে। তবে দেশে তো সে একাই ধাতু বিশেষজ্ঞ না। লাভজনক ভাবে নিচু গ্রেডের খনিজ উত্তোলনের পদ্ধতি নিয়ে নিশ্চয়ই কাজ করছে আরও অনেকে।'

ধীরেসুস্থে উঠে দাঁড়িয়ে ডেস্কে দু'হাতের ভর দিয়ে দাঁড়াল ডেভ বেল, হাসিতে ঝরে পড়ল শেয়ালের চতুরতা। 'আমরাই হয়তো খনির মালিক হয়ে যাব, কি বলো? মার্শল্যান্ডের পদ্ধতি যদি প্রকাশ না পায়, তা হলে পুরোনো যন্ত্রপাতি ভাল লাভে বিক্রি করতে পারব আমি।' আবারও ভবিষ্যতের চিন্তা এলো ডেভ বেলের মাথায়। চিন্তায় ডুবে ভুলে গেল সে ক্লিভ হেস্টিংসের উপস্থিতি। যেন নিজেকেই বলল ডেভ বেল, 'কিন্তু এল পাসোতে গিয়ে টাকা জোগাড় করা থেকে কর্নেল মার্শল্যান্ডকে ঠেকানো যাবে কী করে? বা তার ওয়াল স্ট্রিটে যাওয়া থেকে?'

দাঁতে কামড়ে ধরে ম্যাচের কাঠি জ্বেলে সিগারটা ধরাল ক্লিভ হেস্টিংস, আগুনের ভিতর দিয়ে দেখল ডেভ বেলকে। চাপা গলায় বলল, 'কিছু হয়তো কর্নেলের অন্য কোথাও যাওয়া ঠেকিয়ে দেবে। ভাবার মতো একটা বিষয়, কি বলো?' ঘুরে দাঁড়িয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে এলো সে। সন্তুষ্ট। উর্বর জমিতে বীজ বোনা হয়ে গেছে তার।

*

সারাদিন খনি আর স্মেলটারের কাজে ব্যস্ত থাকল রন। কখনও

কখনও একইসঙ্গে দু'জায়গায় দরকার পড়ল ওর। সন্ধ্যা পর্যন্ত ফ্লিন্টস্টোন ফেনটনের সঙ্গে তদারকী করতে হলো ওকে। শেষে যখন ফেনটন তার লোকদের নিয়ে লণ্ঠনের আলোয় কাজ শুরু করল, তখন বিদায় নিল রন।

হোটেলে ফিরে শেভ-গোসল সেরে নিয়ে কর্নেল মার্শল্যান্ডের সঙ্গে জিং ওয়াঙের রেস্টুরেন্টে ডিনার করল ও। মেয়েকে নিয়ে চিন্তায় আছে কর্নেল, রনকে জানাল, আজ সারাদিন ঘর থেকে প্রায় বেরই হয়নি মিশেল, খুব নাকি মাথা ধরেছে তার।

ডিনার শেষে ডিপোতে চলে এলো দু'জন। আগেই ব্যাগ পাঠিয়ে দিয়েছে কর্নেল মার্শল্যান্ড। ওরা পৌঁছে দেখল, প্ল্যাটফর্মের পাশে দাঁড়িয়ে ফোঁস-ফোঁস করে হাঁপাচ্ছে বুলেট ট্রেইন।

বিশেষ ট্রেইনটার চলে যাওয়া দেখতে ছোটখাটো একটা ভিড় জমেছে প্ল্যাটফর্মে। ম্যাক পিলার হাজির তার চিঠিপত্রের বান্ডিল নিয়ে। কোনও কোনওটাতে লেখা: *জরুরি দ্রুত পাঠান*। নিজের চিঠি নিয়ে হাজির হয়েছে ডেভ বেলও।

ম্যাক পিলার এতো উত্তেজিত হয়ে আছে যে, আর কারও দিকে কোনও খেয়াল নেই তার। তবে রন ও কর্নেলকে দেখতে পেল ডেভ বেল, পাশ কাটানোর সময় আস্তে করে মাথা ঝাঁকিয়ে জ্যাক ওয়েডের খোঁজে চলে গেল সে।

ভিড়ের উপর দিয়ে ক্লিভ হেস্টিংসের মাথা দেখা গেল। ধীর পায়ে হেঁটে লিউট ফেরিসের পাশে গিয়ে দাঁড়াল সে।

রাত নামতেই থেমে গেছে বৃষ্টি। লণ্ঠনের অনুজ্জ্বল হলদে আলোয় ডিপোর ভিতরটা কেমন যেন ভুতুড়ে দেখাচ্ছে। আলো-ছায়া পড়ছে বগিতে উঠতে শুরু করা মানুষগুলোর মুখে। একহাতে লণ্ঠন ও অন্যহাতে রওনা হবার নির্দেশ নিয়ে রেল-এঞ্জিনের দিকে এগোল জ্যাক ওয়েড।

'মিশেলের দিকে খেয়াল রেখো, রনকে বলল কর্নেল

মার্শল্যান্ড, 'আমি নেই এটা ও বুঝে ওঠার আগেই ফিরে আসব ঠিক।' ট্রেইনে উঠতে গিয়েও ফিরে তাকাল সে রনের দিকে। 'টাকা জোগাড় করতে দেরি হবে না, পরের ট্রেইনেই চলে আসতে পারব আশা করি।'

'অপেক্ষা করব আমরা,' বলল রন। 'গুড লাক, হেনরি।'

ধাপ বেয়ে বগিতে উঠে পড়ল কর্নেল মার্শল্যান্ড। রেলগাড়ির সামনে থেকে লণ্ঠন নেড়ে ঘোষণা দিল জ্যাক ওয়েডঃ 'সবাই উঠেছে!'

ঝাঁকি খেয়ে সামনে বাড়ল খাটো ট্রেইন, ঝিকঝিক শব্দ তুলে ধীর গতিতে ঢাল বেয়ে নেমে যেতে শুরু করল।

লিউট ফেরিসের হাতে একটা ব্যাগ, চিন্তায় ডুবে গেল সে কানের কাছে হেস্টিংসের কথাগুলো শুনে। তারপরই দৌড়ে গিয়ে উঠে পড়ল পাশ দিয়ে যাওয়া শেষ বগির পিছনের প্ল্যাটফর্মে।

আস্তে আস্তে পাতলা হতে লাগল ভিড়।

রেল-রাস্তা ধরে হাওয়ার্ড হোটেলে ফিরে এলো রন। খানিক দ্বিধা করে মিশেলের ঘরের দরজায় টোকা দিল ও।

'কে?'

'রন।'

বিছানার স্প্রিঙের ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ শুনতে পেল রন, তারপর মেঝেতে পায়ের হালকা শব্দ। দরজা খুলল মিশেল ফ্যাকাসে লাগল ওকে করিডরের লণ্ঠনের আলোয় দেখতে।

'ভাবলাম বাতাসে খানিকক্ষণ হেঁটে এলে ভাল লাগ[illegible] তোমার।'

'ওই কাদায় হাঁটব?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রন। অসহায় বোধ করল মিশে[illegible] রহস্যময়, রূঢ় আচরণে। অবশ্য শান্ত কণ্ঠে বলল, 'কর্নেল [illegible] পাসোতে গেছে, মিশেল। আমি যদি কোনও দরকারে...'

'কোনও দরকার পড়বে না,' দরজার নব থেকে হাত সরাল [illegible]

মিশেল। 'আমি এখন একা থাকতে চাই।' কথাটা শেষ করেই বেশ জোরে দরজা বন্ধ করে দিল সে। শিকল আটকানোর ধাতব আওয়াজ শুনতে পেল রন।

লবিতে ফিরে এলো ও, ভাবতে শুরু করল কী হয়েছে মিশেলের।

লবিতে ওর জন্য অপেক্ষা করছিল নিক হাওয়ার্ড। ওকে দেখেই বলল, 'কর্নেল আর তুমি সারাদিন বাইরে ছিলে, রন। তুমি হয়তো লিজার সঙ্গে মিস মার্শল্যান্ডের ঝগড়ার খবরটা শোনোনি।'

অবাক হয়ে নিক হাওয়ার্ডের দিকে তাকাল রন। 'কী বললে?'

'যা শুনেছি, তাতে বুঝলাম, ডেভ বেলের দোকানে মিস মার্শল্যান্ডকে চড় মেরে মেঝেতে ফেলে দিয়ে চলে গেছে লিজা। আজ সকালের ঘটনা। বিনের বাড়িতে লিজা টমসনের বোর্ডিং হাউস করা নিয়েই নাকি ঝগড়ার সূত্রপাত।'

অবিশ্বাস নিয়ে নিক হাওয়ার্ডের দিকে তাকাল রন, কিছু বলল না।

কাঁধ ঝাঁকাল নিক হাওয়ার্ড। 'আমি অবশ্য মানুষের মুখে শুনেছি, রন।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে লবি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামল রন। আসলে কী ঘটেছে জানতে হবে ওকে। সেজন্য লিজার সঙ্গে দেখা করা দরকার।

হোটেলের কোনায় পৌঁছে সতর্কতাবোধ জন্ম নিল ওর মনে। মেয়েদের ঝগড়ায় নিজেকে কখনও জড়ায় না বুদ্ধিমান পুরুষ। হাঁটবার গতি ধীর হলো, তারপর থেমে দাঁড়াল রন। ঝগড়ার পুরো ব্যাপারটা আস্তে আস্তে জানা যাবে। অপেক্ষা করাই ভাল। তবে এখনই যদি জানা যেত কী নিয়ে ওই ঝগড়া, তা হলে ভাল হতো।

নয়

ভাবতে অবাক লাগে, কত দ্রুত ফাঁকা হয়ে যায় পিস্তল ফ্ল্যাটের রাস্তা। বনিলাস সেতুর গোড়ায় দাঁড়িয়ে রেল-রাস্তায় মাত্র একজন লোক দেখল রন। রানিং আয়ার্ন সেলুন থেকে বের হলো লোকটা, পিছনের আলোয় দেখা গেল, ব্যাট উইঙে হোঁচট খেয়ে বেসামাল পা ফেলল সে কয়েক কদম, তারপর কাঁপা কাঁপ গলায় অদ্ভুত একটা সুরে গান গাইতে শুরু করল। মৃদু বাতাসে ভেসে এলো করুণ সুর।

তারপর সেলুনের দেয়াল ঘেঁষে দেখা দিল আরেকটা ছায়ামূর্তি।

ব্যাট উইং পার হয়ে গুঞ্জন আসছে বাইরে, যোগ দিচ্ছে ক্রীকের কলকল-ছলছল ধ্বনির সঙ্গে। বাতাস হঠাৎ দিক পাল্টানোয় ক্ষণিকের জন্য নীরব মনে হলো চারপাশ। সেই নীরবতায় সামনের বোর্ডওয়াক থেকে তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার শুনতে পেল রন। ওখানে দুটো ছায়ামূর্তি মুখোমুখি থেমেছে। তারপর ছুটন্ত পায়ের ধুপধাপ আওয়াজ শোনা গেল। বাতাস আগের মতো বয়ে যেতেই আবার কানে এলো সেলুনের গুঞ্জন, ক্রীকে ছুটন্ত পানির কলধ্বনি।

এগোল রন। যা দেখেছে বা শুনেছে, তা ওর পছন্দ হয়নি। সেতু পেরিয়ে বোর্ডওয়াক ধরে প্রায় ছুটে চলল ও।

রেল-রাস্তার আরও সামনে ডিনারের পর সিগার ধরাল ক্লিভ হেস্টিংস, দুই ছায়ামূর্তিকে কাছাকাছি যেতে দেখল, শুনতে পেল

আর্তচিৎকারটাও। পুরোনো অভিজ্ঞতার কারণে বুঝতে তার দেরি হলো না কী ঘটেছে। অপেক্ষা করল সে, তারপর দ্রুত সামনে বেড়ে অন্ধকারে ছুটন্ত লোকটাকে জাপ্টে ধরল

লোকটা প্যাট্রিক টমসন।

নিজেকে ছাড়ানোর ব্যর্থ চেষ্টা করল টমসন। মুখ থেকে বাসি, পচা গন্ধ বের হচ্ছে তার। হড়বড় করে বলল, 'যেতে দাও, ক্লিভ। তাড়া আছে আমার।'

যেটার কারণে ক্লিভ হেস্টিংস ছাড়ল প্যাট্রিক টমসনকে, লবির অস্পষ্ট আলোয় দেখা গেল সেটা বোর্ডওয়াকে পড়ে আছে। জিনিসটা তুলে নিল হেস্টিংস।

চামড়ার একটা মানিব্যাগ। খালি

গাল দিয়ে উঠে টমসনের পিছু নিতে ঘুরে দাঁড়াল হেস্টিংস, ঘুরতেই রানিং আয়ার্ন সেলুনের আলোয় বোর্ডওয়াকে এক লোককে দাঁড়ানো দেখতে পেল। শক্ত হয়ে গেল হেস্টিংসের দেহের সমস্ত পেশি দ্রুত চিন্তা করতে লাগল হেস্টিংস। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে রেল-রাস্তায় রন মার্লো যেদিকে আছে, সেদিক লক্ষ করে হাঁটতে শুরু করল।

ভারী পায়ের শব্দ সেলুনের বোর্ডের তৈরি মেঝে কাঁপিয়ে দিল। জোরাল একটা কর্কশ কণ্ঠ জানতে চাইল, কোন্ জাহান্নামে গেছে ম্যাক।

বোর্ডওয়াক ধরে ছুটে চলল ক্লিভ হেস্টিংস।

অন্ধকারে তাকিয়ে লণ্ঠনের আলোর আওতায় তাকে চলে আসতে দেখল রন। তাগাদার সুরে বলল ও, 'ক্লিভ, এখানে আহত হয়ে পড়ে আছে একজন।'

জবাবে কিছু বলল না ক্লিভ হেস্টিংস।

রনের পিছনে সেলুন থেকে চিৎকার করতে করতে বের হলো সেই কর্কশ কণ্ঠের মালিক। 'ম্যাক, খোদার ষাঁড়, কোন্ জাহান্নামে গেলে তুমি! কই তুমি!'

ক্লিভ হেস্টিংস আর রনকে দেখে কাছে এসে দাঁড়াল সে, ঝগড়াটে সুরে জিজ্ঞেস করল, 'একটা মাতালকে যেতে দেখেছ তোমরা?' জর্জ ব্রাউনকে চিনতে পারল রন। ইঁটের মতো লাল হয়ে আছে মাতাল লোকটার চেহারা।

ক্লিভ হেস্টিংস বলল, 'মার্লোকে জিজ্ঞেস করো, ব্রাউন।'

দ্রুত ঘুরে রনের মুখোমুখি হলো রানশার। পড়ে যেত আরেকটু হলেই, এলোমেলো পা ফেলে ভারসাম্য রক্ষা করতে চাইল। তার বুটের ডগা লাগল পড়ে থাকা লোকটার গায়ে। চমকে উঠে উবু হয়ে বসল জর্জ ব্রাউন, লোকটা কে দেখে শ্বাস আটকাল সশব্দে

'ম্যাক!'

উঠে দাঁড়াল রানশার, দেহের দু'পাশে হাত দুটো ঝুলছে তার এখন। আঙুলগুলো ছড়ানো। ব্রাউনের নীরবতার মাঝে বিপদের গন্ধ পেল রন

'কী ঘটেছে?' আবেগতাড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ব্রাউন।

'মার্লোকে জিজ্ঞেস করো,' আবারও বলল হেস্টিংস।

রনের হঠাৎ মনে হলো, পাহাড়ের কিনারার দিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওকে, একটু পরেই পড়তে হবে হাজার হাজার ফুট নীচে, অথচ থামবার কোনও উপায় নেই। ক্লিভ হেস্টিংসের কথার অন্তর্নিহীত অর্থ একদম পরিষ্কার।

'এই লোক সেলুন থেকে বেরিয়ে আসে,' আড়ষ্ট গলায় বলল রন। 'এর পেছনে আসে আরেকজন। দু'জনের মধ্যে হাতাহাতি হয়। কী ঘটছে দেখতে এগিয়ে এসে একে পড়ে থাকতে দেখি আমি।'

'আর অন্য লোকটা?'

'হাওয়ার্ডস হোটেলের দিকে ছুটে চলে যায়।'

হাত দুটো মুঠো পাকিয়ে গেল জর্জ ব্রাউনের। থমকে থমকে বলল 'যা ঘটেছে সেটা আমার পছন্দ হচ্ছে না। তোমাকে পছন্দ

করি না আমি, রন মার্লো। ম্যাক আমার সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশী। ওর কোনও শত্রু নেই। মাছিও মারে না ও কখনও।'

ক্লিভ হেস্টিংস ভারী গলায় বলল, 'হাওয়ার্ডস হোটেলের দিকে কেউ যায়নি। এইমাত্র ওদিক থেকে এসেছি আমি।'

আস্তে করে ঘাড় ফিরিয়ে রনের দিকে তাকাল জর্জ ব্রাউন। প্রচণ্ড রাগে জ্বলছে যেন তার চোখ দুটো।

'ক্লিভ...' বলতে শুরু করেও থেমে গেল রন।

নড়ে উঠল হেস্টিংস। রানিং আয়ার্নের লণ্ঠনের আলোয় সোনালী ঝিলিক দিয়ে উঠল তার বুকে তারাটা নক্ষত্র। চুপ করে আছে হেস্টিংস, কিন্তু তার এই নীরবতা ভাষার চেয়ে অনেক জোরাল।

আধমাতাল রানশারের মনে যুক্তির কোনও স্থান বোধহয় নেই এই মুহূর্তে।

আরেকবার চেষ্টা করে দেখল রন। 'ক্লিভ...'

এবার ওকে থামিয়ে দিল হেস্টিংস। তার কথা শুনে মনে হলো ধারাল ছুরি দিয়ে শক্ত কিছু চিরছে সে।

'চিনতে পারছ এটা, ব্রাউন?' হাত সামনে বাড়িয়ে মানিব্যাগটা দেখাল হেস্টিংস।

গাল বকে উঠল জর্জ ব্রাউন। 'ম্যাকের ওয়ালেট!' হেস্টিংসের হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিল সে ওটা। 'শহরে যখন এলো, তখন সরকারের কাছে গরু বিক্রি করার বারো হাজার ডলার ছিল ওর কাছে। গ্যালাপে বিক্রি করেছিল ও গরুগুলো।'

আস্তে আস্তে ঘুরে রনের মুখোমুখি হলো জর্জ ব্রাউন, পাকা বক্সারের মতো ঘুসি মারল প্রতিপক্ষের চোয়াল লক্ষ্য করে।

মাথা সরিয়ে নিল রন, পরমুহূর্তে সামনে বাড়ল পাল্টা ঘুসি মারতে। তবে ওকে ফাঁকি দিয়েছে রানশার, তার আসল ঘুসিটা এলো ওর পেট লক্ষ্য করে।

রানশারের কব্জি পর্যন্ত ডুবে গেল রনের পেটের মধ্যে।

আঘাতের প্রচণ্ডতায় দু'ভাঁজ হয়ে গেল রন। ওর চোয়াল ছুঁয়ে গেল রানশারের তৃতীয় ঘুসি। দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে ব্রাউনের বাড়ানো দু'হাতের ভিতরে ঢুকে পড়ে পাল্টা আক্রমণে যাবার চেষ্টা করল রন।

দৃঢ়ভাবে দাঁড়ানো রানশারের পায়ে পা বেধে হোঁচট খেতে হলো ওকে, ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে গেল রন। সঙ্গে সঙ্গে ওর পাঁজরে এসে লাগল ব্রাউনের সবুট লাথি। একপাক গড়িয়ে গেল রনের শরীর, বুকের ব্যথায় মনে হলো জ্ঞান হারাবে ও এখনই।

থমকে দাঁড়াল জর্জ ব্রাউন, চিৎকার করে বলল, 'ওঠ্! ওঠ্ শালা!'

পিছলা বোর্ডওয়াকের ভেজা তক্তায় দু'হাতের তালু ঠেকিয়ে উঠে বসল রন, তারপর দাঁড়াতে শুরু করল। টের পেল, ভিড় জমে গেছে চারপাশে। লড়াই দেখতে চলে এসেছে সবাই রানিং আয়ার্ন খালি করে। ঝাপসা চোখে অপরিচিত মুখগুলোর মাঝে সাদা অ্যাপ্রন পরা ব্লেক-এর চেহারা অস্পষ্টভাবে দেখতে পেল ও।

থমথমে নীরবতায় আঙুল তাক করে জর্জ ব্রাউনের হাতে ধরা খালি ওয়ালেট দেখাল ক্লিভ হেস্টিংস, চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল, 'রন মার্লো, তা হলে এভাবেই খনি চালু করার টাকা জোগাড় করছ তুমি?'

কষ্ট হলেও উঠে দাঁড়াল রন। আধমাতাল লোকগুলো নিরেট একটা দেয়ালের মতো এগিয়ে এলো ওর দিকে। ক্লিভ হেস্টিংসের কথা আর জর্জ ব্রাউনের শত্রুতামূলক মনোভাব প্রভাবিত করছে তাদের, ফলে একযোগে রনকে লক্ষ্য করে ঘুসি-লাথি মারতে শুরু করল তারা।

সেলুনের দেয়ালে পিঠ দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল রন, হাতের ধাক্কায় সামনে থেকে উন্মত্ত জনতাকে সরিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করল। ধুপধাপ লাথি-ঘুসি পড়ল ওর ঊরু তলপেট

আর পাঁজরে। কোন ও আঘাত ব্যথায় বিবশ করে দিল ওকে। তারপরও দাঁড়িয়ে থাকল রন অবিশ্বাস্য মনোবলে, প্রতিরোধের চেষ্টা করল কিন্তু চারজন মিলে হেঁচড়ে রাস্তায় নামাল ওকে। মাথায় কয়েকটা ঘুসি খেয়ে চিত হয়ে পড়ে গেল রন, তখনও হাত-পা ছুঁড়ে লড়তে চাইছে। ওর আক্রমণকারীরা দম ফিরে পাবার জন্য থামল কিছুক্ষণ পর, ফোঁস-ফোঁস করে শ্বাস নিচ্ছে সবাই, চোখে মদের নেশা।

মোটা এক লোকের ভুঁড়ি উপচে পড়েছে বেল্টের উপর দিয়ে, হাঁপাতে হাঁপাতে চিৎকার সে, 'আমাকে জায়গা দাও!'

খানিকটা জায়গা করে সে ঠেলে, কয়েক পা সামনে বাড়ল, তারপর লাফ দিয়ে সবুট দু'পা দিয়ে নামল রনের নিথর দেহের উপর ভারসাম্য রাখতে পারল না মোটকু, পিছলে এবার নিজেই পড়ে গেল কাদার মধ্যে।

হোঁৎকার হাস্যকর অবস্থা দেখে কে যেন হেসে উঠল তীক্ষ্ণ গলায়। একবার নড়ে উঠল রনের ডান পা, তারপর স্থির য়ে গেল আবার।

জর্জ ব্রাউন কর্কশ গলায় বলল, 'যথেষ্ট হয়েছে।' ক্লিভ হেস্টিংসের দিকে ফিরে তাকাল সে, চোখ সরু হয়ে গেল হিসাব কষতে গিয়ে। কড়া গলায় বলল, 'তুমি যদি মার্শালের "ম"-ও হতে, তা হলে তোমার শহরে এরকম ঘটনা ঘটতে পারত না।' কোমরের কাছ থেকে সামনে ঝুঁকল সে চ্যালেঞ্জ করবার ভঙ্গিতে, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে নির্দেশ দিল, 'ব্যাঙ্কারকে তল্লাসী করে দেখো।' একবারের জন্যও চোখ সরল না তার ক্লিভ হেস্টিংসের উপর থেকে।

আধমিনিট পর কে যেন বিড়বিড় করে বলল, 'জর্জ, কিছুই নেই ওর কাছে!'

থম মেরে দাঁড়িয়ে থাকল ক্লিভ হেস্টিংস। যদি রেগেও গিয়ে থাকে, রাগের কোনও প্রকাশ ঘটল না তার চেহারায়। বঝতে

তার দেরি হয়নি, এখন বাড়াবাড়ি করবার সময় নয় অস্ত্রের কাছ থেকে হাতটা সাবধানে সরিয়ে রাখল সে

'মার্শালকে তল্লাসী করো,' নির্দেশ দিল ব্রাউন।

রুক্ষতার সঙ্গে দ্রুত পালন করা হলো রানশারের নির্দেশ। বারোজন লোক ঘিরে রাখল ক্লিভ হেস্টিংসকে। তিনজন তার পকেটগুলো হাতড়ে দেখল।

'ম্যাকের ওয়ালেট কোথায় পেয়েছ?' বেসুরো গলায় জিজ্ঞেস করল জর্জ ব্রাউন।

বোর্ডওয়াকের দিকে আঙুল তাক করে দেখাল হেস্টিংস।

'এমন কি হতে পারে টাকা ছিল না ম্যাকের কাছে?' নিচু গলায় নিজেকেই যেন জিজ্ঞেস করল ব্রাউন হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল সে, হাঁটতে শুরু করল। অন্যদের নেশা কমে গেছে উত্তেজনা প্রশমনের কারণে, মাথা নিচু করে রানশারের পিছু নিল তারা। লজ্জার কারণেই বোধহয়, বুক ফুলিয়ে হাঁটতে পারল না কেউ।

অচেতন রানশার ম্যাককে তুলে ডাক্তার ব্রায়ারের নাপিতের দোকানের দিকে নিয়ে চলল ব্রাউনের দু'জন কাউবয়। রন মার্লোর নির্যাতিত দেহের পাশে একা দাঁড়িয়ে থাকল ক্লিভ হেস্টিংস। আস্তে আস্তে মাথা পরিষ্কার হলো তার, বিপদ কেটে গেছে বুঝে চিন্তা করতে শুরু করল।

জর্জ ব্রাউনের চাঁছাছোলা কথাগুলোয় যে রাগ তার হয়েছিল, সেটা ফিরে এলো আবার। হাত মুঠো হয়ে গেল হেস্টিংসের। নিচু গলায় গালি দিল সে একটানা। তবে রেল-রাস্তা জনশূন্য হয়ে যাবার আগে পর্যন্ত রাগের আর কোনও বহিঃপ্রকাশ থাকল না তার মধ্যে।

দু'মিনিট পুরো হবার আগেই ফাঁকা হয়ে গেল রাস্তা। কেউ গেল সেতুর দিকে, কেউ বা নীরব রানিং আয়ার্ন সেলুনে ঢুকল। শেষপর্যন্ত রন মার্লোর পাশে থাকল শুধু হেস্টিংস এবার এক পা পিছাল সে, গায়ের জোরে সবুট লাথি মারল রনের মুখে

তারপর বোর্ডওয়াকে রানশার ম্যাকের ওয়ালেট ফেলে দিয়ে সরে গেল হাঁটতে হাঁটতে।

চাঁদটা ঢেকে রয়েছে পিস্তল ফ্ল্যাট শহরের উপর দিয়ে দ্রুত উড়ে চলা মেঘের চাদরে। মেসকিটের মাঝ দিয়ে শোঁ-শোঁ করে বইল পাগলা হাওয়া; শক্ত গাছগুলোকেও দুলিয়ে দিল বারবার। কটনউড গাছগুলো প্রতিবাদে পিছনে হেলল, তারপর নতুন উদ্যমে দমকা, বুনো বাতাস শুরু হতেই হার মেনে দুলতে লাগল এদিক-ওদিক। ভেজা পিস্তল ফ্ল্যাট ও আশপাশের টিলা জুড়ে শুরু হয়ে গেল তুমুল বৃষ্টি।

এই কিছুদিন আগেও পানি পড়লে স্পঞ্জের মতো শুষে নিত শুকনো মাটি, কিন্তু এখন অতিবৃষ্টিতে সমস্ত শোষণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে টিলার ঢাল বেয়ে হড়হড় করে নেমে এলো জলস্রোত, বনিলাস ক্রীকে পড়ে রেল-বাঁধের কালভার্টের তলা দিয়ে ছুটে চলল নীচের মেসায়।

বৃষ্টিতে ভিজে চুপচুপে হয়ে গেল রনের-কাপড়। বরফ-শীতল পানির স্পর্শে চামড়ায় যেন আগুন ধরে গেল ওর। চকিতে একঝলক বিদ্যুৎশিখার মতো মনে পড়ল কিছু স্মৃতি। সব এলোমেলো। তারপর চেতনা যেন স্বাভাবিক হলো। মনে পড়ল ক্লিভ হেস্টিংসের ফোলা, হাসি-হাসি চেহারা। ওকে কাদায় পড়ে যেতে দেখে একপাশে দাঁড়িয়ে পৈশাচিক আনন্দে হাসছিল ক্লিভ হেস্টিংস।

প্রচণ্ড ঘৃণায় ঠোঁটের কোণ বেঁকে গেল রনের। বাহুর জোরে প্রথমে শরীরটা সামান্য তুলতে পারল ও, তারপর চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে বসল উঠে দাঁড়াতে পারল একটু পর। মনে মনে বলল, এখনও আমি বেঁচে আছি, ক্লিভ হেস্টিংস। তোমার ওই হাসি আমি মুখের একপাশ থেকে আরেকপাশে পাঠিয়ে দেব লাথি মেরে। দেবই।

পঞ্চাশ গজ দূরের সেতু পর্যন্ত পৌঁছুতে রুক্ষ অ্যাডোবির

দেয়ালে হাত রেখে রেখে হাঁটল রন। মনে হলো যেন হাজারো মাইল দুস্তর, কষ্টসাধ্য পথ পাড়ি দিতে হলো ওকে। সেতুর কাছে গিয়ে বসে পড়ে হামাগুড়ি দিয়ে সেতুটা পার হলো রন। হাওয়ার্ডস হোটেলের লবিতেও ঢুকল ওভাবেই। ওর শরীর থেকে লবির কার্পেটে ঝরে ঝরে পড়ল কাদা-পানি আর রক্ত। বলতে পারবে না কখন ডেস্কের পিছন থেকে এসে ধরে ধরে ওকে ঘরে পৌঁছে দিল নিক হাওয়ার্ড। এটাও বুঝতে পারল না রন, কখন ডাকা হয়েছে ডাক্তার ব্রায়ারকে। একসময় দেখল, ওর হৃৎস্পন্দন মাপছে ডাক্তার, তারপর মুখের ক্ষতগুলো পরিষ্কার করে কী একটা মলম মাখিয়ে দিল।

অনেক পরে, রনের মনে হলো, ওর বিছানার পাশে বসে আছে লিজা। কখনও বা মিশেল।

আরও পরে কোনও একসময় নিজেকে ও বলতে শুনল: 'মিশেল?' অথচ ওর মন বলল, লিজাকে ডাকা উচিত ছিল।

কখন যেন মিশেলের বদলে লিজাকেও ডাকল ও। সময় যেন অন্তহীন হয়ে গেল ওর জন্য। শুধু কালো আর কালোর ছোপ চারদিকে। বিচলিত মন কাকে খুঁজছে বুঝতে পারল না ও। আর ব্যথা! শরীরটা যেন ভেঙেচুরে দুমড়ে-মুচড়ে গেছে!

*

ক্ষিপ্ত জনতার হাতে রন বেধড়ক মার খেয়েছে, এটা বিল ট্রেইসির এক কাস্টমারের কাছে শুনল লিজা। খবরটা শুনে কোট নেবার জন্য ঘরে গেল না ও, বৃষ্টির মধ্যে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে পড়ল দেরি না করে। হাওয়ার্ডস হোটেলে পৌঁছুতে তিন মিনিটের বেশি লাগল না ওর। রন কোন্ ঘরে উঠেছে সেটা নিক হাওয়ার্ডের কাছে জেনে নিয়ে সোজা রনের ঘরে চলে এলো ও।

রনের বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে মিশেল। লিজাকে দেখে চোখ গরম করে তাকাল সে। তবে পাত্তা দিল না লিজা, থমকে দাঁড়িয়ে দেখল রনের ফোলা, ক্ষতবিক্ষত, বিকৃত মুখ– আহত

দেহ। কোমরের উপরে কোনও কাপড় নেই রনের শরীরে। সারাশরীরে ছোপ-ছোপ বেগুনী দাগ পড়ে গেছে ওর। সম্বিত ফিরে পেয়ে ডাক্তারের দিকে তাকাল লিজা। 'কে মেরেছে ওকে, ডক?'

ডাক্তার ব্রায়ারের বয়স একষট্টি, একমাথা সাদা চুল, পাঁড় মদ্যপ, সেই সঙ্গে দর্শন-শাস্ত্রের পোকা। পেশায় আসলে সে নাপিত ছিল, ফোঁড়া কাটতে কাটতে নাম হয়ে গেছে 'ডাক্তার'। সীমান্তের এই দুর্গম এলাকায় ভালই চলে তার ব্যবসা।

'জেনে লাভ কী তোমার?' হতাশ ভাবে কাঁধ ঝাঁকাল ব্রায়ার। 'কী করতে পারবে তুমি লিজা? শুধু এটুকু জানি, খেপে গিয়ে অনেক মানুষ মিলে বেদম পিটিয়েছে ওকে।'

'আইনের লোক নিশ্চয়ই... মিস্টার হেস্টিংস...' মিইয়ে গেল মিশেলের কণ্ঠ

রাগে গা জ্বলে লিজার, ঘুরে দাঁড়াল ও। বলল, 'একটা ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো, মিস মার্শল্যান্ড, যারা ওকে পিটিয়েছে, তাদের মধ্যে ক্লিভ হেস্টিংসও ছিল। খুব ব্যস্ত, আনন্দিত সময় কাটিয়েছে সে ওখানে।' পোশাকের হাতা গোটাল লিজা। 'ডক আমার হাতে দাও তো বেসিনটা।'

রাতের কোনও এক সময় পা টিপে টিপে রনের ঘরে এসে হাজির হলো ফ্লিন্টস্টোন ফেনটন, চেয়ারে চোখ বুজে পড়ে থাকা ডাক্তার ব্রায়ারকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'কী অবস্থা ওর?'

'ঘুমাচ্ছে,' জবাব দিল ব্রায়ার। 'মারাত্মক কিছু না। অবাক ব্যাপারই বলতে হবে এমন কিছু ভাঙেনি যেটা জোড়া লাগবে না।'

বিরাট মাথাটা লিজার দিকে ফেরাল ফ্লিন্টস্টোন ফেনটন, তারপর নিচু স্বরে বলল, 'খনির কাজে যারা আছে, তাদের কাছে ভাল লাগছে না ব্যাপারটা মিস্টার মার্লো বেতন দিতে না

পারলে না খেয়ে থাকতে হবে তাদের সবাইকে। মিস্টার মার্লো একবার বললেই গোটা শহর তছনছ করে দায়ী সবাইকে টাইট দিয়ে দেব আমরা।'

লিজা বলল, 'যদি কিছু করা দরকার মনে করে, তা হলে যা করার ও একাই করবে মনে হয়।'

ব্রায়ার বলল, 'কিছু না করলে ভাল করবে ও। ওষুধের অভাব তো আছেই, আমার হাতও মাত্র দুটো।'

ঘরে ঢুকল মিশেল। তার উদ্দেশে মাথা একটু দুলিয়ে বেরিয়ে চলে গেল ফ্লিন্টস্টোন ফেনটিন।

লিজার উপর থেকে ঘুরে ডাক্তার ব্রায়ারের উপর স্থির হলো মিশেলের হালকা রঙা চোখ। মিশেল বলল, 'আমি ওর সঙ্গে বসতে পারব। আপনার থাকার কোন দরকার নেই, ডাক্তার।'

'তা হলে আমি লবিতে গিয়ে একটু ঘুমিয়ে নিই,' উঠে দাঁড়াল ব্রায়ার।

'রন যখন জাগবে, তখন ও থাকলেই বোধহয় ভাল হবে,' সায় দিয়ে বলল লিজা।

ব্রায়ারের পিছু নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল লিজাও।

রনের চেতনা যখন ফিরল, তখন ঘরের দেয়ালে লাল রঙের ছাপ ফেলেছে সূর্যের রশ্মি। প্রথমেই শরীর জুড়ে ব্যথার অবিশ্রান্ত ঢেউ অনুভব করল রন। আস্তে করে মাথা কাত করল ও, ফোলা চোখের পাতার ভিতর দিয়ে আবছা দেখাল সবকিছু। বিছানার পাশে একটা চেয়ারে এলিয়ে পড়ে আছে মিশেল, ঘুমে বেহুঁশ।

শরীরের পেশী শক্ত করে উঠে বসল রন। ঘুরে উঠল যেন ঘরের ভিতরটা, সেই সঙ্গে লাফাতে শুরু করল। খানিকক্ষণ বসে থাকবার পর স্থির হলো চারপাশ। গা থেকে কম্বল ফেলে দিয়ে পা ঘুরিয়ে বিছানা থেকে নামল রন।

চমকে জেগে উঠল মিশেল। 'স্যর, বিছানা থেকে নামা তোমার মোটেই উচিত..

ফাটা ঠোঁট প্রসারিত করে হাসবার চেষ্টা করল রন, খানিকক্ষণ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে টলল, তারপর পা-পা করে হেঁটে গেল ঘরের ড্রেসার লাগোয়া আয়নাটার দিকে। নিজের বিধ্বস্ত চেহারা দেখে নিয়ে বলল, 'অনেক কাজ পড়ে আছে, মিশেল। সামান্য এই বাধা তো একটা বাচ্চা ছেলেকেও ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না, সমর্থ পুরুষের কথা বাদই দিলাম।'

'রন!' আপত্তির সুরে বলল মিশেল। 'আমি বলছি তুমি...

মিশেল আরও কিছু বলবার আগেই রন বলল, 'মিশেল, আগেও বহুবার এর চেয়ে অনেক বেশি আহত হয়েছি আমি।'

কাঁধে সোয়েটার রেখে ঘরে ঢুকল ডাক্তার ব্রায়ার, জোর গলায় বলল, 'তোমাদেরকে কথা বলতে শুনে দেখতে এলাম।' চোখে কম দেখে বলে খুব কাছে এসে রনকে দেখল সে। বলল, 'চশমা না পরলে দেখতে ততটা খারাপ লাগছে না তোমাকে। শোও, শুয়ে পড়ো, আমি একটু পরীক্ষা করে দেখি তোমাকে। কালকে তুমি মোটেই গোঙাওনি, তাই বুঝতে পারিনি আসলে কী অবস্থা তোমার।'

'কিছু হয়নি আমার, ডক,' শান্ত স্বরে বলল রন।

'তাতে কী, শুয়ে পড়ো দেখি ওখানে।' রনকে ঠেলে বিছানার দিকে নিয়ে চলল ব্রায়ার, জোর করে বসিয়ে দিয়ে বলল, 'উপুড় হয়ে শোও দেখি। মিস মিশেল, আমি লবিতে যে-চেয়ারে বসেছিলাম, ওটার পাশে মেঝেতে হুইস্কির বোতলটা পাবে। ওটা আমার দরকার।'

চলে গেল মিশেল। রনের দেহে হাত বুলিয়ে, খোঁচা দিয়ে, নানাভাবে পরখ করে দেখতে শুরু করল ব্রায়ার। একটু পর বলল, 'বলতে পারছি না বিরাট কোনও ক্ষতি হয়েছে। বেঁচে আছো, আর সেটা থেকেই বুঝতে পারছি মরবে না।'

হুইস্কি নিয়ে ফিরে এলো মিশেল। তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বোতলটা নিল ব্রায়ার, কর্ক খুলে গলায় ঢালল হুইস্কি, তারপর

বোতলটা রনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'তোমার এমন কিছু হয়নি, যেটা এই জিনিস খানিকটা গিললে সারবে না। এক ঢোক গিলে নাও, তারপর শরীরে আচ্ছামত হুইস্কি ডলে দেব তোমার। গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, ভাল লাগবে।'

একটু পর কথামতো শরীর ডলাডলির কাজ শুরু করল সে। বিরক্ত হয়ে মিশেল বলল, ঘরের ভিতরের গন্ধ একেবারে ডিসটিলারির মতো হয়ে গেছে।

'তাড়াতাড়ি কাজ সারো, ডক,' তাগাদা দিল রন। 'বাইরে বেরোতে হবে আমাকে।'

'অন্তত বাবা আসার আগে পর্যন্ত অপেক্ষা করো,' অনুরোধ করল মিশেল। 'বিশ্রাম দরকার তোমার।'

আপত্তি করল রন। 'আমি যদি বিছানায় পড়ে থাকি, তা হলে ফিরে এসে কর্নেল কী বলবে? নিজে সে সারা এল পাসো ছুটোছুটি করে টাকা জোগাড় করছে, আর আমি করছি বিলাস।' ফেটে যাওয়া চামড়ায় নির্জলা হুইস্কি লাগতেই জ্বলুনিতে চোখ কুঁচকে গেল ওর।

'বাইরে বের হলে আবারও ওই লোকগুলো আক্রমণ করতে পারে তোমাকে,' জোর দিয়ে বলল মিশেল। 'আমার কথা রাখো। বেরিয়ো না। এবার হয়তো জানেই মেরে ফেলবে।'

'অযথা দুশ্চিন্তা করছ, মিশেল,' নরম গলায় বলল রন। 'যারা আমাকে মেরেছিল, তারা এখন নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত। ...তুমি কি বলো, ডক?'

রনের কাঁধে চাপড় মারল ব্রায়ার, তারপর বলল, 'ঘুরে শোও, তোমার বুকে ডলব। যা বলছিলাম, রাতে ওরা তোমাকে শেষ করে দেয়ার বিরাট একটা সুযোগ হারিয়েছে।'

চিন্তার ভাঁজ পড়ল মিশেলের কপালে। 'রন, বুঝতে পারছি না এতো হালকা ভাবে ব্যাপারটা নিচ্ছ কী করে তুমি! টাকা রোজগারের তো সহজ পথও আছে, নাকি? তোমাকে কি...

খনিটা কি এতই গুরুত্বপূর্ণ?'

ধৈর্যের সঙ্গে জবাব দিল রন, 'কতটা, সেটা তুমি তো জানো, মিশেল। সারাজীবনের সঞ্চয় বিনিয়োগ করেছি আমি ওই খনিতে। ঋণও করতে হয়েছে আমাকে।'

পুরো একমিনিট চুপ করে থাকল মিশেল, চিন্তায় ডুবে নীচের ঠোঁট কামড়াল দাঁত দিয়ে, তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'মনে হয় না আমি জীবন থেকে এতকিছু আশা করি যে, তোমাকে এরকম বিপদের ঝুঁকি নিতে হবে, রন। আমি চাই না আমার স্বামী পরিত্যক্ত একটা খনির জন্যে জীবন দিক।'

গলা দিয়ে ঘড়ঘড় আওয়াজ বের হলো ডক ব্রায়ারের, তারপর খুকখুক করে কাশল সে। 'ঠিক আছে, রন, এবার প্যান্টটা নীচে নামাও, তলপেট দেখতে চাই।'

দরজার দিকে সরে গেল মিশেল, দরজায় দাঁড়িয়ে একটু ইতস্তত করে বলল, 'এসব আমি আর সহ্য করতে পারছি না, রন। অবুঝের মতো করছ তুমি। গোঁয়ার লোক সহ্য হয় না আমার।' বেরিয়ে গেল ও ঘর ছেড়ে।

হতাশ হয়ে চোখ বন্ধ করল রন। ব্রায়ার বলল, 'শরীরের এই অবস্থায় এরকম আচরণ হজম করা যে-কারও পক্ষে কঠিন।' ডলাডলি শেষে রনের সমতল পেটে চাপড় দিল সে। উঠে দাঁড়ানোর আগে বলল, 'আমার পেট এমন মেদহীন, সুন্দর হলে ভাল হতো।' হুইস্কির বোতলে কতটুকু তরল আছে দেখল সে চিন্তিত হয়ে, ঝাঁকাল বোতলটা, তারপর উপুড় করে লম্বা চুমুক দিল। নাক দিয়ে বিদঘুটে শব্দ বের হলো তার, খানিক কেশে ফুঁ দিল। 'ঠিক ডাক্তার যা গিলতে বলে। ...দুঃখিত, তোমার জন্যে আর নেই।' চেয়ার থেকে কোট তুলে কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিজেকে ওটার ভিতরে ভরল সে কষ্টেসৃষ্টে, জড়ানো গলায় বলল, 'একটা কাজই আমার করার আছে তোমার জন্যে চাইলে তোমার চুল কেটে দিতে পারি। সেরে উঠে এসো আমার দোকানে।'

বেরিয়ে গেল সে ঘর ছেড়ে।

উঠে দাঁড়িয়ে বেসিনের সামনে গিয়ে মুখে পানি ছিটাল রন। ঠিক তখনই ঘরে ঢুকল নিক হাওয়ার্ড। রনকে দাঁড়ানো দেখে বলল, 'কালকে রাতে যখন ঘরে নিয়ে এলাম তোমাকে ধরে, তখন ভুলেও ভাবিনি আজ সকালে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখব তোমাকে।'

'ভালরকম মাড়িয়েছে ওরা আমাকে,' তিক্ত শোনাল রনের কণ্ঠ। 'রাতে কষ্ট করে ঘরে পৌঁছে দিয়েছ বলে অনেক ধন্যবাদ।'

'কিন্তু...' ইতস্তত করল হাওয়ার্ড। 'খুব খারাপ খারাপ কথা বলছে লোকে। গুজব ছড়িয়ে পড়েছে যে, বড়লোক মাতালদের কাছ থেকে সর্বস্ব ছিনতাই করে খনি চালু করার টাকা জোগাড়ের চেষ্টা করছ তুমি।'

'আর করতে গিয়ে ধরা পড়ছি।'

'মানুষের তা-ই ধারণা। ম্যাক পিলার আর ডেভ বেলকে হারিয়েছি আমরা।'

ভ্রূ উঁচু করল রন। 'তুমি "আমরা" বললে। তার মানে তুমি বিশ্বাস করোনি যে আমি এ-কাজ করতে পারি?'

'না, বিশ্বাস করিনি।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল হাওয়ার্ড। 'ডেভ বেল বেশ কিছু টাকা অন্য জায়গায় খাটিয়েছে। আমি তো জর্জ ব্রাউনকে ধার দিইনি, কিন্তু সে দিয়েছে। মনে হচ্ছে এরপর আর জর্জের সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকবে না আমার।'

প্যান্টে ভিতরে শার্ট গুঁজল রন, মনে মনে বলল, টাকা ধার নিয়েছে বলে পরে আফসোস করবে জর্জ ব্রাউন। তবে সে-কারণে লোকটার জন্য কোনও দুঃখ হলো না ওর। চেয়ারে ঝুলন্ত বেল্ট– অস্ত্র তুলে নিল ও, বাইরে বেরোতে তৈরি হয়ে গেল আধমিনিটের মধ্যে সিক্সগানের বাঁটে চাপড় মেরে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, 'গতরাতে এটা কোনও কাজে আসেনি। তবে এখন

থেকে আসবে।'

দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে রনের দিকে চেয়ে হাসল বিল ট্রেইসি, কথাটা শুনতে পেয়েছে। খোশমেজাজে বলল, 'দেখে খুব অসুস্থ মনে হচ্ছে না তোমাকে। যখন শুনলাম মাতালদের মেরে টাকা জোগাড়ের চেষ্টা করছ তুমি, ভাবলাম তোমাকে জানাব, জরুরি দরকারের জন্যে কিছু টাকা সবসময় রাখি আমি নিজের কাছে। ...তো, এখন কি তোমার জরুরি দরকার?'

কৃতজ্ঞ বোধ করল রন, আন্তরিক স্বরে বলল, 'জেনে ভাল লাগছে যে পিস্তল ফ্ল্যাটে আমার বন্ধুও আছে, মিস্টার ট্রেইসি।'

'মার্লো মাইন বা মার্লো ব্যাঙ্ক, যেটাই বলো, লাভের বড় একটা অংশ তাদেরই থাকবে। টাকা বিনিয়োগ করে অংশীদার হতে চাইছি আমি, রন। তুমি কি শেয়ার বিক্রি করবে আমার কাছে?'

'সম্ভব নয়, মিস্টার ট্রেইসি। আসলে...

'ঠিক আছে,' অখুশি মনে হলো না বিল ট্রেইসিকে। 'আমিও ভেবেছিলাম অংশীদার তুমি নিতে চাইবে না। ডেভ বেলকে যদি অংশীদার করতে না চাও, তা হলে কোনও জুয়াড়ীকেই বা অংশীদার করবে কেন! বাদ দাও। কিন্তু টাকা থাকল, দরকার লাগলে কম সুদে ধার নিতে পারবে।'

নিক হাওয়ার্ড বলল, 'রনের এখন তোমার মতো মানুষকেই পাশে দরকার, বিল।'

হোটেল-মালিকের দিকে তাকিয়ে ভ্রূ নাচাল বিল ট্রেইসি। 'ডেভ বেল আর ম্যাক পিলার তো রনকে ফিরিয়ে দিয়েছে। ...তুমি?'

'আমি আছি ওর সঙ্গে,' জোর দিয়ে বলল হাওয়ার্ড। 'রন যদি টাকা চায়, তা হলে অবশ্যই ধার পাবে আমার কাছ থেকে।'

পকেট থেকে একটা সিগার বের করে দাঁতে কামড়ে ধরল বিল ট্রেইসি, পোকার খেলবার সময় তার চেহারা যেরকম

নির্বিকার থাকে, সেরকম নিস্পৃহ চেহারায় বলল, 'ভাল সঙ্গীই পেয়েছ তুমি, নিক। দেরি না করে তাস তুলে নাও। খেলা শুরু হয়ে যাক।'

দশ

হাওয়ার্ডস হোটেল থেকে বেরিয়ে আরেকটু হলেই প্যাট্রিক টমসনের সঙ্গে ধাক্কা খেত রন। রেল-রাস্তার পাশের বোর্ডওয়াক ধরে টলতে টলতে চলেছে লোকটা। রনকে দেখে ক্ষণিকের জন্য তীব্র ঘৃণা ফুটে উঠল তার চোখে। দৃষ্টিটা খেয়াল করল রন, তবে ভদ্রতা করে বলল, 'শুভ সকাল, প্যাট্রিক।'

রনকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল লোকটা, রনের শুভকামনার জবাবে কী যেন বলল বিড়বিড় করে। বাতাস উড়িয়ে নিয়ে গেল তার কণ্ঠ।

লিজাকে হাওয়ার্ডস হোটেলের কোনা ঘুরে দ্রুত এগিয়ে আসতে দেখল রন।

প্যাট্রিক টমসনকে দেখেই ঠোঁটে চেপে বসল লিজার ঠোঁট। ওর তিক্ত গলা শুনতে পেল রন: 'খুব খুশি হলাম ওকে দেখে!' রনের চেহারায় স্থির হলো মেয়েটার চোখ। বলল, 'যাক, তুমি অন্তত নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছ।'

'দাঁড়িয়ে থাকতে চাই, কাজেই থাকতে পারবও,' লিজার বাহুতে হাত রেখে হোটেলের কোনা ঘুরল রন, বাতাসের সরাসরি আক্রমণ থেকে আড়ালে চলে এলো। থেমে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল রন, 'বিনের বিল্ডিঙে কী কাজ করেছ সেটা

আমাকে দেখানোর সময় হবে তোমার?'

মাথা দোলাল লিজা। 'নিশ্চয়ই! তবে একদিনে বেশিকিছু করে উঠতে পারিনি।'

মৃদু হাসল রন। 'তোমাকে যতটুকু চিনি, তাতে মনে হয় কাজ অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে গেছ।'

ক্যানিয়নের ওদিকে, রানিং আয়ার্ন সেলুনের ওপারে রেল-রাস্তায় ধীর পায়ে টহল দিচ্ছে ক্লিভ হেস্টিংস, এদিকেই এগিয়ে আসছে। ভ্রূ কুঁচকে গেল রনের। হেস্টিংসের সঙ্গে টক্কর দেবার মতো শারীরিক অবস্থায় নেই ও এখন। আড়ষ্ট আঙুলগুলো ফুলে রয়েছে, বাঁকানো যাচ্ছে না, সিক্সগানের ট্রিগার গার্ডের ভিতরে ঢুকবে না তর্জনী।

ভেজা একঝলক দমকা হাওয়া হঠাৎ করেই রনের মাথা থেকে উড়িয়ে নিয়ে গেল হ্যাট। চট্ করে স্কার্ট ধরে ফেলল লিজা, ওর কালো চুলের বেণী উড়তে শুরু করল, আলগা কয়েকটা চুল পড়ল কমনীয় মুখের উপর। যেমন হঠাৎ এসেছিল হাওয়া, তেমনি হঠাৎ করেই থেমে গেল কাদাভরা ক্রীকের ভিতরে গিয়ে পড়ল রনের হ্যাট। স্রোতে ভেসে দ্রুত চলে গেল ওটা বনিলাস সেতুর তলা দিয়ে।

তিক্ত হাসল রন। হাসতেই ক্ষত-বিক্ষত মুখে টান লাগল ওর। নিচু গলায় বলল রন, 'নিউ ইয়র্ক থেকে কিনেছিলাম ওই হ্যাট। আসল বোরস্যালিনো।'

নিউ ইয়র্কের ছকবাঁধা জীবনটা অনেক দূরের বলে মনে হলো রনের, সেই সঙ্গে দুর্বল একটা মুহূর্ত মন চাইল ওখানে ফিরে যেতে. চিন্তাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিল ও, ক্লিভ হেস্টিংসের দিকে একবারও না তাকিয়ে লিজাকে নিয়ে ক্যানিয়ন ধরে হাঁটতে শুরু করল। মনে মনে বলল, আমাকে তুমি পিস্তল ফ্ল্যাট থেকে তাড়াতে পারবে না, ক্লিভ হেস্টিংস।

স্পষ্ট বুঝতে পারল ও, ওদের দু'জনকে একসময় না

একসময় মুখোমুখি দাঁড়াতেই হবে। রক্ত ঝরবে ওই লড়াইয়ে, তারপরও লড়াইটা দ্রুত আসুক, তা-ই চাইল রন।

হাওয়ার্ডস হোটেলের পিছনে বনিলাস ক্রীকের তীরে থম মেরে দাঁড়িয়ে আছে বিনের পুরোনো বিল্ডিং। হাওয়ার্ডস হোটেলের ইঁট এসেছে ওয়্যাগনে করে, সেই এল পাসো থেকে; হোটেলের লাল রং করা ঝকঝকে পিছনটার তুলনায় বিনের দালানের জীর্ণ ইঁট বের করা অ্যাডোবির দেয়াল বড় বেশি দৃষ্টিকটু লাগল দেখতে।

দালানটা যথেষ্ট মজবুত রয়েছে এখনও, তবে অনেকদিন ধরে রাস্তার একপাশ খেয়ে ফেলেছে পাড়-ভাঙা বনিলাস ক্রীকের স্রোত, ফলে বাড়িটার এক কোনার ভিত্তি একটু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দোতলা বাড়ির একতলায় কাঠের শক্ত গরাদ দেয়া ছোট ছোট অনেকগুলো জানালা আছে। রন দেখল, এক লোক ওগুলোর একটার সামনে দাঁড়িয়ে নতুন কাঁচ লাগাতে ব্যস্ত।

সদর দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল রন, দরজা ফাঁক করে ধরল লিজার জন্য। খেয়াল করল, কব্জাগুলোতে সদ্য তেল দেয়া হয়েছে। প্রথমেই ছোট একটা রিসেপশন ঘর পড়ল। ওটা থেকে দেখা গেল কয়েকটা দরজা। একটা সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়।

লিজার পিছু নিয়ে বামদিকের একটা ঘরে ঢুকল রন, অজান্তেই খেয়াল করল ও লিজার ভরাট দেহের ছন্দবদ্ধ দোলা, সুডৌল ঊরু, বুক।

ঘুরে ওর দিকে তাকাল লিজা।

হঠাৎ বিচলিত বোধ করল রন, মনে হলো কী যেন ও চায় লিজার কাছে। বোধহয় এমন কিছু, যেটা মুখ ফুটে চাওয়া যায় না।

ব্যাপারটা খেয়াল করল লিজা, দ্রুত পায়ে এগিয়ে ঘরের মাঝখানের টেবিলটার ওপাশে গিয়ে দাঁড়াল। অস্বস্তিকর পরিস্থিতি কাটাতে তাড়াতাড়ি করে বলল, 'পর্দাগুলো পছন্দ

হয়েছে তোমার, রন?'

*

জিং ওয়াঙের রেস্টুরেন্টের বাইরে এসে সিগার ধরাল ক্লিভ হেস্টিংস ধোঁয়ার স্বাদটা মিষ্টি লাগল তার কাছে। পেট ভরে সুস্বাদু নাস্তা খেয়েছে সে। শরীর-মনও ঝরঝরে লাগছে। ফুসফুস ভরে শ্বাস নিয়ে মুখ দিয়ে ছাড়ল সে, তারপর রেইলরোড অ্যাভিন্যু ধরে হাঁটতে শুরু করল। দ্রুত চিন্তা করে চলেছে। প্যাট্রিক টমসনকে দেখতে পেল, রন মার্লোকে পাশ কাটাল প্যাট্রিক। তারপর এক ব্লক দূরে হাওয়ার্ডস হোটেলের কোনা ঘুরে চোখের আড়ালে চলে যেতে দেখল সে রন মার্লো ও লিজাকে।

আগে কখনও এতটা আত্মতৃপ্তি অনুভব করেনি ক্লিভ হেস্টিংস। রন মার্লো হামলা করে টাকা কেড়ে নিয়েছে সে-অভিযোগ মার্লোর বিরুদ্ধে আনতে রাজি হয়নি রানশার ম্যাক, কিন্তু লিউট ফেরিস যখন ফিরে আসবে, তার মাধ্যমে ডেভ বেল আর অন্য বেশ কয়েকজনকে প্রভাবিত করা যাবে। রন মার্লোকে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘোষণা করা যাবে তখন। সেরকম ব্যবস্থা হয়ে গেলেই বড়লোক ব্যাঙ্কারকে চব্বিশ ঘণ্টা সময়সীমা বেঁধে দেবে সে। হয় শহর ছেড়ে যাও, নইলে জেলে পচে মরো।

রন মার্লোর প্রতিক্রিয়া কী হবে আন্দাজ করতে চাইল হেস্টিংস। সম্ভবত খেপে উঠবে লোকটা। তবে সে তো আর জানে না, হারা খেলা খেলছে এখনও! আগেই হেরে বসে আছে রন মার্লো!

বজ্রপাতের গুড়গুড় আওয়াজ ভেসে এলো এলিফ্যান্ট হেড বাট-এর পিছন থেকে। রাস্তায় গোড়ালি সমান উঁচু প্যাচপ্যাচে কাদা। ভারী বাতাসে বৃষ্টির সোদা গন্ধ। শক্ত জমিতে চলে অভ্যস্ত পশ্চিমের যে-কেউ কয়েকদিনেই ক্লান্ত হয়ে যাবে এরকম একটানা বৃষ্টিতে। সেই চিন্তাটা মাথায় আসতেই হাঁটবার গতি

বেড়ে গেল ক্লিভ হেস্টিংসের। হঠাৎ করেই চমৎকার ধারণাটা জন্ম নিয়েছে তার মনে।

সেতু পেরোবার সময় রনকে দেখতে পেল সে, লিজার সঙ্গে বিন-বিল্ডিঙে ঢুকছে বোকাটা। কেন, সেটা জানতে পারলে ভাল লাগত, তবে জানতে হলে সময় ব্যয় করতে হবে। হাতে সময় নেই তার।

মার্শালের অফিসের সামনে প্যাট্রিক টমসনকে ধরে ফেলল সে, পাশে হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করল, 'এতো তাড়া কীসের তোমার?'

থামল প্যাট্রিক টমসন, যাতে ভারসাম্য হারাতে না হয়, সেজন্য সাবধানে ঘুরল। রক্তলাল চোখে হেস্টিংসের দিকে তাকিয়ে জড়ানো গলায় বলল, 'নিজের কাজে যাচ্ছি। তোমার কী?'

'আরেকটু ড্রিঙ্ক হলে কেমন হয় তোমার, বলো তো?' খুশি-খুশি গলায় জিজ্ঞেস করল ক্লিভ হেস্টিংস। 'চলো, লিউট ফেরিসের ওখানে একটু বসি। বিয়ার যা লাগে না হয় আমিই কিনব। কথা আছে তোমার সঙ্গে— ব্যক্তিগত গোপন কথা।'

সন্দেহে সরু হয়ে গেল প্যাট্রিক টমসনের লাল চোখদুটো। 'ফেরিস শহরের বাইরে গেছে। তুমি তা জানোও। মনে যা-ই থাক, সেটা নিজের কাছেই রাখো।' ঘুরে টলমল করতে করতে পা বাড়াল সে।

তার বাহু ধরে ফেলল ক্লিভ হেস্টিংস, একটানে ঘুরিয়ে দিল নিজের দিকে, তারপর দাড়ি-না-কামানো মুখটা নিয়ে গেল প্যাট্রিক টমসনের নাকের কাছে। ঠোঁট বেঁকে গেল রাগে, চাপা গলায় বলল সে, 'আমি কথা বললে না শুনে চলে যাবার চেষ্টা কোরো না আর কক্ষনো।'

ভয় পাওয়ায় চোখ থেকে বেপরোয়া ভাবটা বিদায় নিল টমসনের।

লোকটা ভয় পেয়েছে দেখে আত্মতৃপ্তি বোধ করল হেস্টিংস, রাগ কমল তার। অপদার্থটার বাহু ছেড়ে দিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল সে, 'কথা আছে তোমার সঙ্গে– মাতালদের কাছ থেকে টাকা ছিনতাইয়ের ব্যাপারে।'

'মানে?' কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল প্যাট্রিক টমসন।

কাঁধ ঝাঁকাল হেস্টিংস, টমসনের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি বোধহয় ভুলে গেছ প্রয়োজনে কতটা কঠোর হতে পারে রন মার্লো। কেউ যদি মার্লোকে বলে দেয় তোমার প্রাপ্য পিট্টি ওর ওপর গিয়ে পড়েছে, তা হলে বোধহয় খুশি হও তুমি? তুমি চাইলে আমিই ওকে জানাতে পারি।'

কথাটা চিন্তা করে দেখল প্যাট্রিক টমসন, নিজের কাদামাখা জুতো জোড়ার ডগা থেকে চোখ সরাল না। আবার যখন চোখ তুলে তাকাল, ততক্ষণে মনের জোর বলে কিছু অবশিষ্ট নেই তার। কাঁধ দুটো সামনে ঝুঁকে এলো টমসনের, কুঁজো হয়ে গেল খানিকটা। শুকনো গলায় বলল, 'ড্রিঙ্ক নিতে আপত্তি নেই আমার।'

নিষ্ঠুর হাসল ক্লিভ হেস্টিংস।

রেল-রাস্তা পার করে রেল-বাঁধে উঠে ট্র্যাকের কাছে টমসনকে নিয়ে এলো সে, ঢুকল লিউট ফেরিসের অফিসে।

বাড়ির পিছনে কোথাও একটা ঘণ্টি বেজে উঠল। ক্লিভ হেস্টিংস ও প্যাট্রিক টমসনের পিছনে রাস্তার কাদা ছলকে চার্চের দিকে হেঁটে চলল একটা বাচ্চা ছেলে, একঝলক দমকা বাতাস মিউল হিল থেকে ভাসিয়ে আনল যন্ত্রপাতির আবছা শব্দ।

সরাসরি লিউর্ট ফেরিসের থাকবার অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে পড়ল হেস্টিংস, একটা তাক থেকে তুলে নিল বাদামি বোতলটা। নোংরা একটা জেলি-গ্লাস ঝাঁকিয়ে ভিতরে আটকা পড়া তেলাপোকার বাচ্চাটাকে ফেলে দিল সে, বোতল থেকে তরল ঢেলে গ্লাসটা পূর্ণ করে টমসনের হাতে তুলে দিল। নিজে বোতল

থেকে চুমুক দেবার আগে বলল, 'সাফল্যের জন্যে।' টেবিলের পিছনের চেয়ারটায় এবার বসল সে।

আরেকটা চেয়ারে ধপ করে বসল প্যাট্রিক টমসন, বেসুরো কণ্ঠে বলল, 'এই জঘন্য বৃষ্টি...' কথার রেশ মিলিয়ে গেল তার। গ্লাসটা চোখের সামনে তুলে দুঃখিত চেহারায় হুইস্কিটুকু দেখল সে।

সিগারের আগুনটা যেরকম উজ্জ্বল, ঠিক তেমনি ভাবেই যেন জ্বলছে ক্লিভ হেস্টিংসের চোখদুটো। চাপা গলায় সে বলল, 'প্যাট্রিক, লিউট আর আমি রন মার্লোর বারোটা বাজানোর ব্যবস্থা নিচ্ছি। ...চিরতরে।' নড়েচড়ে বসে প্যাট্রিক টমসনের উপর নিষ্পলক চোখ রাখল সে। 'প্যাট্রিক, ওই রন মার্লো তোমার বউয়ের সমস্ত মন-প্রাণ দখল করে রেখেছে এখনও।'

ধীরে ধীরে মাথাটা উঁচু করল প্যাট্রিক টমসন, চেহারায় প্রকাশ পেল তীব্র রাগ, হিংসা, ক্ষোভ। কোনও কথা বলল না সে। অপেক্ষা করছে হেস্টিংস কী বলে শুনবার জন্য।

ক্লিভ চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কখনোই লিজার জন্যে যথেষ্ট ছিলে না, তা-ই না, প্যাট্রিক? রন মার্লো বোধহয় যথেষ্ট। ...কি বলো?'

আস্তে আস্তে মুঠো পাকিয়ে গেল টেবিলের উপর রাখা টমসনের হাতদুটো। রুদ্ধস্বরে বলল সে, 'এসব বলার কারণ কী তোমার, ক্লিভ?'

ঠোঁট প্রসারিত করে হাসল ক্লিভ হেস্টিংস, চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'লিউট আর আমি রন মার্লোর লেজে টিনের কৌটা বাঁধব তোমাকে সুযোগ দিচ্ছি আমাদের সঙ্গে থাকার।'

এক মুহূর্ত দ্বিধা করল না প্যাট্রিক টমসন, দাঁতে দাঁত পিষে বলল, 'ধরে নাও আমি আছি।'

হাতটা বাড়িয়ে দিল হেস্টিংস, গম্ভীর স্বরে বলল, 'সেজন্যে খরচা করতে হবে তোমাকে। ম্যাকের কাছ থেকে পাওয়া

টাকাগুলো ফেরত দাও আমাকে।'

*

সেদিনই দুপুরের পর শহরে রেলগাড়ি ঢুকবার আওয়াজ পেয়ে নিজের অফিস থেকে লিউট ফেরিসের অফিসে চলে এলো ক্লিভ হেস্টিংস, ফেরিসের আইনের বইয়ের র‍্যাকে আরাম করে কাদামাখা বুটসহ পা তুলে দিয়ে অপেক্ষায় থাকল।

বাড়ি ফিরে তাকে নিজের টেবিলের পিছনে আয়েশে বসে থাকতে দেখল লিউট ফেরিস। দরজায় থমকে দাঁড়াল সে। আকাশ মুখ কালো করে আছে বলে তার আকৃতি আবছা লাগল দেখতে। দাঁত খিলাল করবার ফাঁকে হেস্টিংসকে কিছুক্ষণ দেখল সে, তারপর ঘরে ঢুকে মেঝেতে নামিয়ে রাখল তার ব্যাগ।

'কী হলো?' গলার গভীর থেকে উঠে এলো ক্লিভ হেস্টিংসের প্রশ্নটা।

'অপেক্ষা তোমাকে বিরক্ত করে তোলে, নাকি, ক্লিভ?' টেবিলের কোনায় বসল ফেরিস।

ঘোঁৎ করে উঠল হেস্টিংস। 'শুধুই বসে থেকে অপেক্ষা করে সময় নষ্ট করিনি আমি।'

মাথা কাত করে জিজ্ঞাসা নিয়ে তাকাল লিউট ফেরিস।

'লেজ কেটে দিয়েছি রন মার্লোর,' বলল হেস্টিংস।

দাঁত বের করে হাসল লিউট ফেরিস, প্রবল আগ্রহের ছাপ পড়ল তার চেহারায়।

রসিয়ে রসিয়ে রনের মার খাওয়ার ঘটনা বর্ণনা করল ক্লিভ হেস্টিংস। তার কথা শেষ হবার পর লিউট ফেরিস বলল, 'এমন হতেই পারে, রন মার্লো ভাবতে শুরু করবে দরকারের চেয়ে বেশিদিন ধরে পিস্তল ফ্ল্যাটে রয়ে গেছে ও।'

হেস্টিংস বলল, 'যা ওর প্রাপ্য তা-ই পাচ্ছে মার্লো। অন্য কেউ হলে এক সপ্তাহ বিছানায় পড়ে থেকে সুস্থ হয়ে উঠে শহর ছেড়ে ভাগত, কিন্তু মার্লোকে দেখলাম ভোরে হোটেল থেকে

বেরিয়ে লিজা টমসনের সঙ্গে কথা বলছে। তারপর সারাদিন মিডল হিলে গিয়ে মাইনারদের কাজও দেখাশোনা করেছে।' মনের একান্ত জিজ্ঞাসাটা এবার করল সে, 'তোমার কাজের কতদূর কী হলো?'

টেবিল থেকে উঠে টেবিলের এপাশের চেয়ারটাতে বসল ফেরিস, একহাতে আরেক হাতের আঙুল টানতে টানতে বলল, 'প্রথম কথা হলো, তুমি যখন জর্জ ব্রাউন আর তার লোকদের সামনে খালি মানিব্যাগ দুলিয়ে তাদের উত্তেজিত করে তুললে, আর তারপর আরামে দাঁড়িয়ে রন মার্লোকে মার খেতে দেখলে, আমি তখন বসে নেই। এল পাসোতে কর্নেল মার্শল্যান্ডের পিছু নিয়ে সারা শহর ঘুরতে হয়েছে আমাকে। কাজটা সহজ হয়নি, চড়ুই পাখির মতো ফুড়ুৎ-ফুড়ুৎ করে এখানে ওখানে গেছে কর্নেল।'

খাটো একটা বেঁটে সিগার দাঁতে কামড়ে ধরল ক্লিভ হেস্টিংস। চোখ দুটো মার্বেলের মতো শীতল, কঠিন হয়ে উঠল তার।

আবার শুরু করল লিউট ফেরিস: 'সংক্ষেপে বলতে গেলে, মার্শল্যান্ড কথা সেরে বেরিয়ে যাবার পরপরই নয়জন ব্যাঙ্কারের সঙ্গে দেখা করেছি আমি। সবার কানে তুলে দিয়েছি তোমার বলা কথাগুলো– টাকার জন্যে মার্লো আর মার্শল্যান্ড যে-পিলারগুলোর ওপর ভরসা করছে, যেগুলো কর্নেল তাদেরকে জামানত হিসেবে দিতে চাইছে; সেগুলোতে আসলে তামার কোনও অস্তিত্বই নেই।'

হেলান দিয়ে বসে ক্লিভ হেস্টিংসের প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষায় থাকল ফেরিস।

'কাজ হলো তাতে?' জিজ্ঞেস করল হেস্টিংস। সিগারটা ধরাল।

'তোমার আগামী মাসের বেতনের টাকার বদলে আমার

পরবর্তী প্রাপ্য ফী বাজি রাখতে পারি, যারা কর্নেলকে ধার দেবে বলে কথা দিয়েছে, তারা দেবে না ধার। খুব কম টাকাই জোগাড় করতে পারবে মার্শল্যান্ড।' জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে হেস্টিংসের চোখে তাকাল ফেরিস। 'আজকে রাতের ট্রেইনে ফিরছে সে।'

'এলে খালিহাতে আসবে না, কর্নেল,' বলল হেস্টিংস। 'আর এদিকে মার্লোকে এখানে বেশিদিন থাকতে দেয়াও ঠিক হবে না।' চিন্তায় ডুবে গেল সে, তারপর বলল, 'মজুরি না পেলে কাজ করবে না খনি-মজুররা। খনি থেকে তামাও উত্তোলন করা যাবে না তা হলে। টিকে থাকার জন্য রন মার্লোকে খনি চালু রাখতেই হবে।'

'আর বিক্রি যদি ও করে দেয় খনিটা,' যোগ করল লিউট ফেরিস, 'আমরা কিনতে পারব সে-সম্ভাবনাই বেশি তুমি আর আমি।'

তার দিকে তাকিয়ে প্রায় দয়ার হাসি হাসল ক্লিভ হেস্টিংস। 'আর সম্ভবত ডেভ বেল। ডেভ বেল পক্ষে থাকলে আমাদের অনেক সুবিধে।' টেবিলে কনুই রেখে এবার জিজ্ঞেস করল সে, 'আর তোমার অন্য কাজগুলো?'

কোটের ভিতরের পকেট থেকে দুটো আইনী কাগজ বের করল লিউট ফেরিস, হেস্টিংসের হাতে ধরিয়ে দিল।

চোখ বোলাল হেস্টিংস, পড়তে শুরু করায় ঠোঁট নড়তে শুরু করল তার। আস্তে আস্তে কাঠিন্য বিদায় নিল তার চেহারা থেকে, হাসি ফুটে উঠল মুখে। চোখ তুলে লিউট ফেরিসের দিকে তাকাল হেস্টিংস।

'বাজি মেরে দিয়েছ তুমি,' বলল ফেরিস।

'কীভাবে?'

'আসার পথে কাউন্টি সিট হয়ে এসেছি। আমাকে মনে আছে শেরিফের। তোমাকেও। পিস্তল ফ্ল্যাট ছেড়ে ক্লার্ক ফাওলকে চলে যেতে হওয়ায় ভীষণ রেগে গেছে শেরিফ। আমি তাকে

জানিয়েছি, জরুরি ভিত্তিতে এখানে একজন ডেপুটি শেরিফ দরকার আমাদের, সে যতক্ষণ কাউকে দিতে না পারছে, ততক্ষণ আমিই ডেপুটি শেরিফের দায়িত্ব পালন করব।' মাথা কাত করে কাগজগুলোর একটা দেখাল লিউট ফেরিস। 'রাজি হয়েছে সে। ওই রিবন আঁটা সিলমারা কাগজটা আমার নিয়োগপত্র।'

'পড়তে জানি আমি,' দাম্ভিক সুরে বলল ক্লিভ হেস্টিংস। 'অন্য কাগজটার ব্যাপারেই আমার আগ্রহ বেশি।'

ওটা একটা ফর্ম, ফাঁকা জায়গাগুলো সুন্দর হাতের লেখায় পূরণ করা হয়েছে।

'এটা পকেটে রেখে দাও, হারায় না যেন,' সতর্ক করল ক্লিভ হেস্টিংস। 'কালকে সকালে খনিতে গিয়ে দুটো কাগজই মিস্টার মার্লোকে দেখাব আমরা।'

*

পরদিন সকাল ন'টা। আবার থেমে গেছে বৃষ্টি, তবে কালো মেঘগুলো ঝুলছে মাথার কাছে, মনে হয় যেন হাত বাড়ালেই ছুঁয়ে দেয়া যাবে ওগুলোকে।

ফ্লিন্টস্টোন ফেনটনের সঙ্গে হয়েস্ট এঞ্জিনিয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে রন। পরীক্ষামূলক ভাবে খনিজ তুলবার ঢাকনিহীন খালি ধাতব বাক্সটা নামাতে শুরু করল এঞ্জিনিয়ার।

একটু দূরে প্রচণ্ড শব্দে একটা সেফটি ভালভ খুলে গেল হঠাৎ। বয়লার থেকে তীক্ষ্ণ শব্দে ছিটকে বের হলো সাদা বাষ্প।

পুলি পার হয়ে মোটা মোটা কেবলগুলোর চলে যাবার শব্দ, বা অলস এঞ্জিনের একটানা গুঞ্জন যেন খনির সঙ্গে জড়িত সবার কানে মধু ঝরাচ্ছে।

একশো ফুট গভীরতা ছাড়িয়ে নেমে গেল বাক্স। ওখানেই হাই-গ্রেডারদের মোকাবিলা করেছিল রন ও ফ্লিন্টস্টোন ফেনটন। ছাড়িয়ে গেল বাক্স দুশো ফুট গভীরতাও। তারপর তিনশো ফুট। সরসর করে নামছে কেবলগুলো সেই সঙ্গে

নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বাক্স।

হয়েস্ট এঞ্জিনিয়ার চিৎকার করে বলল, 'পুরো নেমে গেছে, ফেনটন!'

হাত তুলল ফ্লিন্টস্টোন ফেনটন। 'তাড়াতাড়ি ওঠাও! কেব্‌ল্ টাইট দাও দেখি!'

সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে উঠল এঞ্জিনিয়ার। কর্কশ হয়ে উঠল এঞ্জিনের আওয়াজ। বয়লারে আরও শুকনো জুনিপার কাঠ দিল ফায়ারম্যান।

টুল-শ্যাকের কাছে দাঁড়ানো কয়েকজন তাদের কাজ বন্ধ করে ঘুরে তাকাল কী ঘটছে দেখতে। উঠে আসছে বাক্সটা। উইঞ্চে ক্রমেই জমছে আরও কেবল, মসৃণ ভাবে পেঁচিয়ে বসে যাচ্ছে জায়গামত।

তারপর মাটির উপরে উঠে এলো বাক্স। চওড়া হাসি নিয়ে রনের দিকে তাকাল এঞ্জিনিয়ার, তেলমাখা হাত দিয়ে পিছনে ঠেলল হ্যাট। সাদা কপালে কালো একটা দাগ পড়ল তার। 'সব ঠিক,' মাথা দুলিয়ে বলল।

কথা বলতে ফ্লিন্টস্টোন ফেনটনের দিকে ফিরল রন ওর চোখ চলে গেল তাকে ছাড়িয়ে। হড়হড় করে নীচের ক্যানিয়নে বয়ে চলা বনিলাস ক্রীকে গিয়ে পড়ছে বৃষ্টির পানির স্রোত, চলে যাচ্ছে শহরের দিকে।

ওদিক থেকে খনির দিকে এগিয়ে আসছে ছ'সাতজন লোক।

'ঝামেলা,' বলল ফেনটন। 'ওই যে লিউট ফেরিস আর ক্লিভ হেস্টিংস। অন্যদের আগে আগে আসছে।'

টুলশেডের দিকে হাতের ইশারা করল রন, ফায়ারম্যানকে বলল, 'ওখানে চলে যাও। ছেলেদের বোলো চোখের আড়ালে থাকতে। তবে দরকার পড়লে যেন দেরি না করে চলে আসে।'

জমে থাকা পানিতে ছপছপ আওয়াজ তুলে চলে গেল ফায়ারম্যান। এবার রন বলল, 'যদি কোনও ঝামেলা হয়, আমি

সামলাব, ফেনটন। তোমরা জড়াতে যেয়ো না।'

'ব্যাপারটা যদি খনি বিষয়ে হয়, তা হলে দূরে থাকতে পারব না আমি,' প্রতিবাদের সুরে বলল ফেনটন। 'ছেলেরাও কেউ তখন ছাড়বে না ওদের। ওই যে, মার্শালের সঙ্গে যারা আসছে, তাদের মধ্যে আমাদের তাড়ানো সেই হাই-গ্রেডারগুলোকেও দেখতে পাচ্ছি। কেউ আমরা অনেকদিন ধরে নিয়মিত খেতে পাই না, খনি চালু হলে যদি আমাদের ছেলে-মেয়েদের পেট ভরাতে পারি, আমাদের পেটে খাবার পড়ে, তা হলে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করতে লড়ব আমরা, মিস্টার মার্লো।'

রনের পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল সে প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে। অন্যদের নিয়ে এঞ্জিনিয়ার এসে দাঁড়াল রনের আরেকপাশে।

'লড়বে কী দিয়ে?' হালকা সুরে জিজ্ঞাসা করতে চাইল রন, তবে পারল না। 'ওদের সবার কাছে অস্ত্র আছে।'

'তোমার কাছেও আছে।'

'কিন্তু তোমাদের কাছে নেই।'

জড় হওয়া লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে মাথা কাত করল ফেনটন, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল। রন ছাড়া সবাই অনুসরণ করল তাকে।

তিনফুট লম্বা আধইঞ্চি ব্যাসের একটা কালো পাইপ তুলে নিয়ে তপ্ত বয়লারের পাশে বসল ফেনটন, পাইপটা দেহের আড়ালে রেখে ওটা দিয়ে গুঁড়ির একটা পাশ খোঁচাতে শুরু করল। পাইপের যেটুকু দেখা গেল, সেটা দেখে মনে হতে পারে তার হাতে ওটা একটা শটগান, নলের খানিকটা দেখা যাচ্ছে শুধু।

আস্তে আস্তে হাসি ফুটে উঠল রনের চেহারায়। মুখের কাটা-ছেঁড়ায় টান পড়ায় ব্যথা পেল ও।

'উত্তেজিত মানুষ সহজে বুঝবে না পাইপ আর টুয়েলভ গেজ শটগানের তফাৎ,' বলল ফ্লিন্টস্টোন ফেনটন। 'ওদের উত্তেজিত

করে তোলা তোমার দায়িত্ব, মিস্টার মার্লো।'

এঞ্জিনিয়ার ও অন্যরাও ফেনটনের মত একইভাবে বসে পড়ল ছড়িয়ে ছিটিয়ে। একা হয়ে গেল রন, তবে মোটেই একা বোধ করল না। ক্লিভ হেস্টিংস তিরিশ গজ দূরে থাকতে হঠাৎ সিক্সগান বের করে ফেলল ও, অস্ত্রটা হেস্টিংসের বুকে তাক করে উঁচু গলায় বলল, 'আর এগোবে না। বিনা অনুমতিতে অনধিকার প্রবেশ করেছ তোমরা।'

হেস্টিংসের পাশে থমকে দাঁড়াল লিউট ফেরিস। অন্যরা জড়ো হলো তাদের পিছনে। হাই-গ্রেডার শিফ ও তার সঙ্গীকে চিনতে পারল রন। কাজের পোশাক পরে আছে অন্য দু'জনও। এদেরও হেস্টিংসের মাইনার বলে মনে হলো ওর।

'যা বলছ তার উল্টো, মার্লো!' চিৎকার করে জানাল লিউট ফেরিস। 'অনধিকার প্রবেশ করেছ আসলে তুমি নিজে।" ফেনটন, এঞ্জিনিয়ার ও অন্যদের দিকে চট করে তাকাল সে। ভীতি সামলে নিয়ে বলল এবার, 'এখানে আমরা লড়তে আসিনি, মার্লো।'

'তা হলে জীবনে এই প্রথম শয়তানি বুদ্ধি ছাড়া আমার কাছে আসতে চাইছ তুমি,' নির্বিকার ভাবে মন্তব্য করল রন, 'যদি কথা বলতে চাও, তা হলে ফেরত পাঠাও তোমার পেছনের ওদের।'

ফিসফিস করে হেস্টিংসকে কী যেন বলল লিউট ফেরিস। রাগে টকটকে লাল হয়ে গেল হেস্টিংসের চেহারা, জোরে জোরে মাথা নাড়ল।

সিক্সগানের হ্যামারটা বুড়ো আঙুলে তুলে রন বলল, 'যথেষ্ট সময় দেয়া হয়েছে তোমাদের।' অলস এঞ্জিনের মৃদু আওয়াজের উপর দিয়ে শোনা গেল হ্যামার কক করবার ধাতব ক্লিক শব্দটা।

পরবর্তী কয়েকটা সেকেন্ড কাটল শ্বাসরুদ্ধকর উত্তেজনায়। তারপর বয়লারে জমে যাওয়া বাড়তি বাষ্প বিকট শব্দে বের করে দিল সেফটি ভালভ। আকাশে উঠে গেল সাদা বাষ্পের

একটা পিলার। সেফটি ভালভের আওয়াজটা চমকে দিল হেস্টিংস ও তার সঙ্গীদের। সবচেয়ে পিছনের লোকটা হঠাৎ করেই ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল শহরের দিকে। অন্য তিন হাই-গ্রেডারও সামান্য ইতস্তত করে পিছু নিল তার। লিউট ফেরিসের পাশে অনড় দাঁড়িয়ে থাকল শুধু ক্লিভ হেস্টিংস।

'কথা বলতে চাই, মার্লো,' জানাল ফেরিস।

'তা হলে কাছে এসো। ...হেস্টিংস, যেখানে আছো সেখানেই দাঁড়াবে।'

একা এগিয়ে এলো লিউট ফেরিস, রনের পাঁচফুট দূরে ঢালের খানিকটা নীচে দাঁড়িয়ে আস্তে করে হাত ঢোকাল কোটের পকেটে।

সঙ্গে সঙ্গে ফেরিসের বুকে অস্ত্র তাক করল রন।

বরফের মতো জমে গেল লিউট ফেরিস। তার পিছন থেকে নিচু গলায় বলল হেস্টিংস, 'ভুল বুঝছ তুমি, মার্লো। ও শুধু কয়েকটা কাগজ দেখাতে চাইছে তোমাকে।'

'ফেনটন।' মাথা কাত করে ইশারা করল রন।

বয়লারের পাশ থেকে উঠে দাঁড়াল ফ্লিন্টস্টোন। তার দিকে ভীত চোখে তাকাল লিউট ফেরিস। রন বলল, 'কোটের ভেতরে হাত ভরে দেখো তো কী আছে ওর কাছে।'

বিরাট হাতটা রুক্ষতার সঙ্গে ফেরিসের কোটের ভিতরে ভরে দিল ফেনটন, খানিক হাতড়ে নিয়ে বলল, 'অস্ত্র আছে ওর কাছে, তবে অন্যদিকের পকেটের কাছে।' অনেকখানি উপর থেকে রাগের সঙ্গে ফেরিসকে দেখে নিল সে, তারপর কোটের ভিতরের পকেটগুলো আরও ভালভাবে হাতড়াতে শুরু করল। জিজ্ঞেস করল এবার, 'এই কাগজগুলোই তো, বাঁটকু উকিল?'

রেগে গেলেও মাথা ঝাঁকাল লিউট ফেরিস। কাগজগুলো বের করে নিয়ে রনের হাতে দিল ফেনটন, তারপর পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল পাহাড়ের মতো।

ফেরিস বলল, 'ওপরের কাগজটা ডেপুটি শেরিফ হিসেবে আমার নিয়োগপত্র।'

'আগের পদের চেয়ে যে ডেপুটি শেরিফের পদটার গুরুত্ব বেশি তা জানতাম না,' শুকনো গলায় বলল রন।

এ-কথার কোনও জবাব দিল না ফেরিস, বলল, 'ডেপুটি শেরিফ হিসাবে অন্য কাগজটা তোমাকে দেখানো আমার কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

পড়ল রন কী লেখা আছে, তারপর আড়ষ্ট চেহারায় তুলে দিল কাগজটা ফ্লিন্টস্টোন ফেনটনের হাতে। নির্দেশনামাটা পড়ে রাগে ফেটে পড়ল ফেনটন, চিৎকার করে উঠল, 'আদালতের নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়েছে!'

রন বলল, 'আদালতের নিষেধাজ্ঞার গুরুত্ব ততটাই, যতটা জোরাল নিষেধাজ্ঞা দেবার কারণটা।' ফেরিসের দিকে তাকাল ও। 'আদালতে তুমি বলতে চাও এই খনিতে কাজ করার কোনও অধিকার নেই আমাদের, তা-ই না?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল ফেরিস।

'আমার ধারণা ধোঁকা দেবার চেষ্টা করছ তুমি,' শুকনো ঠেকল রনের গলার ভিতরটা।

বোমার মতো ফেটে পড়ল ফেনটন, 'একশো পঞ্চাশ মাইল দূরের কোনও জাজ কী করে জানবে এখানে কী ঘটছে!' চোখ গরম করে লিউট ফেরিসকে ভস্ম করে দেবে যেন সে, হাত দুটো মুঠো করে লিউট ফেরিসের নাকের নীচে নিয়ে দোলাল, তারপর বাজ পড়া কণ্ঠে বলল, 'খুদে বাঁদর, তুমি যা করতে চাইছ সেটা হয়তো আইনসম্মত হবে, কিন্তু আমি তোমাকে যা করব, সেটা মোটেই আইনসম্মত হবে না।'

হতচকিত লিউট ফেরিস এত দ্রুত পিছিয়ে গেল যে, আরেকটু হলেই পিছলে পড়ে আছাড় খেত।

অসহায় বোধ করল রন, মনে হলো অতল জলে ডুবে যাচ্ছে

ও। আক্রোশ চাপতে কষ্ট হলো ওর। বাড়িয়ে ধরল কাগজগুলো। সাহস করে ওগুলো নিতে কাছিয়ে এলো লিউট ফেরিস।

চাপা স্বরে রন বলল, 'ফেনটন, সামলে রাখো নিজেকে। আদালতের নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে যেতে পারব না আমরা।'

গলা বুজে এলো ফ্লিন্টস্টোন ফেনটনের, রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'কুকুরের বাচ্চা ভাল করেই জানে আমাদের বউ-বাচ্চার মুখ থেকে খাবার কেড়ে নিচ্ছে ও।'

'তুমিই জিতলে, ফেরিস... আপাতত,' বলল রন। 'তবে নিজের ভাল বুঝলে তাড়াতাড়ি এখান থেকে ভাগো, ছেলেদের হয়তো শেষপর্যন্ত ঠেকাতে পারব না আমি। ...ঠেকাতে চাইব, তা না-ও হতে পারে।'

পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে লিউট ফেরিসকে দ্রুতপায়ে ক্লিভ হেস্টিংসের কাছে চলে যেতে দেখল রন। কী যেন আলাপ করল দু'জন, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে ঢাল বেয়ে শহরের দিকে নেমে চলল।

এঞ্জিনের কাছে দাঁড়ানো লোকগুলোকে হাতের ইশারা করল রন। 'এঞ্জিন বন্ধ করে দাও। আজকের মতো খনিতে আমাদের কাজ শেষ।'

এগারো

আজকের মতো খনিতে কাজ শেষ, মনে মনে বলল রন মার্লো। *হয়তো চিরদিনের জন্যই শেষ।*

হোটেলে নিজের ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে আছে রন। মিশেল

বসে আছে ঘরে, একটা চেয়ারে।

দরজা থেকে রনের দিকে তাকাল নিক হাওয়ার্ড। বলল, 'মনে হচ্ছে ভাল বিপদেই ফেলতে পেরেছে ওরা তোমাকে, রন।'

কাঁধ ঝাঁকাল রন। 'আগেও এরকম অনেক বিপদে পড়েছি আমি। ...বিপদ থেকে বেরিয়েও এসেছি।'

মিশেল বলে উঠল, 'রন, জানি খনিটা তোমার কতখানি, কিন্তু ভবিষ্যৎ কি দেখতে পাচ্ছ না তুমি? যা ঘটেছে সেটা ভালর জন্যেই ঘটেছে। হবার কথা ছিল বলেই এরকম হয়েছে। এবার বাবা ফিরে এলেই নিউ ইয়র্কে ফিরে যাব আমরা। ...করার তো আর কিছু নেই, তা-ই না, রন?'

বৃষ্টিস্নাত দিনের ম্লান আলোয় বনিলাস ক্রীকে বয়ে যাওয়া বাদামী রঙের কাদাটে পানির দিকে তাকাল রন। দুরন্ত পানির কলধ্বনি ভেসে এলো ওর কানে। মিশেলকে কী বলবে ভাবতে শুরু করল, কিন্তু ও কিছু বলবার আগেই মুখ খুলল নিক হাওয়ার্ড: 'সারাজীবন ধরেই আমার বুকে একটা বিদ্রোহী বাস করে, রন।'

ঘুরে হোটেল-মালিকের দিকে তাকাল রন, বুঝতে চেষ্টা করল কথাগুলোর অন্তর্নিহীত অর্থ, তারপর বলল, 'বিদ্রোহীদের জীবনটা সহজ নয়, নিক, অনেক কষ্ট সইতে হয় তাদের। এখন যদি পিছিয়ে যাও তুমি, তা হলে সেটাকে কাপুরুষতা মনে করব না আমি।'

'আমিও সে-ব্যাপারেই কথা বলছি,' বলল হাওয়ার্ড। 'পিছিয়ে যেতে রাজি নই আমি। ক্লিভ হেস্টিংস, লিউট ফেরিসের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছি; সম্ভবত ডেভ বেল আর ম্যাক পিলারের সঙ্গেও কোনও সম্পর্ক থাকবে না আমার।' কাঁধ জোড়া শক্ত করল নিক হাওয়ার্ড, শিথিল বুক টানটান করল। মাঝবয়সী এক লোক সে, হঠাৎ করে রুখে দাঁড়াতে চাইছে, অথচ লড়তে অভ্যস্ত নয়। হাস্যকর লাগল তাকে দেখতে। আবার বলল সে,

'তবে এসব বলতে এখানে আসিনি আমি, রন।' চট করে মিশেলকে একবার দেখে নিল হাওয়ার্ড। 'তোমার সঙ্গে দেখা করতে বোধহয় পেছনের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে আছে মেইমি।'

আঁৎকে উঠল বিস্মিত মিশেল। মুখটা হাঁ হয়ে গেল।

রন বলল, 'ঠিক আছে, ওকে বলো আমি আসছি।'

'রন!' তীক্ষ্ণ স্বরে আপত্তি করল মিশেল, 'তুমি কিছুতেই ওই... ওই... মেয়েমানুষটার সঙ্গে দেখা করবে না!'

হঠাৎ কৌতূহলী দৃষ্টিতে মিশেলের দিকে তাকাল নিক হাওয়ার্ড, তারপর বলল, 'ওকে এ-ঘরে আসতে বললে কেমন হয়?'

'হোটেলটা তোমার,' বলল রন। 'ওকে ঢুকতে দেবে কি না সে-সিদ্ধান্তও তোমাকেই নিতে হবে।'

'রন!' প্রায় চিৎকার করে উঠল মিশেল, তবে নিক হাওয়ার্ড চলে যাবার পরেও চেয়ার ছেড়ে উঠল না।

মৃদু গলায় ওকে বলল রন, 'এ-ঘরে থাকতে হয়তো ভাল লাগবে না তোমার।'

'না, থাকব,' আড়ষ্ট শোনাল মিশেলের কণ্ঠ। রনের দিকে তাকাল, চোখ যেন হিসেব কষছে কীসের। মেইমি যখন দরজায় এসে দাঁড়াল, তখনও ওভাবেই রনের দিকে তাকিয়ে আছে ও।

'এসো, মেইমি।' জানালা থেকে সরে দাঁড়াল রন।

আগেরবার যখন কথা হলো, তখনকার সেই আত্মবিশ্বাসী মেইমি যেন নেই সে আর, পার্লারের অতিপরিচিত পরিবেশ থেকে বেরিয়ে এসে অস্বস্তিতে ভুগছে সে। তারওপর মিশেলের উপস্থিতি আরও বিচলিত করে দিল তাকে। দরজায় দাঁড়িয়ে পড়ল মেইমি, বলল, 'যা বলার এখানে দাঁড়িয়ে বলে চলে যাব আমি। শুনলাম অনেক টাকা দরকার তোমার। আমার কাছে জমানো আছে বেশকিছু টাকা। সত্যি যদি খনি চালু হয়, আর

সবাই যেমন বলছে তেমনি করে শহর জমে ওঠে, সবার রোজগার বেড়ে যায়, তা হলে খনি চালু করার জন্যে টাকা ধার দিতে কোনও আপত্তি নেই আমার।'

রন কিছু বলবার আগেই তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল মিশেল: তা হলে শেষ খবর জানো না তুমি খনিটা আবার নিয়ে নিয়েছে মিস্টার হেস্টিংস।'

চট্ করে ঘুরে মিশেলের দিকে তাকাল মেইমি, তার দ্বিধান্বিত দৃষ্টি বারকয়েক ঘুরল রন ও মিশেলের উপর, তারপর মেইমি বুঝতে পারল, যা বলেছে, তার পরেও আরও না বলা কথা আছে মিশেলের।

একটু থমকে গিয়ে বলল মেইমি, 'কথাটা শুনেছি। কিন্তু জানি আমাকে ডোবাবে না রন মার্লো। একটা কাগজের ভয়ে পিছিয়ে যাবার মানুষ না ও। আমার মন বলছে হাল ছেড়ে দেবে না রন।' রনের দিকে তাকাল সে। 'ক্লিভ হেস্টিংস জানে বিল ট্রেইসিকে ক্লার্ক ফাওলের পেছনে লেলিয়ে দিয়েছি আমি ফাওলও জেনে গেছে। ও যদি আবার ফিরে আসে, তা হলে খুন করে ফেলবে আমাকে। ওই তিনজন... ফাওল, হেস্টিংস আর ফেরিস মিলে অনেকদিন ধরে নিয়মিত চাঁদা নিচ্ছে আমার কাছ থেকে। ব্লেকের মতো আরও অনেকের রক্তই চুষছে শয়তানগুলো বছরের পর বছর। ওদেরকে চিরদিনের মতো ঘাড়ের উপর থেকে নামাতে যা করা দরকার, করতে রাজি আছি আমি যদি কাজে আসে, টাকা নিতে পারো তুমি, রন।'

রন ধীরে ধীরে বলল, 'আসলে... ধন্যবাদ, মেইমি; আপাতত দরকার নেই টাকা।'

'লাগলে বলতে দ্বিধা কোরো না,' যান্ত্রিক কণ্ঠে আবার বলল মেইমি, 'ক্লার্ক ফাওল যদি খুন করেই ফেলে আমাকে, আগে তোমার উপকারে আসতে চাই।' ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে সে করিডর ধরে

মেইমির পায়ের আওয়াজ দূরে চলে যেতে শুনল রন, দুঃখ বোধ করল মহিলার জন্য। দিনগুলো কঠিন হয়ে উঠছে মেইমির। হয়তো শেষপর্যন্ত স্বাভাবিক মৃত্যু হবে না ওর।

হঠাৎ প্রশ্ন করল মিশেল, 'ওভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছো কেন?'

মৃদু হাসল রন। 'চাইনি তাকাতে আসলে তুমি এত সুন্দর; আর এত বিব্রত, আহত বোধ করছিলে মেইমির কথায়, যে...'

'আমি হয়তো ভুল ভাবছি, রন,' নিচু গলায় বলল মিশেল। 'হয়তো এদের সবার জন্যে থেকে যাওয়াই উচিত তোমার, লড়া উচিত এদের হয়ে। আমি... আমি জানি না কোন্‌টা ঠিক। ...বাবা ফিরে এলে...' হাতের নড়াচড়ায় দ্বিধা প্রকাশ পেল মিশেলের। 'যদি আমরা থেকেই যাই, আর ওই মেয়েমানুষের টাকা নিই...

'বিল ট্রেইসিও ধার দিতে চেয়েছে।'

'বিল ট্রেইসি!' ভ্রূ কুঁচকে উঠল মিশেলের। 'কিন্তু এদের টাকা নিলে সেটা কি নৈতিক কাজ হবে? অশুভের সাহায্য নিয়ে শুভকে পরাজিত করা হয়ে যাচ্ছে না ব্যাপারটা?'

'শুভটা কোথায় দেখলে?' হঠাৎ খুব ক্লান্তি বোধ করল রন।

'মিস্টার হেস্টিংস, মিস্টার ফেরিস, মিস্টার বেল...'

কাঁধ ঝাঁকাল রন। 'ডেভ বেলের কথা হয়তো আলাদা। ট্রিলারও হয়তো খারাপ লোকের কথায় ভুল পথে আছে, কিন্তু হেস্টিংস আর ফেরিস...

রনকে থামিয়ে দিল মিশেল। 'আইন আর নিয়মের প্রতিনিধিত্ব করে তারা।'

দীর্ঘশ্বাস ফেল রন। 'শুধু তাদের নিজেদের পক্ষে যাবে এমন আইনের প্রতিনিধিত্ব করে তারা, মিশেল। ওই আইন আমাদের জন্যে নয়, অন্য কারও জন্যেও নয়- আর কারও স্বার্থ দেখবে না তাদের তৈরি আইন। নিজেদের উন্নতি হলে শহরের সবার

উন্নতির পথে বিনা দ্বিধায় বাধা হয়ে দাঁড়াবে হেস্টিংস বা ফেরিস।'

*

সেদিন দুপুরের বেশ পরে, দেরিতে রওনা হলো বুলেট ট্রেইন– দুটো বক্স কার ও জর্জ ব্রাউনের ঘোড়াগুলোর জন্য বেশ কয়েকটা স্টক কার নিয়ে। জংশনে টেলিগ্রাফারের হলুদ কুটিরটা বুলেট ট্রেইনের দেরির কারণ। টেলিগ্রাফার খবর দিল, এল প্যাসো থেকে রওনা দেয়া নাম্বার নাইন লেট করেছে। তবে দেরির মূল কারণ নাম্বার নাইন এসে পৌঁছুনোর পর বুলেট ট্রেইনে যাত্রীদের মালামাল তোলা নিয়ে হাঙ্গামা।

সন্ধ্যার আবছায়া যেন দ্রুতই ঘনাল আজ। নাম্বার নাইন যখন জংশনে এসে থামল, তার আগেই বগির ভিতরে বাতি জ্বালানো হয়ে গেছে ওটার। সাবধানে রেললাইন পার হলো কর্নেল মার্শল্যান্ড, ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে চলে এলো বুলেট ট্রেইনের কাছে।

কর্নেলের ফুলে ওঠা ব্রিফকেসের দিকে তাকাল বুড়ো জ্যাক ওয়েড, তারপর বলল, 'যাঁর কারণে রওনা দিতে দেরি করতে হলো, তাঁকে আস্ত একটা সিট না দেয়ার কোনও কারণ দেখি না। বসে বসে কাজ করতে পারবেন আপনি তা হলে।' চারপাশে একবার তাকিয়ে নিল ওয়েড। 'ছাব্বিশ বছর ধরে এই কম্পানির রেলরোডে আছি, কিন্তু যেখানে এখনও কিছুই নেই, সেখানে যাবার জন্যে মানুষকে কখনও দেখিনি এতো তাড়াহুড়ো করতে।'

মৃদু হাসল কর্নেল। 'শীঘ্রি ওখানে অনেককিছু হবে। পুবে কাজ নেই, এখানে কাজ পাবে জেনে পাগল হয়ে ছুটে আসছে লোকজন। এরাই গড়ে তুলবে পিস্তল ফ্ল্যাট।' হাসিটা চওড়া হলো তার। 'বাজারে মজুরের সংখ্যা যত বেশি, মজুরির হার তত কম।'

জ্যাক ওয়েডের পিছু নিয়ে কোচের ধাপ বেয়ে উঠতে উঠতে

কর্নেল ভাবল, মজুরি যত কম, লাভ তত বেশি। টাকা। হাতে অনেক নগদ টাকা থাকা দরকার তাঁদের।

সেই এল পাসো থেকে টাকার চিন্তা করছে কর্নেল। তার অনুরোধে যারা টাকা ধার দেবে বলে কথা দিয়েছিল, পরেরবার দেখা করে টাকা আনতে গেলে রহস্যজনকভাবে তাদের তিনজন বাদে অন্যরা সবাই তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে।

বগির শেষমাথায় ব্যাগেজ কম্পার্টমেন্টের পাশে কর্নেলকে সিট দিল জ্যাক ওয়েড। 'এখানে আপনাকে বিরক্ত করবে না কেউ, যাত্রীদের ওঠা-নামার সময়ও অসুবিধে হবে না আপনার। আজকে এতো ব্যাগেজ না থাকলে আরও সামনে সিট দিতে পারতাম।'

সিটের উপর ভারী ব্রিফকেসটা রাখল কর্নেল, ওয়েড চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল, তারপর খুলল ওটা। ব্রিফকেসের ভিতরে একগাদা কাগজ, নগদ টাকার বান্ডিল আর লম্বা ব্যারেলের একটা .৪৪ কোল্ট আছে। একটা প্যাডে হিসাব কষতে শুরু করল এবার মার্শল্যান্ড, বগিতে উঠতে শুরু করা যাত্রীদের হই-চইয়ের দিকে কোনও খেয়াল নেই।

কিন্তু যতই মনোযোগী হবার চেষ্টা করুক না কেন কর্নেল, মাথায় আশঙ্কা উঁকি দিতে লাগল তার। পিস্তল ফ্ল্যাটে কেমিস্ট্রির যে-ধরনের সমস্যা তাকে মোকাবিলা করতে হবে, সেগুলোর সমাধান সে করতে পারবে কি না, তা নিয়ে মনে আশঙ্কা জাগছে না তার মনে, আশঙ্কা জাগছে রনের প্রতি পিস্তল ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের শত্রুতামূলক মনোভাবের কথা চিন্তা করে।

অন্যমনস্কভাবে ভাবতে শুরু করল কর্নেল, তরুণ ব্যাঙ্কারের সঙ্গে যোগ দিয়ে ভুলই করেছে কি না সে। পিছিয়ে যাবার তুলনায় কি বেশি দেরি হয়ে গেছে তার? রনের প্রতি মিশেলের আচরণে হঠাৎ পরিবর্তনের তাৎপর্য কী? মিশেল তার একমাত্র সন্তান, মনপ্রাণ দিয়ে মিশেলকে ভালবাসে সে, ফলে শুধু

হালকাভাবে খেয়াল করেনি, গভীর মনোযোগ দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেছে সে মিশেলের পরিবর্তনের কারণ।

একটু পর হাল ছেড়ে দিল মার্শল্যান্ড। মন থেকে এমনকী মুছে ফেলল মিশেলকেও; সেটা মেয়ের প্রতি ভালবাসা তার কম বলে নয়, স্মৃতি তাকে মনে পড়িয়ে দিল, মেয়েদের মন বোঝা যায় না, তারা কখন কেন কী করবে তা বুঝবার উপায় নেই কোনও। প্রায় কখনোই কোনও মেয়ে একজন পুরুষ আদতে যেমন, তেমনিভাবে তাকে পছন্দ করে না, বদলাতে চায় তাকে নিজের মতো ক'রে, তারপর যখন সফল হয়, বদলে যায় পুরুষটা, তখন বিরক্তি বোধ করে।

শেষপর্যন্ত ট্রেইন যখন ডিপো ছেড়ে বের হলো, ততক্ষণে তলিয়ে গেল কর্নেল তামা পরিশোধনের জটিল রাসায়নিক সমস্যার গভীরে।

কর্নেলের পাশে এসে মাথাটা একটু ঝাঁকাল জ্যাক ওয়েড, শেষবারের মতো দেখে নিল যাত্রীরা ঠিকমত বসেছে কি না। একটু পরেই পাহাড়ি এলাকায় ঢুকবে ট্রেইন। সব ঠিক আছে দেখে নিয়ে ব্যাগেজ-রুম খুলল ওয়েড। একপলকের জন্য গাদা গাদা সুটকেস, বেডরোলের মাঝখানে সরু একটা করিডর দেখতে পেল কর্নেল, তারপর ওয়েডের পিছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

ব্রিফকেস হাতড়ে আরেকটা পেন্সিল খুঁজতে শুরু করল কর্নেল। খুঁজতে গিয়ে অস্ত্রটা সরাল, সরাল এল পাসো থেকে সংগ্রহ করা টাকার বান্ডিল। আনমনে ভাবল, *মাত্র দু'তিন সপ্তাহের বেতন দেয়া যাবে এই টাকায়। টাকা ফুরিয়ে গেলে... তারপর কী?*

রন মার্লোর প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করে পাততাড়ি গুটিয়ে সরে যাবার চেয়ে গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন তার সমস্যাটা। পিস্তল ফ্ল্যাটে অনেক টাকা বিনিয়োগ করা হয়ে গেছে তার। রন

মার্লোর মতোই বেশকিছু ব্যক্তিগত সম্পত্তি জামানত রেখে বড় অঙ্কের টাকা ধার করেছে সে-ও। মিশেলের কথাও ভাবতে হবে তাকে।

রন মার্লোর ব্যাপারে মেয়ের বর্তমান মনোভাব কেমন ভাবতে শুরু করে ব্রিফকেসটা বন্ধ করে পায়ের কাছে নামিয়ে রাখল কর্নেল, সামনের দেয়ালে ওটা ঠেস দিয়ে হেলান দিল সিটে। বুঝতে পারছে, এখন আর পিছিয়ে যাবার কোনও পথ খোলা নেই তার সামনে।

কোনও পথই নেই পিছানোর, ভাবল সে। *একেবারে শেষপর্যন্ত রনের সঙ্গে থাকতে হবে আমাদের, অপেক্ষা করে দেখতে হবে কী ঘটে শেষে।*

ক্লান্তির শেষসীমায় পৌঁছে গেছে কর্নেল মার্শল্যান্ড। টাকা জোগাড় করতে যতটা পরিশ্রম হবে ভেবেছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হয়েছে তাকে। তারওপর গতরাতে হোটেলে তার ব্যক্তিগত পার্টিতে প্রায় ভোর পর্যন্ত চলেছে মদ্যপান। ঘুম হয়নি বটে, তবে পার্টিটা জমেছিল। পুরু গোঁফের নীচে হাসতেই একটু বেঁকে গেল কর্নেলের উপরের পুরু ঠোঁট।

তার যা বয়স, তাতে কয়েকটা মেয়েকে সন্তুষ্ট করতে পারলে গর্ব বোধ করা স্বাভাবিক।

বুলেট ট্রেইন হেলেদুলে এগিয়ে চলেছে। নিয়মিত দুলুনিতে ঝিমুনি চলে এলো কর্নেলের। একটু পরে ঝিমুনি পরিণত হলো গভীর ঘুমে। হাত দুটো ভুঁড়ির উপর রেখে মৃদু মৃদু দুলে ঘুমাতে লাগল সে।

অন্ধকার ঘনাল সময়ের আগে। বগির ভিতরে লোকজনের কথাবার্তার আওয়াজ কমল, তারপর থেমে গেল একেবারে। ক্লান্ত মানুষগুলো ঘুমিয়ে পড়ল একে একে। নিঃশব্দে ব্যাগেজ-রুমের দরজা খুলে বেরিয়ে এলো জ্যাক ওয়েড, আইল ধরে এগিয়ে লণ্ঠনগুলোর শিখা কমিয়ে দিল, রাতের ভেজা বাতাস

যেন না আসে, সেজন্য প্ল্যাটফর্মের দরজা বন্ধ করে করল, তারপর ফিরে গেল ব্যাগেজ-রুমে।

অনেকক্ষণ পর অস্ফুট একটা চিৎকার শুনতে পেয়ে ধীরে ধীরে ঘুম থেকে জেগে উঠল কর্নেল, পাশের জানালাটার চৌকো, কালো গহ্বর দিয়ে বাইরে তাকাল।

রাতটা যেন কালো চাদর দিয়ে মুড়ে দিয়েছে সবকিছু। কিন্তু লণ্ঠনের আভায় দেখা গেল রেললাইনের ধারে খাড়া ঢাল। ধীর গতিতে একটা লো-কাট পার হচ্ছে ট্রেইন। ঘুমের আবেশে চোখ বুজে এলো কর্নেলের, তবে মনের মধ্যে কোথায় যেন খচখচ করতে শুরু করল। সোজা হয়ে বসল সে, পা দিয়ে স্পর্শ করতে চাইল ব্রিফকেস।

হঠাৎ করে ব্যাগেজ কম্পার্টমেন্ট-এর দরজা খুলে গেল সজোরে।

চাপাচাপি করে ব্যাগেজ কম্পার্টমেন্টের দরজা দিয়ে বগির ভিতরে ঢুকল দু'জন লোক। লাল রুমাল বেঁধে মুখটা আড়াল করে রেখেছে তারা, কপালের উপর টেনে নামিয়ে এনেছে হ্যাট। পরনে গলা পর্যন্ত বোতাম এঁটে দেয়া হলদে রঙের লম্বা স্লিকার।

সামনেরজন বেশ লম্বা-চওড়া। সিক্সগানের ট্রিগারে তর্জনীর চাপ বাড়াল সে। বগির মেঝেতে গাঁথল .৪৪ বুলেট।

গুলির বিকট আওয়াজ মিলিয়ে যেতে না যেতেই ঘুম থেকে চমকে জেগে ওঠা যাত্রীদের উদ্দেশে কণ্ঠ বিকৃত করে চেঁচাল সে, 'নড়বে না কেউ! কেউ হাত বাড়াবে না অস্ত্রের দিকে! মাথার ওপর হাত তুলে বসে থাকলে কাউকে কিছু বলব না আমরা।'

ঘুমের ঘোরে কথাগুলো শুনলেও মর্মার্থ বুঝতে পারল না আচ্ছন্ন কর্নেল, হাত বাড়িয়ে দিল সে ব্রিফকেস খুলে রিভলভার বের করতে।

কী ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পেরেই কর্নেলকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল লম্বা ডাকাত।

চাব ফুটো করে মার্শল্যান্ডের নরম মাংসে ঢুকল ভারী ক্যালিবারের বুলেট, পাঁজরের হাড়ে পিছলে হৃৎপিণ্ড ছেদ করে বেরিয়ে গেল পিঠ দিয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হলো কর্নেল মার্শল্যান্ডের। চর্বিমোড়া শরীরটা হেলে পড়ল পাশের দেয়ালে। অর্ধেকটা শরীর থাকল সিটে, অর্ধেকটা দেয়ালে ঠেস দিয়ে।

সঙ্গীকে পাশ কাটিয়ে কর্নেল মার্শল্যান্ডের লাশের সামনে দাঁড়িয়ে উবু হলো অপেক্ষাকৃত বেঁটে ডাকাত, টান দিয়ে মৃতদেহের পা সরিয়ে তুলে নিল ব্রিফকেসটা, তাড়াহুড়ো করে ডালা খুলল। ভিতরে তাকিয়ে চাপা গলায় নির্দেশ ঝাড়ল: 'জলদি বস্তার মধ্যে ঘড়ি, ওয়ালেট, আঙটি দাও সবাই!'

কর্নেলের পরিণতি দেখবার পর কোনও প্রতিবাদ করতে সাহস পেল না স্তব্ধ কামরার কেউ। আইল ধরে হেঁটে একের পর এক যাত্রীর কাছ থেকে মূল্যবান জিনিসপত্র সংগ্রহ করতে শুরু করল লম্বা ডাকাত।

কামরায় শব্দ বলতে রইল শুধু এগিয়ে চলা রেলগাড়ির ঝিকঝিক, অসমতল রেললাইনের উপর দিয়ে যাবার সময় দুলুনির কারণে বগির ক্যাঁচকোঁচ, ছাদে বৃষ্টির ফোঁটাগুলোর টুপটাপ, আর হু-হু বাতাসের একটানা হাহাকার।

পিছনের দরজার কাছে গিয়ে ওটা খুলে বেরিয়ে গেল খাটো ডাকাত, পিছনে বন্ধ করে দিল দরজাটা। তার সঙ্গী সামনের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে উদ্যত অস্ত্র হাতে আরও এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে গেল বগি থেকে। দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল সশব্দে।

দুই ডাকাত চলে যাবার পরেও বেশ কিছুক্ষণ বগির ভিতরে কথা বলল না কেউ। হতভম্ব হয়ে গেছে সবাই। ধীরে ধীরে বুদ্ধি আর সাহস ফিরে পেল তারা। একটু পরে সিট ছেড়ে সাবধানে চলে এলো অনেকে কর্নেল মার্শল্যান্ডের লাশের কাছে, লাশটা

ঘিরে উত্তেজিত স্বরে কথা বলতে শুরু করল

ব্যাগেজ-রুমের দরজা খুলল জ্যাক ওয়েড, হতাশ গলায় বলল, 'পিস্তল ফ্ল্যাট আর মাত্র একমাইল! এখন আর এখানে থেমে কোনও লাভ নেই, হারামিগুলো সরে চলে গেছে এতক্ষণে শহরে গিয়ে খবর দিলেই পার্সি তৈরি করে খুঁজতে বের হতে পারবে মার্শাল।' হঠাৎ চোখ বড় বড় হয়ে উঠল জ্যাক ওয়েডের। এতক্ষণে কর্নেল মার্শল্যান্ডের শিথিল মৃতদেহ দেখতে পেয়েছে সে। বগির দেয়াল বেয়ে নেমে আইলের দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে তাজা লাল রক্তের স্রোত।

*

বুলেট ট্রেইন আসবার নির্দিষ্ট সময়ের আধঘণ্টা আগে মিশেলের দরজায় টোকা দিল রন।

'একমিনিট, রন,' ভিতর থেকে বলল মিশেল। একমিনিট পার হবার আগেই করিডরে বেরিয়ে এলো মিশেল, মৃদু হাসল রনের দিকে তাকিয়ে। মিষ্টি করে বলল, 'আগের চেয়ে মনটা এখন ভাল লাগছে আমার।'

'গুড,' স্বস্তি বোধ করল রন, নরম গলায় বলল, 'ভাবলাম ডিপোতে যেতে চাইবে হয়তো তুমি আজ রাতের ট্রেইনেই আসবে কর্নেল। তাজা বাতাসে বের হলে ভালও লাগবে তোমার।'

'নিশ্চয়ই লাগবে,' উপর-নীচে মাথা দোলাল মিশেল।

কালো মেঘের পাহাড়গুলো রেল-রাস্তার উপর ঝুঁকে আছে, তবে বৃষ্টি থেমেছে আপাতত। রাস্তা অবশ্য ভরে আছে কাদায়। এখানে ওখানে সৃষ্টি হয়েছে জমে থাকা পানির ছোট-ছোট ডোবা। বোর্ডওয়াকের ভেজা তক্তা মাড়িয়ে এগিয়ে চলল রন ও মিশেল। মিশেলকে আগের তুলনায় অনেক বেশি হাসি-খুশি মনে হলো রনের

একটু পর মিশেল বলল, 'এখন তো মনে হচ্ছে এখান থেকে

নিউ ইয়র্কে ফিরে গেলে খারাপই লাগবে। এই শহরটা সত্যি ভাল লাগতে শুরু করেছে আমার। তবে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে জায়গাটাকে। সেজন্যে দরকার ভদ্রমহিলা, বাচ্চা-কাচ্চা, গানবাজনা, নানান ধরনের বিনোদন, ঝলমলে বাতির জন্যে ইলেকট্রিসিটি। এখন তো এখানে আছে শুধু কর্কশ কথা বলতে অভ্যস্ত তিক্ত চেহারার অসভ্য কিছু পুরুষ।'

'মহিলারা আসবে,' বলল রন, 'আপাতত পরিবার-পরিজন রেখে আসছে বেশিরভাগ পুরুষ। বোঝোই তো, সীমান্ত এলাকা এটা, মিশেল। মাঝে মাঝে আইনের শাসন বলতে কিছুই থাকে না এখানে। কিন্তু সীমান্তের শহরগুলো এরকমই হয়।'

'জানি। তবুও... হয়তো নতুন জায়গায় বসত করার মতো মানসিকতা নিয়ে মানুষ হইনি আমি। সীমান্ত এলাকা শান্ত হবার পর এখানে বাস করতে এলে বেশি খুশি হতাম আমি।'

আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে হাসল রন। 'ছয়মাস সময় দাও পিস্তল ফ্ল্যাটকে ঠিক পথে চলতে, তারপর দেখবে স্কুল-কলেজ– সব তৈরি হয়ে গেছে। গানবাজনা, নাচের আসর– নানারকম বিনোদনের বন্দোবস্তও হয়ে যাবে, কথা দিতে পারি।'

কুঁচকে উঠল মিশেলের ভ্রূ। 'তুমি... তুমি তা হলে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নাওনি? লড়াই করবে তুমি ওদের সঙ্গে?'

'নিশ্চয়ই!'

বনিলাস সেতু পেরিয়ে রানিং আয়ার্ন সেলুনের সামনে দিয়ে ডিপোর দিকে এগিয়ে চলল ওরা, মতবিরোধের কারণেই হয়তো নীরবতা নামল ওদের মাঝে। ইচ্ছা করেই সেলুন থেকে দূর দিয়ে যাবার জন্য বোর্ডওয়াক ছেড়ে রাস্তায় নেমে হাঁটল রন, চাইল না সেলুনের ভিতরের রুক্ষ মানুষগুলোর কর্কশ কথা ব্যাট উইং পেরিয়ে এসে মিশেলের কানে যাক।

কৌতূহলের সঙ্গে সেলুনের দিকে তাকাল মিশেল, বলল, 'মানুষজন তো আসতে শুরু করেছে, রন, এখন এধরনের

আড্ডাখানা পেছনের কোনও রাস্তায় সরিয়ে দেয়া উচিত না?' ব্রেকম্যানের হোটেলে মেইমির পার্লারের দিকে চোখ চলে গেল ওর। 'বা ওটা?'

ধীরে ধীরে বলল চিন্তিত রন, 'বিল ট্রেইসি আর মেইমি, দু'জনই খনি চালু করার জন্যে টাকা ধার দিতে চাইছে। ...কেন? ঘোলা পানিতে মাছ ধরতে চাইছে তারা, না শহর জমে উঠলে লাভ অনেক বেশি হবে বলে তাদের এই ধার দিতে চাওয়া? নাকি দুটোই? তোমার কী ধারণা, মিশেল?'

'ঘটনা যা-ই হোক,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল মিশেল, 'ওদের মতো মানুষদের বাড়তে দেয়া মোটেই উচিত হবে না।'

'হয়তো সেজন্যেই ওদের টাকা নিতে বাধছে আমার,' বলল দ্বিধান্বিত রন। 'টাকা ধার নিলে শেষপর্যন্ত ওদের ব্যবসারই ক্ষতি করা হবে। ওদের মতো মানুষদের সঙ্গে কোনওধরনের মেলামেশা করে না মহিলা বা বাচ্চারা।'

'নাও তা হলে ওদের টাকা,' সঙ্গে সঙ্গে বলল মিশেল। 'ভুলেও আপত্তি কোরো না নিতে। টাকা জোগান দিয়ে নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনুক ওরা।'

'আমি...' কথা শেষ করতে পারল না রন, তার আগেই সজোরে খুলে গেল রানিং আয়ার্ন সেলুনের ব্যাট উইং দরজা। টলতে টলতে রেল-রাস্তায় বেরিয়ে এলো এক লোক। চমকে গিয়ে অস্ফুট শব্দে শ্বাস আটকাল মিশেল।

মাতাল লোকটাকে চিনতে পারল রন, সেই হাই-গ্রেডার। শিফ।

বোর্ডওয়াকের খানিকটা সামনে দাঁড়িয়ে নেশার ঘোর-লাগা চোখে রন ও মিশেলকে দেখল শিফ, তারপর যে খুঁটিটা ধরে দাঁড়িয়েছিল, সেটা ছেড়ে রাস্তায় নামল টলমল পায়ে।

'উফ্!' নিচু স্বরে বিরক্তি প্রকাশ করল মিশেল।

'মনে হয়েছিল তোমাকেই দেখছি, রন মার্লো...' শিফ-এর

জড়ানো গলার বাকি কথাগুলো উড়িয়ে নিয়ে গেল হাওয়া।

মিশেলকে আরেকপাশে রেখে আবার এগোল রন।

একপা সামনে বেড়ে ঠিক রনের চলবার পথে দাঁড়িয়ে গেল হাই-গ্রেডার।

রনকে পিছু টানল মিশেল, কিন্তু থামল না রন, মিশেলকেও বাধ্য করল পা বাড়াতে।

হাঁটতে সামান্যতম ইতস্তত করল না রন, একেবারে শেষ মুহূর্তে কাঁধ নিচু করে গায়ের জোরে ধাক্কা দিল মাতাল শিফের বুকে। শিফ চিত হয়ে পড়ে যাবার পরও থামল না ও, মাড়িয়ে এগোল তাকে।

'রন!' আঁৎকে উঠল মিশেল, হাত ছাড়িয়ে ঝট করে সরে গেল একপাশে, ফোঁপানোর ফাঁকে বলল, 'তোমার বর্বর আচরণ আমি সহ্য করতে পারছি না । মানুষের ওপর দিয়ে মাড়িয়ে চলে যাওয়া...' ঘুরে দাঁড়িয়েই প্রায় দৌড়ে ফিরে চলল মেয়েটা হাওয়ার্ড হোটেলের দিকে।

পিছন থেকে তাকিয়ে থাকল রন, মিশেলকে সেতু পেরিয়ে গিয়ে হাওয়ার্ডস হোটেলে ঢুকতে দেখল, তারপর চোখ নামিয়ে তাকাল শিফের দিকে। কাদার মধ্যে অল্প পানিতে আটকা পড়া মাছের মতো কিলবিল করছে লোকটা। তারপর চার হাত-পায়ে বসতে পেরে হাঁচড়পাঁচড় করে বোর্ডওয়াকে উঠল আবার।

একবারও পিছনে না তাকিয়ে ডিপোর দিকে পা বাড়াল রন। নতুন করে শুরু হলো বৃষ্টি, এবার বড় বড় ফোঁটায়।

বুলেট ট্রেইনের যাত্রীদের দেখতে, পরিচিতদের নিয়ে যেতে ভিড় করেছে পিস্তল ফ্ল্যাটের বেশ কয়েকজন বাসিন্দা। তাদের কাছ থেকে দূরে, প্ল্যাটফর্মের কোনায় একা দাঁড়াল রন। প্ল্যাটফর্মের লণ্ঠনগুলো দুলছে ভেজা বাতাসে, পোড়া কেরোসিন তেলের গন্ধ ছড়াচ্ছে।

প্ল্যাটফর্মে যারা অপেক্ষা করছে, তাদের মধ্যে ডেভ বেল ও

ম্যাক পিলারও রয়েছে। দু'জনই সঙ্গে ওয়্যাগন নিয়ে এসেছে। ওগুলো রেখেছে যেখানে বুলেট ট্রেইনের বক্স কারগুলো থামবে, সেখানে। ভিড়ের মধ্যে হেঁটে ওয়্যাগনে মালামাল তুলবার জন্য লোক ভাড়া করছে দু'জনই।

কাজেই, লোকের অভাব না থাকায়, সহজেই নামানো গেল কর্নেল মার্শল্যান্ডের মৃতদেহ। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে ব্যবসায়িক কাজ আপাতত বন্ধ রেখে নিজের ওয়্যাগনে লাশটা তুলতে রাজি হয়ে গেল ডেভ বেল।

যারা মৃতদেহটা ওয়্যাগনে তুলল, তাদের মধ্যে ফ্যাকাসে চেহারার বৃষ্টিতে চুপচুপে ভেজা প্যাট্রিক টমসনও থাকল।

কার্ডুরয় জ্যাকেট খুলে মৃতদেহের মুখ ও বুক ঢেকে দিল রন, তারপর দেরি না করে দ্রুতপায়ে ফিরে চলল হোটেলের দিকে। বাবার মৃত্যু-সংবাদ যাতে সামলাতে পারে, সেজন্য মানসিক প্রস্তুতি নেবার সুযোগ করে দিতে হবে মিশেলকে।

খারাপ খবর বাতাসের আগে ছোটে। হাওয়ার্ডস হোটেলের কাছে গিয়ে ক্লিভ হেস্টিংসকে দেখতে পেল রন, হোটেল থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে বের হচ্ছে বৃষ্টিতে কাক-ভেজা লোকটা।

তার মানে নিক হাওয়ার্ড জেনেছে। নিশ্চয়ই জানিয়েছে সে মিশেলকে।

লবিতে ঢুকতেই রনের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল মিশেল। কান্নার ঢেউ বারবার দুলিয়ে দিল ওর শরীর।

কাঁদলে মিশেলকে দেখতে সুন্দর লাগে না। অন্য কোনও কারণে যদি না-ও হয়, দেখতে ভাল লাগছে না সে-কারণেই হয়তো নিজেকে সামলে নিল সে।

রনকে ছেড়ে পিছিয়ে দাঁড়াল মিশেল, বলল, 'রন, ওদের বলো বাবাকে তার ঘরে নিয়ে যেতে।' কথা শেষে টলমল পায়ে করিডর ধরে নিজের ঘরের দিকে হাঁটা দিল সে।

পিছন থেকে মিশেলের দিকে তাকিয়ে থাকল নিক হাওয়ার্ড,

তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আর কাউকে না করে কর্নেলকে খুন করল কেন, রন?'

'বলতে চাইছ আমার বদলে কর্নেলকে কেন,' বলল গম্ভীর রন। 'ব্যাপারটা তো সোজা, হেনরি মার্শল্যান্ড চেয়েছিল রন মার্লো তার নিজের শহরের উন্নতি করতে পারুক– এমন একটা শহরের, যে-শহরের বেশিরভাগ লোকই রন মার্লোর উপস্থিতি পছন্দ করছে না।' একটু থেমে বলল ও, 'হয়তো মিশেলের কথাই ঠিক... যা হবার নয়, তা করতে চেষ্টা করে লাভ নেই কোনও।'

বারো

বুলেট ট্রেইন এসে ডিপোতে ঢুকবার একঘণ্টার মধ্যে জর্জ ব্রাউন, জর্জ ব্রাউনের সাতজন পাঞ্চার ও হেস্টিংসকে ডেপুটি করে দশজনের পাসি তৈরি করল ডেপুটি শেরিফ লিউট ফেরিস। পাসির নেতৃত্ব দিল সে ক্লিভ হেস্টিংসকে।

ফ্লিন্টস্টোন ফেনটন ও রনের আরও কয়েকজন মাইনার পাসির সঙ্গে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু বেশি লোক গেলে পাসির গতি কমে যাবে, এই অজুহাতে ফিরিয়ে দেয়া হলো তাদের।

একটু পরে রাস্তার কাদা ছিটিয়ে তীব্র গতিতে শহর ছেড়ে বেরিয়ে গেল পাসি। দলের আগে রয়েছে ক্লিভ হেস্টিংস ও জর্জ ব্রাউন। দেখতে দেখতে রাতের আঁধারে মিলিয়ে গেল ঘোড়ার খুরের শব্দ। যেখানে ডাকাতি ও খুন হয়েছে, সেই লো কাটের দিকে যাচ্ছে পাসি। শহরের মানুষ অধীর প্রতীক্ষায় প্রহর গুনতে

শুরু করল।

দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হবে তাদের।

*

ট্রেইন-ডাকাতির পরদিন কর্নেল মার্শল্যান্ডের লাশ নিয়ে এল পাসো শহরে গেল রন ও মিশেল। সেখানে অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে মৃতের শেষকৃত্য হলো। ওরকম অনুষ্ঠান কোনও সীমান্ত-শহরে বিরল। অনুষ্ঠান শেষে রনের মনে হলো, বেঁচে থাকলে ওই জমজমাট অনুষ্ঠানটা পছন্দ করত কর্নেল।

সেদিনের বাকি সময়টা ডেল নর্টে মিশেলের সুইটে থাকল শোক প্রকাশ করতে আসা লোকদের আনাগোনা। মিশেল এবং শোক জ্ঞাপনকারীদের মাঝে যোগসূত্র হিসেবে সাধ্যমত দায়িত্ব পালন করল রন। তারপরও একসময় মানসিক চাপে অসুস্থ হয়ে পড়ল মিশেল, বাধ্য হলো বিছানা নিতে। তার হয়ে সবার সঙ্গে কথা বলল তখন রন।

বিকেলে একা হয়ে মিশেলের সিটিংরুমে একটু বসল ও, কিন্তু বিশ্রাম যেন আজ কপালে নেই ওর, একটু পরেই টোকার শব্দ হলো দরজায়। উঠে গিয়ে দরজা খুলল রন, ম্যাকগ্র হার্টসেলকে দেখতে পেল সামনে। লোকটা ছোটখাটো একটা মাইনিং কম্পানির প্রধান। সকালে এসে একবার শোক প্রকাশ করে গেছে সে, ফলে তাকে আবারও দেখে খানিকটা বিস্মিত বোধ হলো রন।

'জরুরি ব্যবসায়িক কাজে আসতে হলো, মিস্টার মার্লো,' স্বার্থসিদ্ধির হাসি ঠোঁটে নিয়ে বলল হার্টসেল। 'ভেতরে আসতে পারি তো?'

'নিশ্চয়ই,' দরজা থেকে সরে দাঁড়াল রন।

হার্টসেলকে টেবিলের উপর হ্যাট ও গ্লাভস খুলে রাখতে দেখে কাবার্ড থেকে হুইস্কির বোতল বের করে দুটো গ্লাসে ঢালল ও, নীরবে টোস্ট করল দু'জন দু'জনকে। গ্লাসটা হাতে নিয়ে

সোফায় বসল হার্টসেল, রন দাঁড়িয়ে থাকল ম্যান্টেলের পাশে। লোকটা ব্যবসা বিষয়ে কী বলে শুনবার জন্য অপেক্ষা করছে।

আকার-আকৃতিতে কর্নেলের ঠিক যেন উল্টো ম্যাকগ্র হার্টসেল। লম্বা, চিকন, চুলগুলো কালো; ঝাঁটার কাঠির মতো খোঁচা-খোঁচা গোঁফটাতে মোম মেখে ছুরির ফলার মতো চোখা করে রেখেছে লোকটা দু'প্রান্ত। শহুরে একটা চৌকস ভঙ্গি আছে হার্টসেলের, বয়সে রনের চেয়ে খুব বেশি হবে না সে। তবে মৃত কর্নেলের মতো করেই চলে তার চিন্তার গতি, আচরণে বিচ্ছুরিত আত্মবিশ্বাসটাও কর্নেলের মতো।

সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতার মানুষ সে, এধরনের মানুষ বুদ্ধিমান, চতুর হয়; হার্টসেলকে বলা যায় অর্ধেক খনি-ব্যবসায়ী, অর্ধেক বিনিয়োগকারী– আর, শতকরা একশোভাগ জুয়াড়ী।

দেরি না করে কাজের কথায় চলে এলো সে, বলল, 'অযথা তোমার সময় নষ্ট করব না, মিস্টার মার্লো, কাজেই কোনও ভণিতা না করে কেন এসেছি, সেটা বলছি। জানো বোধহয়, দক্ষিণ-পশ্চিমের খনি-ব্যবসায় ভাল একটা অবস্থানে আছি আমি। আর এই পর্যায়ে আসতে গিয়ে অলস বসে থাকিনি কখনও, চারপাশে নজর রেখেছি সর্বক্ষণ। কাজেই পিস্তল ফ্ল্যাটে তোমাদের বাধা-বিপত্তিগুলোও মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করেছি। এখন কথা হলো, আমি ওই সম্পত্তির ব্যাপারে আগ্রহী।'

'কথা হলো, আমিও আগ্রহী,' শুকনো গলায় বলল রন।

'আশা করি তোমার আগ্রহ লাভবান করবে তোমাকে,' সোজা হয়ে বসল হার্টসেল। 'কিন্তু মিস মার্শল্যান্ড? সে কী করবে?'

'পরিস্থিতি এখন যেমন, তাতে ওর সঙ্গে এসব কথা বলার সময় আসেনি,' বলল রন। 'তবে আমাদের বিয়ের পর ওর আর আমার স্বার্থ যে একই হবে, সে-বিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই।'

আস্তে করে মাথা দোলাল হার্টসেল। 'কংগ্র্যাচুলেশন্স না জানিয়ে পারছি না। চমৎকার মেয়ে মিস মার্শল্যান্ড। তার অংশ কিনে নিতেই এখানে এসেছিলাম আমি। যথেষ্ট ভাল লাভ দিয়ে কিনতে চাই। ভেবেছিলাম তুমি আর আমি পার্টনার হিসেবে ব্যবসা করতে পারব।' হাসতেই সরু হয়ে গেল হার্টসেলের ঠোঁট, গোঁফের দু'প্রান্ত উঁচু হলো সামান্য। 'গুজব যদি সত্যি হয়ে থাকে, তা হলে তুমি একইসঙ্গে আর্থিক এবং আইনী সমস্যায় আছো, মিস্টার মার্লো। আমার কম্পানি যদিও দেশের সবচেয়ে বড় কম্পানি নয়, তারপরও পিস্তল ফ্ল্যা'ট যা লাগবে, সে-টাকা বিনিয়োগের ক্ষমতা রাখি আমরা। তা ছাড়া, অন্যসব মাইনিং কম্পানির মতো একদল উকিল আছে আমাদেরও। আইনী ঝামেলা হলে তারাই সামলায় সেটা।'

ক্লান্ত, ফ্যাকাসে চেহারায় হঠাৎ করেই ঘরে ঢুকল মিশেল। কথা থামিয়ে ওকে সম্মান দেখাতে উঠে দাঁড়াল ম্যাকগ্র হার্টসেল

মিশেলের পাশে চলে গেল রন, মৃদু স্বরে বলল, 'মিস্টার হার্টসেল, মিশেল।'

'মনে আছে, রন,' দুর্বল কণ্ঠে বলল মিশেল। তবে ভদ্রতা ভোলেনি, হাতের ইশারা করল। 'বসুন। তুমিও বসো, রন।' নিজে টেবিলের পাশের একটা চেয়ারে বসল ও, হার্টসেল ও রন বসবার পর রনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমাদের কথা শুনে ফেলেছি আমি। ...রন, কী করবে ভাবছ?'

একটু দ্বিধা করল রন। 'শরীর-মনের এই অবস্থায় ব্যবসার কথা বলা কি ঠিক হবে তোমার সঙ্গে?'

মৃদু কাঁধ ঝাঁকাল মিশেল। 'শুনতে কোনও আপত্তি নেই আমার।'

ধীর গলায় বলল রন, 'তোমার বাবার মতো আরেকজন মানুষ আর পাওয়া যাবে না, মিশেল। কিন্তু অতীত আঁকড়ে

থাকলে তো জীবন চলে না। ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে হবে আমাদের। মনে কোনও দ্বিধাকে ঠাঁই দিয়ো না।'

'কিন্তু কোথায় এগিয়ে যাব আমরা, রন? পাসি যদি উদ্ধার করতে না পারে ওই ব্রিফকেসের... ব্রিফকেসে রাখা ফর্মুলা, তা হলে মিউল হিলের খনি থেকে লাভজনক ভাবে তামা বের করা তো অসম্ভব।'

জ্ঞানীর মতো মাথা দোলাল হার্টসেল। 'ঠিক, মিস মার্শল্যান্ড।' চট করে রনকে একবার দেখে নিল সে।

আপত্তি করল রন, 'কর্নেল অত্যন্ত যোগ্য লোক ছিলেন, কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু আরও অনেকেই তাঁর মতো ওই একই লাইনে কাজ করছে। তারাও জানে লো-গ্রেড "ওর" থেকে কীভাবে বের করা যাবে তামা। ব্যাপারটা যে সম্ভব, তা আমার চেয়ে কোনও অংশে কম জানে না মিস্টার হার্টসেল।'

রনের দিকে তাকিয়ে হার্টসেলের নীল রঙের ধূর্ত চোখ দুটোতে প্রশংসার ছাপ ফুটে উঠল। নিজের মাথায় তর্জনী ঠুকে কপট আন্তরিক স্বরে সে বলল, 'তোমার বয়সী যুবক এমনি এমনি ব্যাঙ্কার হয়ে যেতে পারে না, মিস্টার মার্লো... এখানে ঘিলু না থাকলে। প্রস্তাবটা আমি সোজাসুজিই দেব– তোমরা তিনজনের পার্টনারশিপে রাজি হবে কি না সেটা ভেবে দেখো।'

'আমি রাজি না,' সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করল না রন।

'তা হলে...' মিশেলের দিকে তাকিয়ে ভদ্রতাসূচক নড করল হার্টসেল, 'মিস মার্শল্যান্ড, পিস্তল ফ্ল্যাটে যে-পরিমাণ টাকা আপনার বাবা বিনিয়োগ করেছে, তার চেয়ে যথেষ্ট বেশি পেলে মালিকানা ছাড়তে রাজি হবেন আপনি?'

দ্রুত জিজ্ঞেস করল মিশেল, 'যথেষ্ট বেশিটা কত বেশি, মিস্টার হার্টসেল?'

'এক লাখ ডলার।'

নড়ে উঠল মিশেল। 'রন! রাজি হয়ে যাও! নিউ ইয়র্কে ফিরে

যেতে পারব আমরা। তারপর...

জেদ চেপে রেখে শান্ত স্বরে বলল রন, 'না, মিশেল।'

দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরল মিশেল। 'কী করবে ভাবছ, রন?'

মিশেলের অসমর্থন বিব্রত করল রনকে, ভাবল, হয়তো বিচলিত হয়ে রয়েছে বলেই ওর প্রতি অনাস্থা দেখাচ্ছে সেটা বুঝতে পারছে না মিশেল। নরম স্বরে বলল ও, 'মিশেল, আমাদের বিয়ের পরে...'

ওকে থামিয়ে দিল মিশেল: 'বিয়ের পর অবস্থায় কী পরিবর্তন আসবে, রন? ...আমি বলছি, রাজি হয়ে যাও তুমি মিস্টার হার্টসেলের প্রস্তাবে।'

একটু চুপ করে থেকে হার্টসেলের দিকে তাকাল রন, তারপর আড়ষ্ট কণ্ঠে বলল, 'মিস্টার হার্টসেল, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ এরকম একটা সিরিয়াস বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার আগে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে আমাদের? তোমার প্রস্তাবটা আকর্ষণীয়, কিন্তু...

'বেশ,' টুপি-গ্লাভস নিয়ে উঠে দাঁড়াল ম্যাকগ্র হার্টসেল, দরজার কাছে চলে গেল। তীক্ষ্ণ শোনাল তার কণ্ঠ: 'তুমি যদি আগ্রহী অন্য কারও সঙ্গে যোগাযোগ করো, সেক্ষেত্রেও টাকার অঙ্ক আর বাড়াব না আমি, মিস্টার মার্লো। চব্বিশ ঘণ্টা পর ফিরিয়ে নেব আমার প্রস্তাবটা। চব্বিশ ঘণ্টা।'

দরজাটা বন্ধ হয়ে যাবার পর অসহায় ভঙ্গিতে হাত ঝাপটাল মিশেল। 'যা ভাল বোঝো করো, রন, কিন্তু খনি বিক্রি করে দাও।'

'তাড়াহুড়ো করতে চাই না, মিশেল,' চোয়াল দৃঢ় হয়ে গেল রনের। 'লড়াইতে এখনও হেরে যাইনি আমি। পিস্তল ফ্ল্যাটে ফিরে যাবার অন্য কোনও কারণ না থাকলেও কর্নেলের খুনিদের অন্তত খুঁজে বের করতে চেষ্টা করব আমি ওখানে গিয়ে।'

তিক্ত স্বরে বলল মিশেল, 'আর তারপর খুন হয়ে যাবে

নিজে! নাকি শুধু প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছেয় ফিরতে চাইছ তুমি? আমার বাবা মারা গেছে, সেটাই কি যথেষ্ট নয়? খুনিদের ধরে শাস্তি দিতে আইন আছে, সেটা ভুলে যাচ্ছ? ভুলে যাচ্ছ আমার প্রতি তোমার দায়িত্বের কথা?'

মুখ ঘুরিয়ে নিল মিশেল, ফুঁপিয়ে উঠতেই দুলল দু'কাঁধ। পিছনে দাঁড়িয়ে আলতো করে মিশেলের কাঁধে হাত রাখল রন, টের পেল, আড়ষ্ট হয়ে আছে মিশেলের শরীর, কাঁপছে থরথর করে।

'মিশেল,' বোঝানোর চেষ্টা করল রন, 'তুমি তো দেখেছ পিস্তল ফ্ল্যাটে আইন বলতে কিছু...'

ওর হাত সরিয়ে চরকির মতো ঘুরে দাঁড়াল মিশেল, চোখে বরফ-শীতল দৃষ্টি। 'বাবা নেই এখন, বাবার সমর্থন পাবে না তুমি, কাজেই ওই আইন তোমাকে বের করে দেবে শহর থেকে। মিস্টার হেস্টিংসের ইনজাংকশনের ফলে খনিতে কাজ করার ন্যায়-সঙ্গত কোনও অধিকারও নেই তোমার।'

হাল ছাড়ল না রন, নরম গলায় বলল, 'পিস্তল ফ্ল্যাটে আমার কাজ শেষ হয়নি, মিশেল। পিছিয়ে যাবার তুলনায় এখন অনেক বেশি দেরি হয়ে গেছে আমার– তোমারও ম্যাকগ্র হার্টসেল আসলে টোকা দিয়ে দেখছিল আমাদের। শেষপর্যন্ত খনিটা কার হাতে পড়বে, সেটা না বুঝে টাকা খরচ করবে, সে-তুলনায় অনেক চালাক লোক ও। আর আমরা যদি না লড়ি, তা হলে খনিটা হয়তো ক্লিভ হেস্টিংসের কোলের ওপরই পড়বে।' প্রায় অনুনয়ের ভঙ্গিতে দু'হাত তুলল রন। 'আমাদের স্বার্থ রক্ষা করতে ফিরে আমাকে যেতেই হবে, মিশেল।'

ওর চোখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকাল মিশেল, তারপর ভাবলেশহীন কণ্ঠে বলল, 'তোমার যা করতে হবে তা তুমি করবে, রন। আমার যা করার তা আমি করব আরেকটা কথা, আপাতত ওই কাদার গর্তে ফিরে যেতে রাজি নই আমি।'

'মিশেল...' অনুরোধের সুরে বলতে শুরু করেও থেমে গেল রন। বুঝতে পারল, মিশেলকে বোঝানোর চেষ্টা করা আর নিরেট পাথরের দেয়ালে মাথা ঠুকে দেয়ালটা ভাঙবার চেষ্টা করা এখন একইরকম অনর্থক। ওর প্রতি ভয়ানক শীতল হয়ে উঠেছে মিশেল। একসময় যেখানে ওর জন্য উষ্ণ অনুভূতি ছিল, সেখানে এখন বরফের হিম-শীতলতা ছাড়া আর কিছু নেই।

হ্যাট তুলে নিয়ে রন বলল, 'শুভরাত্রি, মিশেল।' দরজার কাছে চলে গেল ও, দীর্ঘ একটা মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল ওখানে, মিশেলের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস চাপল, তারপর দরজা খুলে বেরিয়ে যাবার আগে বলল, 'খোঁজ করলে আমাকে হাওয়ার্ডস হোটেলেই পাবে।'

রেললাইনটা গেছে কাউন্টি সিটের মধ্য দিয়ে। জায়গাটা ছোট একটা গরু-শহর। পরদিন বিকেলে ট্রেইন যখন ওখানে থামল, প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়ল রন, সদর রাস্তা ধরে হেঁটে কিছুক্ষণ পর পৌঁছে গেল শহরের একমাত্র হোটেলে। ঘর নিয়ে সেখানে ব্যাগ রেখে রিসেপশনে জানতে চাইল, কোর্টহাউস কোনদিকে।

'নিশ্চয়ই বিচারটা দেখতে যাচ্ছ?' রনের গন্তব্য কোথায় বুঝতেই প্রশ্ন করল হোটেল-ক্লার্ক।

রন বলল, 'জানতাম না বিচারের কাজ চলছে কোর্টে।'

'চলছে,' সোৎসাহে বলল ক্লার্ক। 'আমাদের কাউন্টিতে এরকম কেস এই প্রথম। সত্যি সভ্য হয়ে উঠছে এলাকাটা। রোলিং আর-এর করালের কাছে বুড়ো টার্নারের সঙ্গে গোলাগুলি হয়েছিল পেকো অ্যাভিলার। বরাবরের মতোই জিতেছিল টার্নার, কিন্তু কাউন্টির নতুন অ্যাটর্নি বলছে, ব্যাপারটা আসলে খুন। কাজেই ধরে এনে বিচার করা হচ্ছে বুড়ো টার্নারের।'

দরজার দিকে পা বাড়িয়ে রন জিজ্ঞেস করল, 'বিচারের রায় কি ওর পক্ষে যাবে, নাকি বিপক্ষে?'

'বুড়ো টার্নার অনেক টাকা পায় জাজ রোথ-এর কাছে,' রনের পিছন থেকে বলল ক্লার্ক। 'কাউন্টির আরও অনেকেই টার্নারের দেনাদার– জুরিদের অনেকেও। তবে বিচারের স্বার্থে তাদের কেউ এখন ভুলেও স্বীকার করবে না বুড়ো টার্নারকে আগে কখনও দেখেছে তারা। বাজি ধরতে পারো, টার্নার বুড়োকে কিছুতেই ফাঁসিতে ঝুলতে দেবে না তারা কেউ। বুড়ো টার্নার ফাঁসিতে ঝুললে তার উত্তরাধিকারীদের রোষানলে পড়ে পথের ফকির হয়ে যাবে অনেকে। ...বুঝতে পারছ, মিস্টার?'

'নিশ্চয়ই!' বলে হোটেল থেকে বেরিয়ে এলো রন।

ক্লার্ক যেমন বলল, সভ্যতা সত্যিই এসেছে এই এলাকায়, তবে আছে এখনও কাগজে-কলমে।

কোর্টহাউসের সামনের চৌকো সমতল জায়গাটা ভরে আছে স্যাড়ল পরানো ঘোড়া ও ধুলো-মাখা বাগিতে। ঝিমাচ্ছে ঘোড়াগুলো। কিন্তু কোর্টের বাড়িটা মনে হলো যেন জনশূন্য। অন্তত একতলাটা।

দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে শেরিফের অফিস পাশ কাটাল রন, প্যাঁচানো সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলো দোতলায়। রেকর্ডারের অফিসেও কাউকে দেখতে পেল না। ঢুঁ মারল ট্রেযারারের অফিসে, তারপর বিচারকের কামরায়। কেউ নেই কোথাও। শেষে ***সুপিরিয়র কোর্ট*** লেখা বন্ধ দরজাটার সামনে থামল ও।

দরজার ওপাশ থেকে ভেসে আসছে মানুষের কথা বলবার গুঞ্জন। নিঃশব্দে দরজাটা খুলল রন।

ঘর ভর্তি হয়ে আছে অনেক মানুষে। চেক ট্রাউযার্স ও নীল শার্ট পরা লাল আপেলের মতো চেহারার এক সাদা দাড়িওয়ালা শুঁটকি লোক সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে, তার দিকে একের পর এক প্রশ্ন ছুঁড়ে দিচ্ছে তরুণ এক উকিল, বয়স্ক লোকটার নাকের নীচে ঘনঘন তর্জনী নিয়ে গিয়ে হুমকিমূলক ভাবে নাড়ছে।

দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে মুখভরা কাটাকুটির দাগওয়ালা এক লোক, বুকে ঝুলছে ডেপুটির ব্যাজ। তার কানের কাছে ফিসফিস করল রন, 'শেরিফ, রেকর্ডার কোথায়?'

'আমি শেরিফ না,' পাল্টা ফিসফিস করল লোকটা। 'বুড়ো টার্নারের বিচার হতে যাচ্ছে শুনে এল পাসোতে ভেগে গেছে শেরিফ। রেকর্ডারও শহর ছেড়ে পালিয়েছে কোথায় যেন। তার কাজ করছে ওই মহিলা,' হাতের ইশারায় মধ্যবয়সী এক স্বর্ণকেশীকে দেখাল সে।

দু'জনের ফিসফাস কানে যাওয়ায় এদিকে মুখ ফেরাল মহিলা। ডেপুটি বলে উঠল, 'এ তোমাকে খুঁজছে, নিনা।'

বিরক্তিতে ভ্রূ কুঁচকে কাছে এসে দাঁড়াল স্বর্ণকেশী, রন কোর্টরুম থেকে বেরোতেই অনুসরণ করে বেরিয়ে এলো সে-ও, চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল রনের দিকে।

'পুরোনো কিছু জায়গার ব্যাপারে রেকর্ড খুঁজছি আমি,' বলল রন। 'বিচারের মাঝ থেকে ডেকে আনায় সত্যিই দুঃখিত। ...কী অবস্থা বুড়ো টার্নারের?'

'ছেড়ে দেবে শেষপর্যন্ত, তবে বিচার করা হচ্ছে এরকম একটা ভঙ্গি নেবার পরে। নিজেদের সম্মান বাঁচাতে ন্যায়-বিচার করা হয়েছে এরকমটা ওদের দেখাতেই হবে, উপায় নেই।' রনকে পিছনে নিয়ে রেকর্ডারের ঘরে চলে এলো মহিলা, এবার জিজ্ঞেস করল, 'কবের রেকর্ড খুঁজছ তুমি?'

'চুরানব্বুইয়ের এপ্রিলের।'

'একটু দাঁড়াও,' বলে পাশের স্বল্পালোকিত ঘরটাতে চলে গেল মহিলা।

খোলা দরজার ওপাশে তাকের পর তাক বোঝাই ধুলোপড়া নীল রঙের খতিয়ান বই দেখতে পেল রন। দু'হাতে ওরকম গোটা সাতেক বই নিয়ে আবার এ-ঘরে ঢুকল নিনা, বইগুলো একটা টেবিলের উপর রেখে বলল, 'কী খুঁজছ খুঁজে নাও নিজে।

আমি কোর্টরুমে গেলাম। যা খোঁজার খুঁজে খাতাগুলো টেবিলের ওপর রেখে গেলেই হবে।'

আস্তে করে মাথা দোলাল রন।

অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে হাসল মহিলা, তারপর তড়িঘড়ি বেরিয়ে গেল বিচার প্রক্রিয়া দেখতে।

প্রয়োজনীয় রেকর্ডস দ্বিতীয় খাতায় পেল রন। পরবর্তী আধঘণ্টা ব্যয় হলো ওর ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট থেকে সংগ্রহ করা ছেঁড়া খামে রেকর্ডগুলো টুকে নিতে। আবার যখন ও হোটেলের দিকে ফিরতি পথ ধরল, তখনও চলছে বিচারের গুরুগম্ভীর কার্যক্রম।

হোটেলে ফিরবার আগে ছোট একটা দোকানে থামল রন, ওখানে অন্যান্য নানান জিনিসের সঙ্গে আইনী ফর্মও বিক্রি হয়। সাপারের আগে পর্যন্ত হোটেল কামরায় বসে খামে টুকে আনা তথ্যগুলো দিয়ে কিনে আনা ফর্মগুলো পূরণ করতে ব্যস্ত থাকল ও।

রাতে সহজেই এলো ওর ঘুম। সকালে নাস্তা সেরে হাজির হয়ে গেল রন কোর্টহাউসে। দরজা খুলতেই ওর চাঁদমুখ দেখতে পেল জ্যানিটর। অ্যাসিস্ট্যান্ট রেকর্ডার নিনা এলো আরও পনেরো মিনিট পর। রনকে দেখেই বলল, 'ও, আবারও দেখছি তুমি। ...পেয়েছ, যেটা খুঁজছিলে?'

'পেয়েছি।' পূরণ করা ফর্মগুলো মহিলার দেখবার জন্য দিল রন, তারপর বলল, 'এগুলো রেকর্ডে তোলাতে চাই। বুড়ো টার্নারের কী হলো?'

চট করে রনের দিকে তাকাল মহিলা, রনকে ঠিক পছন্দ করে উঠতে পারল বলে মনে হলো না। সম্ভবত বুঝে ফেলেছে, আসলে বুড়ো টার্নারের ব্যাপারে সত্যিকারের আগ্রহ নেই রনের। 'এসব ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করা চলে না,' বলে ঢালু একটা টেবিলের পাশের টুলে উঠল সে, একটা খতিয়ান খাতা টেনে

বের করে নামাল। খাতায় টুকে নিল ফর্মের তথ্যগুলো, সেই সঙ্গে ফর্মের নম্বরগুলোও লিপিবদ্ধ করল। কাজের ফাঁকে বলল, 'বুড়ো টার্নার কাউন্টির পয়সায় ভালই সাঁটাচ্ছে নীচের সেলে শুয়ে-বসে। জুরিরাও সবাই রোজ হিসেবে টাকা পায়। তা ছাড়া বিচারের রায় কী হবে সেটা সবাই জানে, কাজেই চিন্তিত নয় কেউ। রায় দিতে দেরি হলেও কারও কিছু যায় আসে না। তবে আজকে সকালে বোধহয় আরেকবার হাজিরা দিতে হবে টার্নারকে।'

'একটা কথা বলো তো, নিনা,' বলল রন, 'সত্যিই কি বুড়ো টার্নার খুন করেছে?'

সন্দেহের দৃষ্টিতে রনকে দেখল মহিলা, ডেস্কের দিকে খানিকটা ঝুঁকে কড়া গলায় বলল, 'তুমি এখানে নতুন লোক। টার্নার খুন করেনি তো কী করেছে? কিন্তু তাতে কিছু হবে না, এদিকের প্রায় পুরো এলাকাটাই ওর।'

'আচ্ছা,' বুঝল রন। 'কিন্তু আইন...'

'আইন সবসময়, সবখানে শক্তিশালীর পক্ষে,' ওকে থামিয়ে দিল মহিলা, একটা স্ট্যাম্প প্যাড টেনে নিয়ে ফর্মগুলোয় সিল মারল অভ্যস্ত ভঙ্গিতে, কী যেন লিখল সিলের মাঝখানের ফাঁকা জায়গায়, তারপর রনের দিকে ফর্মগুলো ঠেলে দিয়ে বলল, 'ছয় ডলার।'

টাকা পরিশোধ করে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এলো রন। পরবর্তী ট্রেইনের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আপাতত করবার কিছু নেই ওর। হোটেলে ফিরে কাপড় না ছেড়েই বিছানায় সটান হলো ও, স্বর্ণকেশী মহিলার কথাগুলো ভাবতে শুরু করল। মহিলা হয়তো পছন্দ করেনি ওকে, তবে মিথ্যেও বোধহয় বলেনি।

তা হলে আইন সবসময় শক্তিশালীর পক্ষে? আইনী লড়াইয়ে কে জিতবে তা নির্ভর করে কার ক্ষমতা কতটা তার উপর?

পিস্তল ফ্ল্যাটে ক্ষমতা আছে কার?

একটু পর ঘুমিয়ে পড়ল রন, প্রশ্নগুলোর কোনও উত্তর তখনও জানা নেই ওর।

ঘুম ভাঙতে দেরি হলো, দুপুর গড়িয়ে যাবার পর জাগল রন। হোটেলের বিল মিটিয়ে স্টেশনে চলে এলো ও। একটু পরেই জংশনে যাবার বিকেলের ট্রেইন ছাড়বে। ওখান থেকে ওকে যেতে হবে পঞ্চাশ মাইল দূরের পিস্তল ফ্ল্যাটে।

দক্ষিণ থেকে বয়ে আসা মৃদু বাতাসে আবছা শোনাল প্রথমে নাম্বার নাইনের এঞ্জিনের আওয়াজ। দেখা গেল না রেলগাড়িটা, তবে আওয়াজ বাড়তে শুরু করল দ্রুত। খবরের কাগজের বান্ডিল নিয়ে এক কিশোর হকারকে দৌড়ে ডিপোতে ঢুকতে দেখল রন। ব্যস্ত হয়ে খবরের কাগজ বিক্রি করছে ছেলেটা, প্ল্যাটফর্ম ধরে সামনে বাড়ল।

একটা কাগজ কিনল রন, কিন্তু ট্রেইন আসবার আগে পড়বার সুযোগ পেল না।

নির্দিষ্ট সিটে বসবার আগে সুটকেসটা উপরের র‍্যাকে রেখে দিল ও, তারপর আরাম করে বসল।

উত্তর-পশ্চিমে ছুটে চলল নাম্বার নাইন।

এবার খবরের কাগজটা মেলে ধরল রন। বড় বড় কালো অক্ষরগুলো যেন চিৎকার করল ওর মস্তিষ্কে।

রনের মনে হলো, মুচকি হাসে ও, বা অট্টহাসি হাসে। রেকর্ডারের অফিস থেকে নিয়ে আসা ফর্মগুলো মুচমুচ আওয়াজ করল ওর বুকপকেটে। উপসংহারে পৌঁছুল ও, আইন সবসময় শক্তিশালীর পক্ষ নেয় না।

যারা সঠিক পথে আছে, তাদের পক্ষও কখনও কখনও নেয় আইন। দরকার শুধু আইনকে সঠিক দিকে চলতে পথনির্দেশনা দেয়া। দরকার একজন সাহসী, উদ্যোগী লোক।

তেরো

রন যেদিন কাউন্টি সিট থেকে পিস্তল ফ্ল্যাটে যাবার জন্য ট্রেইনে উঠল, সেদিনও বুলেটের দায়িত্বে আছে কন্ডাক্টর জ্যাক ওয়েড। টেলিগ্রাফারের অফিসে রাখা বোতলটার সদ্ব্যবহার করায় বকবক করবার নেশায় পেয়ে বসল যেন তাকে।

প্রধান রেললাইন থেকে সরে যেতে খানিকটা দেরি করতে হলো বুলেট ট্রেইনকে, শেষপর্যন্ত যখন রওনা হলো ওটা, রনের পাশে এসে বসল জ্যাক ওয়েড। কাজ নেই তার, বগি প্রায় খালি। উদাস গলায় বলল সে, 'ভাবতে অবাক লাগে, কীভাবে মাত্র একজন মানুষ এই লাইনটার ব্যবসায় এতবড় প্রভাব ফেলতে পারে। যেই খবর ছড়িয়ে পড়ল মার্শল্যান্ড মারা গেছে, অমনি প্রায় বন্ধ হয়ে গেল পিস্তল ফ্ল্যাটে লোকজনের আসা। মালামাল অবশ্য ঠিকই আসছে এখনও।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রন বলল, 'উন্নতি হয়তো খানিকটা বাধাগ্রস্ত হয়েছে, জ্যাক; কাজ শুরু হতেও হয়তো দেরি হবে একটু, তবে রাত শেষে সূর্য ওঠেই– বাজি ধরতে পারো, দেখবে পিস্তল ফ্ল্যাটও নতুন করে গড়ে উঠছে দ্রুত।'

'ধরেছি বাজি,' বলল জ্যাক ওয়েড। 'পিস্তল ফ্ল্যাট আবার জীবন ফিরে পাবে ভেবে ডেভ বেলের কাছ থেকে খানিকটা জমি কিনে ফেলেছি। শহরটা যদি শেষপর্যন্ত মরে যায়, তা হলে আমার সারাজীবনের সমস্ত সঞ্চয় পানিতে যাবে। পথের ফকির হয়ে যাব আমি

'ঠকতে হবে না তোমাকে।'

'কিন্তু খনি চালু করতে যে আইনী সমস্যা হচ্ছে? ফেরিস যা বলল তাতে তো মনে হলো খনির মালিকানা চলে গেছে ক্লিভ হেস্টিংসের হাতে।'

'থাকবে না কোনও ঝামেলা,' বুকপকেটে রাখা ক্লেইমের ফর্মগুলোয় হালকা চাপড় মারল রন। 'হেস্টিংসের ব্যবস্থা করতে কিছু আইনী দলিল নিয়ে যাচ্ছি আমি এবার।'

'তুমি এরকম কিছু করবে তা-ই ভেবেছিলাম,' উৎসাহিত হয়ে উঠল জ্যাক ওয়েড। 'সবাইকে আমি বলেছি, এত টাকা ঢালার পর পিছাবে না তুমি। অনেকে বলাবলি করছিল, তুমি আর ফিরবেই না।' অন্য প্রসঙ্গে সরে গেল সে। 'গোটা শহর পাগল হয়ে গেছে কর্নেলের খুনিদের ধরতে। এমনকী নিক হাওয়ার্ডের মতো মানুষ হোটেলের ডেস্ক ছেড়ে ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। ...আমাদের জরুরি মালামাল যেন ঠিক থাকে, সেজন্যে লোক পাঠিয়েছে ওয়েলস ফার্গো। তাদের কাছে শুনলাম, পিঙ্কারটনের লোকও শহরে চলে এসেছে তদন্ত করতে।'

'হয়তো খুনিদের ধরতে পারবে তারা।'

'এখনও পারেনি,' তিক্ত শোনাল ওয়েডের কণ্ঠ।

'হালও তো ছাড়েনি, তা-ই না?'

'তা ছাড়েনি। তবে হেস্টিংস হাল ছেড়ে দিয়েছে। দিন দুয়েক পাসি নিয়ে ঘোরাঘুরি করে শহরে ফিরে এসেছে ও ব্যর্থ হয়ে। তুমি যাবার পর থেকেই একটানা বৃষ্টি পড়ছে। একটা ট্র্যাকও পায়নি তারা।'

আরও তথ্য আদায়ের জন্য বলল রন, 'আমি ভেবেছিলাম খুনিদের যদি কেউ ধরতে পারে, তা হলে হেস্টিংসই পারবে। ও তো ব্লাডহাউন্ডের মতো একরোখা।'

'হয়তো অন্য কোনও স্বার্থ আছে ওর যেমন খনি।' পাশ

থেকে রনের দিকে তাকাল জ্যাক ওয়েড। 'জর্জ ব্রাউন পুরো এলাকা চষে ফেলছে ঘোড়া খুঁজতে গিয়ে, এরইমধ্যে একগাড়ি ঘোড়া পাঠিয়েও দিয়েছে। পাহাড়ে-টিলায় খুনি-ডাকাতদের কেউ যদি থাকত, তা হলে ব্রাউনের লোকরা ঠিকই খোঁজ পেয়ে যেত তাদের। নিজেদের হাতের তালুর মতো চেনে ওরা ওদিকের এলাকা।'

উঠে দাঁড়িয়ে ব্যাগেজ কম্পার্টমেন্ট-এ চলে গেল ওয়েড। অবশিষ্ট পথ নিজের চিন্তায় ডুবে থাকল রন।

যেদিন রন প্রথমবারের মতো ফিরে এসেছিল পিস্তল ফ্ল্যাটে, সেদিনের মতো আজও প্রায় খালি দেখল ও রেল ডিপোর প্ল্যাটফর্ম। দূরে, প্ল্যাটফর্মের একপ্রান্তে একটা গন্ডোলায় 'ওর' তুলছে কয়েকজন লোক— সেই প্রথমদিনেরই মতো। তাদের মধ্যে লম্বা লোকটাকে আগে চিনতে পারল রন। সেই হাই-গ্রেডার, শিফ। অন্যরা ইনজাংকশন দিতে হেস্টিংস ও ফেরিসের সঙ্গে আসা সেই তিন শকুন।

হোটেলে পৌঁছুতেই রনকে ঘরের চাবি দিল নিক হাওয়ার্ড। তার মুখেই শহরের সর্বশেষ খবর জানতে পারল ও। ঘোড়ায় চড়ে বাইরে বাইরে ঘুরে উপকার হয়েছে নিক হাওয়ার্ডের, ঝরঝরে লাগল তাকে দেখতে।

'অনেকেই হেসেছে আমাকে ঘোড়ায় উঠতে দেখে,' মৃদু হেসে বলল সে। 'তবে অনেকদিন পর আমার মনে হলো ডেস্কের পেছনে বসে না থেকে ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়ানোই আমাকে মানায় বেশি।'

অমনোযোগের সঙ্গে কথাটা শুনল রন, একহাত থেকে আরেকহাতে নিল চাবির রিং, তারপর বলল, 'ভালমতো কিছু বুঝে ওঠার আগেই হোটেল ব্যবসায় ঢুকে পড়েছিলে তুমি, নিক।'

কৌতূহল নিয়ে রনকে দেখল নিক হাওয়ার্ড। 'অনেকে

বলছিল আর ফিরবে না তুমি। তোমার মাইনার আর হেস্টিংসের হাই-গ্রেডারদের মধ্যে হাতাহাতি হয়ে গেছে কয়েকদফা। ব্লেকের সেলুনের ক্ষতিই হয়েছে তাতে বেশি। ওটাই ছিল যুদ্ধক্ষেত্র। লোকটা বুঝতে পারছে না কার কাছে ক্ষতিপূরণ চাইবে।'

মুচকি হাসল রন। 'ক্লিভ হেস্টিংস, না আমার কাছে? নিশ্চয়ই চরম সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে লোকটা।'

'ও একাই নয়, রন। আমিও চিন্তিত, দ্বিধায় ভুগছি। তোমার পক্ষ নিয়ে এ-পর্যন্ত বন্ধু পাইনি একজনও। বুঝতে পারছি না কোথায় দাঁড়িয়ে আছি আমরা।'

'কোথায় দাঁড়িয়ে আছো সেটা জানার অধিকার আছে তোমার, নিক,' সিদ্ধান্ত নিয়ে বলল রন। 'কালকে আবার আমার হয়ে যাচ্ছে খনিটা। দেবার মতো যতো টাকা তোমার আছে, সব তখন দরকার পড়বে আমার। বিল ট্রেইসি, মেইমি বা অন্য যারাই টাকা বিনিয়োগ করতে চাইবে, সবার কাছ থেকে নেব আমি।'

কৌতূহল বোধ করলেও কোনও প্রশ্ন করল না হোটেল-মালিক, শুধু বলল, 'খুশি হয়েছি তুমি ফিরে আসায়। অস্বীকার করব না, হঠাৎ হঠাৎ নিজেকে এতিম শিশু মনে হচ্ছিল।'

'কোনও কারণ নেই ওরকম মনে হবার।'

নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াল রন। ডেস্ক ছেড়ে ওর পিছু নিল নিক হাওয়ার্ড, নিচু গলায় বলল, 'মেইমি তোমাকে বলতে বলেছে, আবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায় ও। জানাতে বলেছে, ও এমন কিছু জানে, যেটা জানা দরকার তোমার। ...ওকে ডেকে আনতে পাঠাব কাউকে?'

বেসিনে পানি ঢেলে ধুলো-মাখা শার্টটা খুলে ফেলল রন, তারপর বলল, 'না। আমিই গিয়ে দেখা করব ওর সঙ্গে।'

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে নতুন শার্ট গায়ে চাপাবার ফাঁকে চিন্তা করল ও, কী চায় ওর কাছে মেইমি। নিশ্চয়ই জরুরি কোনও

ব্যাপার, না হলে নিক হাওয়ার্ডের কাছে খবর দিয়ে রাখত না মেইমি।

রাত নেমেছে, রেল-রাস্তার দু'ধারে ও মার্শালের অফিসে জ্বলছে কেরোসিনের লণ্ঠন। একটা লণ্ঠন হেলছে-দুলছে। ওটা হাতে চার্চ থেকে বেরিয়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছে কেউ। রাস্তার আরেকদিকে রানিং আয়ার্ন সেলুন ও ব্রেকম্যানের হোটেল থেকে থেকে বেরিয়ে রাস্তার কাদায় পড়ছে বাতির হলদে আভা।

ক্যানিয়ন ও রেলরোডের সঙ্গমে দামাল হাওয়ায় দাঁড়াল রন। রাতটা ভেজা, বাতাসে কাদার সোঁদা গন্ধ। মেইমির ওখানে যাবার আগে আগে একবার লিজার সঙ্গে দেখা করতে যাবে কি না ভাবল রন। পকেট থেকে ম্যাচ বের করে জ্বালল, ছোট্ট শিখার আলোয় দেখে নিল ক'টা বাজে।

কয়েকফুট দূরের অন্ধকার থেকে ফ্লিন্টস্টোন ফেনটনের কণ্ঠ শুনতে পেল ও। সেতুর তলা দিয়ে বয়ে যাওযা স্রোতের জোর কলধ্বনিকে তলিয়ে দিল ফেনটনের দরাজ গলা।

'সাহস আছে তোমার, মিস্টার মার্লো। শহরে মোটেই জনপ্রিয় নও তুমি, তারপরও নাকের সামনে মশাল ধরে নিজের চেহারাটা দেখতে দিচ্ছ সবাইকে।'

ফেনটনের উষ্ণ আচরণ ভাল লাগল রনের, একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল ও, 'এই কুৎসিত চেহারা মানুষকে দেখাচ্ছি সেটা খেয়াল ছিল না আমার।'

কাছে এসে দাঁড়াল ফ্লিন্টস্টোন ফেনটন। 'খুব খুশি হয়েছি তুমি ফিরে আসায়। আমাদের লোকরা সবাই অস্থির হয়ে আছে।'

'তা হলে ওদের আমরা ভাবার মতো খোরাক দেব, ফেনটন,' বলল রন। 'আগামীকাল আবার খনিতে কাজ করতে যাব আমরা– আইনসম্মত ভাবে।'

খুশি হয়ে বিরাট হাতের তালু দুটো এক করল ফেনটন।

'গুড! আমাদের ছেলেরা একটা শেষ লড়াই লড়তে চাইছে।' চুপ করে গেল সে, তারপর নিচু কণ্ঠে বলল, 'কর্নেলের খুনের কেসে কোনও অগ্রগতি হয়নি, মিস্টার মার্লো। সবার ভাব দেখে মনে হচ্ছে এ ব্যাপারে আর তেমন ঘাঁটাঘাঁটি হোক, তা চায় না কেউ। আমার তো মনে প্রশ্ন জাগছে...' রেল-রাস্তায় কারও পায়ের আওয়াজ পেয়ে আবার থেমে গেল সে।

হাঁটবার গতি কমিয়ে দিল লোকটা হঠাৎ। অন্ধকারে রন ও ফেনটনকে পাশ কাটানোর সময় নাক দিয়ে তাচ্ছিল্যসূচক আওয়াজ করল, তারপর এগিয়ে গেল সেতুর দিকে। উচ্ছল পানির ছলছল আওয়াজ শুষে নিল তার হাঁটবার শব্দ। রানিং আয়ার্ন সেলুন থেকে বেরোনো আলোয় দেখা গেল লোকটার চওড়া দু'কাঁধ।

'হেস্টিংস,' নিচু স্বরে বলল ফেনটন।

রন জিজ্ঞেস করল, 'কী যেন বলছিলে তুমি, তোমার মনে প্রশ্ন জাগছে– তারপর?'

'প্রশ্ন জাগছে বুলেট ট্রেইন যখন কর্নেলের লাশ নিয়ে স্টেশনে এলো, তার আগে কোথায় ছিল মার্শাল। একেবারে ভিজে চুপচুপে হয়ে ছিল লোকটা, যেন অনেকক্ষণ বাইরে বৃষ্টিতে ভিজেছে। আরেকটা ব্যাপার, প্যাট্রিক টমসন যখন এলো, তখন তাকে খেয়াল করেছ তুমি, মিস্টার মার্লো? ওর কাপড়চোপড়ও ভিজে জবজবে হয়ে ছিল। চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল মদের নেশা কাটার পরের মাথা-ব্যথার চেয়ে বহুগুণ বেশি যন্ত্রণা হচ্ছে ওর মাথায়।'

রনের মনে পড়ল সেই সন্ধ্যায় ডেভ বেলের ওয়্যাগনে কর্নেলের লাশ তুলবার সময় প্যাট্রিক টমসনকে কীরকম অসুস্থ দেখাচ্ছিল। ধীরকণ্ঠে বলল রন, 'ওই লো কাট থেকে প্রায় ট্রেইনের সমান গতিতে শহরে পৌঁছুতে পারবে দ্রুতগামী কোনও ঘোড়া।...তুমি কি এটাই বলতে চাইছ, ফেনটন?'

'যদি সোজা কথায় বলতে বলো, তা হলে– হ্যাঁ।'
'যা ভাবছ সেটার সপক্ষে প্রমাণ থাকতে হবে।'
'জানি। প্রমাণ জোগাড় করতে চেষ্টা করেছি আমি।'
'পেয়েছ কোনও প্রমাণ?'
'এখনও না।'

'যদি সত্যিই ওরকম কিছু ঘটে থাকে, তা হলে প্রমাণ আমরা পাবই,' বলল রন। কর্নেল মার্শল্যান্ড ও অসহায় মিশেলের কথা ভেবে চোয়াল দৃঢ় হয়ে গেল ওর। মনে পড়ল কীভাবে ওদের পরিকল্পনা বানচাল করবার চেষ্টা করা হয়েছে, হেস্টিংসের প্ররোচনায় কতখানি শত্রুতা করেছে শহরের লোক। রন বলল, 'ঘটনা যদি তুমি যা ভাবছ তা হয়, তা হলে দুনিয়া থেকে ওদের নাম মুছে ফেলব আমরা।'

'ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, যাতে প্রমাণ পাই,' গুড়গুড় করে উঠল ফেনটনের কণ্ঠ।

হাঁটতে শুরু করল রন। রানিং আয়ার্ন সেলুন পর্যন্ত ওর সঙ্গে এলো ফ্লিন্টস্টোন ফেনটন, তারপর ব্যাট উইং দরজার উপর দিয়ে উঁকি দিয়ে বলল, 'আরে! ছেলেরা দেখছি আরেকটা মারামারির জন্যে তৈরি হচ্ছে এখানে!' তিক্ত হাসল ও, 'যাই, ওদের সঙ্গে মিলে লড়ব।'

তাকে থামাল রন। 'আজকে রাতের মতো গোলমাল থেকে দূরে থাকতে বলো ওদের।' ফেনটন আর ওর সঙ্গে যারা একই ট্রেইনে এসেছিল, একে একে তাদের নাম বলল রন। 'জিং ওয়াঙের রেস্টুরেন্টে সকাল-সকাল থাকতে বলবে ওদের। সকালে খনিতে যাব আমরা।'

ফ্লিন্টস্টোনকে ওখানে রেখে ব্রেকম্যানের হোটেলে চলে এলো রন, বুঝতে পারল, মেইমির পার্লার আজ রাতে ভাল ব্যবসা করছে। লবিতে জড় হয়ে খদ্দেরদের সঙ্গে গল্প করছে বেশ কয়েকটা মেয়ে। একজন গায়ক গুনগুন করে গান গাইছে,

কী গাইছে বোঝা যাচ্ছে না মদের গ্লাস ও বোতলের ঠুং-ঠাং শব্দে, পুরুষদের চড়া গলার হাসির আওয়াজে। লবি থেকে স্বল্পালোকিত করিডর পর্যন্ত কে যেন অনুসরণ করল রনকে, তারপর মেইমির দরজার সামনে দাঁড়াতেই মুখোমুখি হলো সে ওর।

মেয়েটা স্বয়ং মেইমি। পরিচিত পরিবেশে আবার আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে সে, ফিরে এসেছে লড়াকু, খোলামেলা ভাবটা। 'ব্যবসা, নাকি আনন্দ দরকার, রন?' জিজ্ঞেস করল মেইমি।

জবাবে কিছু বলল না রন, গম্ভীর চেহারায় তাকাল মেইমির দিকে।

'কথাটা বলা উচিত হয়নি আমার,' মৃদু হাসল মেইমি। অসীম ক্লান্তি যেন ঝরে পড়ল তার হাসিতে। 'তুমি সবসময়ই অন্যরকম। ...হাওয়ার্ড বলেছে যে আমি দেখা করতে চেয়েছি তোমার সঙ্গে?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ। আমার সঙ্গে এসো।'

পিছনে অচেনা একটা সুবাস ছড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল মেইমি। সুবাসটা খারাপ লাগল না রনের। মেইমির পিছু নিয়ে করিডরের শেষে চলে এলো ও। ওখানে ঘুরে দাঁড়িয়ে সিঁড়ির খুঁটিতে হাত রাখল মেইমি। 'ওপরে চলো, রন।'

রনের ওজনে ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ করল পুরোনো সিঁড়িগুলো। দোতলার করিডরে জোরাল কোনও আওয়াজ নেই।

করিডরের মাঝখানে এক মেয়েকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে এক লোক। তারপর পাশের দরজাটা খুলে মেয়েটাকে নিয়ে ঢুকে পড়ল সে ঘরে। দরজা বন্ধ করে দেবার আগে বিরক্ত স্বরে বলল, 'কী মুশকিল! মানুষের কি একটু প্রাইভেসিও থাকবে না!'

সামনের একটা ঘরে রনকে নিয়ে এলো মেইমি, দরজা বন্ধ করল না, চলে গেল রেল-রাস্তার দিকে মুখ করা একটা জানালার কাছে, পর্দা সরিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে হাতের ইশারায় কাছে ডাকল রনকে।

'এখানে এসো, রন।'

জানালার কাছে এগিয়ে গিয়ে মেইমির কাঁধের উপর দিয়ে বাইরে তাকাল রন। আঙুল তাক করে কী যেন দেখাতে চাইছে মেইমি।

নেইলপলিশ মাখা নখ যেদিকে তাক হয়ে আছে, সেদিকে তাকাল রন। রানিং আয়ার্ন থেকে বেরিয়ে আসা আলো পড়েছে রেল-রাস্তার উপর। কালো সরল রেখার মতো দেখাচ্ছে বোর্ডওয়াকের তক্তাগুলোর অসংখ্য ফাঁক।

সেলুনের বেড়ে থাকা ছাউনির তলা থেকে বেরিয়ে বোর্ডওয়াকের পাশে থামল এক লোক, ম্যাচ জ্বেলে সিগারেট ধরিয়ে বিতৃষ্ণার সঙ্গে ছুঁড়ে ফেলে দিল জ্বলন্ত কাঠিটা। এবার কাদার মধ্যে লাফিয়ে নেমে একটা ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল সে, স্পারের স্পর্শে ছোটাল অনুগত প্রাণীটাকে। রেল-রাস্তা পেরোচ্ছে সে, আড়াআড়ি ভাবে চলেছে ডেভ বেলের দোকানের বারান্দায় ঝলমল করে জ্বলা লণ্ঠনটার দিকে।

'চেনো লোকটাকে?' জিজ্ঞেস করল মেইমি।

'জর্জ ব্রাউন।'

'চিনতে তো কোনও সমস্যা হয়নি তোমার?'

'না। আলো পড়েছিল ওর মুখে

পর্দাটা আবার টেনে দিল মেইমি। 'যে-রাতে তোমাকে মারল সবাই মিলে, সে-রাতে এই জানালায় দাঁড়িয়ে সবই দেখেছিলাম আমি।'

বুকের গভীরে চাপা উত্তেজনা অনুভব করল রন, যেন ও কোনও বাচ্চা ছেলে, এখনই জন্মদিনে পাওয়া উপহারের প্যাকেট

খুলবে– জানে না কী আছে প্যাকেটের ভিতরে। মেইমি কী বলে শুনবার জন্য অপেক্ষা করল ও।

খুকখুক করে কেশে নিয়ে মেইমি বলল, 'ম্যাক যখন সেলুন থেকে বেরিয়ে এলো, তখনও এই জানালায় দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি।'

রন অনুভব করল, বুকের খাঁচায় লাফ দিয়েছে ওর হৃৎপিণ্ড। 'যে ওকে ছিনতাই করেছে, তাকে দেখেছ তুমি?'

উপর-নীচে মাথা দোলাল মেইমি। 'পরিষ্কার। ঠিক যেমন তুমি দেখতে পেয়েছ জর্জ ব্রাউনকে।'

ঘরের মাঝখানে চলে গিয়ে খাটের পাশে দাঁড়াল মেইমি এবার।

'সে কে, মেইমি?' মেয়েটার দিকে দ্রুত এগিয়ে গেল রন, খেয়াল করল না আগ্রহের আতিশয্যে প্রায় তাড়া করেছে ও মেইমিকে, ওর আচরণ আক্রমণাত্মক মনে হতে পারে।

'সাহায্য করা যায় বা রক্ষা করা দরকার, তেমন কেউ না, ব্যাঙ্কার,' কড়া, কর্কশ গলায় বলল মেইমি। 'তার প্রতি তোমার বা আমার কোনও সহানুভূতি নেই। এমনকী তার বাবারও সহানুভূতি নেই তার জন্যে।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল মেইমি। 'জেনে যদি কোনও উপকার হয় তোমার, তো বলতে আপত্তি নেই– লোকটা ছিল প্যাট্রিক টমসন।'

বুকের মধ্যে প্রচণ্ড রাগ নিয়ে মেইমির ওখান থেকে বেরিয়ে এলো রন, ভাবছে, এখনই খুঁজে বের করবে ও প্যাট্রিক টমসনকে, বদমাশটার কাছ থেকে যেভাবে হোক অপরাধের স্বীকারোক্তি আদায় করবে। কাজটা করতে পারলে শহরের বাসিন্দাদের বুঝিয়ে দেয়া যাবে, হেলাফেলা করবার মতো লোক নয় ও। কিন্তু রানিং আয়ার্নের উল্টোদিকে পৌঁছে আরেকটা চিন্তা মাথায় এলো রনের– প্যাট্রিক টমসন ওরকম কোনও স্বীকারোক্তি দিলে লিজার মনের উপর তার প্রভাব কেমন পড়বে?

আগে জানতে হবে টমসনের ব্যাপারে কী ধরনের মনোভাব পোষণ করে লিজা।

প্যাট্রিক টমসনকে সাহায্য করতেই শহরে ফিরেছে লিজা, তাকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনতে ফিরে এসেছে। এখন যদি লোকটার নাক ও কাদায় গুঁজে দেয়, তা হলে লিজার কাজ আরও অনেক বেশি কঠিন হয়ে যাবে। হাঁটবার গতি কমাল রন, পৌঁছে গেল হাওয়ার্ডস হোটেলের বাঁকে, তখনও সিদ্ধান্ত নিতে পারল না কী করবে।

ডেভ বেলের দোকান থেকে বেরিয়ে ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে রনকে হোটেলের বারান্দায় উঠবার সিঁড়িতে দেখতে পেল জর্জ ব্রাউন। রাশ টেনে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে রনের সামনে থামল রানশার, স্যাডলে কাত হয়ে কড়া চোখে প্রতিপক্ষকে দেখল।

'যা হবার হয়েছে, ব্যাঙ্কার। ভুল করেছিলাম আমি। তবে জানি না কী করে ভুল হয়ে গেল। জানতে হলে যদি পকেট খালি হয়, তা হলেও আমি রাজি।' স্যাডলে সোজা হয়ে বসে ডেভ বেলের দোকানের দিকে তাকাল সে। 'আরেকটা ব্যাপার, ঠিকই বলেছিলে তুমি ঘোড়ার ব্যাপারে। একটু আগে বুড়ো টমসন আমাকে দুঃসংবাদ দিয়ে গেছে। রেইলরোডের লোকরা ক্যানসাস সিটিতে ট্রেইনের বগি থেকে নামাতেই পারেনি ঘোড়াগুলো ওখানে সব করাল ভর্তি হয়ে গেছে আগেই। ওরা জানতে চায় কী করবে এখন।'

দুর্বল হতে হতে মিলিয়ে গেল জর্জ ব্রাউনের কণ্ঠ। লোকটার জন্য দুঃখ বোধ করল রন। শ্রদ্ধাও জাগল মনে। ভুল যা-ই করুক, স্বীকার করবার মতো বুকের পাটা আছে লোকটার।

'ঘোড়াগুলো ফেরত আনার সমস্ত খরচও এবার দিতে হবে আমাকে,' বলল ব্রাউন। 'জানালাম বেলকে। ও বলল, "বুঝলাম, জর্জ, কিন্তু আর একটা টাকাও ধার দিতে পারব না তোমাকে— অন্য জায়গায় খাটিয়েছি আমি সব টাকা।" কাজেই, গরুর

বাজার যত খারাপই হোক, গরু বিক্রি করেই ওর কাছ থেকে নেয়া ঋণ শোধ করতে হবে, না হলে সুদের যে হার ও ধরেছে, তাতে শেষপর্যন্ত রানশ খুইয়ে পথে বসতে হবে আমাকে। কাঁথা পুড়ি শালার ঈশ্বরের, আমাকে খুব খরুচে শিক্ষা দিয়েছে শালার ঈশ্বর।'

হঠাৎ রনের দিকে তাকিয়ে মাথা দোলাল জর্জ ব্রাউন, ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে রেল-রাস্তার কাদা ছিটাতে ছিটতে ছুটে চলে গেল।

যদিও ক্ষতির শিকার হয়েছে জর্জ ব্রাউন, তারপরও ভাল লাগল রনের। ভাল লাগাটা ব্রাউন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে নয়, মানুষটা অঘোষিত শত্রুতা ভুলে যাওয়ায়। একবার ঘড়িটা দেখে নিয়ে সিদ্ধান্তে এলো ও, কালকে সকালে দেখা করবে লিজার সঙ্গে।

হোটেলে ঢুকল রন ধীর পায়ে। জর্জ ব্রাউনের ক্ষতির খবরটা দিতে হবে নিক হাওয়ার্ডকে।

*

পরদিন সকালে হোটেল থেকে বেরোতেই হালকা-পাতলা এক তরুণ পথ আটকে দাঁড়াল রনের।

'মিস্টার মার্লো? আমার নাম র‍্যান্‌ড্‌ল্ফ। খনিতে কাজ খুঁজছি। কে কতক্ষণ কাজ করল তার হিসেব রাখার জন্যে তোমার তো একজন লোক...'

তরুণকে একপলক দেখল রন। 'কয়েকদিন পর কাজ দিতে পারিব, র‍্যানডল্ফ। আগামী বৃহস্পতিবার যোগাযোগ কোরো।'

পিছন থেকে জিজ্ঞেস করল তরুণ, 'কথাটা কি তা হলে সত্যি যে খনি চালু হবে আবার?'

'নিশ্চয়ই,' উৎফুল্ল স্বরে বলবার চেষ্টা করল রন। মনে মনে বলল, *যেরকম আত্মবিশ্বাস আছে এমন ভঙ্গিতে বললাম কথাটা, সেরকমটা মনের ভেতরে অনুভব করলে ভাল হতো।*

জিং ওয়াঙের দোকানে ওর জন্য অপেক্ষা করছিল ফ্লিন্টস্টোন ফেনটন, রনকে দেখেই চোখে কৌতুক নিয়ে বলল, 'ওই ছেলেগুলো, মিস্টার মার্লো, ওদের আমি আর-আটকে রাখতে পারলাম না। আগেই খনিতে চলে গেল সবাই। বলল, খনির সম্পত্তিতে বাইরের কাউকে কিছুতেই ঢুকতে দেবে না ওরা। তাতে নাকি পরে কষ্ট করে ঘাড় ধরে বের করতে হবে না কাউকে।'

'চলো, আমাদেরও থাকা উচিত ওদের সঙ্গে,' তাড়াতাড়ি বলল রন। 'ক্লিভ হেস্টিংসের জানতে দেরি হবে না যে খনিতে আবার কাজ শুরু করছি আমরা।'

ক্যানিয়নের মেঝে ধরে হাঁটতে হাঁটতে বিন বিল্ডিঙের দোতলায় লিজাকে দেখল রন, মেয়েটার কর্মব্যস্ত সকাল শুরু হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। মাথায় স্কার্ফ পেঁচিয়ে তোয়ালে দিয়ে জানালার কাঁচ মুছছে লিজা। হাত নাড়ল রন। পাল্টা হাত নাড়াল লিজাও, কাজ থামিয়ে দেখল ওকে ফ্লিন্টস্টোন ফেনটনের সঙ্গে খনির দিকে যেতে।

খনিতে ঢুকবার মুখে রন বুঝতে পারল, সেনাবাহিনীতে গেলে একজন দক্ষ সেনাপতি হতে পারত ফ্লিন্টস্টোন ফেনটন।

সুড়ঙ্গের মুখের কাছে ভেজা সকালের ম্লান আলো গায়ে মেখে .৩০- .৩০ রাইফেল হাতে আরাম করে বসে আছে কঠোর চেহারার দুই মাইনার। তাদের হাতের নাগালের মধ্যে দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে আরও দুটো ৩০- ৩০।

ওদের দু'জনের উদ্দেশে মৃদু মাথা দোলাল রন 'মনে হয় না রাইফেল ব্যবহার করতে হবে তোমাদের, তবে হেস্টিংসের কোনও লোক যেন ঢুকতে না পারে, সেদিকে খেয়াল রেখো।'

'পারবে না ঢুকতে,' বলল গার্ডদের একজন। 'একটু আগে হেস্টিংসের দুই হাই-গ্রেডার এসেছিল, হুমকিও দিচ্ছিল, তারপর মেরে ফেলব বলে ভয় দেখাতেই লেজ গুটিয়ে পালিয়েছে।'

ফ্লিন্টস্টোনের সঙ্গে পিছলা পথ পেরিয়ে হেডফ্রেমের দিকে রওনা হলো রন, ওখানে উঠতে উঠতে দেখল মিউল হিলের চুড়োয় মেঘের তলা দিয়ে রশ্মি ছড়াতে শুরু করেছে সূর্য।

হাঁপিয়ে যাওয়ায় মোটাসোটা ফেনটনকে একটু বিশ্রাম দিতে মাঝপথে থামল ও।

ক্যানিয়নের আরও একমাইল সামনে বাঁধের কারণে তৈরি লম্বাটে লেকের শান্ত পানিতে প্রতিফলিত হলো সূর্যের রশ্মি। ফেনটন বলল, 'দু'জন লোক রেখেছি ছ'ঘণ্টা পর পর বাঁধের অবস্থা জানাবার জন্যে। ওই বাঁধটাকে একফোঁটা বিশ্বাস করি না আমি, মিস্টার মার্লো।'

ফ্লিন্টস্টোনের চিন্তিত চেহারা খেয়াল করল রন, তবে এ-ব্যাপারে জিজ্ঞেস করল না আর কিছু।

'যদি ভেঙে যায় বাঁধ, তা হলে খনি আর শহর– দুটোই ভেসে সয়লাব হয়ে যাবে,' একটু পর বলল ফেনটন।

আরও খানিকক্ষণ চড়াই বেয়ে উঠবার পর হয়েস্ট হাউসে পৌঁছে গেল ওরা। ছ'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে ওখানে, দেখল রন। বয়লারে বাষ্প তৈরি হয়ে গেছে।

'বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না আমাদেরকে,' জানাল ফ্লিন্টস্টোন।

হয়েস্ট এঞ্জিনিয়ারের দিকে তাকাল রন, বলল, 'জলদি করুক ওরা। একটা লম্বা ডাক ছাড়ো দেখি।'

হাসিমুখে ল্যানিয়ার্ড ধরে টান দিল হয়েস্ট এঞ্জিনিয়ার, নীরব পাহাড়ি সকালের নিস্তব্ধতা চিরে দিয়ে নীচের মেসা, পিছনের ক্যানিয়ন ভরে উঠল বাষ্পের শিস দেবার তীক্ষ্ণ, একটানা শব্দে।

'আওয়াজটা ওদের জাগিয়ে তুলবে নিশ্চয়ই,' বলল গম্ভীর রন।

চোদ্দো

পাহাড়ে পাহাড়ে শিসের আওয়াজ মিলিয়ে যাবার পনেরো মিনিট পর শহরের দিক থেকে এলো ওরা। সবার আগে ক্লিভ হেস্টিংস, লিউট ফেরিস; তাদের পিছনে প্যাট্রিক টমসন ও চার হাই-গ্রেডার। দলের সঙ্গে যোগ দিতে হন্তদন্ত হয়ে ছুটছে ডেভ বেল ও ম্যাক পিলার।

'হেস্তনেস্ত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে একেবারে,' বিড়বিড় করল ফ্লিন্টস্টোন ফেনটন।

আস্তে করে মাথা দোলাল রন।

হয়েস্টের চারপাশ থেকে চোখের আড়ালে সরে যেতে শুরু করল মাইনাররা। রনকে একা রেখে জং-পড়া বাক্সগুলোর প্রথম সারির পিছনে চলে গেল ফেনটন।

ঢাল বেয়ে উঠে আসছে ক্লিভ হেস্টিংস। বিনা দ্বিধায় অনমনীয় একটা ভঙ্গিতে পার হলো সে ইউনাইটেড ফেডারালের তৈরি ছেঁড়াখোঁড়া বেড়ার বাধা। তার পিছনেই আছে অন্যরা।

মিলের লম্বা, নিচু আকৃতির আড়ালে চলে যাওয়ায় কিছুক্ষণ দেখা গেল না আর কাউকে, তারপর আবার যখন দেখা গেল, ততক্ষণে চলে এসেছে তারা হয়েস্ট হাউসের কোনায়।

ওখানেই থমকে দাঁড়াল হেস্টিংস, বিরাট মাথাটা দুলিয়ে সন্দেহের দৃষ্টিতে ষাঁড়ের মতো তাকাল এদিক ওদিক, কী যেন বলল লিউট ফেরিসকে। তার গলার আওয়াজটা আবছাভাবে শুনতে পেলেও বক্তব্য বুঝতে পারল না রন। ফেরিসের ইশারায়

ছড়িয়ে ছিটিয়ে সরে গেল দুই হাই-গ্রেডার ও প্যাট্রিক টমসন। রনকে বড় একটা ঘেরাওয়ের মধ্যে রেখে আবার এগোল দলটা।

লিউট ফেরিস ও প্যাট্রিক টমসনের কাছে শটগান আছে, দেখল রন। অন্য সবার উরুতে ঝুলছে সিক্সগান। রনের চোখ এড়াল না, দলে লোক কমে গেছে দু'জন। তাদের বোধহয় মিলের ছায়ায়, আড়ালে রেখে এসেছে হেস্টিংস।

সামান্য পরেই হয়েস্ট হাউসের কোনা ঘুরল ডেভ বেল ও ম্যাক পিলার, তাড়াহুড়ো করে এগোল হেস্টিংস ও ফেরিসের সঙ্গে যোগ দিতে। হাঁপানি রোগীর মতো করে ম্যাক পিলারের শ্বাস নেবার আওয়াজটা শোনা গেল স্পষ্ট।

'যেখানে আছো, সেখানেই থামো,' শান্ত স্বরে কর্তৃত্বের সঙ্গে নির্দেশ দিল রন।

বলবার সুরটা এমনই যে, বেপরোয়া ক্লিভ হেস্টিংসও থমকে দাঁড়িয়ে গেল। ঝোপের মতো ঘন ভ্রূ জোড়া উঁচু হলো তার। পিছনে দেখে নিল সে একবার।

অপেক্ষা করছে তার লোকরা, নির্দেশ পেলেই তেড়ে গিয়ে ঘিরে ফেলবে রনকে।

কিন্তু দ্বিধা যেন পেয়ে বসল হেস্টিংসকে। উইঞ্চের পিছন থেকে, হয়েস্ট হাউসের ওপার থেকে, বয়লারের ওপাশ থেকে বিপদের সম্ভাবনা আঁচ করল সে। রন মার্লো সবখানে লোক রেখেছে, মনে মনে বলল হেস্টিংস। তাকাল ডেভ বেল ও ম্যাক পিলারের দিকে। ওই দু'জনের উপস্থিতি একমুহূর্তের জন্য বিস্মিত করল তাকে। মনে মনে খুশিও হলো। ডেভ বেল আর পিলারকে দেখিয়ে দেয়া যাবে খনিটা চালু করবার জন্য তার সঙ্গে মূলধন বিনিয়োগ করতে রাজি হয়ে সামান্যতম ভুল করেনি তারা। সিদ্ধান্তে এলো, এখন নিজের কর্তৃত্ব দেখানোরই সময়।

রনের দিকে ঘুরে দৃঢ়ভঙ্গিতে এক পা সামনে বাড়ল হেস্টিংস, ঘড়ঘড়ে স্বরে বলল, 'রন মার্লো, তোমাকে আদালতের

নিষেধাজ্ঞা দেখানো হয়েছে, যেন এই সম্পত্তিতে আর পা না রাখো। নির্দেশটা অমান্য করেছ তুমি।' লিউট ফেরিসের দিকে ইশারা করল সে। 'ডেপুটি শেরিফ আমাদের ডেকেছে, যাতে এখান থেকে তোমাকে বের করে দিই আমরা।'

লিউট ফেরিস বলে উঠল: 'তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি, রন মার্লো, যদি তুমি বা তোমার কোনও লোক কর্তব্যপালনে আমাদের বাধা দেয়, তা হলে সেটা হবে আইনের অফিসারদের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করা। আইনকে তার নিজস্ব পথে চলতে না দিলে তার শাস্তি কিন্তু গুরুতর।'

আবার রনের দিকে এগোল ক্লিভ হেস্টিংস।

'যেখানে আছো, সেখানেই দাঁড়াও, ক্লিভ,' কড়া গলায় নির্দেশ দিল রন। তারপর গলা নামিয়ে বলল, 'ফেরিস, তুমি আমাকে আদালতের একটা নিষেধাজ্ঞা দেখিয়েছ, সেটা আমি মেনেও নিয়েছি। এবার আমিও তোমাকে কিছু আইনী কাগজ দেখাব।'

ফেরিসের বদলে এগিয়ে এলো ক্লিভ হেস্টিংস। ভাব দেখে মনে হলো রনের নির্দেশটা কানে যায়নি তার।

ঠিক তখনই গায়ে গা ঠেকানো দুটো বক্স কারের মাঝখানে নড়াচড়া দেখা গেল হঠাৎ। বেরিয়ে এলো ফ্লিন্টস্টোন ফেনটনের চওড়া কাঁধ ও বিরাট মাথা। কারবাইনের সাইটের পিছনে ঝকঝক করল তার সাগর-নীল চোখ দুটো।

'মিস্টার মার্লো তোমাকে থামতে বলেছে!' মেঘ ডাকল যেন ফেনটনের গলায়।

ঢাল বেয়ে উঠতে গিয়ে এক পা সামনে বাড়িয়েছিল ক্লিভ হেস্টিংস, ওভাবেই দৌড় দিতে তৈরি দৌড়বিদের মতো বেকায়দা ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। ক্লিক করে কক হলো ফেনটনের কারবাইনটার হ্যামার।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়া হেস্টিংসের পিঠে গুঁতো খেল লিউট

ফেরিস, তবে ভুলেও সরল না ওখান থেকে, দাঁড়িয়ে থাকল মার্শালের বিরাট দেহের আড়ালে। তার ভাব দেখে মনে হলো লুকিয়ে পড়েছে, কিন্তু আসলে পরিষ্কার দেখতে পেল তাকে ফেনটন।

সাবধানে ডানে-বামে তাকাল ক্লিভ হেস্টিংস, বক্স কার দুটোর মাঝখানে ফ্লিন্টস্টোন ফেনটনকে দেখতে পেয়ে ঘুরে তাকাল সে উপরে দাঁড়ানো রনের দিকে। লোকটার দৃষ্টিতে প্রবল ঘৃণা ও জেদ দেখতে পেল রন।

আবার চোখ সরে গেল হেস্টিংসের, শ্যাফটের কালো গহ্বরের দিকে তাকাল, দেখতে পেল রনের দুই গার্ডের মাথা ও কাঁধ। ট্র্যাকের উপর শুয়ে আছে তারা এখন, কাঁধের রাইফেলগুলোর লক্ষ্য সে নিজে।

ক্লিভ হেস্টিংসের বুঝতে দেরি হলো না, ফাঁদে পড়ে গেছে সে। হয় তাকে পিছিয়ে যেতে হবে, অথবা এখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে নিষ্ক্রিয় হয়ে।

'ভাল,' যেন তার মন পড়েই বলল রন, 'ওভাবেই দাঁড়িয়ে থাকো।'

হেস্টিংসের কাঁধের উপর দিয়ে উঁকি দিল লিউট ফেরিস। ডেভ বেল কথা বলে উঠল মিলের কোনা থেকে। উত্তেজনা ভরা নীরবতায় খসখস আওয়াজ তুলল তার কণ্ঠ: 'মার্লো, বোকামি কোরো না। জোর করে খনি দখলে রাখতে পারবে না তুমি, খনি থেকে তামা বের করার কথা বাদই দিলাম। আইন তোমার বিপক্ষে।'

কোনও জবাব দিল না রন।

রাগে শরীর মোচড়াল ডেভ বেল, কিন্তু যেখানে আছে, সেখান থেকে এগোল না, নিচু স্বরে কী যেন বলল ম্যাক পিলারকে।

ক্লিভ হেস্টিংসের কানে ফিসফিস করে দ্রুত কথা বলল

লিউট ফেরিস।

দরদর করে ঘামছে ক্লিভ হেস্টিংস। ফ্লিন্টস্টোন ফেনটনের চোখে সে এমন কিছু দেখেছে, যেটা চিন্তিত করে তুলেছে তাকে। মার্লোর গার্ড দু'জনও তৈরি হয়ে আছে, ভাবভঙ্গি বলে দিচ্ছে গুলি করতে দ্বিধা করবে না একতিল। আর... গুলি ছুঁড়লে তারা খুন করবার জন্যই ছুঁড়বে।

পিছনে নিজের দলের লোকদের নড়তে শুনল হেস্টিংস। 'না! দাঁড়াও!' কর্কশ স্বরে নির্দেশ দিল। হ্যাট ব্যান্ডের তলা থেকে টুপ করে তার কপালে নামল ঘামের একটা বড়সড় ফোঁটা।

মিলের ভিতর থেকে ধাতুর সঙ্গে ধাতু ঘষা খাওয়ার আওয়াজ হলো। *'কিছু করতে নিষেধ করেছি আমি!'* কণ্ঠস্বর কয়েক পর্দা চড়ে গেল হেস্টিংসের।

ক্ষিপ্ত মার্শালের দিক থেকে চোখ সরাল রন। 'ফেরিস, এগিয়ে এসো।'

হোঁচট খেতে খেতে সামনে বাড়ল লিউট ফেরিস, চেহারায় শঙ্কা। তার দিকে তাকিয়ে হাসল রন, পকেট থেকে বের করল কাউন্টি সিট-এর কোর্টহাউস হতে সংগ্রহ করা লোকেশন নোটিসগুলো। ওগুলো দিয়ে ফেরিসের মুখে বাতাস করল ও।

যন্ত্রচালিতের মতো হাত বাড়িয়ে একটা নোটিস নিল লিউট ফেরিস, ওটাতে চোখ বুলিয়ে তাকাল রনের চোখে। তার দৃষ্টিতে উপলব্ধির ছোঁয়া দেখল রন।

নরম গলায় বলল ও, 'বুঝতেই পারছ, তোমরাই আমার সম্পত্তিতে অনধিকার প্রবেশ করেছ, ফেরিস। পুরোনো আমলে খুব কম কম্পানিই প্লেসার ক্লেইম ছাড়া অন্য কোনও ধরনের ক্লেইম ফাইল করত। ইউনাইটেড ফেডারালও তার ব্যতিক্রম ছিল না। ফেডারালের করা প্লেসার ক্লেইমগুলোর ওপর লোড ক্লেইম ফাইল করেছি আমি।'

চুপচাপ হাতে ধরা কাগজটা দেখল লিউট ফেরিস, তারপর নীরবে বাড়িয়ে দিল রনের দিকে। দপদপ করে লাফাতে শুরু করল তার কপালের একপাশের শিরা।

আবারও বলল রন, 'তোমার দেখানো ইনজাংকশন অনুযায়ী আমি বা আমার কোনও লোকের বিরুদ্ধে কিছু করার অধিকার আর নেই তোমার। এখানে তোমাকে চাইছি না আমি। বুঝতেই পারছ, তোমাকে চলে যেতে বলার সমস্ত আইনী অধিকারই আছে আমার।' থামল রন, তারপর বিরতি নিয়ে আবার যখন বলল, ভারী শোনাল ওর কণ্ঠ: 'বেরোও!'

কর্তৃত্বের সমস্ত ছাপ মুহূর্তে বিদায় নিল ক্লিভ হেস্টিংসের চেহারা থেকে, একপলকে যেন ক্ষমতাচ্যুত হয়ে গেছে সে। যদিও পরাজয় ঢেকে রাখতে কর্কশ গলায় বলল, 'ঠিকমত দেখো কাগজগুলো, ফেরিস। ঠকাতে চেষ্টা করছে ও তোমাকে!'

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল লিউট ফেরিস, তারপর মাথা দোলাল। 'ঠকানোই বলতে পারো। তবে আইনসম্মত ভাবে।' ঠোঁট বাঁকা করে রনের দিকে চেয়ে হাসল সে। 'খেলাটা আমিও জানি, মার্লো। এ-খেলায় আমাকে হারানো খুব কঠিন হবে তোমার পক্ষে।' স্খলিত পায়ে হেস্টিংসের কাছে হেঁটে গেল ফেরিস, নিচু স্বরে বলল, 'চলো, ক্লিভ, পরে অন্য কোনও সময় আবার আসব আমরা।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত দু'দিকে দুলল ক্লিভ হেস্টিংসের মন। রাগ ও হতাশায় গাল দুটো লাল হয়ে উঠল তার। কিন্তু শেষপর্যন্ত বুদ্ধি হারিয়ে বেসামাল কিছু করল না সে, লিউট ফেরিস বাহুতে হাত রেখে টানতেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল, ফিরতি পথ ধরল।

হেস্টিংস ও লিউট ফেরিস এগোনোয় সরু পথটা থেকে সরে দাঁড়াল ডেভ বেল ও ম্যাক পিলার। উকিলের পিছু নিল হাই-গ্রেডাররা।

সবাই তারা মিল পেরিয়ে যাবার পর ডেভ বেল বলল, 'এখানে আমি কারও পক্ষ নিয়ে আসিনি, রন। বলতে দ্বিধা নেই, কোন্ পক্ষ জেতে সেটা দেখার জন্যে অপেক্ষা করছি। ব্যবসায়ী মানুষ আমি, কাজেই যারা জিতবে, তাদের কাছে বিনিয়োগ করব আমি আমার টাকা।'

'তাড়াতাড়ি মনস্থির করে নিলেই ভাল করবে,' বলল রন। 'বেশি দেরি করে ফেলতে পারো শেষে লোভ করে।'

রক্ত সরে গেল ডেভ বেলের মুখ থেকে, কোনও জবাব দিল না। সামান্য ইতস্তত করে ম্যাক পিলারকে ইশারা করে ফিরতি পথ ধরল সে-ও।

বক্স কারগুলোর আড়াল থেকে রনের পাশে এসে দাঁড়াল ফ্লিন্টস্টোন ফেনটন। নীচ থেকে চলে এলো দুই গার্ড। হয়েস্ট হাউসের আশপাশ থেকে অন্যান্যদের চলে আসতেও দেরি হলো না।

ফেনটন বলল, 'এই একবার ওদের ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে দেখলাম। ভাল লাগল।'

শান্ত স্বরে বলল রন, 'একবার ফিরিয়ে দিতে পেরেছি, এবার চেষ্টা করতে হবে, যাতে সবসময়ের জন্যে দূরে সরিয়ে রাখতে পারি ওদের।'

'সেজন্যে কোনও পরিকল্পনা করেছ, মিস্টার মার্লো?'

'বলতে পারো। তোমার কথা থেকেই একটা চিন্তা মাথায় এসেছে আমার।' সরু পথ ধরে নামতে শুরু করল রন বিস্তারিত কিছু ব্যাখ্যা না করেই।

পিছন থেকে ফেনটন বলল, 'তুমি যদি শহরে যাও, তা হলে ভুলেও কোনও অন্ধকার গলির দিকে পিঠ দিয়ো না, মিস্টার মার্লো। ওই হাই-গ্রেডারদের সামনে পোড়ো না যেন। নীচ ছোটলোক ওরা।'

'সেটা আমি হাড়ে হাড়ে জেনেছি,' বলল রন। নেমে যাবার

গতি দ্রুত হলো ওর।

টিলা থেকে ও অর্ধেক নামতেই আবার শুরু হলো বৃষ্টি। আকাশ দু'ফাঁক করে পানি ঢালছে যেন কেউ। খনির ঘর-বাড়ির টিনের চালে ঝমঝম শব্দ তুলল বড় বড় ফোঁটা। মিলের শেষপ্রান্তে পৌঁছে দু'জন লোককে দ্রুত পায়ে চলে যেতে দেখল রন। আন্দাজ করল, ওরা ক্লিভ হেস্টিংসের দলের অবশিষ্ট দুই হাই-গ্রেডার। হেস্টিংস যখন বাড়াবাড়ি করতে চাইল, তখন লুকিয়ে ছিল এরা মিলের ভিতর।

মিলের মাঝ দিয়ে বয়ে আসা বাতাসে একটা গন্ধ পেল রন। তারপর ওর কানে এলো পড়্-পড়্ আওয়াজটা।

ওদিকে তাকাল রন। লোহার একটা ট্যাঙ্কের কালো পটভূমিতে আগুনের লাল আভা চোখে পড়ল ওর এবার। দ্রুত পায়ে মিলের ভিতরে ঢুকল ও, তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে একগাদা ড্রিলে পা বেধে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল হঠাৎ। শরীরটা গড়িয়ে গেল একটা টেবিলের তলায়। আগুনটা ওখানেই জ্বলছে। সলতের আগুন, ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে ডিনামাইটের বান্ডিলের দিকে।

সলতে ধরে টেনে খুলতে গিয়ে হাতে ফোস্কা পড়ে গেল রনের। ওটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল ও, পায়ের তলায় ফেলে ব্যস্ত হয়ে নেভাতে চেষ্টা করল। কাজটা শেষ করে সাবধানে ডিনামাইটের বান্ডিলের ক্যাপ খুলে নিল।

প্রাচীন একটা ওক গাছে গুঁড়ির উপরে পড়ে থাকা লোহার পাতে পেঁচিয়ে রাখা হয়েছিল ডিনামাইট চার্জ। ক্লিভ হেস্টিংসের পরিকল্পনা কী ছিল বুঝতে বেগ পেতে হলো না ওকে। লোকটা এমন জায়গায় ডিনামাইট বসিয়েছে যে, ক্ষতি খুব সামান্যই হবে। হেস্টিংস আশা করেছে, বিস্ফোরণটা মাইনারদের সবার মনোযোগ অন্যদিকে সরিয়ে দেবে, আর সেই সুযোগে রনকে অপ্রস্তুত অবস্থায় বাগে পাবে সে। বিস্ফোরণ ঘটলে লোহার

পাতটা কামানের গোলার মতো ছিটকে টিনের ছাদ ভেদ করে বেরিয়ে যেত, আওয়াজ হতো প্রচণ্ড।

ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাবার সময় হেস্টিংসই যে চার্জটা বসানোর নির্দেশ দিয়েছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই রনের। এ-ধরনের নোংরা প্রতিহিংসামূলক কূটকৌশল হেস্টিংসের মতো নীচ লোকের পক্ষে স্বাভাবিক।

খনিটার অধিকার ফিরে পাবার জন্য এবার উঠে-পড়ে লাগবে ক্লিভ হেস্টিংস।

টিলা বেয়ে নীচে নামবার সময় রনের উরুতে চাপড় মারল সিক্সগানটা। হাত দিয়ে ওটা চেপে রাখল ও, মাথায় চিন্তা এলো: হয়তো এটাই একমাত্র জিনিস, যেটা ঠেকিয়ে দেবে ক্লিভ হেস্টিংসকে।

বিপদের জন্য তৈরি হয়ে রেল-রাস্তায় চলে এলো ও, তবে হেস্টিংস বা ফেরিসকে দেখতে পেল না কোথাও। দোকানে পৌঁছে গেছে ডেভ বেল, বারান্দায় দাঁড়িয়ে জর্জ ব্রাউনের সঙ্গে কথা বলছে। হাওয়ার্ডস হোটেল পেরিয়ে নিজের দোকানের দিকে চলেছে ম্যাক পিলার।

ডেভ বেলের স্টোর পাশ কাটানোর সময় বারান্দা থেকে নেমে এসে রনকে ডাকল জর্জ ব্রাউন। বুড়ো টমসনকে ক্লান্ত ভঙ্গিতে সেতু পেরিয়ে আসতে দেখল রন, ব্রাউনের আগে তার সঙ্গেই কথা বলল ও।

'প্যাট্রিককে খুঁজছি আমি, মিস্টার টমসন।'

'আমিও খুঁজছি,' জানাল টমসন, কৌতূহলের সঙ্গে রনকে দেখল। 'কীজন্যে খুঁজছ ওকে?'

জিমি টমসনের চোখে ভীতি জাগতে দেখল রন। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ও। বলল, 'ওর কাছে আমি জানতে চাইব যে-রাতে বুলেট ট্রেইনে ডাকাতি হলো, সে-রাতে কোথায় ছিল ও।' পাশ কাটাল রন জিমি টমসনকে, শুনতে পেল বৃদ্ধের চমকে শ্বাস

নেবার আওয়াজ।

হয়তো অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ছে ও, ভাবল রন, তবে এমনও হতে পারে, ঢিলটা জায়গামত লাগবে, ভয়ে লুকিয়ে পড়বে শেয়ালের দল। লুকাতে হলে নড়তে হবে তাদের। ঘাপটি মেরে বসে থাকা শিকারের চেয়ে চলে ফিরে বেড়ানো শিকার চোখে পড়ে সহজে। জিমি টমসনের কথা ভেবে দুঃখ বোধ করল মনে।

রানিং আয়ার্নের ব্যাট উইং ঠেলে হনহন করে ভিতরে ঢুকে পড়ল ও। সেলুনে ব্লেক ও চুপচুপে ভেজা দু'জন কাস্টমার ছাড়া আর কেউ নেই। লোক দু'জন হুইস্কিতে চুমুক দিচ্ছে, ব্লেক দাঁড়িয়ে আছে বার-এর পিছনে, কাপড় দিয়ে কাউন্টার মুছছে।

রনকে দেখে চোখের দৃষ্টি শীতল হয়ে উঠল সেলুন-মালিকের, নতুন উদ্যমে বার কাউন্টার মুছতে শুরু করল সে।

তার ঠিক সামনে গিয়ে দাঁড়াল রন, কড়া গলায় বলল, 'প্যাট্রিককে খুঁজছি আমি।'

রূঢ় আচরণ মোকাবিলা করে এতো অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে ব্লেক যে, বিন্দুমাত্র ভড়কাল না সে। ত্যাড়া স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'ভাবছ আমি জানি ও কোথায় আছে?'

'ওর কাছে হুইস্কি বিক্রি করছ তুমি।'

'বিক্রি করব না সেটা কখনও ভাবিনি। হুইস্কি বিক্রি করাই আমার পেশা।'

খপ করে মোটাসোটা ব্লেকের শার্টের কলার চেপে ধরল রন, এক টানে তাকে নিয়ে এলো সামনে, ব্লেকের মুখের কাছে মুখটা নিয়ে গিয়ে বলল, 'প্যাট্রিক টমসন কোথায়?'

'ছাড়ো!' ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বলল ব্লেক। মুখটা তার বেগুনী হয়ে গেল রাগে। শ্বাস নিতে শুরু করল দ্রুত। ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল, 'জানলেও তোমাকে বলতাম না ও কোথায়!'

বিরাট একটা হাত ছুটে গেল রনের কাঁধের উপর দিয়ে, পাকানো মুঠোটা আছড়ে পড়ল ব্লেকের মুখে। ঘুসিটা এতো

জোরাল যে পিছিয়ে গেল ব্লেক। রনের হাতে রয়ে গেল তার ছেঁড়া শার্টের অংশ। পিছনের বার-এ গিয়ে জোরে ধাক্কা খেল ব্লেক, সঙ্গে সঙ্গে তার চারপাশে ঝনঝন করে পড়তে শুরু করল গ্লাস-বোতল।

হঠাৎ করে রনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে জর্জ ব্রাউন। কড়া গলায় সে বলল, 'মিস্টার মার্লো কোনও প্রশ্ন করলে সেটার জবাব দেবে তুমি, ব্লেক। সে যদি জবাব না-ও পায়, আমি কিন্তু পাব।'

ব্রাউনের আকস্মিক খেপে ওঠা বোকা বানিয়ে দিল ব্লেককে, কাঁপা হাতে ঠোঁট মুছল সে, ম্রিয়মান কণ্ঠে বলল, 'জানি না ও কোথায়। আধঘণ্টা আগে এখানেই ছিল।'

রনের দিকে ফিরল ব্রাউন। 'যতবার ডেভ বেলের সঙ্গে দেখা হচ্ছে, ততবার বুঝতে পারছি কতবড় হাঁদা ছিলাম আমি। চলো, টমসনকে খুঁজতে আমিও যাব তোমার সঙ্গে।'

জর্জ ব্রাউনের অস্বস্তিটা উপলব্ধি করল রন। ভুল করে ওকে আক্রমণ করে বসে এখন পস্তাচ্ছে লোকটা, যেভাবে পারে ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করছে। রানশারের প্রতি সামান্যতম কোনও রাগ বা ক্ষোভ যদি ওর মনে থেকেও থাকে, আন্তরিক আচরণ পেয়ে দূর হয়ে গেল সেটা।

'তুমি সঙ্গে এলে খুশি হবো,' বলল রন।

প্যাট্রিক টমসনকে খুঁজতে বেশিদূর যেতে হলো না দু'জনকে, কিন্তু বিকেলের আগে পাওয়া গেল না মাতাল লোকটাকে। দুপুরে বারকয়েক জিং ওয়াঙের রেস্টুরেন্টে প্যাট্রিককে খুঁজেও পেল না ওরা। রেস্টুরেন্টে আজ আসেইনি প্যাট্রিক টমসন। কয়েকবার মেইমির ওখানেও গেল রন ও ব্রাউন, ওদের কাটা-কাটা কথায় রেগে গিয়ে অভিশাপ দিল মেয়েরা। তবে শেষবার ওখানে গিয়ে যাকে খুঁজছিল, তার হদিশ পেল ওরা।

মেইমি রনকে বলল, 'তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে তোমাকে বলেছিলাম আমার একটা মেয়ের প্রতি দুর্বল ও? ওই মেয়ে প্যাট্রিককে নিজের ঘরে লুকিয়ে রেখেছিল। কিন্তু জিমি টমসন জানত ও কোথায় থাকবে, এই তো মিনিট পনেরো আগে ছেলেকে ধরে নিয়ে গেছে সে। খবরটা তোমাকে জানাতে এখনই বেরোচ্ছিলাম আমি।'

দেরি না করে ব্রেকম্যানের হোটেলের পিছন দিয়ে বেরিয়ে এলো রন ও ব্রাউন, হোগানের গলিতে ঢুকে খালি প্লটগুলো আড়াআড়ি পার হয়ে মিনিট পাঁচেকের মধ্যে পৌঁছে গেল বুড়ো টমসনের বাড়ির দরজায়।

টোকার জবাবে বুড়ো টমসন এলো দরজা খুলতে, রনকে দেখেই বলল, 'খুঁজে পেলাম না প্যাট্রিককে বেরিয়ে এসে দরজাটায় তালা মেরে দিল সে। 'ডিপোতে যেতে হচ্ছে, এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে আমার,' বলে হাঁটা ধরল বুড়ো একবারও পিছনে না তাকিয়ে। বৃদ্ধের জন্য আবারও দুঃখ হলো রনের। মানুষটা খুব কাঁচা মিথ্যুক।

ব্রাউনকে নিয়ে বাড়ির পাশে চলে এলো ও, কান পেতে শুনতে চেষ্টা করল এমন কোনও শব্দ, যেটা প্রমাণ করে দেবে বাড়ির ভিতরেই আছে প্যাট্রিক। তারপর প্যাট্রিককে দেখতে পেল ও, পিছনের উঠানে বেরিয়ে চুপিচুপি ঘোড়া রাখবার ছোট করালটার দিকে যাচ্ছে সে।

এ-ক'দিনে জমে ওঠা রাগ-ক্ষোভ-হতাশা চেপে রেখেছিল রন অনেক কষ্টে, আজকে প্যাট্রিক টমসনকে দেখে ওর সমস্ত অনুভূতি আটকে রাখবার শক্ত বর্মটা ভেঙে গেল হঠাৎ। বাড়ির কোনা ঘুরেই ছুটতে শুরু করল রন, চোখের পলকে পেরিয়ে গেল উঠান, তারপর ক্ষিপ্ত বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল প্যাট্রিক টমসনের উপর।

গোটা ব্যাপারটা এতো দ্রুত ঘটে গেল যে, পিছনে ছুটন্ত

পায়ের আওয়াজ পেয়েও ঘুরে দাঁড়িয়ে অস্ত্র বের করতে পারল না যুবক টমসন। রনের ধাক্কা সামলাতে না পেরে করালের বেড়ার সঙ্গে গিয়ে বাড়ি খেল সে, দু'ভাঁজ হয়ে গেল পেটের ব্যথায়।

একলাফে তার কাছে চলে গেল রন, টান দিয়ে বের করে ফেলে দিল টমসনের সিক্সগান, কলার ধরে হ্যাঁচকা টানে লোকটাকে সিধে করে ঘোরাল নিজের দিকে, তারপর ডানহাতে ঘুসি ছুঁড়ল চিবুক লক্ষ্য করে। করালের বেড়ার সঙ্গে বাড়ি খেল টমসন, তারপর বসে পড়ল পায়ে জোর না পেয়ে।

'সাবধান, মেরে ফেলো না আবার!' রনের পিছন থেকে তাড়াতাড়ি বলল জর্জ ব্রাউন।

ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল টমসন, এক হাতে মুখ আড়াল করতে চাইল। মনে করেছে আবারও তাকে ঘুসি মারবে রন মার্লো।

নিজেকে সামলে নিল রন। প্যাট্রিক টমসন যদি গোপন কিছু জেনে থাকে, তা হলে হয়তো বলে দেবে ভয়ে। সেটাই চায় ও, টমসন মার খেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলে উদ্দেশ্য পূরণ হবে না ওর।

ধীর গলায় বলল ও, 'তোমার বদলে আমাকে মারা হয়েছিল, প্যাট্রিক। রানশার ম্যাকের মাথায় বাড়ি দিয়ে অজ্ঞান করে তার মানিব্যাগের সমস্ত টাকা ছিনতাই করেছিলে তুমি। ...টাকাগুলো কোথায়?'

হাঁ হয়ে গেল প্যাট্রিক টমসন, জবাবে বলল না কিছু।

এক পা সামনে বাড়ল রন।

জর্জ ব্রাউন বলল, 'মার্লো, আমার হাতে ছেড়ে দাও ওকে!' থমথম করছে রানশারের চেহারা।

ঘামে ভিজে গেল প্যাট্রিক টমসনের ভ্রূ। কাঁপা গলায় সে বলল, 'হেস্টিংস ...মার্শাল নিয়ে নিয়েছে সব টাকা।'

নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল ব্রাউন, 'মার্লো, এসব কি তুমি আগেই জানতে?'

'জানছি এখন– আরও অনেককিছু জানব,' জবাব দিল রন।

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল জর্জ ব্রাউন, কোমর থেকে বেল্ট খুলে ফেলল। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'হারামজাদার বাপের নাম ভুলিয়ে দেব আমি চাবকে। ওর বাপ যদি ঠিকমত চাবকাত, তা হলে আজ এভাবে পচে যেতে পারত না কুকুরটা।' প্যাট্রিক টমসনকে দেখল সে জ্বলন্ত চোখে। 'আমি মনের সুখে পিটিয়ে নেবার পর যখন সুস্থ হতে পারবে, পিস্তল ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে যাবে তুমি, আর কখনও ফিরবে না। যদি ফেরো, নিজের হাতে খুন করব তোমাকে আমি।'

'একটু দাঁড়াও,' মারমুখী রানশারকে বলল রন, 'আরও কিছু বলার আছে ওর।' টমসনকে নড়িয়ে দিতে খানিক চেয়ে থাকল ও একদৃষ্টিতে, তারপর বলল, 'মুখ ছোটাও, প্যাট্রিক। তোমাকে বলতে হবে যে-রাতে কর্নেল খুন হলো, সে-রাতে কোথায় ছিলে তুমি।'

ফাঁদে পড়া ছোট জন্তুর মতো ভীতচকিত অস্ফুট একটা শব্দ বেরিয়ে এলো প্যাট্রিক টমসনের হাঁ করা মুখ থেকে। বামদিকের কশা বেয়ে নামল লালার ধারা। মুখের সামনে একহাত তুলে হড়বড় করে বলে উঠল সে, 'ও-ব্যাপারে কিছু জানি না আমি। ঈশ্বরের শপথ, কিছু জানি না।'

এক ঝটকায় সিক্সগান বের করল রন।

বিমূঢ় বিস্ময় নিয়ে অস্ত্রটার দিকে তাকাল প্যাট্রিক টমসন।

'কী করবে ভাবছ, মার্লো?' খানিকটা সতর্কতার সুরে জিজ্ঞেস করল জর্জ ব্রাউন।

ভারী সিক্সগানটা ঘুরিয়ে প্যাট্রিক টমসনের হাতে মারল রন। কোনাকুনি মেরেছে, ফলে বাড়ি খেয়ে সরে গেল হাত, মাথার পাশে আঘাত করল অস্ত্রটার নল। বিবশ হয়ে গেল টমসন, হাঁটুতে জোর হারিয়ে লড়বড় করতে শুরু করল। দু'পাশে ঝুলে পড়ল হাত, প্রতিরোধের সমস্ত ক্ষমতা হারিয়ে কাতর মুখোভঙ্গি

করল। নীরবে ক্ষমাপ্রার্থনা করছে।

এতোটা দূর এগিয়ে আর ফিরে আসবার কোনও পথ নেই, টের পেল রন। বারবার সিক্সগানের নল নামিয়ে আনল ও টমসনের মাথায়, মুখে, হাতে। মাপা আঘাত করছে, কোনও একটা আঘাতে মারাত্মক আহত হবে না লোকটা, তবে ব্যথা পাবে প্রচণ্ড।

নিচু স্বরে গোঙাতে শুরু করল প্যাট্রিক টমসন, বারবার ক্ষমাপ্রার্থনা করল। তারপর দু'মিনিট পেরোবার আগেই গোঙানো থামিয়ে ধীর, অথচ নিশ্চিত মৃত্যুর ভয়ে গলা ছেড়ে চিৎকার করে উঠল সে।

থামল না রন, আরও কয়েকবার বাড়ি দিল অস্ত্রটা ঘুরিয়ে।

পাশ থেকে চাপা কণ্ঠে বলে উঠল জর্জ ব্রাউন: 'মার্লো, খুন করে ফেলছ তো ওকে!'

'করলে ক্ষতি কী? মার্শল্যান্ডকে গুলি করেছে ও।' কর্কশ শোনাল রনের গলা, তবে নিজেকে সামলে নিয়ে পিছিয়ে দাঁড়াল একটু।

করাল পরিষ্কার করে বাইরে ফেলে রাখা ঘোড়ার কাঁচা নাদির উপর ধপ করে বসে পড়ল প্যাট্রিক টমসন, তারপর সারা গায়ে ওই জিনিস মাখিয়ে শুয়ে পড়ে শরীর মোচড়াতে লাগল ব্যথায়। তারই ফাঁকে দু'হাতে মাথা ঢাকবার চেষ্টা করছে মারের ভয়ে।

টমসনের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে সিক্সগানটা হোলস্টারে ভরল রন, তারপর উবু হয়ে কলার ধরে টান দিয়ে তুলল লোকটাকে, ঠেস দিয়ে বসিয়ে দিল করালের বেড়ার গায়ে। হাত দুটো একসঙ্গে বেঁধে বেড়ার উপরের কাঠের ওপাশ দিয়ে ঘুরিয়ে আনল দড়ি, তারপর দড়িতে টান দিয়ে টমসনকে দাঁড়াতে বাধ্য করে কড়া গলায় বলল, 'দাঁড়াও!'

হাতে প্রচণ্ড টান পড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে চেষ্টা করল টমসন, পাঁড় মাতালের মতো এদিক-ওদিক দুলতে শুরু করল তার

মাথা।

শীতল ক্রোধ নিয়ে তাকে দেখল রন; জিজ্ঞেস করল, সে খুন করেছে কি না কর্নেল মার্শল্যান্ডকে।

টমসন যেই না-সূচক মাথা নাড়ল, রন বুঝতে পারল, কাজ হচ্ছে ওর নিষ্ঠুর জিজ্ঞাসাবাদে।

গোটা চারেক জোরাল চড় খাওয়ার পর দু'বার ঠোঁট ফাঁক করল প্যাট্রিক টমসন, কিন্তু কথা বলতে পারল না। বারকয়েক মাথা নাড়ল। বোঝাতে চাইল, গুলি করেনি সে মার্শল্যান্ডকে।

তৃতীয়বারের চেষ্টায় শেষপর্যন্ত বলতে পারল কথাটা। উঠানের নীরবতায় স্পষ্ট শোনা গেল তার বক্তব্য: 'ক্লিভ হেস্টিংস গুলি করেছে কর্নেলকে!'

পনেরো

করালের বেড়ার গায়ে প্রায় ঝুলে আছে প্যাট্রিক টমসন। লোকটার দিকে তাকিয়ে তিক্ত অনুভূতি হলো রনের। ঠোঁটের দু'কোণ বেঁকে গেল ওর

ওর পাশে কাঁপা কাঁপা শ্বাস ছাড়ল জর্জ ব্রাউন, ফ্যাঁসফেঁসে স্বরে বলল, 'বিরাট একটা বোঝা বুকে বয়ে বেড়াচ্ছিলে তুমি, মার্লো।'

সরে গিয়ে ঘোড়ার পানি খাওয়ার চৌবাচ্চা থেকে টিনের মগ ভরে পানি তুলল রন, তারপর ফিরে এসে পানিটা ছুঁড়ে দিল প্যাট্রিক টমসনের মুখে। আসলে চিন্তা করবার জন্য সময় দরকার ওর। একটু পরে বলল, 'জর্জ, ডক ব্রায়ারকে খুঁজে

আনো। ডেভ বেল, ম্যাক পিলার আর নিক হাওয়ার্ডকেও নিয়ে এসো। আমি চাই ওরা শুনুক প্যাট্রিকের বক্তব্য।' এক মুহূর্ত চিন্তা করল ও, তারপর বলল, 'বিনের বিল্ডিঙে থাকব আমরা।'

জর্জ ব্রাউন সতর্ক করবার সুরে বলল, 'টমসনের কাছে এমন সব তথ্য আছে, যেগুলো প্রকাশ পাক তা চায় না কেউ কেউ।'

ক্ষত-বিক্ষত মুখে হাত বোলাল প্যাট্রিক টমসন, ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেল তার চেহারা। হাত দুটো চোখের সামনে এনে বোকার মতো তাকাল, যেন বুঝতে পারছে না অত রক্ত কোথা থেকে এলো।

'কোনও সমস্যা হবে না আমার,' দৃঢ় স্বরে বলল রন।

ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্রুতপায়ে চলে গেল রানশার।

দড়ি খুলে প্যাট্রিক টমসনকে সামনে নিয়ে বিনের বিল্ডিঙের দিকে এগোল রন, পার হলো একটার পর একটা বাড়ির পিছনের অন্ধকার, ফাঁকা উঠান। পথ চিনতে অসুবিধে হলো না কোনও, শৈশব থেকে শহরের এদিকটা ওর ভালমত চেনা। এখানেই ওর শিকড়। রানিং আয়ার্নের পিছন দিয়ে হোগানের গলি থেকে বের হলো ও, অ্যাসা জোন্সের পরিত্যক্ত স্যাডল-শপ পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এলো ক্যানিয়নে, বিনের দালানের চেয়ে খানিকটা উপরে।

ক্যানিয়নের নীচের দিকে তাকিয়ে একশো গজ দূরে সেতু পার হতে দেখল ও ক্লিভ হেস্টিংসকে। আশপাশের বাড়ির লণ্ঠনের আভায় বিশাল দেখাল লোকটাকে।

ক্রীকের তীর ধরে ঠেলা দিয়ে প্যাট্রিক টমসনকে সামনে বাড়াল রন, একটু পরে ক্রীকে নেমে কাদা-পানি ভেঙে ওপারে উঠতে এগোল। ওরা মাঝ-ক্রীকে থাকতে ঘুরে দাঁড়িয়ে ক্রীকের উজানের দিকে তাকাল ক্লিভ হেস্টিংস।

পিঠে সিক্সগানের গুঁতো দিয়ে টমসনকে পাড় বেয়ে উঠতে বাধ্য করল রন, বিনের দালানে ঢুকল ক্যানিয়ন পার হয়ে।

কাজ গুছিয়ে বেরিয়ে আসবার জন্য তৈরি হচ্ছিল লিজা, বন্দিসহ রনের সঙ্গে ছোট্ট রিসেপশন ঘরে দেখা হয়ে গেল ওর। রন ও টমসনের কাপড় থেকে নতুন কার্পেটে কাদা-পানি ঝরে পড়তে দেখে রেগে উঠেছিল লিজা, কিন্তু রাগটা সামলে নিল দ্রুত। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত প্যাট্রিক টমসনের বিকৃত চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকল মেয়েটা, তারপর তাকাল রনের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মুখের দিকে। কিছু বুঝছে না বোঝাতে মাথা নাড়ল দু'পাশে।

'ওকে আটকে রাখার জন্যে একটা ঘর দরকার,' লিজাকে বলল রন। 'ডক ব্রায়ার আসছে। টমসনের জন্যে পরিষ্কার কাপড় আর গরম পানি লাগবে।'

ডানদিকের একটা ঘরের দিকে মাথা কাত করে দেখাল লিজা, ঘুরে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে গেল পিছনের দরজা দিয়ে।

লিজার দেখানো ঘরটার ভিতরে ধাক্কা দিয়ে প্যাট্রিক টমসনকে ঢোকাল রন, লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে জানালায় দাঁড়িয়ে বাইরে তাকাল। সামনের জায়গাটা বিনের দালান ও বিল ট্রেইসির বাড়ির মাঝখানে ডেভ বেলের সিমেন্টের সেই চত্বর, যেটা মাইনারকে তাঁবু গাড়তে ভাড়া দিয়েছিল ডেভ বেল।।

'বসে অপেক্ষা করো এখানে।' লণ্ঠন জ্বেলে নির্দেশ দিল রন। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে চেষ্টা করল এবার। কী করবে তার পরিকল্পনা দাঁড় করাতে হবে। বুড়ো টার্নারের কাছ থেকে যে শিক্ষা ও পেয়েছে, সেটা মনে পড়ল। টার্নারের মতো বড়লোকও ন্যায়ের বিপক্ষে গিয়ে জিততে পারেনি। মনে মনে বলল রন, 'এখন আইনের এদিকে থেকেই হেস্টিংসকে বাগে পাওয়া সম্ভব।'

ক্যানিয়ন থেকে ভেসে আসা ডেভ বেলের আপত্তিসূচক কথার আওয়াজ শুনতে পেল রন। জড়ানো গলায় কী যেন বলছে ডক ব্রায়ার। তাদের দু'জনের কথা ছাপিয়ে উঠছে জর্জ ব্রাউনের উত্তেজিত কণ্ঠ। ভারী পদশব্দ তুলে দালানের ভিতরে ঢুকল

তিনজন। খালি ঘরগুলোয় প্রতিধ্বনিত হলো সেই আওয়াজ।

দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকল রন, 'এখানে!'

'ব্যাপার কী?' এগিয়ে এসে বিরক্ত সুরে জিজ্ঞেস করল ডেভ বেল। 'জর্জ বলল তোমার নাকি কী দেখানোর আছে আমাদের? ব্রায়ারের প্রয়োজন পড়ল কেন আবার? আহত হয়েছে কেউ?'

প্রশ্নটার জবাব দিল না রন, একপাশে সরে দাঁড়াল সবাইকে দরজা দিয়ে ঢুকতে দেবার জন্য। 'প্যাট্রিক টমসন আছে এখানে।'

রোগীর চেহারার দুরবস্থা দেখে চিকিৎসা করতে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে এগিয়ে গেল ডক ব্রায়ার। তখনই তোয়ালে আর ধোঁয়া-ওঠা গরম পানি-ভর্তি বালতি নিয়ে চলে এলো লিজা। শার্টের হাতা গুটিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ব্রায়ার। ব্যথা পেয়ে অভিশাপ দিতে শুরু করল প্যাট্রিক টমসন। বিরক্তির সঙ্গে ডাক্তারকে সাহায্য করল লিজা।

'আরেকবার বলো, টমসন,' বলল গম্ভীর রন।

লিজার প্রতিটি নড়াচড়া খেয়াল করছে প্যাট্রিক, মেয়েটার উপস্থিতি যেন সাহস ও শক্তি জোগাল তাকে। তারপরও কথা শুরু করতে গিয়ে উপযুক্ত শব্দ খুঁজে পেল না।

'কর্নেলের ব্রিফকেসটা কোথায়?' সূত্র ধরিয়ে দিল রন।

'হেস্টিংসের কাছে,' জবাব দিল টমসন। তার আড়ষ্ট গলার কথাটা হঠাৎ করেই অন্যদের চোখ খুলে দিল যেন। এবার দ্রুত একনাগাড়ে বলে গেল টমসন কীভাবে কী ঘটেছে। এতোই দ্রুত যে, বোঝা কঠিন হয়ে দাঁড়াল।

'আস্তে বলো, প্যাট্রিক,' বলল বিরক্ত ডেভ বেল। 'কী বলছ বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে।'

হাওয়ার্ড ও পিলার পাশ থেকে তাকাল ডেভ বেলের দিকে। প্যাট্রিক টমসনকে একদৃষ্টিতে দেখছে জর্জ ব্রাউন ব্রায়ার ও লিজা ব্যস্ত হয়ে আছে আহত লোকটার ক্ষত পরিচর্যায়। শুধু

রনের চোখে পড়ল লণ্ঠনের আলোর আওতার শেষপ্রান্তে জানালার ওপাশে ঝাপসা মুখটা। শুধু রনই দেখল ঝুরঝুর করে ভেঙে ঝরে পড়ছে জানালাটার কাঁচ, তারপর রিভলভারের নল থেকে বিচ্ছুরিত অগ্নিশিখা। ঘরের ভিতর গুলির আওয়াজটা হলো কানফাটানো। শব্দের প্রচণ্ডতায় ছাদ ও দেয়াল থেকে খসে পড়ল পুরোনো, আলগা রং।

চেয়ারে ঝাঁকি খেল প্যাট্রিক টমসন, মুখ বিকৃত করল তীব্র ব্যথায়, তারপর শিথিল হয়ে গেল তার দেহ।

হতভম্ব ব্রায়ার তখনও রক্তমাখা কাপড় হাতে ঝুঁকে থাকল টমসনের উপর। স্বাভাবিক সতর্কতা থেকে এক ঝটকায় দূরে সরে গেল লিজা। সিক্সগানটা বের করেই জানালার আরেকপাশ লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল রন। দ্বিতীয়বারের মতো গর্জন ছাড়ল অজ্ঞাত আততায়ীর রিভলভার।

একটুর জন্য রনের গায়ে বিঁধল না বুলেট, ম্যাক পিলারের আধফুট দূরে দরজার চৌকাঠে নাক গাঁথল গুলি। ঝরঝর করে কাঠের কুচি পড়ল পিলারের সারা গায়ে। আততায়ীর গুলির জবাব দিল রন। জানালার অবশিষ্ট কাঁচ ভেঙে পড়ল ওর গুলির আঘাতে। শরীরটা গড়িয়ে দিয়ে জানালার পাশে উঠে দাঁড়াল ও, গুলি করবার জন্য তৈরি।

রনের পিছন থেকে এক ফুঁয়ে লণ্ঠনটা নিভিয়ে দিল লিজা।

প্রায়ান্ধকার সিমেন্টের চাতালে কারও ছুটবার আওয়াজ শুনতে পেল সবাই।

জানালার পাশ থেকে স্বল্প আভায় বিছানার পাশে দাঁড়ানো ম্যাক পিলারের ফ্যাকাসে চেহারা আবছাভাবে দেখতে পেল রন। ডক ব্রায়ার ও লিজাকে প্যাট্রিক টমসনের শিথিল দেহ মেঝেতে নামিয়ে রাখতে সাহায্য করছে স্থিরমস্তিষ্ক নিক হাওয়ার্ড। ঘরের মাঝখানে অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে ডেভ বেল। দ্রুত কয়েক পা এগিয়ে রনের পাশে এসে দাঁড়াল জর্জ ব্রাউন, শত্রুকে

মোকাবিলা করতে সিক্সগান বের করে ফেলেছে সে ইতিমধ্যে।

থমথমে নীরবতায় প্যাট্রিক টমসনের ফ্যাসফেঁসে, দুর্বল কণ্ঠ শুনতে পেল রন। দ্রুত পায়ে আহত লোকটার দিকে এগিয়ে গেল ও, ডেভ বেল ও ম্যাক পিলারকেও কাছে আসতে বলল দেরি না করে।

উবু হলো সবাই যুবক টমসনের কথাগুলো শুনবার জন্য। দিনশেষের অস্পষ্ট আলোয় তার ফোলা চোখের পাতার নীচে ঘোলাটে দেখাল দৃষ্টি। চোখ দেখেই রন বুঝে ফেলল, আর বেশিক্ষণ আয়ু নেই প্যাট্রিক টমসনের। কিন্তু কথা বলে চলেছে টমসন, প্রত্যেকটা কথা স্পষ্ট শুনতে পেল রন। শুনতে পেল অন্যরাও।

'লিজা... আমি শুধু ওদের ঘোড়াগুলো ধরে রেখেছিলাম... তারপর... তারপর ট্রেইনে উঠলাম। ...কর্নেলকে গুলি করল হেস্টিংস... আমি কিছু করিনি... লিজা!'

ক্যানিয়নে চিৎকার করছে কৌতূহলী লোকজন, কাদা ছলকে ছুটে আসছে আকস্মিক গোলাগুলির কারণ জানতে।

আততায়ীকে খুঁজতে বের হওয়ার কোনও দরকার আছে বলে মনে হলো না রনের। এতক্ষণে অন্ধকারে অনেক দূরে সরে গেছে সে। তবে রন জানে, লোকটাকে খুঁজে বের করতে বেশিদূরে যেতে হবে না ওকে।

মিনিট দুয়েকের মধ্যেই বৃষ্টিতে ভেজা লোকজনে ভরে গেল ঘর। উত্তেজিত স্বরে কথা বলতে শুরু করল তারা প্যাট্রিক টমসনের লাশটা দেখে। সবার আগে পৌঁছেছেন পিস্তল ফ্ল্যাটের চার্চের যাজক, ফাদার ম্যাককিওন। লাশের পাশে হাঁটুমুড়ে বসে আফসোসের সঙ্গে মাথা নাড়লেন তিনি। ল্যাটিন ভাষায় বলা তাঁর শ্লোকগুলো আবছা শোনাল অন্যদের উঁচু গলার আওয়াজের কারণে।

ভিড় বেড়ে উঠল ক্রমেই। পথ করে নিয়ে দরজার দিকে

এগোল রন। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখল, ওর পাশে চলে এসেছে জর্জ ব্রাউন।

'আমিও যাব তোমার সঙ্গে,' জানাল রানশার।

'লড়াইটা তোমার নয়,' ক্লান্ত শোনাল রনের কণ্ঠ।

সিক্সগানের নলের দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকাল জর্জ ব্রাউন, তারপর অস্ত্রটা হোলস্টারে পুরে বলল, 'ভুল করেছিলাম তোমাকে সন্দেহ করে, সেজন্যে যে আমি লজ্জিত, তা প্রমাণ করতেই তোমার সঙ্গে যাওয়া উচিত আমার। তা ছাড়া, ক্লিভ হেস্টিংসকে কোনওদিনই পছন্দ করতে পারিনি। ...চলো।'

ক্যানিয়নে বেরিয়ে এসে রেল-রাস্তার দিকে এগিয়ে চলল দু'জন। নীরবে, নিঃশব্দে রনের পাশে হাঁটছে জর্জ ব্রাউন। একটু পরেই হাওয়ার্ডস হোটেলের কোনা ঘুরল ওরা। ভেজা বোর্ডওয়াকে থপথপ আওয়াজ তুলল ওদের বুটজুতো। হাওয়ার্ডস হোটেল পেরিয়ে ম্যাক পিলারের স্টোর পাশ কাটাল দু'জন, পার হলো কয়েকটা খালি প্লট। সামনেই মার্শালের জেলহাউস। ওদের আগে আগে চলল বুটজুতোর আওয়াজ।

জেলহাউসের মুখ রেল-রাস্তার দিকে। সমতল ছাদের ছোট একটা অ্যাডোবি বিল্ডিং ওটা। ভিতরে হলদে আলো ছড়িয়ে জ্বলছে লণ্ঠন। সেই আলোয় জেল ও অফিস বিভক্ত করা লোহার শিকগুলো দেখা গেল। উদ্যত অস্ত্র হাতে ঘরটায় দ্রুত ঢুকল রন। কেউ নেই মার্শালের অফিসে। বেরিয়ে এসে চটজলদি দরজার পাশে ছায়ার মধ্যে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল ও।

জর্জ ব্রাউন নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, 'লিউট ফেরিস?'

কাদা মাড়িয়ে রেল-রাস্তা পার হলো রন, ফেরিসের অফিসের আলো লক্ষ্য করে এগোল। রেললাইনের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়ে ফেরিসের অফিসের কাছে, চার্চের পাশে একটা ঘোড়া দেখল, বেঁধে রেখেছে কেউ হিচরেইলে। সম্ভবত দেরিতে আসা কোনও ধর্মপ্রাণ মানুষ।

রেললাইন পেরিয়ে সমতলে নামতেই খোলা দরজা দিয়ে লিউট ফেরিসকে অফিসে, ডেস্কের পিছনে বসে থাকতে দেখে বিভ্রান্তি বোধ করল রন। লোকটা যেন শান্ত হয়ে অপেক্ষা করছে ওরই জন্য। অথচ এতক্ষণে পালিয়ে যাবার কথা তার। কিন্তু পালায়নি সে। ...কেন? ক্লিভ হেস্টিংস সতর্ক করেনি তাকে?

ঘোড়াটার দিকে পা বাড়িয়ে ইশারায় দূর দিয়ে ব্রাউনকে এগোতে বলল রন। খোলা দরজা থেকে বেরোনো হলুদ আলোর সামান্য বাইরে থামল ও নিজে, ওখান থেকে তাকাল লিউট ফেরিসের দিকে।

লণ্ঠনের আলোয় সাক্ষাৎ শয়তানের মতো লাগল লিউট ফেরিসকে দেখতে। কালো রঙের ভিজে কোট গায়ে দিয়ে আছে লোকটা এখনও, নারকেলের মতো খুলির দু'পাশে কামড়ে পড়ে আছে সুতোর মতো কিছু চুল। ঘড়ঘড় আওয়াজ করে ঘনঘন শ্বাস নিচ্ছে সে, উঠছে-নামছে বুক। মুখটা ধূসর দেখাচ্ছে উত্তেজনায়।

অস্ত্রহাতে দরজায় দাঁড়াল রন, ওখান থেকে বলল, 'খেলা শেষ, ফেরিস। মুখ খুলেছে প্যাট্রিক টমসন।' ঘরের কোনাগুলোয় ঘুরতে শুরু করল ওর চোখ। ক্লিভ হেস্টিংস ঘরে নেই দেখে হতাশা ঘিরে ধরল ওকে।

শান্ত কণ্ঠে বলল রন, 'উঠে দাঁড়াও, ফেরিস। শেরিফের হাতে তুলে দেয়া হবে তোমাকে। নিশ্চই জানতে চাইবে কী অভিযোগে? বুলেট ট্রেইনে ডাকাতির সঙ্গে জড়িত থাকা, কর্নেলের খুনিদের সঙ্গে আঁতাত এবং প্যাট্রিক টমসনকে খুন করার অভিযোগ আনা হবে তোমার বিরুদ্ধে।'

দাঁত বের করে হাসল লিউট ফেরিস। পিশাচের মতো দেখাল তাকে। কর্কশ স্বরে বলল সে, 'একটু দাঁড়াও, মার্লো।' হঠাৎ করেই উঠে দাঁড়াল ফেরিস, হাতের ঝাপটায় টেবিলের উপর থেকে ফেলে দিল লণ্ঠনটা।

অন্ধকার থেকে রনের দিকে ছুটে এলো বুলেট, লাগল দরজার চৌকাঠে। কাঠের কুচি ও প্লাস্টার ছিটকে পড়ল রনের গায়ে। ক্লিভ হেস্টিংস অফিসের পিছনের দিকের পর্দাটার পিছনে, ফেরিসের ডেস্কের ডানদিকে লুকিয়ে ছিল, সেটা দেরিতে বুঝতে পারল ও। এক পা সামনে বেড়ে পর্দাটা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল রন।

মেঝেতে পড়ে কাঁচ ফেটে গেছে লণ্ঠনের। মেঝেতে তেল গড়াচ্ছে, সেই তেলে জ্বলে উঠছে আগুন, দ্রুত ছড়াচ্ছে। ভুতুড়ে আলোয় ঘরটা পেরিয়ে সিক্সগান উঁচিয়ে লিউট ফেরিসের থাকবার কোয়ার্টারে ঢুকে পড়ল রন, সামনে থেকে ছুটন্ত পায়ের শব্দ শুনতে পেল। সজোরে খুলে গেল বাড়ির পিছনের কোনও দরজা।

তিন সেকেন্ড পর দরজাটার কাছে পৌঁছুল রন। যে-ই বেরিয়ে থাকুক, দরজাটা ভিড়ে গেছে আবার, ওর ছুটন্ত দেহের ধাক্কা খেয়ে কব্জা থেকে ছিটকে ভেঙে পড়ল পাল্লা দুটো।

বাইরের ঘুটঘুটে অন্ধকারে বেরিয়ে এসে পিছনের উঠানে কাদা ছিটকে কারও ছুটে চলবার আওয়াজ শুনতে পেল ও। আওয়াজটা লক্ষ্য করে দৌড়াতে শুরু করল, দেরিতে দেখতে পেল, ভেজা পাথরের ছোট একটা স্তূপে পড়ে চিকচিক করছে নক্ষত্রের আবছা আলো। স্তূপের ভিতরে ডান পায়ের ডগা ঢুকে গেল ওর। হোঁচট খেয়ে পাথরগুলোর উপর পড়ে গেল রন, গড়িয়ে গেল ওর শরীরটা, থামল ছয় ইঞ্চি গভীর একটা কাদা-পানির পুকুরের মধ্যে।

চালাকি করে পাশেই, খানিকটা দূরে লুকিয়ে ছিল কেউ, এবার রাতের অন্ধকারে বেকায়দা পড়ে থাকা রনের গায়ে কাদা ছিটিয়ে এক ছুটে পাশ কাটাল সে। ব্যথায় যেন অবশ হয়ে গেছে ডান পা, তারপরও দেরি না করে চার-হাত পায়ে উঠে বসেই বেপরোয়ার মতো ঝাঁপ দিল রন সামনে। ওর আঙুলের

ডগাগুলো কার যেন কাদা-মাখা বুটজুতোর পিছনটা স্পর্শ করল। তারপর ছুটে চলে গেল লোকটা।

ধীরে ধীরে দাঁড়াল রন। ওর পিছনে কোথাও থেকে চিৎকার করল জর্জ ব্রাউন: 'থামো!' কথা শেষ করেই গুলি ছুঁড়ল রানশার। রনের গাল ছুঁয়ে বাতাসের ঝাপটা দিয়ে বেরিয়ে গেল বুলেট।

সামনে, পানিতে ছপছপ শব্দ তুলে আরও দূরে চলে যাচ্ছে ছুটন্ত পদশব্দ। লোকটা লিউট ফেরিস, মান্দাজ করল রন। ক্লিভ হেস্টিংস হলে অন্ধকারে লুকিয়ে অপেক্ষ করত ওকে শেষ করে দেবার জন্য।

জর্জ ব্রাউন গুলি করতে পারে সে-ঝুঁকি নিয়েই ফেরিসের পিছনে দৌড়াতে শুরু করল রন। আরও দু'বার গর্জন ছাড়ল ব্রাউনের সিক্সগান। ওর মাথার উপর দিয়ে গুঞ্জন তুলে ছুটে গেল বুলেট দুটো।

হঠাৎ থেমে গেল লিউট ফেরিসের ছুটবার শব্দ। থামল রনও, কান পেতে অপেক্ষা করল। জর্জ ব্রাউনকে কিছু বলতে গেলে নিজের অবস্থান ফাঁসি করে দিতে হবে, সেটা চায় না ও। পিছন থেকে ব্রাউনের পায়ের আওয়াজ পেয়েও চুপ করে থাকল।

ধীরপায়ে এগিয়ে এলো ব্রাউন– উত্তেজিত একজন মানুষ, যে সামান্য শব্দ বা নড়াচড়া দেখলেই গুলি ছুঁড়বে।

গুটিসুটি মেরে অন্ধকারে বসে পাথরের মূর্তি হয়ে গেল রন, শ্বাস আটকে রেখেছে। কাছে চলে এলো ব্রাউন, তারপর ওকে ধীরে ধীরে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল ফুট দশেক।

লিউট ফেরিস কী করছে আন্দাজ করতে চেষ্টা করল রন। এখনও কি উঠানেই আছে উকিল? ব্রাউন আর ওকে অ্যাম্বুশ করতে অন্ধকারে কোথাও ওঁৎ পেতে আছে ক্লিভ হেস্টিংস? নাকি হেস্টিংস...

ওর চিন্তার সুতো ছিঁড়ে গেল রাস্তায় ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের

শব্দে। দ্রুত ছুটছে ঘোড়াটা, চলে যাচ্ছে দূরে। সামনে থেকে জর্জ ব্রাউনের গালি শুনতে পেল ও। চার্চের ভিতরে দৌড়ে ঢুকল কে যেন। আর দেরি করল না রন, বাড়ির কোনা ঘুরে চলে এলো রেল-রাস্তায়। চার্চের দরজা দিয়ে বেরোনো বাতির আলোয় আবছা আলোকিত হয়ে আছে পথের খানিকটা।

সামনে ব্রাউনকে দেখতে পেল রন, অন্ধকারে সিক্সগান তাক করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে রানশার। রনকে দেখে হতাশ ভঙ্গিতে নামিয়ে নিল অস্ত্রটা। গুলি করবার মতো কোনও লক্ষ্যবস্তু নেই ওদিকে। কেউ নেই। হালকা বৃষ্টির মধ্যে ফাঁকা পড়ে আছে কাদাময় রাস্তা।

'আগেই বোঝা উচিত ছিল আমার,' রাগ চেপে বলল জর্জ ব্রাউন, 'চার্চের দরজা কখনোই বন্ধ করা হয় না। উঠান থেকে বেরিয়ে চার্চের ভেতর দিয়ে ঘোড়াটার কাছে চলে গেছে ও, আর এদিকে আমি বোকার মতো খুঁজছি। অবশ্য আরেকটু হলেই গেঁথে ফেলতে পারতাম লোকটাকে। ...তুমি কোথায় ছিলে, মার্লো?'

'আরেকটু হলে আমাকেই গেঁথে ফেলছিলে তুমি,' শুকনো গলায় বলল রন। 'গুলি তিনটে আমাকে লক্ষ্য করেই ছুঁড়েছ।'

ওদের পিছনে লিউট ফেরিসের বাড়িটার শুকনো কাঠে ভালমত ধরেছে আগুন। কাঠ পুড়বার পটপট আওয়াজ শুনতে পেল ওরা, তবে পিছন ফিরে তাকানোর ইচ্ছে হলো না ওদের দু'জনের কারও। আগুনটা ছাদ পর্যন্ত পৌঁছুবার পর এমনিতেই নিভে যাবে বৃষ্টিতে, ভাবল রন।

বাঁধ পেরিয়ে রেল-রাস্তার মাঝ বরাবর উঠে এলো দু'জন অশ্বারোহী। চিৎকার করে তাদের ডাকল ব্রাউন। পাশে এসে থামল তারা। ব্রাউনেরই দু'জন কাউবয়।

'একটা ঘোড়া লাগবে আমার,' নির্দেশ দিল ব্রাউন। 'এইমাত্র পালিয়েছে লিউট ফেরিস। ওকে ধরতে হবে যে-করে হোক।'

বিড়বিড় করে গাল বকল এক কাউবয়। 'এইমাত্র ক্যানিয়নের কোনায় আমাদের পাশ কাটাল লোকটা। খনির দিকে গেল।'

'ধরা ওকে পড়তেই হবে,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল ব্রাউন, বামদিকের রাইডারের পিছনে উঠে বসল সে, অন্যজনকে দেখিয়ে ইশারা করল রনের উদ্দেশে। 'উঠে পড়ো ওর পেছনে।'

'হেস্টিংস রয়ে গেছে,' তাকে মনে করিয়ে দিল রন।

মাথা দোলাল রানশার। 'ভুলেই গিয়েছিলাম ওর কথা।'

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল রন। 'তুমি ফেরিসের পেছনে যাও।'

'ঠিকই ধরে আনব, দেখো,' জোর দিয়ে বলল ব্রাউন। তার হাতের ইশারায় বেপরোয়া গতিতে ঘোড়া ছোটাল দুই কাউবয়।

অন্ধকারে একা দাঁড়িয়ে কী করবে ভাবতে শুরু করল রন, নিজেকে কল্পনা করল ক্লিভ হেস্টিংসের জায়গায়। তারই ফাঁকে দেখল, চার্চ থেকে বেরিয়ে এসেছে চিকন এক লোক। এখনও ওকে দেখেনি সে। হঠাৎ চিৎকার করে উঠল লোকটা: 'মার্শাল! আমার ঘোড়া চুরি হয়ে গেছে!' রেলরোড পেরিয়ে ছুটল সে হেস্টিংসের অফিস লক্ষ্য করে।

লিউট ফেরিস কী করবে সেটা আন্দাজ করাই সহজ মনে হলো রনের কাছে। ছেলেবেলায় কখনও কোনও খেলায় ন্যায়-নীতি-নিয়মের ধার ধারত না ফেরিস, সবসময় জিততে চাইত চুরি-বাটপাড়ি করে। আর এখন পরিণত বয়সে যে-খেলার সম্মুখীন সে হয়েছে, সেটাতে হারলে জীবনটাই দিতে হবে তাকে। ধরে নেয়া যায়, পিস্তল ফ্ল্যাট ছেড়ে বহুদূরে কোথাও পালাবার চেষ্টা করবে লোকটা। হয়তো ধরা পড়বে সে জর্জ ব্রাউনের হাতে, হয়তো পড়বে না।

আসল লোক হচ্ছে ক্লিভ হেস্টিংস। সংঘটিত সমস্ত অপরাধে তার ভূমিকাই মুখ্য, কাজেই তাকে ধরতে পারাটাই জরুরি।

রেল-রাস্তায় কয়েকটা ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পেয়ে

সেদিকে পা বাড়িয়ে রেল-লাইনে উঠে ছ'সাতজন অশ্বারোহীকে দেখতে পেল রন। যারা হাঁটছে, তাদের কারও কারও হাতে দুলছে লণ্ঠন।

রেল-রাস্তা ছেড়ে ক্যানিয়নের ভিতরে ঢুকল সামনের সারির কয়েকজন। তাদের আগে আগে চলেছে সতর্ক দু'তিনজন অশ্বারোহী। জোরাল কণ্ঠে সবাইকে সামনে বাড়তে তাগাদা দিচ্ছে জর্জ ব্রাউন। তারা সবাই ক্যানিয়নের আরও ভিতরে চলে যাওয়ায় দূর থেকে দূরে গিয়ে মিলিয়ে গেল ক্ষুরধ্বনি।

হঠাৎ বুকের ভিতরটা শূন্য ঠেকল রনের। মনে পড়ল মিশেলের সান্নিধ্য, লিজার নৈকট্য। পিছনে, ফেরিসের বাড়ির দিক থেকে শুনতে পেল ও মানুষজনের উত্তেজিত কথাবার্তা। ভালমত আগুন ধরে গেছে ফেরিসের বাড়িটাতে। ছাদ বেয়ে আকাশের দিকে উঠছে লকলকে লাল শিখা, তাতে বৃষ্টির পানি পড়ে হিসহিস শব্দ হচ্ছে। সতর্ক হয়ে উঠল রন। লালচে আভায় ওকে দেখে ফেলতে পারে ক্লিভ হেস্টিংস। এখন থেকে কোনও জানালা বা দরজার দিকে পিঠ দিতে পারবে না ও, একা দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না যেখানে খুশি— যতক্ষণ না ধরা পড়ে ক্লিভ হেস্টিংস।

রেল-রাস্তা ধরে দ্রুত পায়ে এগিয়ে ক্যানিয়নে ঢুকে পড়ল রন, হাওয়ার্ডস হোটেলের দেয়ালের পাশে থাকল বৃষ্টির ঝাপটা থেকে বাঁচবার জন্য।

বিনের দালানের রিসেপশনে সলতে কমিয়ে জ্বেলে রাখা হয়েছে একটা লণ্ঠন, বাড়িটাতে ঢুকে করিডরের দু'পাশের ঘরগুলোয় উঁকি দিয়ে দেখল রন। নেই কেউ। বেরিয়ে আসবে, এমন সময় সিঁড়ির পিছনের একটা ঘর থেকে ছুটে এলো লিজা, ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর বুকে। অজান্তেই লিজাকে জড়িয়ে ধরল অসচেতন রন, শক্ত করে ধরে রাখল।

নিজেকে ছাড়ানোর কোনও চেষ্টাই করল না লিজা। একটু

পর এক পা পিছিয়ে ওকে দেখল রন, হেসে ফেলল লিজার ধূসর অ্যাপ্রনটা ওর কোটে ঘষা খেয়ে ভিজে কালচে হয়ে গেছে দেখে। তারপর দেখতে পেল লিজার চোখের দু'ফোঁটা অশ্রু। মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করল রন, 'কেন, লিজা?' ওর মনে হলো, অতীতের সেই দামাল কিশোরী মেয়েটাকে আবার নতুন করে সেই একইভাবে রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে দেখছে ও।

'কেন?' পাল্টা প্রশ্ন করল লিজা। 'আর কত?' মুখ নিচু করে নিল। 'প্রথমে নিরুপায় হয়ে প্যাট্রিককে বিয়ে করে ভুল করলাম, তারপর থেকে... তারপর তুমি এলে... মারামারি, গোলাগুলিতে জড়িয়ে গেলে... তারপর... আর কত সহ্য করতে পারে একটা মেয়ে, রন?' ঘুরে দাঁড়াল লিজা হঠাৎ করেই, ফোঁপাতে শুরু করল।

ওর কাঁধে হাত রাখল রন, তারপর জানে না কখন, শক্ত করে জড়িয়ে ধরল আবার। ওর মন বলল, দুনিয়ার কোনও শক্তি নেই ওর কাছ থেকে লিজাকে আর কেড়ে নিতে পারে কখনও।

রনের আলিঙ্গনের ভিতর ঘুরল লিজা, মুখ তুলে তাকাল রনের চোখে। ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক হয়ে আছে ওর।

ষোলো

বিনের দালান থেকে একমাইল উজানে ক্যানিয়নটাকে রুদ্ধ করেছে বনিলাস বাঁধ। পিস্তল ফ্ল্যাট থেকে ওই বাঁধ পর্যন্ত প্রায় সোজাই চলে গেছে ক্যানিয়ন। বনিলাস ক্রীকের মাঝখানে সামান্য একটু বাঁক অবশ্য আছে। ওটার কাছাকাছিই বাঁধের

ওপারে গভীর সেই বিশাল গহ্বর, যেটাতে চারপাশের একশো বর্গমাইলের সমস্ত বাড়তি পানি জড়ো হয় এসে।

যারা বাঁধের পরিকল্পনা করেছিল, তারা বড় একটা মজবুত বাঁধ বানাতে চেয়েছিল, তবে ওটার দীর্ঘস্থায়িত্বের দিকে খুব একটা নজর ছিল না তাদের। ধরে নেয়া হয়েছিল, খনি যতদিন চালু থাকবে, বাঁধটা ততদিন টিকলেই যথেষ্ট। হাতের কাছে যা পাওয়া গিয়েছিল, তা দিয়েই তৈরি করা হয় বনিলাস বাঁধ—পাহাড়ি ঢালে পাওয়া পাথর এবং ধুলো দিয়ে। দু'পাশে চেপে আসা ন্যাড়া টিলাগুলোর সমান উঁচু, পুরু দেয়াল তৈরি করে ক্যানিয়নটাকে বন্ধ করে দেয় বাঁধ-নির্মাতারা।

অতীতে কখনও এই বিশাল এঞ্জিনিয়ারিং প্রকল্প এতটা পরীক্ষার সম্মুখীন হয়নি, যতটা হয়েছে গত কয়েকদিনের প্রায়-একটানা বৃষ্টিতে জমা পানির প্রবল চাপে।

বাঁধের কারণে তৈরি হ্রদটা যে-পরিমাণ পানি ধরে রাখতে পারে, তার চেয়ে বেশি অনেক পানি জমে গেল হ্রদে, ফলে আর কোনওদিকে যাবার পথ না পেয়ে বাঁধের গা বেয়ে উঠতে শুরু করল পানি। তারপর একসময় পাথুরে প্রাচীরটাকে উপচে পড়তে চাইল বিপুল জলরাশি। বাধ-না-মানা পানির চাপে বাঁধের প্রাচীরের উপরে তৈরি হলো বেশ কয়েকটা চওড়া ফাটল। গড়িয়ে যাওয়া প্রতিটা মিনিট বড় ও গভীর করে তুলল ফাটলগুলোকে। কংক্রিটের তৈরি স্লুইস গেটগুলো বাড়তি পানির স্রোত বের করে দিতে ব্যর্থ হলো চরমভাবে, পানির উচ্চতা বেড়ে যাওয়ায় ডুবেও গেল ওগুলো শীঘ্রি। এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি হলো যে, ঠিক জায়গায় কোদাল দিয়ে খানিকটা পাথর-বালি সরানো, বা দু'একটা ডিনামাইট স্টিকের ব্যবহার ধসিয়ে দিতে পারবে পুরো বাঁধ।

নির্দিষ্ট সময় পরপর বাঁধের অবস্থা জানানোর জন্য ফ্লিন্টস্টোন ফেলটন যে-দু'জন লোক রেখেছে, তাদের একজন

বিপদ বুঝে কুটির ছেড়ে রওনা হলো খনি ও শহরের সবাইকে আসন্ন ভয়ানক প্লাবনের ব্যাপারে সতর্ক করে দিতে। কয়েক পা এগিয়েই চোখ পড়ল তার বাঁধের উপরের পুরোনো পাউডার-হাউস ও টুলশেডের দিকে। ওখানে একটা লণ্ঠন দুলতে দেখে কাদা মাড়িয়ে এগোল সে ব্যাপারটা কী দেখতে। সতর্ক মানুষ বলেই রিভলভারটা বের করে ফেলল দেরি না করে।

এদিকে বাঁধের নীচ থেকে জ্বলন্ত লণ্ঠনটা দেখতে পেল জর্জ ব্রাউনও। অনুসরণকারীদের চিৎকার করে থামতে বলে রাশ টেনে থামল সে। হঠাৎ করেই তার মনে হলো, নষ্ট করবার মতো একতিল সময় নেই আর হাতে। ঘোড়াটার মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ক্যানিয়নের পাশের ঢালু পাড় বেয়ে দ্রুত উঠতে শুরু করল সে। তার পিছু নিল আর সবাই।

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে তাদের।

কানে তালা ধরানো বিকট বিস্ফোরণের পরপরই ভেঙে গেল বনিলাস বাঁধ।

তরল একটা বিশাল দানব যেন অলসভাবে মাথা তুলল আকাশে মনে হলো বাঁধের উপর থেকে নেমে আসছে কারও দীর্ঘ সফেদ দাড়ি। তারপর নীচের গভীর, কিন্তু সরু ক্রীকে অবিশ্রান্ত ভাবে পড়তে শুরু করল লক্ষ লক্ষ গ্যালন জলরাশি। দৃশ্যটা আতঙ্কজনক, শ্বাসরুদ্ধকর। অন্ধকার রাত ভরে গেল পৃথিবী কাঁপানো গুরুগম্ভীর গর্জনে।

প্লাবনের প্রথম ধাক্কা সামলাতে হলো খনিটাকে তিন সেকেন্ড পেরোনোর আগেই খনিতে ঢুকবার সুড়ঙ্গটা তলিয়ে গেল পাহাড়-প্রমাণ বাদামী পানির দেয়ালের নীচে। খলখল আওয়াজ করে সর্বগ্রাসী রাক্ষসীর মতো পানি গিলতে শুরু করল যেন সুড়ঙ্গটা। কিন্তু তাতে সামান্যতম কমল না বিপুল জলরাশির অগ্রগতি, ঘনঘন বজ্রপাতের মতো মুহুর্মুহু ভয়ঙ্কর গর্জন ছেড়ে নীচের শহরের দিকে ছুটে চলল অপ্রতিরোধ্য পানির নিরেট, উঁচু প্রাচীর

ওটার প্রথম ধাক্কাতেই প্রাচীন স্মেলটারের উপরের চিমনিটা ভেঙে পড়ে গেল কাত হয়ে। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরিত হলো অ্যাডোবির তৈরি দালানটা, দেয়ালের বড় বড় চাপড়াগুলো ছিটকে গেল কামানের গোলার মতো। ছাদের করোগেটেড লোহার তৈরি পাতগুলো টেনে ছিঁড়ে ভাসিয়ে নিয়ে চলল প্লাবন। হাতে চাঁছা পাইনগাছের ভারী, প্রকাণ্ড খুঁটিগুলো এদিক-ওদিক দু'মাথা দুলিয়ে ক্রীকের ভাটির দিকে নামতে শুরু করল বিদ্যুদ্বেগে– যেন লাঠিখেলায় মগ্ন কয়েকটা দানবের হাতের ব্যস্ত লাঠি ওগুলো।

লক্ষ লক্ষ গ্যালন জলরাশির ভাসিয়ে আনা কাঠের খুঁটি, গাছের গুঁড়ি, লোহার নানান যন্ত্রাংশের সরাসরি সামনে যেসব বাড়ি-ঘর পড়ল, কোনও প্রতিরোধই তৈরি করতে পারল না সেগুলো। শহর যেখানে ক্যানিয়নে ঢুকেছে, সেখানে চাইনিযদের ব্যারাকের উপর আছড়ে পড়ল প্লাবন, এক সেকেন্ড পর গ্রাস করল বিল ট্রেইসির জুয়ার আসর। চোখের পলকে প্রলয়ঙ্করী জল-প্রাচীরের তলায় ডুবে গেল গোটা বাড়িটা।

বিনের দালানে মগ্ন রন মার্লো বা লিজার কাছে বিস্ফোরণের দূরাগত আওয়াজটা প্রথমে কোনও তাৎপর্য বহন করল না বললেই চলে। অন্তত প্রথমেই নয়। যতক্ষণ না লিজা থাকল রনের বাহুবন্ধনে। পুরোনো বাড়িটার দেয়ালগুলোর থরথর করে কাঁপা তো বজ্রপাতের কারণেও হতে পারে! তারপর রন খেয়াল করল, একবারও বিজলির চমক দেখেনি ও। এবার বুঝতে পারল, পায়ের নীচে মেঝেটাও বিরতিহীন ভাবে কাঁপছে ঘনঘন, লাফ দিতে চাইছে যেন।

কান পেতে শুনল রন চাপা, ভারী গর্জন। সতর্কতাবোধ ওকে গভীর অনুভূতি ভুলে যেতে সাহায্য করল, করে তুলল সচেতন। আরও ধেয়ে এলো আওয়াজটা, কাছে চলে আসছে। ভয়ে রক্তশূন্য চেহারায় রনের কাছ থেকে দূরে সরে গেল লিজা। ওর

চোখ দুটো যেন পরিণত হলো নির্জন, গভীর সাগরে।

'বাঁধটা ভেঙে গেছে!' বলেই লিজাকে ঘুরিয়ে নিয়ে দরজার দিকে ছুটল রন।

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে ওদেরও।

পুরোনো দালানের দোতলার ছাদে ওঠা ছাড়া কোনও পথ নেই আর এখন। ছাদে উঠে কী হবে, যদি বয়সের ভারে জরাজীর্ণ ছাদটাই ভেঙে পড়ে? তারপরও ওই ছাদ থেকে হাওয়ার্ডস হোটেলের ছাদে যাওয়া যাবে হয়তো। কিন্তু হাওয়ার্ডস হোটেলটা টিকবে তো চার মানুষ সমান উঁচু প্লাবন আছড়ে পড়লে?

ক্যানিয়নের কোথাও পুরোপুরি নিরাপদ নয় কেউ।

লণ্ঠনের আলোয় রনের মনে হলো, বিনের দালানের দেয়ালগুলো কোনও দানবীয় সাঁড়াশির চাপে কাছিয়ে আসতে শুরু করেছে। দেরি না করে লিজাকে আঁকড়ে ধরে সিঁড়ির দিকে ছুটল ও।

সিঁড়ির প্রথম ধাপে মাত্র পা রাখল লিজা, আর তখনই পূর্ণ শক্তিতে আঘাত হানল জলোচ্ছ্বাস।

প্রথম কামড়েই পুরোনো দালানের একদিকে, ক্রীকের ধারের দুর্বল ভিত্তি খাবলে নিয়ে গেল প্লাবন, সেইসঙ্গে এক ধাক্কায় ধসিয়ে দিল বাড়ির সামনের পুরো দেয়াল।

ভাঙা অ্যাডোবি থেকে বালি ও নুড়ি পাথর ছিটকে এসে লাগল লিজা-রনের শরীরে, যেন গায়ের জোরে ঢিল ছুঁড়ছে কেউ। দেয়াল ভেঙে পড়বার ধুপধাপ আওয়াজ ছাপিয়ে উঠল জানালার কাঁচ ভাঙবার তীক্ষ্ণ ঝনঝন শব্দ।

জলীয় বাষ্পের কণা ভরা ভেজা বাতাস ধেয়ে এলো রন ও লিজার দিকে। লণ্ঠনের চিমনির ভিতরে বাতাস ঢুকে পড়ায় নিভে গেল সামান্য শিখাটুকুও। অন্ধকারে বন্দি হলো ওরা দু'জন।

বাড়ির ভিতর থেকে বিদায় নিল সমস্ত উষ্ণতা। শীতল মৃত্যু-

ফাঁদ হয়ে উঠল দালানটা।

বাস্তব দুঃস্বপ্নের ভিতর দিয়ে বৃষ্টিতে ভেজা পিছলা সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত উঠতে শুরু করল লিজা ও রন। জলোচ্ছ্বাস যেন কোনও ক্ষুধার্ত রাক্ষসী, গলগল-খলখল শব্দ করে বারবার ধরতে চাইল ওদের। লেগেই থাকল পিছনে। ওরা থামলেই ডুবিয়ে দেবে।

বিপুল পানির চাপে একতলার মেঝে থেকে ছিঁড়েখুঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে গেল বেশিরভাগ তক্তাগুলো। ফাঁক দিয়ে পানি উঠতে শুরু করল আরও জোরেসোরে। পানির প্রবল চাপ মুহূর্তের মধ্যে ভেঙে ফেলল অবশিষ্ট মেঝে, যেন ম্যাচের কাঠি দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল মেঝেটা। ভাঙা তক্তাগুলোর কয়েকটা ছুঁয়ে গেল রনের বুটজুতোর গোড়ালি।

সিঁড়ির পাশের দেয়ালে হাত রেখে ভারসাম্য রক্ষা করতে গিয়ে রন টের পেল, হারিকেন কবলিত গাছের কচি পাতার মতো কাঁপছে দেয়ালটা।

লিজাকে সামনে নিয়ে হুড়মুড় করে দ্বিতীয়তলায় উঠে এলো রন। দোতলার গাঢ় অন্ধকার যেন কালো কালিকেও হার মানাবে।

'এদিকে!' রনের কানের কাছে মুখ নিয়ে চেঁচাল লিজা, হাত ধরে রনকে টেনে নিয়ে ঢুকল একটা ঘরে।

ঘরে পুবপাশে দেয়াল-লাগোয়া একটা মই আছে, ওটা দিয়ে ট্র্যাপডোর হয়ে সমতল ছাদটায় ওঠা যায়। মইয়ের আঙটায় হাত রাখল লিজা উপরে উঠবার জন্য। বিকট বিস্ফোরণের আওয়াজে কানে তালা ধরে গেল ওদের। পাশের দেয়ালটা পিছনের দেয়াল থেকে ছিঁড়ে সরে গেল তিন ইঞ্চি।

ওদের মাথার উপরে কড়কড়-মড়মড় আওয়াজ করে ভাঙতে শুরু করল ছাদের কড়ি-বরগা।

ইঁটের তৈরি চিমনিটা ধসে গেল হঠাৎ করেই। আধ টন

ওজনের আলগা ইঁটগুলো পড়ল ছাদে, সেখান থেকে ছাদসহ নীচে। গাঁথনির মিহি ধুলো ফুলেফেঁপে উঠল উপরের দিকে, অন্ধ করে দিল রন ও লিজাকে। শ্বাস নিতে কষ্ট হলো ওদের।

ভারী কী যেন আঘাত করল রনের কাঁধে। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় অবশ হয়ে গেল কাঁধটা। আরেকটু হলেই লিজা আর মইটাকে হাত থেকে ছেড়ে দিচ্ছিল ও।

ছাদের গর্ত পেয়ে হুড়মুড়িয়ে বাইরে বের হতে লাগল ভেজা বাতাস, সেই বাতাসে রন ও লিজাকে ঘিরে পাক খেতে শুরু করল সূক্ষ্ম ধূলিকণার মেঘ।

'ওঠো!' গলা ফাটিয়ে চিৎকার করল রন। 'মই বেয়ে উঠে যাও!'

স্পষ্ট অনুভব করল ও, কোনও লাভ হবে না বাঁচতে চেষ্টা করে। তারপরও, উপরে উঠতে পারলে বাঁচবার সামান্য আশা আছে হয়তো। ...কিন্তু ছাদে ওঠা মানেই কোনও না কোনও ভয়ঙ্কর মুহূর্তে আরও উপর থেকে নীচে পড়া। তবে চুপ করে নিয়তি মেনে নিয়ে অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবার চেয়ে কিছু করবার চেষ্টা করে মরাও তো ভাল!

ভদ্রতার ধার না ধেরে লিজার নিতম্বে হাত দিয়ে উপরের দিকে জোরে ঠেলা দিল রন। দ্রুত আঙটার পর আঙটায় পা রেখে উঠতে শুরু করল লিজা। ওর মাথা ট্র্যাপডোর পার হচ্ছে, এমন সময় পাশের দেয়ালটা বাইরের দিকে ধসে পড়তে দেখল রন।

মইটা পুবদিকে, পিছনের দেয়ালের সঙ্গে আটকানো। মৃগী রোগীর মতো থরথর করে কাঁপতে শুরু করল পিছনের দেয়াল।

রনের পায়ের নীচে মেঝেটা কাত হয়ে গেল হঠাৎ করেই, যখন-তখন নীচ থেকে উঠে আসা বানের পানিতে ধসে পড়বে ওকে নিয়ে। একটা পলক ফেলবার আগেই লিজার সঙ্গে বিশফুট দূরত্ব তৈরি হয়ে গেল রনের। ঘুরে দাঁড়িয়ে সর্বগ্রাসী ক্রীকটাকে

পিছনে রেখে কাত হয়ে যাওয়া পিছলা মেঝে বেয়ে দৌড়ে উঠতে চেষ্টা করল রন। লিজাকে আর দেখতে পেল না। অন্ধকারে কোথায় আছে লিজা, কে জানে!

তারপর লিজার কণ্ঠ কানে এলো ওর: 'রন! তুমি কোথায়!'

ওই মিষ্টি কণ্ঠস্বর যেন শক্তি জোগাল রনকে। আওয়াজটা যেদিক থেকে এসেছে, সেদিকে ঘুরল ও। হঠাৎ টের পেল, পিছনের দেয়ালটা ফুলে উঠে বাইরের দিকে বেঁকে যাচ্ছে। ভুতুড়ে আলো ঢুকল দেয়ালের ফাটল দিয়ে। তবে সে-আলোয় কিছু দেখা বা চেনা সম্ভব নয়।

ছাদ জোড়া দেয়া কড়ি-বরগা কর্কশ শব্দে সকেট থেকে খসে আসতে শুরু করায় কানের উপর মারাত্মক চাপ পড়ল ওর। বিকট মড়মড়-কড়কড় আওয়াজ করে হঠাৎ খসে পড়ল ছাদের বড় একটা অংশ।

চেতনা হারানোর আগে লিজার তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার শুনতে পেল রন।

*

ভাঙাচোরা কড়ি-বরগার এলোমেলো পতনটাই বোধহয় জীবন বাঁচাল রন মার্লোর। জ্ঞান ফিরতেই দেখল, কড়ি-বরগার ভিতর আটকা পড়েছে ও। ওর নীচে জড় হওয়া তক্তাগুলোর মাঝ দিয়ে গলগল করে উঠে আসছে বন্যার পানি। কাঁপছে মেঝে, ডুবছে ধীরে ধীরে। নড়তে চেষ্টা করে পারল না রন। চরম আতঙ্কের মধ্যে কাটল দুটো মিনিট, তারপর টের পেল, পানির সেই প্রলয়ঙ্করী শক্তি যেন আর নেই, কমে যাচ্ছে প্লাবনের উচ্চতা।

ক্রীকের কলধ্বনিও যেন কমছে আস্তে আস্তে। সচেতন হয়ে উঠল রন। ওর মনে পড়ে গেল লিজার শেষ চিৎকার: 'রন! তুমি কোথায়!'

'লিজা!' রনের মনে হলো চিৎকার করতে গিয়ে গলা চিরে যাচ্ছে ওর। কী যেন আঁকড়ে ধরছে বুকের পাঁজর। 'লিজা!'

নিজের কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি শুনতে পেল ও শুধু। আবার ডাকল। আরও জোরে।

হয়তো এই ভাঙাচোরা বাড়ির কোথাও আটকা পড়ে আছে অসহায় লিজা, শুনতে পাচ্ছে না ওর ডাক। হয়তো পড়ে গেছে ও উন্মত্ত ক্রীকে, ডুবে গেছে বানের পানিতে ।

চিন্তাটা আরও এগোতে সাহস পেল না রন। একটা মাত্র উপায় আছে লিজার কী হয়েছে সেটা জানবার। লিজাকে খুঁজে বের করতে হবে ওকে।

মনটাকে শান্ত করতে চেষ্টা করল রন, শিথিল করে দিল শরীর। সাবধানে ভাবতে চেষ্টা করল কী অবস্থায় আছে ও নিজে। তক্তার তৈরি একটা কফিন বা চৌবাচ্চার ভিতর যেন শুয়ে আছে ও। ডান হাত পেটের উপর, শক্তভাবে চাপ খেয়ে আছে চার-বাই-আটফুট একটা ছাদের বরগার নীচে। বামহাতটা চাপা পড়েছে শরীরের তলায়। ব্যথা করছে হাতটা। তবে আশা করা যায়, হাড় ভাঙেনি।

পা দুটো যেন আটকা পড়েছে শক্তিশালী কোনও ভালুকের আলিঙ্গনে। মেঝের একগাদা তক্তার নীচে আসলে চাপা পড়েছে ওগুলো। তক্তাগুলোর চোখা কিছু অংশ ঢুকে গেছে ওর ঊরুর মাংসে।

জিভ বের করে ঠোঁটের কোণ চাটল ও, শুকনো রক্তের নোনতা স্বাদ পেল জিভে। মাথাটা যেন ব্যথায় ছিঁড়ে পড়বে ওর। ...করোটিতে কি চিড় ধরেছে?

গলা ও কাঁধ মুচড়ে উপরে উঠতে চেষ্টা করল রন। পেটে চেপে বসা তক্তাগুলো নড়ল সামান্য। চোখের কোণে দেখতে পেল, ও আছে ঢালু মেঝের কিনারায়। হয়তো যখন-তখন নীচের বহতা ক্রীকে খসে পড়ে যাবে দোতলার মেঝেটা। ফুলেফেঁপে ওঠা ক্রীকটা বইছে এখন বিনের দালানের তলা দিয়ে।

নড়াচড়ার চেষ্টা করতেই আলগা আবর্জনাগুলো এদিক-ওদিক পড়তে শুরু করল, নড়ে উঠল রনের পেটের উপর আড়াআড়ি চেপে থাকা কাঠের ভারী বীম। ওটার একপ্রান্তের তীক্ষ্ণ অংশ ওর চাপা পড়া ডান-বাহুর পেশিতে গেঁথে গেল খানিকটা। ব্যথায় শিউরে উঠল রন। তারই ফাঁকে খেয়াল করল, একবার যেন ওজন বাড়ছে বীমের, আরেকবার কমছে। সী-স'র মতো অবস্থায় আছে নাকি গুঁড়িটা? এবার আতঙ্কজনক সত্যটা উপলব্ধি করল ও। নীচ থেকে কুলকুল আওয়াজ করে ধীরে ধীরে নামছে পানির উচ্চতা। পানি উচ্চতার সঙ্গে সংযোগ আছে ওর উপর আড়াআড়ি পড়ে থাকা এই মোটা গুঁড়ির। বয়ার মতো ভাসছে ভারী গুঁড়িটা, কর্কের মতো নড়ছে-চড়ছে। কিন্তু পানি যখন আরও নেমে যাবে, তখন...

বাঁচতে চাইলে এখানে শুয়ে অপেক্ষা করা কিছুতেই চলবে না ওর। বাঁ হাতটা পিঠের তলা থেকে বের করবার চেষ্টা করল রন। কাঁধের হাড়ের জোড়ায় এতো ব্যথা লাগল যে, কপালে জমাট বাঁধতে শুরু করা রক্তের সঙ্গে এসে মিশল দরদর করে গড়ানো ঘাম ঘেমে নেয়ে গেল ও। ভিজে গেল বামহাতটাও, ফলে শেষপর্যন্ত দেহের তলা থেকে ওটাকে মোচড়ামুচড়ি করে বের করা খানিকটা হলেও সহজ হলো।

বামহাত মুক্ত করে চুপচাপ পড়ে থাকল রন। রক্ত চলাচল শুরু হওয়ায় দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করল চিনচিনে ব্যথাটা। মনে হলো, যন্ত্রণায় পাগল হয়ে যাবে ও। তারপর কমল ব্যথা, রক্ত সঞ্চালনের ফলে ধীরে ধীরে খানিকটা শিথিল হলো আড়ষ্ট পেশি।

ওখানে শুয়ে পানির ছলছল আওয়াজের উপর দিয়ে মৃদু একটা গলার আওয়াজ শুনতে পেল ও। 'লিজা?' চিৎকার করে জানতে চাইল রন। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করল। জবাব পেল না কোনও। ক্যানিয়নের ধ্বংসযজ্ঞের ভিতর কোথাও না কোথাও

মানুষ আছে বুঝে আবারও চিৎকার করল ও: 'কেউ আছো কোথাও?'

কিন্তু কেউ শুনল না ওর চিৎকার। জবাব দিল না কেউ।

ওর পেটের উপর থেকে সামান্য চাপ কমাল বরগা, তারপর বসে পড়ল আগের মতো। চাপা পড়া হাতের ব্যথায় রনের মনে হলো পেট ফাটিয়ে মেরুদণ্ডের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে ডানহাতটা। বামহাতে পুরোপুরি সাড়া ফিরে পাবার পর কনুইটা মেঝেতে রাখল ও, শক্ত করে ধরল গুঁড়ি, অপেক্ষায় থাকল, কখন আবার একটু উঁচু হবে ওটা।

যেই আবার খানিক উঁচু হলো বীম, কাঁধ ও বাহুর সমস্ত শক্তি দিয়ে ওটাকে আরও একটু তুলতে চেষ্টা করল রন। মাত্র কয়েকটা সেকেন্ড দরকার ওর।

সময়টা পেল ও। টান দিয়ে ডানহাত বের করে আনল ও গুঁড়ির তলা থেকে। আস্তে করে আবার নামিয়ে দিল গুঁড়ি। অতি সচেতন হয়ে খেয়াল করল, ভারী বীম আর ওর পেটের আড়ষ্ট পেশির মাঝখানে ফাঁকটা আধইঞ্চিরও কম।

শুরু হলো ক্রমেই নেমে যাওয়া পানির সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতায় জিতলে হয়তো বাঁচবে ও, হারলে... মৃত্যু!

জুতোর ভিতর থেকে ডান পায়ের পাতাটা মুচড়ে বের করতে চেষ্টা করল রন। একটু পর ঘামে ভিজে গেল বুটজুতোর ভিতরের চামড়া। এরপর বারকয়েক টানাটানি করতেই বুটের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো পা-টা।

আবর্জনার স্তূপে গোঙানি শুরু হলো। কাঁপতে আরম্ভ করল মেঝেটা। জুতোর ভিতর থেকে বাম পা বের করতে পাগল হয়ে উঠল রন। ওর মনে হলো, অনন্তকাল চেষ্টার পর মুক্ত হলো ওর পা।

এখন শুধু পেটের উপর আড়াআড়িভাবে পড়ে থাকা বরগাটা

সরাতে হবে, তা হলেই মুক্ত হতে পারবে ও। ডানহাত সরিয়ে নিয়ে গুঁড়ির সঙ্গে পেটের যে ফাঁকটুকু তৈরি করতে পেরেছিল, পানির উচ্চতা কমে যাওয়ায় এরইমধ্যে বুজে গেছে সেটুকু আবার দেহের পাশে দু'হাত নিয়ে এলো রন, তারপর দু'কনুই মেঝেতে ঠেকিয়ে হাতের তালু দুটো রাখল বীমের তলায়। কাঁধ ও কোমরের জোরে এবার তুলতে চেষ্টা করল বীমটাকে।

নড়ছে বীম। সামান্য একটু উঠল। উঠছে আরও। শরীরের সমস্ত শক্তি খাটিয়ে বীমটাকে উপরে ঠেলে শরীর গড়িয়ে সরে যাবার চেষ্টা করল ও। মেঝের প্রান্ত থেকে হাত-পা ছড়িয়ে ঝপাস করে কয়েক গজ নীচের পানিতে পড়ল ও হঠাৎ। ওকে একপাক ঘুরিয়েই টান দিয়ে সঙ্গে নিয়ে চলল জোরাল স্রোত।

ক্ষণিকের জন্য বিনের দালানের ধ্বংসাবশেষে ফিরে যাবার চেষ্টা করল রন, তবে স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার কাটবার শক্তি ওর নেই আর। ক্রীকে বহতা পানির তোড়ে ভেসে যেতে দিল ও নিজেকে, সেই সঙ্গে অল্প-অল্প হাত-পা নেড়ে ভেঙে পড়া রেললাইনের কালভার্টের দিকে সরতে চাইল।

পিছন থেকে পতন ও ভাঙচুরের তীক্ষ্ণ আওয়াজ শুনতে পেল ও। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহার মতো ক্যানিয়নটার দিকে।

বিনের দালানের অবশিষ্ট যা কিছু একটু আগেও ছিল, প্রচণ্ড জোরে ঝপাস আওয়াজ করে ভেঙে পড়েছে সব ক্রীকের উপর। পুরো ক্রীকে যেন বাঁধ তৈরি করেছে বিধ্বস্ত দালানটা। ধ্বংস-স্তূপে ফুটোফাটা যা কিছু আছে, সেগুলো দিয়ে সামান্য পানিই আসতে পারছে এপাশে। ক্রীকের দু'দিকের পাড় অনেকখানি উঁচু হওয়ায় সদ্য তৈরি বাঁধের পিছনে দ্রুত বাড়ছে পানির উচ্চতা।

স্রোত কমে যেতেই পায়ের নীচে মাটি ঠেকল রনের। আধমিনিট লাগল ওর ক্রীকের তীরে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠতে। প্রথমেই ওর চিন্তায় এলো লিজার কথা। পাগলের মতো

চারপাশের পানিতে লিজাকে খুঁজল রন। ওই জঞ্জালের ভিতর যদি লিজা থেকে থাকে... তারপর জোরাল শব্দ করে হাজারো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল অকস্মাৎ সৃষ্ট বাঁধ।

ভাঙা তক্তা, ভাসমান দরজা, কোনও এক তলার মেঝের খানিকটা অংশ আর জানালার একটা আস্ত চৌকাঠ ছাড়া অন্যকিছু চোখে পড়ল না ওর। দালানের অবশিষ্টাংশগুলো দ্রুত ওকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল রাতের অন্ধকারের আড়ালে। আর কিছুই নেই, আছে শুধু নীচের মেসার দিকে দ্রুত ছুটে চলা জোরাল স্রোত।

রনের মনে হলো, শরীরের সমস্ত শক্তি, সমস্ত মনোবল হারিয়ে গেছে ওর হঠাৎ করে। হাঁটুমুড়ে বসে পড়ল ও, আচ্ছন্ন বোধ করল প্রলয়ঙ্করী বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেয়েও। মনটা ওর বারবার করে নীরবে ডাকল: 'লিজা! লিজা! কোথায় তুমি?'

আরও ভাটির দিকে, রেল-রাস্তায় লোকজনের সাড়া পেল ও। হাঁটাচলা করছে মানুষ। নাচছে লণ্ঠনের আলো। উত্তেজিত কণ্ঠস্বর এর-ওর নাম ধরে ডাকাডাকি করছে। তবুও মাথা নিচু করে বসে থাকল রন।

নানাজনের কথাবার্তার টুকরো-টাকরা অংশ কানে এলো ওর। আকস্মিক বিপর্যয়ের কারণে চড়া গলায় কথা বলছে মানুষ।

'...একটানে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। কোনও চিহ্নও রাখেনি কারও...'

'...মার্কেন্টাইল কম্পানি। জর্জ ব্রাউনের ভাইয়ের ছেলে, আর হার্মানদের ছোট মেয়েটা...'

'...ক্রীকে আছে। যদি আমরা শকুন আর কয়োটিদের আগে হাজির হতে পারি, তা হলে মেসা থেকে লাশ তুলে আনতে...'

'...চুরানব্বুইয়ের পর থেকে কখনও এরকম...'

বাতাসে কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়ার মতো শরীর মোচড়ানো

মেঘের ভিতর থেকে ক্ষণিকের জন্য উঁকি দিল চাঁদ, আবছা আলো ছড়াল পৃথিবীতে। নীচের দৃশ্যটা মর্মস্পর্শী ও ভয়ঙ্কর বলেই হয়তো মেঘের চাদর আবার ঢেকে দিল চাঁদটাকে। তারপরেও, সাহস করেই বোধহয়, আরও একবার উঁকি দিল চাঁদ।

ধ্বংসলীলা সাঙ্গ করে সম্ভবত শান্ত হয়েছে বিশ্বপ্রকৃতি। বৃষ্টির ভারী, কালো মেঘগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে শুরু করল একটানা পুবালী হাওয়া। এবার আলো ছড়াবার পূর্ণ অধিকার পেল চাঁদ।

বনিলাস সেতুর একটা পাশ ভেঙে গিয়ে পুরোটা সেতু ঘুরে চলে এসেছে রেল-রাস্তার উপর, দেখলে মনে হয় যত্নের সঙ্গে খুলে নতুন করে সেতুটা সড়কের বুকে বসিয়েছে কোনও দানব।

রন যেখানে আছে, তার উল্টোপাশে, ডিপোর প্ল্যাটফর্মের খানিকটা অংশ দানবীয় বাটাল দিয়ে যেন কেটে নিয়ে গেছে জলোচ্ছ্বাস।

ডেভ বেলের মার্কেন্টাইল কম্পানির চিহ্ন বলে কিছু নেই আর। প্লাবনের সরাসরি সামনে পড়েছিল স্টোরটা। বিনের দালানের মতো একইভাবে ডুবে গিয়েছিল ওটাও, তারপর ভেঙেচুরে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে ওটাকে প্রবল স্রোত।

তবে রেল-রাস্তার দিকে মুখ করা একটা বাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি একটুও। রন আন্দাজ করল, জলোচ্ছ্বাসের ভয়ঙ্কর তোড় আসলে ক্যানিয়নের ভিতর দিয়ে বয়ে গেছে, ধ্বংস করে দিয়েছে দু'পাশের বসতি, কিন্তু শহরের অন্যান্য বাড়ি-ঘরগুলোকে পানির সামান্য ছিটেফোঁটার স্পর্শ দিয়ে গেছে শুধু।

বরাবরের মতোই গম্ভীর চেহারায় মর্যাদার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে হাওয়ার্ডস হোটেল। বারান্দার পিলারের মাঝামাঝিতে যদিও পানির দাগ রয়ে গেছে, যেন চৌকশ পোশাক পরা কোনও পুরুষের ইস্ত্রি করা প্যান্টের হাঁটুতে কাদা লেগেছে।

হাওয়ার্ডস হোটেলের পিছনে সামান্যতম চিহ্নমাত্র নেই বিনের দালানের।

পেটের ভিতরে গিঁঠ পাকানো অনুভূতি হলো রনের। টলতে টলতে ক্রীকের পাড় থেকে নেমে লোকজনের জটলার দিকে পা বাড়াল ও।

খালি পায়ে কাদার স্পর্শ খুব শীতল মনে হলো ওর। বিড়বিড় করে বলল রন, *মেসা থেকে লিজাকে খুঁজে বের করতে হলে একজোড়া জুতো দরকার হবে।*

ঘরে আরেক জোড়া জুতো আছে, মনে পড়ল ওর। ভিড় ঠেলে হোটেলের দরজা পর্যন্ত পৌঁছুল রন, তারপর লবিতে উঠতে পা রাখল সিঁড়ির ধাপে। কে যেন ধরে ফেলল ওর হাত। চরম বিরক্তির সঙ্গে হাতটা ঝাপটা দিয়ে ছুটিয়ে নিল রন। কিন্তু আবারও ওর বাহু খামচে ধরল ওই হাত, একটা কণ্ঠস্বর উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'ফেরিসকে ধরতে ক্যানিয়নে গিয়েছিল ব্রাউন!' চাঁদের আলোয় লোকটার ফ্যাকাসে চেহারাটা দেখল রন। হ্যাট থেকে টুপটুপ করে পানি ঝরছে তার। আত্মমগ্ন স্বরে বলল লোকটা, 'আমিও ওর সঙ্গে যেতাম আরেকটু হলে!'

'ওই জলোচ্ছ্বাসের সামনে পড়লে বাঁচত না কেউ,' নির্দ্বিধায় বলল হতোদ্যম রন। 'শুধু এটুকুই আশা করতে পারি যে লিউট ফেরিসও বাঁচেনি।' হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে কাদাভরা লবিতে ঢুকল ও।

লবিতে জড়ো হয়েছে ক্যানিয়নের বেশকিছু বাসিন্দা– কোনও-না-কোনওভাবে রক্ষা পেয়েছে এরা প্লাবনের সরাসরি পথ থেকে দূরে ছিল বলে। তাদের মধ্যে চাইনিযরা আছে, রয়েছে সদ্য আগত বসতহারা সাদামানুষদের অনেকেই। তাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত লম্বা বিল ট্রেইসিকে দেখতে পেল রন।

ওকে দেখে এগিয়ে এলো জুয়াড়ী। বিষণ্ন সুরে বলল, 'ভেবেছিলাম মারা গেছ তুমি। ছাদটা যখন নীচে পড়ল, মনে

করেছিলাম তখন ওটার তলাতেই ছিলে তুমি।'

'মিস্টার ট্রেইসি, লিজা... লিজা আর নেই,' রনের মনে হলো বুকের ভিতর গিঁঠ পাকিয়ে ওর শ্বাস আটকে দিচ্ছে কী যেন। মাথা নিচু করে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াল ও।

'লিজা?' ওর পিছন থেকে বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল বিল ট্রেইসি।

বলবার সুরটা খেয়াল করল না রন ঘরের দরজায় পৌঁছুবার আগে, আনমনে ভাবল ও, আমার ঘরে বাতি জ্বালল কে?

দরজায় দাঁড়িয়ে লিজাকে দেখতে পেল রন। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে লিজা। রনকে দেখে গভীর আয়ত চোখদুটো বড়বড় হয়ে উঠল ওর, বিষণ্ণ চেহারাটা ঝলমলে উজ্জ্বল হয়ে উঠল আন্তরিক আনন্দে।

আরও বেশ কয়েকদিন বনিলাস ক্রীকে বয়ে যাবে পানির বাড়তি স্রোত, কিন্তু তর্জন-গর্জনের ভয়াবহতা কমেছে ক্রীকটার। ছুটন্ত পানির জোরাল ছলছলাৎ আওয়াজটা অবশ্য এখনও আসছে রনের ঘরে।

একহাতে গলা স্পর্শ করল লিজা, যেন কথা বলতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে ওর। 'রন! শেষবার যখন তোমাকে দেখি... তোমাকে দেখলাম ক্রীকে পড়ে যেতে! আমি তো ছাদে উঠে হাওয়ার্ডস হোটেলের জানালা গলে ঢুকে পড়লাম... নীচে এসে দেখি লবিতে পানি উঠছে... আমার কোমর ডুবে গেল... ভীষণ ভয় হলো, তুমি...' থেমে গেল লিজা।

'সবই এখন অতীত,' মৃদু হাসল ক্লান্ত রন। 'কালকে নতুন দিন আসছে, লিজা। ভবিষ্যতের কথা ভাবার জন্যে নতুন দিন আসছে!'

জানালার কাছ থেকে ছুটে এসে দরজার কাছে দাঁড়ানো রনের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইল লিজা। দু'জন দু'জনকে আলিঙ্গন করল মাঝপথে।

Pathfinder

সতেরো

পরদিন ভোরে সম্পূর্ণ বদলে যাওয়া এক পিস্তল ফ্ল্যাটে তাপ ঢালল সূর্য। চমৎকার একটা দিন। পলাতক সাদা মেঘগুলো জায়গা ছেড়ে দিল সুনীল আকাশকে। বাড়িগুলোর ছাদে ও ডিপোর আশপাশের কটনউড গাছগুলোর শিখরে চিকচিক করল ভোরের শেষ-বৃষ্টির জলকণা।

শহরের বেশিরভাগ এলাকাই ঢেকে গেছে প্লাবনে ভেসে আসা কাদা-মাটিতে। রাত নামবার আগেই ওই ভেজা কাদা শুকিয়ে পাউডারের মতো গুঁড়ো ধুলো হয়ে যাবে, বাতাসে উড়বে সেই মিহি ধুলো।

বাড়িগুলোর উঠানের বেড়ায় আটকে আছে নানান আবর্জনা– তবে মেসকিট, ইউক্কা ও ওকোটিলোর ভাঙা ডালপালার সংখ্যাই বেশি। জমিন ঢেকে গেছে শুকনো ঘাসের পুরু কার্পেটে। মাটির সঙ্গে মিশে যেতে বেশ সময় নেবে ওই কার্পেট।

একটু নিচু জমিগুলোয় পানি জমে আছে এখনও, রাস্তার খানা-খন্দও পানিতে ভরা। রেললাইনের ফাঁকে ফাঁকে জমে থাকা শান্ত পানিতে প্রতিফলিত হচ্ছে নীল আকাশ।

সকাল হতেই দ্রুত পানি শুষতে শুরু করল ঝলমলে তপ্ত সূর্য। দম বন্ধ করা ভ্যাপসা গরম পড়ল। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ এতো বেশি যে হাঁসফাঁস করতে শুরু করল সবাই। তারই ফাঁকে এগিয়ে চলল জীবিতদের অনুসন্ধান ও উদ্ধার করবার অভিযান।

ক্যানিয়নে আরও অনেকেই স্রেফ কপালগুণে বেঁচে গেছে বিল ট্রেইসির মতো। মাত্র একজন কাউবয়কে হারিয়েছে জর্জ ব্রাউন।

সূর্য আরেকটু উপরে উঠবার পর অন্যান্যদের সঙ্গে নীচের মেসায় দুর্ভাগাদের লাশ খুঁজতে গেল জর্জ ব্রাউন ও বিল ট্রেইসি। চাপা পড়া লাশ বের করতে ঝোপঝাড় ও আবর্জনাগুলো স্যাডলহর্নের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে ঘোড়া ছুটিয়ে আলাদা করল তারা। রনের তত্ত্বাবধানে একদল লোক নিয়ে বনিলাস সেতুটা মেরামতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ফ্লিন্টস্টোন ফেনটন।

দুপুরে রনের কাছে খবর নিয়ে এলো জর্জ ব্রাউন, তিক্ত স্বরে বলল, 'ফেরিসকে পেয়েছি আমরা। কবর দেবার কোনও দরকার আছে বলে মনে হলো না, যেটুকু আস্ত ছিল, একটা গর্ত খুঁড়ে পুঁতে দিয়েছি সেটুকু।' ক্লান্ত ভঙ্গিতে দীর্ঘশ্বাস ফেলল ব্রাউন। 'ওর হাতে ডিনামাইটের একটা ফিউজ ছিল। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ বাঁধটা এমনি এমনি ভাঙেনি? ফেনটন যে-দু'জনকে বাঁধের পাহারায় রেখেছিল, তাদের একজনকে খুঁজে পেয়েছে ট্রেইসি। বুকে গুলি খেয়েছিল লোকটা। অনেকে হয়তো বলবে ব্যাপারটার কোনও তাৎপর্য নেই, কিন্তু আমার মনোভাব ভিন্ন।'

মনোভাব রনেরও ভিন্ন। এটা পরিষ্কার যে দখলে রাখতে না পেরে বাঁধ ভেঙে খনিটা প্লাবনে ডুবিয়ে দিয়েছে লিউট ফেরিস। কিন্তু এই নোংরা পরিকল্পনার কতটা ফেরিসের, আর কতটা ক্লিভ হেস্টিংসের?

একটু পরে রনকে একপাশে সরিয়ে নিয়ে গেল ডেভ বেল, সতর্ক করে বলল, 'হেস্টিংসকে দেখেনি কেউ। প্লাবনের পানিতে যদি মারা না গিয়ে থাকে, তা হলে হয়তো আশপাশেই আছে ও।'

'কর্নেলকে ও খুন করেছে সেটা আমরা জানি,' আপত্তির সুরে বলল রন। 'এরপরেও থাকবে ও? ঝুঁকিটা নেবে?'

'হয়তো,' নিজের মত থেকে সরল না ডেভ বেল। 'ভুল হতে পারে আমার, তবে সেই ছোটবেলা থেকে ক্লিভ হেস্টিংসকে দেখেছি আমি। ভয় বলে কিছু নেই ওর, শুধু ওর চেয়ে শক্তিশালীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ আছে খানিকটা। তুমি পিস্তল ফ্ল্যাটে আসবার আগে ওকে শায়েস্তা করার মতো কেউ ছিল না এখানে।' ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল বেল। 'বোকা নয় হেস্টিংস। ও জানে, মারা গেছে প্যাট্রিক টমসন; ফেরিসও বেঁচে নেই– ওর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবার লোক আর থাকল কোথায়?'

অপলক ডেভ বেলকে দেখল রন, তারপর বিস্মিত হয়ে বলল, 'তুমি তো নিজের কানে প্যাট্রিকের কথা শুনেছ। পিলার আর হাওয়ার্ডও শুনেছে। শুনেছে লিজা, জর্জ ব্রাউন, ডাক্তার ব্রায়ারও। আমি নিজেও শুনেছি।'

আবার মাথা নাড়ল ডেভ বেল। 'নিরপেক্ষ কোনও আদালতে যদি বিচারের মুখোমুখি হেস্টিংসকে দাঁড় করানো হয়, তা হলে বিচারক বলতে বাধ্য হবেন, মানুষের মুখের কথা ছাড়া আর কোনও প্রমাণ নেই ওর বিরুদ্ধে। কারও প্রমাণহীন মুখের কথাকে খুব একটা গুরুত্ব দেয় না আদালত। তা ছাড়া, হেস্টিংস অন্তত দশজন লোক জোগাড় করতে পারবে, যারা আদালতে বলবে, কর্নেলের মৃতদেহ ডিপোতে পৌঁছুনো পর্ষন্ত ও তাদের সঙ্গেই ছিল।'

তিক্ত, রূঢ় সত্যটা ধীরে ধীরে উপলব্ধি করল রন।

প্যাট্রিক টমসন ও লিউট ফেরিসের মৃত্যু, বা প্লাবনের ফলে পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তনই হয়নি আসলে। এখনও, এতকিছুর পরেও ক্লিভ হেস্টিংসের সঙ্গে শেষপর্যন্ত হয়তো মোকাবিলা করতে হবে ওকে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে রনকে খানিকক্ষণ দেখল ডেভ বেল, তারপর বলল, 'শুরু থেকে ভুল পথে চলেছি আমি, রন। যে-পরিমাণ কষ্ট তুমি সহ্য করেছ, যে-পরিমাণ বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও

দমে না গিয়ে লড়াই করেছ, তাতে এটা বলতেই হয়, পক্ষ নিতে হলে তোমার মতো মানুষের পক্ষই নেয়া উচিত। কোনও শর্ত ছাড়াই টাকা ধার দিতে রাজি আছি আমি... যদি তুমি এখনও আমাকে সঙ্গে রাখতে চাও।' হাসলেও বিষণ্ণ দেখাল অনুতপ্ত ব্যবসায়ীকে। 'ম্যাক পিলারও থাকতে চায় তোমার সঙ্গে। ...দোকানটা গেছে আমার। ক্যানিয়নের ভিতরে বাড়ি-ঘরগুলোও শেষ। তবে চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই নতুন করে গড়ে তুলতে পারব আমরা শহরটা।'

স্বীকারোক্তি দিয়ে অত্যন্ত বিব্রত বোধ করল ডেভ বেল, ঘুরে দাঁড়িয়ে দুর্বল ভঙ্গিতে হেঁটে চলে গেল আরেকদিকে।

বুড়ো টমসনের টেলিগ্রাফ পেয়ে বিকেলে বুলেট ট্রেইনে এলো সাহায্য। জংশন থেকে পাহাড়ি পথে তাড়াতাড়ি আসবার জন্য টেন্ডার ও কোচ ছাড়া অন্য কোনও বগি আনেনি এঞ্জিনটা।

চিকিৎসা সেবা দেবার জন্য তিনজন ডাক্তার, প্রচুর ওষুধপত্র এবং পর্যাপ্ত খাবার পাঠানো হয়েছে বিপর্যস্তদের কাছে।

ওই ট্রেইনে আরও এসেছে *মিশেল মার্শল্যান্ড*।

কাদাময় ক্রীকে কোমর পর্যন্ত ডুবিয়ে পাড়ে দাঁড়ানো ফ্লিন্টস্টোন ফেনটন ও তার সঙ্গীদের নিয়ে সেতুটা মেরামতের চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে আছে রন। সবার আন্তরিক প্রচেষ্টায় শেষপর্যন্ত ক্রীকের উপর জায়গামত বসানো গেল সেতু। জলোচ্ছ্বাসের মাত্র একটা ধাক্কা দরকার হয়েছিল ওটা সরাতে, কিন্তু আগের জায়গায় ওটাকে ফিরিয়ে আনতে ফেনটন ও তার লোকজনের লাগল প্রায় সারাটা দিন।

ক্রীকের পুব পাড় থেকে রনকে ডাকল মিশেল। সামান্য বিস্ময় বোধ করল রন, সেই সঙ্গে খানিকটা হতাশও হলো। হতাশাটুকু অনুভব করে নিজেকে অবিশ্বস্ত মনে হলো ওর। 'এক মিনিট মিশেল,' বলে রেললাইনের খুঁটির উপর সেতুর একটা স্প্যান খানিকক্ষণের জন্য রাখতে ইশারা করল রন, তারপর

বেয়ে উঠল ক্রীকের পিছলা পাড়।

গ্রীবা কাত করে রনকে দেখল মিশেল, গভীর স্বরে বলল, 'আমি ফিরে এলাম, রন। ...শুধু তোমার জন্যে।'

কী বলবে ভেবে পেল না রন, চরম অস্বস্তিকর দ্বিধার মধ্যে ওর নাকে এলো তিতা-মিষ্টি মেশানো জোরাল মেয়েলি সুবাস। মেইমি ও তার মেয়েরা পাশ কাটাল রনকে, ওদের দু'হাত বোঝাই হয়ে আছে কম্বল ও ব্যান্ডেজে।

'আশ্চর্য ব্যাপার তো!' বিদ্রূপের স্বরে বিস্ময় প্রকাশ করল মিশেল।

মেইমি ও তার পার্লারের মেয়েদের পরনে কাদামাখা রংচঙে পোশাক। স্কার্টের তলার দিকটা উল্টে কোমরে গুঁজেছে তারা। এতে হাসির কিছু আছে বা অস্বাভাবিক কিছু রয়েছে বলে মনে হলো না রনের। ওধরনের পোশাক ছাড়া পরবার মতো আর কিছু নেই ওদের। হোঁচট খাচ্ছে মেয়েগুলো, পিছলে যাচ্ছে– তারপরও সাধ্যমতো চেষ্টা করছে যে-যার দায়িত্ব পালন করতে।

কত বড় একটা বিভেদের পরীখা আছে ওর সঙ্গে মিশেলের, সেটা হঠাৎ অনুভব করল রন। নরম গলায় বলল ও, 'হাওয়ার্ডের হোটেলে যাও, মিশেল।' হাতের ইশারায় চারপাশ দেখাল। 'এখানে অনেক কাজ পড়ে আছে। একটু পরে আসছি আমি। তখন কথা বলা যাবে।'

ভীষণ অবাক হয়েছে এমন ভঙ্গিতে ভ্রূ উঁচু করল মিশেল। 'কথার কী আছে, রন? খনি তো পানিতে ডুবে গেছে– তার মানে তো ধ্বংস হয়ে গেছে ওটা, তা-ই না? এখন তো এখানে আর কিছুই নেই তোমার জন্যে।'

অপলক তাকিয়ে মিশেলকে দেখল হতভম্ব, বিরক্ত, বিব্রত রন, এতক্ষণে বুঝতে পারল, কেন ফিরেছে মেয়েটা। আস্তে করে মাথা নাড়ল ও। 'খনিটা ধ্বংস হয়ে যায়নি, মিশেল। অন্তত আমি যেভাবে খনন কাজ করব, তাতে বড় কোনও সমস্যা হবে না ওই

খনি থেকে তামা তুলতে। সুড়ঙ্গ খুঁড়ে বা পাম্প বসিয়ে পানি সরিয়ে ফেলতে পারব আমরা।'

দু'দিনের না-কামানো রুক্ষ দাড়িসহ ওদের সামনে এসে দাঁড়াল নিক হাওয়ার্ড। পরিশ্রমের কারণে নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠছে তার। রন তাকে বলল, 'নিক, মিশেলকে যদি একটু হোটেলে নিয়ে গিয়ে...'

'আমি নিজেই যেতে পারব,' আড়ষ্ট কণ্ঠে রনকে থামিয়ে দিল মিশেল, মেইমির মেয়েদের ব্যবহৃত কর্দমাক্ত পথটা মাড়িয়ে টলমল করতে করতে রওনা হলো ও হাওয়ার্ডস হোটেলের দিকে।

হোটেলের দিকে চলল নিক হাওয়ার্ডও।

পিস্তল ফ্ল্যাট ছাড়িয়ে দূরে, অনেক উঁচুতে এলিফ্যান্ট হেড বাট দেখতে পেল রন। ওদিকেই সেই গিরিখাদটা, যেটার মাঝ দিয়ে এসেছে রেললাইন। বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে পিস্তল ফ্ল্যাটের যোগাযোগ রক্ষা করছে ওই রেললাইন। রনের মনে হলো, ওটা দূরে– তবে খুব বেশি দূরে নয়। এখনও পিস্তল ফ্ল্যাট ছেড়ে নিউ ইয়র্কে ফিরে যেতে পারে ও, ভুলে যেতে পারে খনিটার কথা, নিউ ইয়র্কে মিশেলের স্বামী হয়ে বাকি জীবন কাটাতে পারে বিলাসে গা ভাসিয়ে।

*

এলিফ্যান্ট হেড বাট-এর অসংখ্য খাঁজ-ভাঁজ-খানা-খন্দে ছায়া ফেলেছে মাঝ-আকাশ পেরিয়ে যাওয়া সূর্যটা। লাল আলোর বন্যায় উদ্ভাসিত হচ্ছে রিজগুলো– ওগুলো, আর ওগুলোর গা থেকে নেমে আসা ঢালু জমিন দূর থেকে দেখতে হাতির দেহের বিশেষ বিশেষ অঙ্গের মতো লাগে বলেই ওই এলাকার নামটা এলিফ্যান্ট হেড বাট হয়েছে।

বিকেলের মৃদু বাতাসে ঢালু পাহাড়ি জমি, পিস্তল ফ্ল্যাট শহর ও নীচের মেসার উপরে ভাসছে মিহি ধুলোর লালচে মেঘ। ওই

ধুলো এসেছে শহরের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া প্লাবনের কাদা থেকে। সূক্ষ্ম ধুলোর মেঘ যেন শ্বাস আটকে দিতে চাইছে সবার।

সারাটাদিন সবার কাজ তদারক করে ক্লান্ত হয়ে পড়ল রন। মিশেলের মুখোমুখি হতে হবে সে-চিন্তাটাও চেপে বসল ওর মাথায়। চলে যাচ্ছে বোঝাতে হাত নেড়ে ফেনটনকে ইশারা করল ও, তারপর রওনা হয়ে গেল হাওয়ার্ডস হোটেলের দিকে।

হোটেলের বারান্দায় উঠে খানিক থামল ও, রেল-রাস্তার এপাশে-ওপাশে তাকাল। ওর উল্টোদিকে রেললাইনের উপর বসে আছে ট্রেইনের সঙ্গে আসা একমাত্র যাত্রীবাহী বগিটা। ওটার জানালার ভিতর দিয়ে রক্তগোলাপের মতো লাল সূর্যালোক আসছে এপাশে। বগির ভিতরে মানুষের নড়াচড়া চোখে পড়ল ওর। বগিটা রেললাইনের উপর রাখা হয়েছে অস্থায়ী হাসপাতাল হিসাবে ব্যবহার করবার জন্য। সারাদিন রোগীদের নিয়ে ব্যস্ত ডাক্তার তিনজন অপেক্ষাকৃত গুরুতর আহতদের চিকিৎসা সেবা দিচ্ছে এখনও, ব্যবস্থা নিচ্ছে, যাতে বুলেট ট্রেইনে করে রওনা হতে পারে তারা। আরও উন্নত চিকিৎসার জন্য জংশন-শহরে নিয়ে যাওয়া হবে ওই রোগীদের।

অস্থায়ী হাসপাতালের সিঁড়ির ধাপ বেয়ে ক্লান্ত পায়ে লিজা ট্রেইসিকে নামতে দেখল রন। বগির কাঠের বডিতে কালচে রঙ করা, সেই গাঢ় পটভূমিতে স্পষ্ট দেখা গেল লিজার অপেক্ষাকৃত হালকা রঙের পোশাক।

রনকে দেখে হাত নাড়ল লিজা।

হাত তুলে ধীরে ধীরে নাড়ল রন প্রত্যুত্তরে।

বুলেট ট্রেইনের এঞ্জিনটা পানির টাঙ্কির দিক থেকে পিছিয়ে এলো। কাপলিংক লাগানো হলো বগির সঙ্গে। এঞ্জিনের সিলিন্ডার থেকে বাষ্প বের হলো, প্রেশার ডোম থেকে সূর্যের লাল আলোয় লম্বা একটা ধূসর রেখা সৃষ্টি করল বাষ্পের কলাম।

লবি পার হয়ে নিজের ঘরে চলে এলো রন, কাদা ধুয়ে

পরিষ্কার করল নিজেকে, সদ্য ইস্ত্রি করা পরিষ্কার নতুন কাপড় পরতে শুরু করল। কাপড় পরা মাঝ অবস্থায় থাকতেই দরজার সামনে এসে দাঁড়াল কর্দমাক্ত জর্জ ব্রাউন, চৌকাঠে হাত রেখে নিষ্পলক তাকাল রনের চোখে, গম্ভীর চেহারায় জানাল, 'কে যেন এইমাত্র হেস্টিংসদের ওই ম্যানশনে ক্লিভ হেস্টিংসকে ঢুকতে দেখেছে।'

গানবেল্টটা কোমরে পেঁচিয়ে পরে নিল রন, সিক্সগানের সিলিন্ডার খুলে পরীক্ষা করল সবক'টা গুলি ভাল অবস্থায় আছে কি না, তারপর তাকাল ব্যারেলের ভিতর দিয়ে। সিলিন্ডারটা ঘুরিয়ে দেখে নিয়ে হোলস্টারে সিক্সগানটা পুরে ড্র করল বারকয়েক। ভ্রূ কুঁচকে উঠল ওর। হোস্টারের ভেজা চামড়া আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইছে অস্ত্রটাকে।

'তোমাকে একা যেতে হবে এমন কোনও কথা নেই,' সহযোগিতার সুরে বলল জর্জ ব্রাউন। 'ক্লিভ হেস্টিংস কখনোই সমান সুযোগ দেবে না তোমাকে।'

'কিন্তু একা আছে ও এখন,' দৃঢ় স্বরে বলল রন।

জর্জ ব্রাউন খানিক দ্বিধা করে মুখ খুলল, 'অস্ত্রে হাত ভাল ওর।'

কাঁধ ঝাঁকাল রন, বিনা দ্বিধায় বলল, 'অস্ত্রের কোন্‌দিক দিয়ে গুলি বের হয় সেটা অন্তত জানি আমি।'

হঠাৎ ব্রাউনকে ঠেলে সরিয়ে দরজায় দাঁড়াল মিশেল। চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠেছে ওর। বেসুরো স্বরে বলল, 'তোমাদের দু'জনের প্রত্যেকটা কথা স্পষ্ট শুনতে পেয়েছি আমি। রন, আমি বলে দিচ্ছি, তুমি এখান থেকে বেরিয়ে গোলাগুলি করবে না মিস্টার হেস্টিংসের সঙ্গে!'

'করব, মিশেল,' শান্ত কণ্ঠে বলল বিরক্ত রন। 'দরকার হলে তা-ই করব আমি।'

রাগে লালচে মুখে থম মেরে দাঁড়িয়ে থাকল মিশেল. রনকে

দরজার দিকে এগিয়ে আসতে দেখল। ওকে পাশ কাটাল রন, বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। রনকে দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করতে গিয়ে যন্ত্রচালিতের মতো গ্রীবা ঘোরাল মিশেল।

করিডর ধরে হাঁটতে শুরু করল রন। ওর পিছনে, মিশেলের পাশ থেকে নিচু স্বরে জর্জ ব্রাউন বলল, 'তুমি যদি আমার মেয়েমানুষ হতে, মিস মার্শল্যান্ড, তা হলে চড়িয়ে তোমার দু'পাটির সবক'টা দাঁত ফেলে দিতাম আমি। ...রন মার্লো তোমার বাবার খুনিকে খুঁজে বের করতে বাইরে যাচ্ছে!'

ব্রাউনের বলা কথাটা মিশেলের চিন্তাধারায় কোনও পরিবর্তন আনবে না, ভাবল রন। *ও নিয়ে আর ভাবতে রাজি নয় মিশেল। ওর একমাত্র চিন্তা, নিজের ইচ্ছামতো আমাকে চালাতে পারছে না কেন ও।*

মন থেকে মিশেলের কথা পুরোপুরি মুছে ফেলল রন। দুনিয়ার সবকিছু দূর করে দিল মন থেকে– শুধু মনে রাখল, ক্লিভ হেস্টিংসের মুখোমুখি হতে হবে ওকে।

ঘনায়মান সন্ধ্যার আবছায়ায় রেল-রাস্তা ধরে উত্তরে এগোল রন ধীর পায়ে– মার্শালের অফিসের পাশে পৌঁছে যাবার আগে পর্যন্ত। মার্শালের অফিসের সামনে থামল ও, আঁধার নামতে শুরু করায় কর্মব্যস্ত শহরটা রাতের মতো শান্ত হচ্ছে, বাড়িগুলো থেকে আসছে নানান গৃহস্থালী শব্দ, মন দিয়ে শুনল সেগুলো।

অন্ধকার নেমে আসছে বলে প্লাবনের ক্ষত-চিহ্নগুলো চোখের আড়াল হয়ে যাচ্ছে। রনের কল্পনার সেই চিরকালের পুরোনো, পরিচিত পিস্তল ফ্ল্যাটের মতোই মনে হচ্ছে এই বিপর্যস্ত, মৃতপ্রায় শহরটাকে।

রান্নার আগুন থেকে এঁকেবেঁকে তারার রাজ্য লক্ষ্য করে উঠে যাচ্ছে ধোঁয়া। পোড়া মেসকিটের ডালের সুবাস পেল ও। সেই সঙ্গে ভাজা মাংসের ঘ্রাণ ওকে মনে পড়িয়ে দিল, খুব খিদে লেগেছে ওর।

ধুলো ওড়ানো বাতাস ভাসিয়ে আনল নানান শব্দ। কোথায় যেন জোরে জানালা বন্ধ করল কেউ। হঠাৎ একঝলক বাতাসে রেল-রাস্তার আরেকদিক থেকে উড়তে শুরু করল ধুলোর মেঘ। বিড়বিড় করে গাল বকল কোনও লোক। ধুপ করে বন্ধ হলো একটা দরজা। পিছনে, শহরের দিক থেকে মহিলাকণ্ঠ শুনতে পেল রন, অবাধ্য দুষ্টু বাচ্চাদের বাড়িতে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে মায়েরা। আরও দূরে থেকে কাতর আহাজারি করল বাছুরহারা একটা গরু।

হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে জেল-এর পিছনটা লক্ষ্য করে রওনা হলো রন। বয়ে যাওয়া বাতাসে অশান্ত হয়ে উঠেছে অগভীর একটা বড় ডোবার পানি। ঘুরে ডোবাটা পার হলো রন, ওখান থেকে হেস্টিংসদের প্রাসাদোপম ম্যানশন দেখতে পেল– বহুবার সীমানার বাইরে থেকে দেখা সেই ছাদ, ম্যানশন ঘিরে থাকা লম্বা কটনউড গাছের সীমানা– পরিচিত দৃশ্য।

সাবধানে ম্যানশনের কাছাকাছি পৌঁছে গেল রন। নিথর, নীরব দালানটাকে ওর মনে হলো নীরবে অপেক্ষমাণ কোনও প্রাচীন দুর্গ– আকাশের পটভূমিতে আরও গাঢ় একটা প্রকাণ্ড আকৃতি। তবে ওটার দিকে নিঃশব্দে এগিয়ে যাওয়া যাবে, দিনের আলো সামান্য হলেও আছে এখনও।

কাঠের ঢালু ছাউনিওয়ালা একটা ঘর আর তেকোনা ক্যারিজ হাউসের মাঝখান দিয়ে বিরাট ম্যানশনের পিছনে চলে এলো ও, এগোল ছায়া-ঢাকা দেয়ালের পাশ দিয়ে– প্রতিটা পদক্ষেপ মেপে মেপে ফেলছে। ম্যানশনের কোনায় পৌঁছে গিয়ে ভাল করে দেখল আশপাশ। নেই কেউ। কোনও শব্দ বা নড়াচড়াও নেই।

তারপর ওর পিছনে ক্যারিজ হাউসের অন্ধকার থেকে ব্যাখ্যাতীত একটা আওয়াজ হলো। দ্রুত ঘুরল রন, তারচেয়েও দ্রুত হোলস্টার থেকে বের করে ফেলল সিক্সগান। এবার কিঁচকিঁচ ডাকগুলো চিনতে পারল। অন্ধকারে দৌড়াদৌড়ি করে

খেলছে ইঁদুরের পাল।

বামদিকে পঞ্চাশ গজ দূরে কালো একটা আকৃতি দাঁড়িয়ে আছে পুবাকাশের আঁধার-প্রায় পটভূমিতে– ভাঙা একটা উইন্ডমিলের অবশিষ্টাংশ ওটা। আড়াল হিসেবে ওটা ভাল মনে হওয়ায় ছাউনির তলা থেকে বেরিয়ে সাবধানে উইন্ডমিলের ধ্বংসাবশেষের দিকে এগোল রন। ম্যানশনের সামনের দরজাটার দিকেও নজর রাখা সহজ হবে ওখান থেকে।

অর্ধেকটা দূরত্ব পেরিয়ে জায়গায় হঠাৎ জমে গেল ও। জং-পড়া একটা কব্জা জোরেসোরে ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ করে উঠেছে।

আওয়াজটা সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করল ওকে। শব্দ না করে মূল ভবনের দিকে দ্রুত এগোল রন। ম্যানশনের সঙ্গে দূরত্ব পনেরো ফুট থাকতে থামল আবার। অপেক্ষা করল কান পেতে। অস্বাভাবিক কোনও শব্দ হলে শুনতে পাবে।

গাছের মাঝ দিয়ে পাতা নাড়িয়ে সরসর করে বয়ে যাওয়া বাতাসের ফিসফিস ছাড়া আর কোনও আওয়াজ নেই কোথাও। নিঃশব্দে দোতলা ম্যানশনের বারান্দায় উঠবার সিঁড়িতে পা রাখল রন। শুকনো কাঠের পুরোনো ধাপগুলো মচর-মচর আওয়াজ করল ওর ওজন বইতে গিয়ে। বারান্দার রেইলিংটার কাঠ ফেটে গেছে, হাত রেখে টের পেল ও। সামনের খোলা, অন্ধকার দরজা দিয়ে হালকা বাতাস আসছে। উষ্ণ, ঝিরিঝিরি হাওয়া। গালে বাতাসের স্পর্শে আরও সতর্ক হয়ে উঠল রন।

বাড়ির ভিতরে কোথাও পায়ের শব্দ হলো? হাঁটছে কেউ? ইঁদুর দৌড়াচ্ছে? ওই আওয়াজটার তলায় চাপা পড়ল রনের সাবধানী পদক্ষেপের শব্দ। শামুকের গতিতে বারান্দায় উঠল রন।

চাপ পড়ায় জোরাল আর্তনাদ ছাড়ল পুরোনো কাঠের মেঝে।

দরজার কালো গহ্বরটার কাছাকাছি থামল রন, শ্বাস আটকে

কান পাতল। বাড়ির ভিতরটা কবরের মতো নীরব। রনের মনে হলো, বিরাট এই দালানটা যেন অপেক্ষা করছে অনভ্যাসগত কারও পদশব্দ শুনবার জন্য। অখণ্ড নীরবতা যেন চিরন্তন, চিরস্থায়ী। টানটান উত্তেজনার ভিতর দিয়ে অশুভ সময় পার হতে লাগল অতি ধীরে।

তারপর রন খেয়াল করল, নৈঃশব্দ্য নিশ্ছিদ্র নয় পুরোপুরি। প্রকাণ্ড প্রাচীন দালানটা যেন নিজের সঙ্গেই বিড়বিড় করে কথা বলছে, রোদের তাপে উত্তপ্ত বিরাট ছাদটা চিড়বিড় শব্দ করছে শীতল হতে শুরু করায়। বাড়ির ভিতরে খুলে বন্ধ হলো একটা দরজা। ...আপনাআপনি?

দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল রন। বাইরে সামান্য আলো ছিল, কিন্তু ভিতরটা অন্ধকার। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল ও, তারপর আস্তে আস্তে ওর চোখ সয়ে এলো অন্ধকারে, অস্পষ্টভাবে দেখতে পেল সামনেটা। একটা খালি করিডরে আছে ও। বামদিকে সিঁড়ির রেইলিং ধরে রাখা প্রথম খুঁটি।

শীতল ঘামের একটা ফোঁটা ধীরে ধীরে নামতে শুরু করল ওর শিরদাঁড়া বেয়ে। পিঠের সঙ্গে সেঁটে গেল গায়ের শার্ট।

মনে হলো দোতলায় দ্রুত পায়ে হাঁটছে কে যেন। ককিয়ে উঠল মেঝের একটা তক্তা। ধুপ করে হালকা একটা শব্দ হলো।

পা টিপে টিপে সিঁড়ির কাছে চলে গেল রন। থেমে গেল দোতলার সেই শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে থামল রনও। বড় বেশি দ্রুত থামল। হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবে বুঝে ধরতে চাইল ও রেইলিঙের খুঁটি। অন্ধকারে ধরতে পারল না ওটা, পড়তে শুরু করে ঝুঁকে গেল শরীর। সিঁড়ির খুঁটিতে জোরে বাড়ি দিল ওর কাঁধ। ঘুনে খাওয়া পোকায় কাটা পুরোনো কাঠ সইতে পারল না ধাক্কাটা। কাঠের গভীর থেকে উপড়ে আসা জং-পড়া পেরেকগুলো তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলল। বাইরের দিকে হেলে পড়ল পুরো রেইলিং।

সিঁড়ির গোড়ায় দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল রন, সময় নিল

শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হতে দেবার জন্য। অনুভব করল, বুকের খাঁচায় ধুপধাপ লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড, ঘনঘন শ্বাস নিতে গিয়ে ফুলে ফুলে উঠছে বুক। অন্ধকার সিঁড়ির উপরের দিকে তাকিয়ে থাকল ও।

জোরে জোরে পা ফেলে হাঁটছে কেউ। সজোরে বন্ধ হলো একটা দরজা। দোতলায় কার যেন ভারী শ্বাসপ্রশ্বাসের ফোঁস-ফোঁস আওয়াজ শুনতে পেল রন, এবার নিশ্চিত হলো, ম্যানশনে একা নয় ও।

'নীচে নেমে এসো, ক্লিভ,' শান্ত গলায় বলল রন।

কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল থমথমে নীরবতায়। তারপর হেস্টিংসের ভারী কণ্ঠস্বর গমগম করে উঠল: 'শুয়োরের বাচ্চা!'

সিঁড়ির উপর থেকে আগুনের ঝলকানি উগরাল সিক্সগান। রনের পিছনের দেয়ালে গাঁথল বুলেট। গুলির বিকট শব্দ হলো বদ্ধ জায়গায়। একেকবারে তিন-চার ধাপ সিঁড়ি টপকে দ্রুত উঠতে শুরু করল রন, তারই ফাঁকে গুলি করল সিঁড়ির মাথা লক্ষ্য করে। পাল্টা জবাব দিল ক্লিভ হেস্টিংস, তারপর পিছিয়ে গেল।

এতো দ্রুত দৌড়ে উঠল যে অন্ধকার সিঁড়ির শেষধাপে পৌঁছে হোঁচট খেয়ে সামনে বাড়তে বাধ্য হলো রন। প্রাণপণ চেষ্টা করল ও ভারসাম্য রক্ষা করতে, কিন্তু পারল না, জোরে ধাক্কা খেল ছোট্ট ল্যান্ডিঙের শেষে ছিটকিনি না-আটকানো ভিড়ানো দরজায়। খুলে গেল দরজা। ঘরের ওপাশে ঠিক সামনের একটা জানালায় কালো একটা আকৃতি দেখতে পেল ও, বেশিরভাগ নক্ষত্রই ঢেকে রেখেছে আকৃতিটা। ভারসাম্য ফিরে পেয়েই লাফ দিয়ে সামনে বাড়ল রন।

সরে যাবার ফাঁকে আরেকটা গুলি করল ক্লিভ হেস্টিংস। অন্ধকার ঘরে মুহূর্তের ভগ্নাংশের জন্য আগুনের ঝিলিকটাকে উজ্জ্বল কমলা রঙের একগাদা সুতোর মতো দেখাল।

রনের মনে হলো, মোটা একটা লাঠি দিয়ে বাম কাঁধে গায়ের জোরে বাড়ি দিয়েছে কেউ। আঘাতের ধাক্কায় আধপাক ঘুরে গেল ও, সেই সঙ্গে পিছাতে বাধ্য হলো, পিঠ দিয়ে গুঁতো খেল দরজার চৌকাঠে। তারই ফাঁকে গুলি ছুঁড়ল দু'বার।

ক্লিভ হেস্টিংসকে দেখতে জানালার পটভূমিতে ঝুলন্ত একটা প্রকাণ্ড বাদুড়ের মতো লাগল। অথবা এমন একটা পুতুল, যেটার পেটের ভিতর থেকে সমস্ত কাপড় বের করে নেয়া হয়েছে।

ঘড়ঘড়ে স্বরে বলল হেস্টিংস, 'আমাকে ঠেকাতে পারবে না, রন।' তারপর জানালা থেকে অদৃশ্য হলো তার দেহ।

রনের মনে হলো, কাঁধ দুটো অবশ হয়ে যাচ্ছে ওর, সেইসঙ্গে অবশ হয়ে যাচ্ছে দেহের বামদিক। ধীর পায়ে সামনে বাড়ল ও, জানালার কাছে যেতেই পায়ে বাধল নরম কী যেন। হোঁচট খেল রন, পড়ে যেতে শুরু করে মাথাটা বাড়ি খেল ওর দেয়ালের সঙ্গে।

তীক্ষ্ণ ব্যথা ছাপিয়ে উপলব্ধি স্থান করে নিল ওর মনে: ক্লিভ হেস্টিংস গুলি খেয়ে জানালার এপাশে পড়েছে, ওপাশে নয়!

ক্ষিপ্ত বুনো জন্তুর মতো গর্জন ছাড়ল ক্লিভ হেস্টিংস, তারপরই মুঠো তুলে হাতুড়ির মতো করে মেরে বসল রনের ঘাড়ের পিছনে।

ঘাড়ের হাড় নড়ে যাওয়ার মটমট আওয়াজ শুনতে পেল রন। তীব্র ব্যথা! শক্তিশালী দুটো পা অজগরের মতো পেঁচিয়ে ধরল ওর কোমর।

নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করল রন। কানে তালা লেগে গেল ওর সিক্সগানের গর্জনে। আগুনের আঁচ লাগল মুখে। ওর মাথা থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরে দেয়ালে গাঁথল বুলেট, কাঠের কুচি ছিটাল। ওগুলো বিঁধে যাওয়ায় রনের মনে হলো আগুনের মতো লাল, হাজারখানেক গরম পিন ঢুকল মুখে। শরীরটাকে শিথিল করে দিল ও, টের পেল, কোমর থেকে পা ছাড়িয়ে নিচ্ছে ক্লিভ

হেস্টিংস। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ধুপধাপ ভারী পদশব্দ তুলে মেঝে কাঁপিয়ে দরজার দিকে চলল লোকটা।

সারামুখ থেকে দরদর করে আঠালো চটচটে রক্ত পড়ছে, গরম ছোঁয়াটা অনুভব করল রন। ওর আহত বাঁ হাতে কোনও সাড়া নেই বললেই চলে। মাথার ভিতরটা যেন কেমন ধোঁয়াটে ঠেকছে। চিন্তাগুলো স্পষ্ট নয়। তারপরও নিজেকে মনে করিয়ে দিল ও কী করতে হবে কাঁপা হাতে মেঝে থেকে সিক্সগানটা তুলে নিল রন, কনুইয়ে ভর করে খানিকটা উঁচু করতে পারল শরীর। জেদের সঙ্গে ভাবল, খুনি হেস্টিংসকে কিছুতেই পালাতে দেবে না ও।

পায়ের আওয়াজের দিকে মনোযোগ দিল রন, তারপর আওয়াজটা যেখান থেকে আসছে, তার কেন্দ্রবিন্দু আন্দাজ করে সাড়ে চারফুট উপরে গুলি ছুঁড়ল।

গুলির শব্দ মিলিয়ে যাবার পর পুরো একটা মিনিট পেরিয়ে গেল, আর কোনও আওয়াজ হলো না। তারপর নিচু একটা গোঙানি শুনতে পেল রন। তার পরপরই ধুপ করে মেঝেতে পড়ে গেল ভারী কোনওকিছু।

ধীরে ধীরে কসরৎ করে উঠে দাঁড়াল রন, পকেট থেকে ম্যাচ বের করে কাঠি জ্বালল।

স্থির একজোড়া চোখে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে এলো হলদে আলো। ফাঁকা দৃষ্টি ওই অস্বচ্ছ চোখ দুটোতে।

বুকে গুলি খেয়ে মারা গেছে ক্লিভ হেস্টিংস।

ম্যাচের কাঠিটা পুড়ে শেষ হয়ে যাবার আগে হেস্টিংসের দেহের নীচে আংশিক চাপা পড়া একটা ব্রিফকেস দেখতে পেল রন। অন্ধকারে টানাটানি করে লাশের শিথিল দেহের নীচ থেকে ওটা বের করে আনল ও। ব্রিফকেসটা খুব ভারী।

ওটা হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো ও একতলায়। ব্রিফকেসের ওজন থেকে বুঝতে পারছে, বুলেট-

ট্রেইনে ডাকাতির সমস্ত টাকাই সম্ভবত আছে ওটার ভিতর। হয়তো রানশার ম্যাকের কাছ থেকে ছিনতাই করা টাকাগুলোও আছে।

রেললাইনের শেষপ্রান্ত পাশে রেখে ধীর পায়ে হাঁটতে শুরু করল রন। শীতল বাতাস আলতো পরশ বুলিয়ে দিল ওর দেহে। রাস্তায় লণ্ঠনের আলো দেখতে পেল ও, বুঝতে পারল, মানুষজন বেরিয়ে এসেছে রাস্তায়, গোটা শহর জেগে আছে, অপেক্ষা করছে কী হয় জানবার জন্য।

ধীরপায়ে মার্শালের অফিসটা পাশ কাটাল রন, ব্রায়ারের ড্রাগ-স্টোর ও নাপিতের দোকানের সামনে এসে দেখল, দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে অপেক্ষারত ব্রায়ার। 'রন,' ডাকল ব্রায়ার, 'দাঁড়াও, চিকিৎসা দরকার তোমার।'

কিন্তু থামল না রন, পাশ কাটাল ড্রাগ-স্টোর, দু'পাশে টলছে মাতালের মতো। কিন্তু আরও একটা কাজ বাকি রয়ে গেছে ওর, ওটা না করলেই নয়। ...মিশেলকে...

ম্যাক পিলার ও হাওয়ার্ডস হোটেলের মাঝখানের অন্ধকার খালি জায়গাটা থেকে বেরিয়ে এলো জর্জ ব্রাউন। পিছন থেকে বলে উঠল ব্রায়ার, 'কেউ ওকে ধরে ধরে নিয়ে যাও। বোকাটা জেদ করেছে থামবে না।'

'আমি একাই যেতে পারব, জর্জ,' রানশার এগিয়ে আসতেই দুর্বল স্বরে আপত্তি জানাল রন। চোখ তুলে দেখল, হাওয়ার্ডস হোটেলের কোনায় ডেভ বেলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে লিজা।

হোটেলের লবি থেকে বের হওয়া আলোর পাশে চলে এলো রন, এবার জানালা দিয়ে দেখতে পেল মিশেলকে। নিক হাওয়ার্ডের কাদামাখা ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে আছে মিশেল, গ্লাভস পরছে হাতে। ওর পায়ের কাছে মেঝেতে একটা সুটকেস।

বোর্ডওয়াকে টলটলায়মান রনকে দেখতে পেয়ে তাড়াহুড়ো

করে বারান্দায় বেরিয়ে এলো নিক হাওয়ার্ড। লবিতে স্থির দাঁড়ানো মিশেলের মধ্যে অবশ্য কোনও প্রতিক্রিয়া নেই, যেন ও দেখেইনি আহত রনকে।

রন অনুভব করল, ও যদি এখন মিশেলকে পাশে চায়, তা হলে ওকেই যেতে হবে মিশেলের কাছে।

দশ-বারো গজ দূরে নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে লিজা ট্রেইসি, চেহারায় প্রশান্ত একটা ভাব। রনের মনে হলো, ওই প্রশান্তি যেন বিচ্ছুরিত হয়ে প্রবেশ করছে ওর মাঝেও। লিজা যেন গভীর কোনও খরস্রোতা ঝর্নার বুকে জেগে থাকা অনড় হীরক খণ্ড, ডুবন্ত মানুষ ওকে ধরে বেঁচে যেতে পারবে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে ধীর পায়ে লিজার দিকে এগোল রন। অর্ধেকটা দূরত্বও পেরোতে হলো না ওকে, তার আগেই ওর সামনে এসে দাঁড়াল লিজা, শান্ত স্বরে রনকে বলল, 'সব গোলমাল মিটে গেল, রন।'

আস্তে করে মাথা দোলাল রন। 'ক্লিভ হেস্টিংস মারা গেছে, লিজা।'

'ওর পরিণতির ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না আমার মনে,' রনের চোখে আয়ত চোখ রাখল লিজা।

হঠাৎ ব্রিফকেসটা খুব ভারী মনে হলো রনের, হাত থেকে পড়ে গেল ওটা। জর্জ ব্রাউনের শক্তিশালী হাত ওকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়াতে সাহায্য করছে, টের পেল রন। ডিপোর সামনে থেকে বিরাট কটনউড গাছগুলোর শিহরিত পাতার গান ভেসে এলো ওর কানে। ফিসফিস করে গান গাইছে ওরা রাতের বাতাসে, সেই গানের সঙ্গে কানের কাছে মৃদু মিষ্টি বাজনা বাজাচ্ছে লিজার কণ্ঠস্বর।

ফাদার ম্যাককিওন দৌড়ে কাছে চলে আসতেই ডক ব্রায়ার বলল, 'রন মার্লোর আপাতত দরকার নেই আপনাকে, ফাদার; তবে ক্লিভ হেস্টিংসের জন্যে কিছু করার সুযোগ এসেছে

আপনার।' বৃদ্ধ যাজক ঘুরে দাঁড়াতেই ব্রায়ার আবারও বলল, 'মনে হচ্ছে আরও কয়েকদিন পর রন মার্লোকেও একটু অন্যধরনের সাহায্য করতে পারবেন আপনি।' একগাল হাসি নিয়ে মুখোমুখি দাঁড়ানো নীরব রন ও লিজাকে দেখল ব্রায়ার, তারপর ফিরে চলল নিজের দোকানের দিকে।

***

Pathfinder